

ସନ୍ଧ୍ୟାଲীଳା ଶିତାଭିନୟ

(ଭକ୍ତିମୂଳକ ନାଟକ)

[ଗୀତରା କୋମ୍ପାନୀର ଯାତ୍ରାୟ ଅଭିନୀତ]

ଅହିଭୂଷଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ

ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ

କଲିକତା

୬୫ ନଂ କଲେଜ ସ୍ଟ୍ରୀଟ

ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ସନ୍‌ଏର ପୁସ୍ତକାଳୟ ହିତେ

ଶ୍ରୀଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କବ୍‌ଜ୍ ପ୍ରକାଶିତ

୧୯୧୬

ମୂଲ୍ୟ ୨।୦ ମେଡ଼ି ଟାଙ୍କା ।

কলিকাতা

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন ।

মহাত্মা ৬ঘনরাম চক্রবর্তী প্রণীত “শ্রীধর্ম মঙ্গল” নামক গ্রন্থ অবলম্বন কবিয়া “রঞ্জাবতী বা ধর্মলীলা” গীতাভিনয় লিখিত হইল ।

জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিখ্যাত বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাতা বিগ্রহ ৬মদনমোহনের লীলাবৈচিত্র্য এবং লাউসেন (ধর্মসেন) কর্তৃক ধর্মমাহাত্ম্য ও ধর্মপূজা প্রচারাদি কয়েকটি বিষয় পবম্পব সংশ্লিষ্ট ও সামঞ্জস্য রাখিয়া অমর কবি মহাত্মা ঘনরামের “ধর্মমঙ্গল” গ্রন্থ লিখিত । উক্ত ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিত “শ্রীধর্ম মঙ্গল” বাতীত লাউসেন কর্তৃক ধর্মপূজা প্রচার প্রভৃতি বৃত্তান্ত এবং মদনমোহনের লীলা আখ্যায়িকা অত্র কোন পৌরাণিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না । অথচ ইহাব আর কোন মৌলিকত্ব আছে কি না তাহা জানি না, সুতরাং এই গীতাভিনয় গ্রন্থের মূল অবলম্বনই ৬ঘনরাম চক্রবর্তী কৃত শ্রীধর্ম মঙ্গল গ্রন্থ এবং জনশ্রুতি ।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলবাসী রামাইত বৈষ্ণবগণ যে মদনমোহনের লীলা আখ্যায়িকা গান করিয়া থাকে, ঘনরাম কৃত ধর্মমঙ্গলের সহিত তাহার অনেক স্থলে সামঞ্জস্য থাকায়, উক্ত গীতাবলী যে যে অংশ অভিনয়ো-পযোগী বিবেচনা করিয়াছি, সেই সেই অংশের ছায়া মাত্র ইহাতে পরি-গৃহীত হইয়াছে । মেদনীপুর অঞ্চলে একটী বহুদিনের পুরাতন মন্দির বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া অद्याপি বর্তমান আছে, উক্ত প্রদেশস্থ জনসাধারণ উহাকে “রক্ষিণী মন্দির” বলিয়া থাকে । ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গলেও রক্ষিণীদেবীর বিষয় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় বর্তমানের জীর্ণ মন্দিরস্থা রক্ষিণী ও ঘনরাম বর্ণিত রক্ষিণী একই হইবে । অথচ তৎপ্রদেশস্থ

লোকেও তাইই বলিয়া থাকে। উক্ত প্রদেশে জনপ্রবাদ এইরূপ—
 ৮রক্ষিণীদেবী কোন্ সময় কাহার কর্তৃক স্থাপিতা, তাহা নিশ্চয়রূপে
 কেহ বলিতে পারে না, রক্ষিণীদেবী ময়নার রাজবংশ পরম্পরায় সেবিতা।
 পূর্বে এই স্থান অতুল শোভাসমৃদ্ধিসম্পন্ন নিত্য উৎসবময় জনকোলাহল
 পূর্ণ ছিল। দেবী মন্দিরে অষ্টপ্রহর চণ্ডীপাঠ হোম নিত্যপূজাদি
 রাজোচিত আয়োজনে সম্পাদিত হইত। নিত্য পরিবর্তনশীল স্বভাবের
 বিপর্যয়ে ও কালচক্রের নিষ্পেষণে সেই চণ্ডীপাঠ, স্তুতিগীতি বেদধ্বনিপূর্ণ
 আনন্দময়ীর আনন্দমন্দির এক্ষণে কর্কশ ফেঁকটীংকারপূর্ণ ভীষণ শ্মশান-
 মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। এ জনপ্রবাদ সমীচীন! বিষ্ণুপুর রাজধানীতে
 এখনও দল মাদল নামক বৃহৎ কামানদ্বয়ের মধ্যে একটি অব্যবহার্য্য
 অবস্থায় পতিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৮মদনমোহন বিগ্রহের শ্রীমন্দির
 ঘোর জঙ্গলাবৃত হইয়াও এখন পর্য্যন্ত উন্নত মস্তকে অতীতের সাক্ষীস্বরূপ
 দণ্ডায়মান আছে। এক্ষণে এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া
 ৮ঘনরাম রূত শ্রীধর্মমঙ্গল গ্রন্থ পৌরাণিক, কি কাল্পনিক, তাহা পাঠক-
 গণের বিবেচ্য। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলও যা, রঞ্জাবতী বা ধর্মলীলা
 গীতাভিনয়ও তাই।

এই রঞ্জাবতী বা ধর্মলীলা গীতাভিনয়, কলিকাতাস্থ খ্যাতনামা
 সাঁতবা এণ্ড কোংর যাত্রা সম্প্রদায়ে অভিনীত হইয়া, আশাতীত প্রতিষ্ঠা
 লাভ করায়, বিদেশস্থ, পাঠকপাঠিকাগণ, এবং যাত্রা-সম্প্রদায়ের
 অধিকারিগণ ইহাকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার জন্য অনুরোধ করায়
 আমি সেই সকল ভদ্রলোক পাঠক পাঠিকাগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে
 না পারিয়া ইহাকে যত্নসহ করিবার মনস্থ করি। কিন্তু ঐ সময় আমাকে
 কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়া ডাক্তার বৈদ্য মহাশয়গণের উপদেশক্রমে ৮কাশীধাম
 গমন করিতে হয়, এবং উক্ত ৮কাশীধামে অবস্থিতি কালে, সেই ব্যাধি

যন্ত্রণাগ্রস্ত শব্দাশায়ী অবস্থায় ইহার পাণ্ডুলিপি যতদূর সাধ্য পরিষ্কার করিয়া যত্নস্ব করি। পূর্বলিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে কোন কোন স্থান পরিত্যাগ ও পবিবর্তনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কি শারীরিক, কি মানসিক কোন অবস্থা ভাল না থাকায় সে সংকল্পসিদ্ধি সাধ্যাতীত হওয়ায় পূর্ব পাণ্ডুলিপিই অপরিবর্তিত রহিয়া গেল, সেই জন্ত পুস্তকেব আকার কিছু বড় হইয়া গিয়াছে, এবং সেই রূপাবস্থায় প্রুফ দেখাব ক্রটিতে অনেক স্থলে অশুদ্ধ অবস্থায় মুদ্রিত হইয়াছে; ইহাতে মুদ্রাকরের দোষ থাকিলেও আমিই তাহার জন্ত দায়ী। যাহা হউক, আমার তৎকালীন মানসিক অবস্থা ও কঙ্কালাবশিষ্ট যন্ত্রণায় দৈহিক অবস্থাব প্রতি দৃষ্টি করিয়া হৃদয়বান্ পাঠক মহাশয়গণ আমাকে ক্ষমা করিবেন, এবং আমার লিখিত অন্যান্য পুস্তকের ত্রায় ইহাকে একটু স্নেহেব চক্ষে দেখিলেই আমি সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

উপসংহারে বক্তব্য, আমি চারি বৎসর যাবৎ কঠিন পীড়াব করাল গ্রাস হইতে মুক্তিলাভের আশায়, কি কলিকাতায় কি ৬কানীধামে অবস্থিতিকালে, অনেক খ্যাতিনামা ডাক্তাব কবিবাজের চিকিৎসাধীন হইয়াছি, সাধ্যমত অর্থ ব্যয়েরও ক্রটি করি নাই, কিন্তু কোন ডাক্তাব বৈজ্ঞের ঔষধ সেবনে আশাহুরূপ ফললাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে কলিকাতায় কুমারটুলীস্থ পরম শ্রদ্ধাম্পদ, ধনন্তরীকল্প সুবিদ্ব কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতী প্রসন্ন সেন মহাশয়ের চিকিৎসাধীন হই, এবং তাঁহার নিঃস্বার্থ যত্নাতিশয্যে ও সুচিকিৎসায়, এক্ষণে অনেকাংশে সুস্থতা লাভ করিয়াছি, এবং হতাশ জীবনে পুনঃ আশার সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহারই চিকিৎসার ফলে আজ আমি কথঞ্চিৎ সুস্থশরীরে দীর্ঘকালান্তে ইহাকে মুদ্রায়ন্ত্ররূপ লৌহ কারাগার হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইলাম। এজন্ত আমার পুনর্জীবনদাতা স্বনামধন্য কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে

বন্ধ রহিলাম, যতদিন বাঁচিব হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে আশীর্বাদ করিব।
দীন দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের “আশীর্বাদ” ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইতি

সন ১৩১৫ সাল	}	বিনয়াবনত
চইআশ্বিন, বৃহস্পতিবার।		শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য
		৬৭ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

আমি এই পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব খরিদ করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম।

সন ১৩২২ সাল	}	শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য
২রা পৌষ		৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

বীরমল্ল 'বা' বীরবহুবল	..	..	বিষ্ণুপুরের রাজা ।
মহানন্দ	...	..	ঐ শ্যালক ।
সুরসেন 'বা' কর্ণসেন	..	..	অম্বিকার রাজা ।
ভগবৎসিংহ	...	..	{ মন্দারণের ছদ্মবেশী রাজজামাতা 'ও' সেনাপতি ।
সোম ঘোষ	...	..	অজয়গড়ের জায়গীবদার গোপ ।
মন্ত্রী	..	...	ঐ—মন্ত্রী ।
ইছাই ঘোষ	...	..	সোম ঘোষের পুত্র ।
কালু	..	...	ডোমের সর্দার ।
বলাই	..	...	ঐ পুত্র ।
গ্রহাচার্য্য	..	..	(ছদ্মবেশী হনুমান)
নারদ	..	...	দেবর্ষি ।
ইঁদে	...	..	মেথর ।
নিধে	...	..	ঐ ভ্রাতা ।
সাধুচরণ	...	..	ঐ সহচর ।
স্বামীজী	...	..	ধর্মদূত । (ছদ্মবেশী)
ধর্মসেন	...	...	অম্বিকার রাজকুমার ।
কপূর সেন	...	...	{ রাণী রঞ্জাবতীর পালিত পুত্র, মন্দা- রণের রাজকুমার ।

কলি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পাপ, দম্ভ, কালু, দলু, কেবলা প্রভৃতি
 গোপগণ, অম্বিকা-বাজপুত্রগণ, ধর্মপূজক, ভট্ট, প্রহরী, সৈন্যগণ,
 গোড়রাজপুত্র, গ্রামাবালকগণ, নগরবাসিগণ, মল্লগণ, উড়িয়া
 ব্রাহ্মণ, হাবিলদার, অম্বিকার সৈনিকবেশী গোড়-
 সৈনিক (ছদ্মবেশী হনুমানজী)

স্ত্রীগণ ।

বাণী	.	.	বিষ্ণুপুত্র রাজপত্নী ।
বজ্রাবতী	.	.	ঐ ভগিনী, অম্বিকার রাজপত্নী ।
প্রভাতী	.	.	ঐ পরিচারিকা ।
লক্ষ্মী	.	.	কালুসর্দারের পত্নী ।
সংজ্ঞা	..	...	সূর্য্য-পত্নী ।
বঙ্গিলা	..	..	ইন্দের রক্ষিতা ।
শুকটী	.	.	ইন্দ্রের মাতা ।
পাগলী	..	...	মন্দারণেব রাজকন্যা ।

ভুক্তি (কলির পত্নী), মিথ্যা, মায়া, নিকৃতি, হিংসাদি, (কাম ক্রোধ দম্ভ
 মোহাদির পত্নীগণ) অপ্সরাগণ, সত্যপত্নী, সিমুলা (কালু
 ডোমের মাতা), ছললী, কেলী, জুংখী, ডোমপত্নীগণ,
 কিরণবালাগণ, রমতীবাসিনী ময়বাণী ও বেণ্ডাগণ,
 বিষ্ণুপুরের পুরস্কাগণ ইত্যাদি ।



রঞ্জাবতী বা সম্মিলনীনা গীতাভিনয় প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—কুরুক্ষেত্র প্রান্তস্থ যমুনা তট ।

আদিযুগ সত্যের প্রবেশ ।

সত্য

এই সেই কুরুক্ষেত্র, এই সে যমুনা,
কত শান্তি অশান্তির শেষ লীলাভূমি !
পাতিয়া বিশাল বক্ষঃ, স্থির শান্তভাবে,
মাখি জীব-রক্ত-স্রোত নীরব ভৈরবে,
কত জীব অন্তলীলা দেখিয়াছ তুমি ।

(যমুনাকে লক্ষ্য করিয়া)

অনন্ত সহযোগিনী তুমিও যমুনে ।
কোটি কোটি বীর-রক্ত চিতাভস্মরাশি,
আনন্দে ভাসিয়ে ল'য়ে কাল সিদ্ধমুখে
নাচিয়া ছুটিছ, রাখি অতীতের স্মৃতি ।

কোথা ভীষ্ম দ্রোণ কৰ্ণ পার্থ কৃষ্ণসখা—
 কোথা সেই বুদ্ধিষ্ঠির ধর্মের সেবক !
 ভারতের ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল তারকা,
 একে একে কালমেঘে ঢাকিল সকল—
 একে একে সব ক্রমে অনন্তে মিশাল !
 ধর্মের বিপুল বংশে ধার্মিক সুধীর
 ছিল মাত্র পরীক্ষিত ধর্মের রক্ষক,
 তক্ষকরূপেতে কাল তারেও দংশিল,
 একে একে শূন্য হ'ল ধর্মের আশ্রয় !
 কোথা তুমি পরীক্ষিত, ধর্মের সেবক
 কৃষ্ণসখা অর্জুনের যোগ্য বংশধর,
 এক দিন গাভীরূপা ধরিত্রীর সহ,
 বৃষরূপী ধর্মদেবে কলির পীড়নে,
 রাখিয়াছ বাহুবলে দমিয়া কলিরে ;
 যে কলি কেঁদেছে কা'ল, করি যোড় কর,
 ধরিয়া চরণে তব, হায় পরীক্ষিত !
 পূর্ণ শক্তি আজ তার, তোমার অভাবে !
 কোথা তুমি ধর্মবীর পাণ্ডব গৌরব,
 অসহায় ধর্ম আজ অভাবে তোমার ।

গীত ।

স্বধর্ম দীক্ষিত, পরীক্ষিত ধর্মপ্রিয় মহারথী ।
 সত্যের আশ্রয় সদা, ধর্মের আদর্শ মুরতি ॥
 পাপাসক্ত জীব সবে, দুরন্ত কলির প্রভাবে,

তোমার অভাবে—

যায় ধর্ম তোমার অভাবে,

ঘোর কলির প্রাচুর্ভাবে দেখ আজ ধর্মের দুর্গতি ॥

সাহস্কার পাদবিক্ষেপে কলির প্রবেশ ।

কলি । সব শুন্‌চি, এক একটা কথা আঙ্গুল গুণে মনে ক'রে রাখ্‌চি ।
কলির পীড়নে দাদা আমার বড়ই উৎপীড়িত । অথচ তার প্রতিকারেও
অসমর্থ । সুতরাং এতটা হা হতাশ । কখন মাদ্রাসা, পুস্তকবার কথা
মনে প'ড়্‌চে, কখন যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণকে মনে পড়্‌চে । কখনও
কলি নিগ্রহকারী পরীক্ষিতের জন্তু আক্ষেপ প্রকাশ হ'চ্ছে । আহা !
দাদাকে যেন চারপোয়া বিকারে ঘেরেচে, বিকারের খেয়ালে কতই আবল
তাবল ব'ক্‌চেন । দাদার চারপোয়া ইচ্ছা যে, চিরকালই ধর্মের পুঁটুলি
মাথায় ক'রে, নিজের একচেটে ভোগ দখল বজায় রাখি । তা আর
হ'চ্ছে না ধন ! সব তাড়াব ! তোমার ভক্তি, যুক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য,
এই ওষুধে সকলেবই ব্যারাম আরোগ্য ক'রব । কার মাথার উপর মাথা
যে, আমার অধিকার মধ্যে মাথা তোলে । এখন কলির দোর্দণ্ডপ্রতাপ—
অক্ষুণ্ণ অধিকার । এখানে আর তোমার সে বকেয়া চাল খাট্‌চে না চাঁদ !
বুঝোচ ? এখন মানে মানে জগদম্মা ব'লে লম্বা দাঁও ।

সত্য । কে তুমি ?

কলি । বড় কেহ নয় ।

সত্য । কেও কলি ?

কলি । সম্ভব ।

সত্য । ও কিরূপ উত্তর ভাই !

কলি । সম্ভ্রান্তি এইরূপই ব্যবস্থা করা হ'য়েচে ।

সত্য । এ প্রান্তরে—এ মহাশাশানে তোমার আগমন কেন ?

কলি । মহাশয়ের আগমন কি জ্ঞাত ?

সত্য । এ ভিন্ন আর আগার শান্তির স্থান কোথায় ভাই ! যেখানে অতীতের স্মৃতি বুকে ক'রে কাঁদতে পাই, হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি পাই, ভূত কালের সাক্ষীর সাক্ষাৎ পাই, সেইখানে গিয়ে পাগলের মত কত কথা কই । প্রাণের আবেগে প্রাণখুলে কতই মর্মের কথা ব্যক্ত করি । কিন্তু এ সর্বগ্রাসী মহাশাশানে তোমার আগমন কেন ভাই ?

কলি । এই বীরবীভৎস রসের নাট্যক্ষেত্রে দাদামহাশয়ের বীরকরণ-বিকট রসের অভিনয় দেখতে আসা হ'য়েছে ।

সত্য । কিসের অভিনয় ভাই ?

কলি । ঐ যে ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-যটোৎকচ-অলম্বুষা, তাড়কারাক্ষমী গাই-বলদ-পরীক্ষিৎ, তক্ষক-রক্ষক-ভক্ষক কতই রকম-বিরকমের বক্তৃতা হ'চ্ছে । আহা ! দাদা আমার যেন মনের আবেগে মন্দাকিনীর মোহনা খুলে দিয়েছেন, আর ধবল গোমুখী হ'তে তর্ তর্ শব্দে মোহনা ছুটছে ।

সত্য । এ মন্দাকিনীর স্রোত নয় ভাই ! পাতাল গঙ্গা ভোগবতীর প্রস্রবণ ! হৃদয়ের বহুস্তর ভেদ ক'রে এ প্রবাহ উখিত হ'য়েছে । যে ভারতবর্ষে এক দিন আনন্দময়ী মন্দাকিনীর পুতপ্রবাহ প্রবাহিত হয়েছে, আনন্দময় ধর্মমন্দিরে ধর্মের তুন্মুভি নিনাদিত হ'য়েছে, আজ যে ভাই, সেই শান্তি নিকেতন—সেই সনাতন ধর্মের লীলাভূমি, তোমার বিকট শাসনে মহাশাশানে পরিণত হ'য়েছে !

কলি । হাঃ হাঃ হাঃ ! দাদার আমার আর মাথার ঠিক নাই । আশার ঘোলায় পড়ে সব ঘুলিয়ে গিয়েছে । বলি, সত্য দাদা মহাশয় ! আমার শাসনে শান্তিউত্থান-সংসার শ্মশান হয়েছে ? মন্দাকিনী মরুক্ষেত্রে

পরিণত হয়েছে ? তা নয় দাদা, তা নয় ! সেই একচেটে আমলের মরুক্ষেত্র এখন মন্দার কানন হ'য়ে উঠেছে । শ্মশানে সুখের তরঙ্গ ছুটেছে । দেখ দেখি ! একবার প্রেমভরা চখে চেয়ে দেখ দেখি, কেমন তরুতরিয়ে প্রেমের তুফান উঠে, কেমন ফুরফুরে হাওয়ার ফোয়ারা ছুটেছে । একবার প্রেমিক হ'য়ে প্রেমের চোখে চেয়ে দেখ দেখি ! ওকি ? যাও কোথা দাদামণি ! একটু দাঁড়িয়ে যাও, একটু জেনে যাও । (গতাকে হাত ধরিয়া বাধা প্রদান) ।

সত্য । কি জেনে যাব ভাই ?

কলি । কলির রাজ্যের,—কলির অধিকারের একটু সুখের আশ্বাদ জেনে যাও । অনেক দিন মনে থাকবে । চির কাগজটা কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে বুনো নারকেলের ছোঁবড়া চুষে মলে, একবার প্রাণ তরু করা মেওয়ার আশ্বাদটা জেনে যাও । এ মেওয়া নূতন আমদানী দাদামণি ! নূতন আমদানী ! কৈ ভগ্নি—প্রাণেশ্বর !

(নেপথ্য) কেন দাদা প্রাণেশ্বর ।

সুরাপাত্র হস্তে চলিতে চলিতে কলি-পত্নী

দুরুক্তির প্রবেশ ।

কলি । এই যে, বা ! বা ! কি সুন্দর ! কি মধুময় দৃশ্য ! আ মরি মরি ! (সুরে) কিবা চলিতে চলিতে, চলিতে চলিতে, ললিত-লবঙ্গলতারে আগার ।

দুরুক্তি । (সুরে) তব প্রেমেরি হিলোলে, ছলে ছলে ছলে, এই এলাম প্রাণের ভ্রাতা রে আগার । (কলির চিবুক ধরিয়া) কেন দাদা প্রাণেশ্বর । আমাকে ডাকচ কেন নাথ ! একটু চ'লবে না কি ? (সুখের নিকট

সুরাপাত্র ধরিয়া) (সুরে), সুধাধর সম নধর অধরে ধর ধর সুধা পিয়
রে বঁধু!

কলি। (সুরাপানপূর্বক, সুরে)

ও অধর-সুধা প্রেমিক বাঞ্ছিত,
দেখ রেখ সদা অধরে সঞ্চিত,
ভূষিত চকোরে ক'র না বঞ্চিত,
কিঞ্চিত সঁপিও রে মধু!

সত্য। এ বিলোলনয়না সুন্দরীটি তোমার কে ভাই?

কলি। ইনি আমার প্রাণেশ্বরী ভগ্নীশ্বরী! আমার স্বয়ম্বর পরিণীতা
সহোদরা। এ তোমার বুনোনারিকেলের ছোবড়া নয়। মেওয়া রে
দাদা! মেওয়া!

সত্য। কি পাপ! সহোদরা ভগ্নীর সঙ্গে প্রেমালাপ! তার সঙ্গে
সুরাস্রোত? হা ধর্ম তুমি কোথায়! কলির অধিকারে তুমি একবারেই
অন্তর্ধান হ'লে? এই নিভৃত প্রান্তরে, এই জনমানবশূন্য স্থানে একটু
শান্তির প্রত্যাশায় এলাম, এখানেও পাপ কলির পূর্ণাধিকার। এখানেও
মহাপাপের অভিনয় ক্ষেত্র! এখন এ স্থান হ'তে প্রস্থানই মঙ্গল।
(প্রস্থানোত্ত)

কলি। (প্রস্থানোত্ত সত্যের হস্তধারণপূর্বক) আরে যাও কোথা
দাদামণি! বহুদিন পরে দেখা সাঙ্গাৎ, তার উপর তুমি আজ আমার
অধিকারে অতিথি। যথারীতি সৎকার না ক'রে কি ছেড়ে দিতে পারি
দাদামণি! কৈ প্রিয়ে প্রাণেশ্বর!

হরুক্তি। কেন দাদা প্রাণেশ্বর।

কলি। দাদা এসেচেন, অতিথি সৎকার ক'রবে না?

হরুক্তি। ক'রব বৈকি! উনি তোমার দাদা, আমার ভাস্কর

(সত্যের প্রতি) ভাস্কর ! আমার প্রাণের ভাস্কর ! এস প্রাণ ঠাণ্ডা কর । আমিও অতিথি সংকার ক'রে প্রাণটা জু জু জু জুড়িয়ে ফেলি ।

সত্য । আমাকে স্পর্শ ক'রিস্ নে, সাবধান অপবিত্রে !

দুরক্তি । অপবিত্র পবিত্র বা—দোষ কি বাবা ভাস্কর !

সত্য । ক্ষমা কর, আর না, যথেষ্ট হ'য়েচে ! এখন দয়া ক'রে আমাকে মুক্তি দাও ।

দুরক্তি । আগে ভক্তিযোগ, পরে শক্তিযোগ, তার পরে মুক্তিযোগ । এই যোগ হ'য়েচে, এস অতিথি সংকার গ্রহণ কর । (সুরাপ্রদানোত্তত)

সত্য । মিনতি করি, তোমাদের পায়ে ধ'রে বিনয় ক'রে বসুঁচি, আমাকে মুক্তি দাও ।

দুরক্তি । তা হবে না, আমার প্রাণের ভাস্কর ! আমি সংকার ক'র্বই ক'র্ব ।

সত্য । হে ধর্মদেব ! হে সত্যাত্মীয় সত্য সনাতন হরি ! রক্ষা কর ! পাপ কলির অত্যাচার হ'তে রক্ষা কর ।

কলি । কি ! আমার অধিকারে থেকে, আমার সমক্ষে আমাকেই দুর্ভীক্য প্রয়োগ ? আমি পাপ, আর তুমি ধর্মাত্মীয় সত্যদেব ? ভাল, দেখি কেমন ক'রে তোমার ধর্ম তোমাকে রক্ষা করে । ক্রমে ক্রমে তোমার ধর্মের, তোমার সেই চতুষ্পাদের তিনটে পা ভেঙ্গেচি, এবার তার অবশিষ্ট পাটা ভেঙ্গে চিরদিনের মত খোঁড়া ক'রে ফেলে রাখুব—কিন্তু একবারে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ ক'র্ব ।

সত্য । শোন নীচাত্মীয় নিকোঁধ কলি ! তুই তা মনে ক'রিস্ নে । একদিন চন্দ্র সূর্যের উদয়াস্ত রহিত হওয়াও সম্ভব, কিন্তু ধর্মের অস্তিত্ব কখনই লোপ হবে না । অমাবস্ত্যার ঘোর অন্ধকার দর্শনে পেচকের ভাবা উচিত নয় যে, তার নয়নানন্দ অন্ধকার এমনি সমভাবেই থাকবে ।

মার্ত্তওদেব কখন কখন মধ্যগগনে মেঘাবৃত হ'ন বটে, কিন্তু সে কতক্ষণের জন্ত ? শোন্ ধর্মদেবী নীচাশয় কলি ! যদি আমি ধর্মান্ধিত সত্য হই, তাহ'লে একদিন তোর দর্প চূর্ণ হবেই হবে । যদি ধর্ম সত্য হয়, সত্য যদি ধর্মান্ধিত হয়, তাহ'লে সেই সত্যসনাতন হরি আমাকে রক্ষা ক'রবেন । হরি ! দীনবন্ধু ! অনাথের আশ্রয় ! তোমার দাসানুদাস সত্যকে ঘোর সঙ্কটে রক্ষা কর ।

গীত ।

কোথায় আছ হরি শ্রীমধুসূদন ।

চেয়ে কৃপা চক্ষে, কর রক্ষে, বিরূপাক্ষের বক্ষের ধন ॥

কলির দাপে কাঁপে ধরা, পাপে পূর্ণ বসুন্ধরা,

সদা অধীরা—

ধর ধর ব্রজের পীতধড়া, পাপভার গোবর্দ্ধন ॥

কলি । আরে রাখ তোমার সত্যসনাতন । তোমার ধর্ম-সনাতনের তিনটে পা ভেঙ্গেচি, এবার তোমার সত্যসনাতনের মুণ্ডপাত ক'রব । এখন ধর, তোমার সত্যসনাতনের একটু প্রসাদ পাও ।

হরুক্তি । খাওনা ভাই ভাস্কর ! একটু সত্যিপীরের প্রসাদ—

সত্য । সাবধান পাপিষ্ঠে !

কলি । কি ? আমার প্রাণেশ্বরী, আমার স্বয়ম্বরী মহোদরী পত্নী পাপিষ্ঠা ? এতদূর স্পর্ধা ?

হরুক্তি । অতিথিসংকার ক'রতে দেবে না ভাস্কর ?

কলি । আর অতিথিসংকার নয়, এবার অন্তিম সংকার ; কে কোথায় আছ, পাপিষ্ঠকে কঠিন লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ কর ।

কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত পাতক, দম্ভ, ক্রোধ, লোভাদি
ও তৎপত্নীগণের সমস্তে প্রবেশ ।

কলি । বাধ সবে পাপিষ্ঠেরে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে
দিয়া সমুচিত দণ্ড রাজজ্যোহিতার,
কর সবে নৃত্যগীত আনন্দ উৎসব,
চাল সুরা আনন্দদায়িনী । (সকলে সত্যকে বাধিতে উদ্বৃত্ত)
সত্য । কে তোমরা ? কেন হেন কঠিন হৃদয়ে
বাধিতে উদ্বৃত্ত মোরে কোন্ অপরাধে ?
মায়া রূপী সবে, কোথা হ'তে আগমন,
দয়া ক'রে দাও পরিচয় ।

পাতকাদি ও তৎপত্নীগণ কর্তৃক গীত ।

পাতক । আমার পাতক নাম জগতে ধোয়ে ।
কেমন ছুঁষ্টপুষ্ট কৃষ্ণ অঙ্গ, জন্ম বিধির পৃষ্ঠদেশে ॥
মিথ্যা । পাতক-ভগ্নী মিথ্যা আমি, ছজনার এক রকম স্বভাব ।
ভাই বোনেতে বিয়ে মোদের গলায় গলায় ভাব ॥
(ওগো গলায় গলায় ভাব)
দম্ভ । এই দম্ভের দম্ভে কম্পে জগৎ,
আমি থাকি ভগ্নীর সহবাসে ॥
মায়া । দম্ভের মায়ের পেটের মেয়ে মায়া আমার নাম ।
ভাই বোনেতে যুগলমিলন, হাতে স্বর্গদাম ॥
(আমাদের হাতে স্বর্গদাম)
লোভ । আমি মায়ার বেটা লোভ মহাশয়,
বাধা থাকি ভগ্নীর প্রেমপাশে ॥

নিকৃতি । মায়া মায়ের পুত্রবধু, লোভ আমার প্রাণের সোদর ভাই ।

ভাই বোনেতে দিনরেতে পীরিতে হাবু ডুবু খাই ॥

(ওগো হাবু ডুবু খাই)

ক্রোধ । করি খুনখারাপী রক্তারক্তি যে জন পড়ে আমার বশে ॥

হিংসা । ক্রোধের নারী হিংসা আমি,

লোভ আমার দাদা প্রাণেশ্বর ।

কলি আমার কুলের তিলক, প্রাণের বংশধর ॥

(বাছা মোর প্রাণের বংশধর)

হ্রস্কতি । আমি কলির শক্তি নাম হ্রস্কতি,

ভাই বোনে রই প্রাণে মিশে ॥

কলি ।

কার কাছে পরিচয় দিতেছ সকলে ?

কিবা প্রয়োজনে ? শীঘ্র বাঁধ ছরাচায়ে ।

কোথায় অপ্সরাবৃন্দ ! আমি কলিরাজ

পালহ আদেশ মোর । নৃত্যগীততানে

মোহিয়া সত্যের চিত্ত পিয়াও মদিরা ।

পাবে সবে পুরস্কার যার যে বাসনা ।

অপ্সরাগণের প্রবেশ ।

গীত ।

অপ্সরাগণ । সেলাম সেলাম মেরী কুর্নিস সেলাম ।

হুনিয়া ভরপুর রহা, জাঁহাপনাকা খোস্‌নাম ॥

কভি নাহি মিলা ফুর্তি এসা, এসা সন্‌ মনাসেফ্

জনার কি মাক্‌বু বাদসা,—

তুরন্ত তোর দিয়া ধরম কি ফাঁস
কিন্তু খুসিছে কাম, খায়সে মিলে আরাম ॥

১ম অপ্ । ক্যায়সা বাদসা বনা,
২য় অপ্ । চাইয়ে সওগাৎ দেনা,
সকলে । দিগী নয়নাঠারে সওগাৎ ঘোবন তামাম ॥

১ম অপ্ । ক্যায়সা বেগম বনা,
২য় অপ্ । চাইয়ে খেলাৎ মায়না,
(ছরাক্তি কর্তৃক সকলকে সুরাপূর্ণপাত্র দান)

সকলে । বাদি মাথি পর ধরতিহিঁ তেরি ইলাম ॥

কলি । শুন রে নর্তকীবৃন্দ আদেশ আমার,
সবে মিলে ছরা ধারে পিয়াও মদিরা ॥

(সকলে সুরাপূর্ণপাত্র হস্তে সত্যের নিকট গমন)

সত্য । কোথা হরি দীনবন্ধু বিপর আশ্রয় ।
জগৎশরণা জলদবরণ বিপদতারণ রক্ষ রক্ষ দয়াময় ॥

অশ্বরাগণ । ওগো হাত যে কাঁপে আচম্বিতে অঙ্গ অবশ হ'ল ।
ঐ—ঐ—ঐ—হ'ল না, ঐ—সব পড়ে গেল ॥

কলি । কার ভয়ে কম্পিতাঙ্গ অমদহীন সবে,
আমি কলি মর্ত্যধামে একচ্ছত্রী রাজা
যা করিব তাই হবে । দাও সুরা মোরে
সহস্তে ঢালিব সুরা পাপিষ্ঠের মুখে ।

(বলপূর্বক সত্যের মুখে সুরা প্রদানে উদ্যত)

সত্য । রক্ষ হরি দীনবন্ধু । রক্ষ নারায়ণ ।
যায় তব ধর্মরাজ্য ত্রঙ্গসনাতন ॥

কোথা মাতঃ মহাশক্তি সত্যের আশ্রয়,
রাখিতে ধর্মের শক্তি দাও শক্তি মোরে ॥

ত্রিশূল হস্তে মুক্তকেশী সত্যপত্নীর প্রবেশ ।

সত্যপত্নী । কোথা সতী মহাশক্তি সতীকুলেশ্বরী,
পতিনিন্দা শুনে প্রাণ ত্যজে দক্ষালায়ে—
দেখায়েছ ত্রিজগতে সতীর মর্যাদা ।
যে পতি সতীর গতি উপাস্ত্র দেবতা,
যে পতি হারায় মান যায় ধর্ম তাঁর,
দাও বল—দাও শক্তি মহাশক্তিরূপে !
স্মরিয়া তোমার পদ ধরিলু ত্রিশূল,
ধর্মঘাতী কলিবংশ করিতে নিশ্শূল ।
জয় ধর্মের জয় ! জয় সতীর জয় !!
জয় সত্যের জয় ! জয় মহাশক্তির জয় !!

(কলির বক্ষে ত্রিশূলস্থাপন, সকলের অস্ত্র নিক্ষেপণ,
অপ্সরাগণের পলায়ন ও অন্তরালে
লোভের মত্তপান)

সত্যপত্নী । স্পন্দহীন হও সবে !
মিশুক কলির শক্তি মহাশক্তি পদে,
মিশে যাক্ জলবিশ্ব জলধির জলে ।
কাষ্ঠের পুতুলি প্রায় তিষ্ঠ স্থিরভাবে ।
যাও রে পাতকবংশ ধর্মদেবী কলি !
ত্রিশূল আঘাতে যাও অনন্তপাতকে ।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। স্থিরোভব! স্থিরোভব! স্থিরোভব! শক্তিরূপা সত্যপাতি।
সতীশ্বরী! শান্ত হও মা! শান্ত হও। কলিক বিনাশ ক'রে বিধিবিপির
অবমাননা ক'র না। আমি সত্যদেবকে কলিকৃত বন্ধন হ'তে মুক্ত ক'রে
দিচ্ছি। (সত্যের বন্ধন মোচন করিয়া কলির প্রতি) যাও কলি! এখনি
—এই মুহূর্তে এস্থান হ'তে প্রস্থান কর। তুমি যতই কেন পূর্ণাধিকার
লাভ কর না, কিন্তু স্থির জে'ন, সত্যের বা সত্যপ্রিতের ছায়াস্পর্শে
তোমার অধিকার নাই। যাও সকলে আপন যোগ্যস্থানে গমন কর।
[কলি প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

সত্যদেব! কলির কদর্যা আচরণে কাতর হ'ও না। এক্ষণে কলির অধি-
কার কাল উপস্থিত, সে এখন নানা ছলে, নানা কৌশলে জীবকে ধর্মচ্যুত
ক'রে, আত্মাধিকার বিস্তারের চেষ্টা ক'রবে। সেই জন্যই সে আপন অংশে
বৈশ্রবংশে মহানদরূপে জন্মগ্রহণ ক'রে স্থানক সম্মুখে বিষ্ণুপুর-রাজ্যের
সেনাপতি ও মন্ত্রী। এমন কি সংসারবীতশ্রদ্ধ বিষ্ণুপুর-রাজ্যের সর্ব সর্ব-
রূপে কালযাপন কর্চে। সে এক দিকে বিবিধ কৌশলে ধর্মের পথ
রোধ ক'রে, পাপের পথ প্রশস্ত করবার চেষ্টায় আছে। অতীতক
ধর্মাত্ম্য ভগবান ধর্মের শাস্তিময়-রাজ্য রক্ষার জন্য একটা নুতন লীলার
অবতারণা ক'রেছেন। এ লীলার পর যখন কলির উৎকট পীড়নে,
শাস্তিময় ধর্মরাজ্য পাপের চরমসীমায় পতিত হবে, তখন ভগবানের সেই
অমোঘ বাক্য—সেই “সন্তোষে বিষ্ণুশাসো গৃহে প্রোহৃত্বামাহম্” বাক্য
কার্যে পরিণত হবে। “চতুর্ভির্ভাতৃভির্দেব করিষ্যামি কলিঙ্গয়ম্” এও
তাঁরই কথা, তাঁরই আশাপ্রদ মহাবাক্য। এক্ষণে সেই মহাবাক্যের উপর
নির্ভর ক'রে কলির অধিকারের কটা দিন অপেক্ষা কর, তার পর আবার

সত্যের জয় ঘোষিত হবে । ধর্মের শাস্তিময় রাজ্য আবার শাস্তির হিলোলে
ভাসবে । অধর্মের অভ্যাদয় কতক্ষণের জন্ত সত্যদেব ! একগেঁদা স্থানে
গমন কর, সময়ে আবার সাফাৎ হবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—অজয়গড় ঘোষপল্লী ।

বংশদণ্ড হস্তে কালু, দলু, ফেলারাম, কেবলরাম প্রভৃতি
গোপগণের প্রবেশ ।

গোপগণ ।

গীত ।

দৌড় দৌড় দৌড় দৌড় দৌড়ে চল ।

বুকে হিম্মত চখে তাজুনি,

মুখে মার মার মার মার বল ॥

ভীমের গদায় ইন্দিরের বাজে,

তার মায়ের খাঁড়ায় হনুমানের ল্যাজে,

আম চ'লে মোর লাঠির ডাঁজে,

যেথা আছে যত বল ॥

কালু । দেখু দোলো ! লড়াই করি, দাঙ্গা করি, কাটাকাটি করি,
অক্লাঅক্লি যাই করি, কেবল মোড়লের পোর মুখ তেকিয়ে, কিন্তু বাপু!
কাজটা লেজ্জি হচ্ছে না ।

ফালা । তা ব'লে আর কি হবে । “যার সুনু থাই তার গুণ গাই” । মোড়লের পো, মোদের বুকের অস্ত্র দিয়ে পতিপালন ক'রেচে । যে বার রজস্বলদী ফেঁপে মোদের গরবাছুর, চালচুলো সব ভেসিয়ে গিয়ে গেল, ফসল কুটো হেজেমেজে গেল, মোতের চারপোয়া ধান খোড় গলায় ক'রে হেজে গেল, দেশে ছাতিফি হ'ল, সে বারে ঘোষের পো যে পাহাড়ের মত মড়াইগুলো ভেঙ্গে ধান চা'ল দিয়ে মোদের বালবাচ্ছা বেঁচিয়েচে, তার জন্তে যুজ্বু ক'রব, পরাণ দেব । তার আর লেজ্জি, অলেজ্জি কি ?

কালু । তা ব'লে কি লেজ্জি অলেজ্জি ব'লতে পার না ? বিষ্ণুপুরের আজ্ঞা আমাদের মূলকের আজ্ঞা । পতি বছর এমন দিনে লেজ্জি খাজনা লিয়ে যায়, বুড়-মোড়ল এতকাল তা দিয়েও আস্ছিল, এবারও ত সেই পতি বছরের মত লফরচাকর লিয়ে গঙ্গারাম মশায় এলো, তা তেনার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া দূরে থাক, মোড়ল-আজ্ঞার বেটা তেনারে লিয়ে কি লাস্থা-লাবুদটা ক'রলে বল দেখি । লিপোচ ক'রে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ভদ্র নোকের রপমানের বেহন্দ ক'লো । সে আজ্ঞার নফর—ছকুমের চাকর, তেনার উপর এতটা জুলুম—এতটা বেজায় কি লেজ্জি হ'য়েচে ? মাইত তালুই কি বল ?

কেবল । রবিশ্রি, রবিশ্রি ! এ আর তুমি রমঙ্গ কি ব'ল্চ বাপু ! লেজ্জি কথার মার নেই । আমাদের বুড়ো আজ্ঞা মাদামিদে লোক, মাটির মালুম । পতি বছর এমন দিনে আজ্ঞার মালগুজুরি কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিত, সে বারে সেই বড্ড রজস্বা হওয়ার লিমিতে খাজনার টাকা মিটিয়ে দিতে না পারায়, আজ্ঞার স্মৃদ্ধি মামদো মুন্সীশালা এসে আজ-বাড়ীর কৈচিরিতে ধ'রে লিয়ে গিয়ে ফটকে ভ'রে একেছিল । আজ্ঞা জানতে পেরে তখনই মোড়লের পোকে খালাস ক'রে দিলে । বলতে কি বাপু, এমন দয়ার শরীফ আজ্ঞা আর হবে না । মোড়লের বেটাকে গারদ

হ'তে খালাস দিলে, হাল বকেয়া আজন্ম অফা দিয়ে দেশের আজা ক'রে দিলে ; কেবল আজা আজরাব মান্নির তরে একটা আজকর ধাজ্জি ক'রে নিয়েছেল মাতুর । অমন আজা আর হবে না । শিবতুলিয়া মানুষ, সাক্ষেত দেবতা । তা হ'লে কি হবে, লিজেতো আজ কাঞ্জি দেখে না, যা করে আজার স্মুন্দি সেই মাম্দো শালা ; শালা যেন শালার বেটা শালা ! আসল স্মুন্দির বেটা স্মুন্দি । ঐ স্মুন্দিই যেন এ আজ্জির আজা । যা করে তাই, আজা লিজে মাটির মানুষ । অমন আজার আজন্মী উঠিয়ে দেওয়া মোদের মোড়ল আজার বেটার ভাল কাজ হয় নি । তা মোদের কি বাপু ; যাঁড়ে যাঁড়ে যুজ্জু বাধবে, মোরা লেজ্জিপথে থেকে ডেরিয়ে ডেরিয়ে দেখব, লেজ্জিপথে থাকলে রন্দকার আত্তিরেও একমুটো রন্ন মিলবে । এনার আজ্জি থাক্, বা তেনার আজ্জিই হ'ক্, মোদের ত আর অফাও নেই এয়াও নেই । চোরে নিলে গরু সব ওরেই ঘাস । এখন যাতে তাতে বালবাচ্ছাগুলো খেতে না পেয়ে, চারা বেগোরে মারা না গেলেই হ'ল ।

দলুই । আর চারাকুটো, এবার দাঁতে কুটো ক'রে ধান ধোকুড়া ফেলে রজয় পার হ'য়ে পেলিয়ে যেতে হবে । মাম্দো স্মুন্দি যে অকম এগেচে গুন্টি, এবার আর তার হাতে অফে নেই । এবার সেই স্মুন্দিই কেনুর আজ্জি অসাতল দেবে ।

ফালা । যাইই বলি বাপু দলুই । আক অফে থাক বা নাই থাক্, তা ব'লে সে মাম্দো স্মুন্দি নেটেল লঙ্কর লিয়ে বাগতাড়া মেয়ে লেফিয়ে এসে হেম্লে প'ড়বে, আর আমরা বাপ পিতামহর ভিটে ছেড়ে দিয়ে লদী পার হ'য়ে পেলিয়ে যাব, তা হবে না । মরিত ল'ড়ে মরব । সে শালা আসে আসুক, মা অফে কালীর নাম ক'রে মার লাটি—ফাটাও মাথা । বুকে জোর ক'রে দাঁড়াও, লাঠি চালাও । মরতে হয় অণ ক'রে

ম'ব্ব, যুজ্জু ক'রে ম'ব্ব । পালাতে গেলাম কোন্ স্মৃতির বেটার ভয়ে
রে দলু ?

কালু । (সহর্ষে ফ্যালারামের ব'ক্ষে হাত দিয়া) বেঁচে থাক মোর বেটা ;
এই ত কথা । মানুষি মানুষ খেতে পারে না, তারাও মানুষ, মোরাও মানুষ,
মানুষি মানুষিই ভাব হয়, মানুষি মানুষিই কোজয়ে হয়, মানুষি মানুষিই
যুজ্জু বাধে, মানুষিই হারে, মানুষিই জেতে । আজ তুই বাপের বেটার
মতন কথা ব'লেচিস্ । তোর বাপ ব'লত, ফ্যালারে যদি মোর বেঁচিয়ে
আখতে পারি, তা হ'লে ঐ একলা ফেলাই আম আবণের যুজ্জ বেদিয়ে
ব'ব্বে । তোর বাপ বাতানের এক ফোঁটা ছধ বেছত না, সব তোর পেটে
দিত আর ব'লত, এ ছধের ধার ফেলা একদিন না একদিন স্বেবে । আজ
নিজের দেশ ভুঁই আখতে, বাপ দাদার ভিটে মাটি বজায় আখতে লাঠির
আগায় সে ধার শুধে যা মোর বাপ । কথক ঠাকুরদের মুখে আমায়ণ শুনিম্
নি ? হুমানের মা রজনী হুমানেরে ব'লেছেল যে, আমচনের জঞ্জি আষণ
মারতে এখনও পার্লি নি ? এখনও সাতেনগী রসক বনে ? তুই আমার
প্যাটে জন্মে একধার তনের ছধের ধার শুধতে' পাছি নে । তা বাপু ! মা
বাপের তনের ছধের ধারটা শুধে যা । লাঠি চালা, ঐ যা বলি মোর বাপ !
গড়া গয়লার লাঠির ঠেলা একবার মাম্দো স্মৃতির দেখিয়ে দে । চল
মা অফে কাণীর নাম ক'রে রজয়ের ধারে গিয়ে দিখিগে, স্মৃতির কতদূর
আস্চে । বল জয় মা কাণী, জয়, মা অফে কাণীর জয় ॥

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান অজয়গড় ।

(সোমঘোষের বহির্বাবাটি)

সোমঘোষ ও মন্ত্রী আসীন ।

মন্ত্রী । আপনি ও জঘন্য বেশভূষা আর অনার্য্যেব ব্যবহাবগুলো পরিত্যাগ ক'রে অবস্থানরূপ ব্যবস্থা ককন । আপনি আর সেই সাগাণ্ড সম্পত্তিশালী সোমঘোষ নাই, এখন আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বব । অনন্ত শক্তিময়ী মহাশক্তি আপনাব প্রতি সদয়া ; সেই ইচ্ছাময়ী আপনাব কুমাব ইছাইকে কুমাব কার্ত্তিকেয়ের গায় বলশালী ক'রেচেন । তাঁব কৃপাতেই আপনাব দুর্ভেদ্য দুর্গ ত্রিষট্টিগড আজ শান্তিময় । এখন কি আপনার সাধারণ অশিক্ষিত নির্ধন গোপের গায় ব্যবহাব ভাল দেখায় ?

সোম । কি ব'ল্চ, কি তেজ্জি ক'রতে ব'ল্চ ?

মন্ত্রী । ঐ জঘন্য ছ'কাটা ।

সোম । কেন ছ'কো তেজ্জি ক'রব, তামাক খাব না ?

মন্ত্রী । কেন খাবেন না । তবে—

সোম । তবে কি, আগুন নিবে গিয়েচে ! খুঁটের আগুন কি না ? (কলিকায় ফু দিতে দিতে ও টিপিতে টিপিতে) নিবেচে বটে, আগুন আনুব ? আপনি তামুক খাবা ?

মন্ত্রী । মাপ করুন, আপনি স্থির হ'য়ে বসুন । আপনার এই সকল বেশভূষা, আচার ব্যবহার দেখে, কুমার বড়ই মম্মাহত হন । তিনি আপনার নিত্যব্যবহারের জন্ত বহু অর্থ ব্যয়ে এই সকল পরিচ্ছদ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন ।

সোম । হা তোর পরিচ্ছদ ! তেব যায়গায় গেরো দেওয়া, কাজ নাই বাপু । এ খুলে নাও (পোষাক খুলিতে খুলিতে) আঃ এ কোথায় দিয়ে কোথায় ঢুকিয়েচে এর যে রভিসনিই পাই না, খুলে নাও মস্তনি মশাই ! আমি হুকোয় জল ভ'রে তামুক সেজে আনি, তোমাদেব ওপচাপাত্তা হুগন্ধি তামুক আমাব গলায় ধবে না । এখন আমার খেসে ভরা দা কাটা তামুক, খুব তলপু ! সাজব একছিলিম থাবা ? ও মস্তনি মশাই ! এটা খুলে নাও না বাবা । বলদ ঘর্ম হ'চে—বড় গিরিষ্টি ।

জনৈক গোপের প্রবেশ ।

গোপ । মস্তনি মশাই ! আব আক্ অক্ষে নাই । বিষ্ণুপুরের আজার সেপাই লঙ্করে বজয়ের পচ্ছিম পার ঘিরে ফেলেচে । যেমন আজাব আজম্বী বন্দ ক'বে গজারাম মহাশয়ের মাথা মুড়িয়ে রপমানের বেহন্দ ক'রলে, তেমনি আজাও এগে উঠে লঙ্কর পেঠিয়েচে । ফালা, দলো, ক্যাবলা তাদের সাপট দেখে ভ্যাবলা মেরে গিয়েচে । ঐ গো সব তেড়িয়ে লিয়ে আস্চে । পালাও বুড়ো ঘোষ পোকে সঙ্গে নিয়ে সব পালাও ।

মন্ত্রী । দাঁড়াও অত ব্যাকুল হ'ও না । স্থির হ'য়ে একটা কথা শুন, শীঘ্র মা মুক্তকেশীর মন্দিরে যাও, বোধ হয় রাজকুমার ইচ্ছাই, সেই ইচ্ছা-ময়ীর মন্দিরে পূজায় নিযুক্ত আছেন, তাঁকে সংবাদ দাও ।

গোপ । যে আজ্ঞে ।

[গোপের প্রস্থান ।

সোম । রজয় লদী পার হ'য়ে কারা আস্ছে মস্তনি মশাই ?

মন্ত্রী । রাজবাড়ীর সৈন্যসামন্ত আর কি ।

সোম । বেশ বেশ ! তাদের যেন অখাতির না হয়, হুকো নিয়ে যাও, তামুক টামুক খায়াও গে !

মন্ত্রী । তারা অঙ্গ শঙ্গ বেঁধে ছজুরের কাছে তামাক খেতে আসে নি ।

সোম । তবে কিজন্তে ?

মন্ত্রী । অঙ্গয়গড় ধ্বংসের জন্ত, ঐ আস্চে ।

সোম । আস্ছে ? তামুক সেজে দাও, অথাতির হবে, তামুক সাজ,
তামুক সাজ ।

ভগবৎসিংহ ও সৈন্যগণসহ অম্বিকারাজ নয়নসেনের পুত্রগণের প্রবেশ ।

১ম পুত্র । কৈ সে দুর্দম গোপ পাপিষ্ঠ ইছাই ?
শ্রীমা সাধনের ফলে দৈবশক্তি লাভে
বাড়িয়াছে এতাদিক অহঙ্কার যার—
কোথা সেই প্রভুদ্রোহী অনার্য্য পিশাচ ।

সোম । অনেজ্জি ? তা একটু হ'য়েচে বৈ কি । ছেলেমানুষ কিনা,
তখন বুঝতে পারে নি ।

২য় পুত্র । তুমিই বুঝি সেই বৃদ্ধ সোমঘোষ ?

সোম । আজ্ঞে । আজ্ঞা মশাই আমাকে চরণে খুব কিৰূপা করেন ।
যেবারে আজন্মির দায়ে মামুদো মশাই ধ'রে নিয়ে গিয়েছেল, সেবারে
আজবাড়ীতে খুব তামুক খেতুম, আপনারা তামুক খাবা ?

৩য় পুত্র । সহজে অনার্য্য জাতি অসভ্যের চুড়া
তার উপর ভ্রাতৃমতি বার্কক্যের বশে,
হয় ঘোর অনিশ্চিত অথবা উন্মাদ ।

৪র্থ পুত্র । উন্মাদ ? কে বলে উন্মাদ ওরে—
মহাধূর্ত স্বার্থপর কপটের খনি,

মহাচক্রী, মুখে মাত্র উন্মাদের ভাণ ।
কাটি পাপিষ্ঠের মুণ্ড পাড়ি ভূমিতলে,
পাপ রক্তে তৃপ্ত হ'ক শৃগাল কুকুর ।

(হননোত্ত)

১ম পুত্র । (বাধাপ্রদানপূর্বক)

শাস্ত হও, বীর নামে দিও না কালিমা ।
সহজে অনাথা জাতি অশিক্ষিত রণে,
একে বৃদ্ধ জরাজীর্ণ তাহে অঙ্গহীন,
হেন জনে অস্ত্রাঘাত বীরধর্ম নহে,
প্রাণাধিক ! অসিবেগ কর সম্বরণ ।
কহ গোপ ! কোথা পুত্র তব ?

সোম । পুত্রুর সন্তান ? ঐ একটি, যা কালীর প্রসাদে ঐ ইচ্ছাই
আমার লবলক্ষ্মী গোদন ।

২য় পুত্র । কোথা সে ইচ্ছাই গোপ অনাথা বর্কর ?

সোম । অনেজ্জি বরাবর হয়নি । আজার আজন্মী বরাবর দিয়ে
আসছি ; ইচ্ছা ছেলে মানুষ বুঝতে পাবেনি তাই এবার আজন্মীটে বন্দ
ক'রেচে ! আর গঙ্গারাম মশাইকেও একটু বেইজ্জত ক'রেচে । ছেলে
মানুষ কি না, তা আমি তাকে কালীমন্দির থেকে ডাকি আপনারা দু কথ
বুঝিয়ে বল । বস, ঠাণ্ডা হও, তামুক টামুক খাও, আগগোসা ক'র না ।

২য় পুত্র । আমি নাই বুঝতে বর্করে ।

আমে নাই রাজসেনা এতদূর হ'তে
হিতবাক্যে বুঝাইতে গোপ কুলাধমে ।
করি দস্তে তৃণ যবে গিয়া রাজপুরে
মাগিবে জীবন ভিক্ষা, বুঝিবে তখন ।

সৈন্তগণ ! প্রয়োজন নাহি কালব্যাজে

ল'য়ে চল বন্দী করি বৃদ্ধ সোমঘোষে ।

ভগবৎ । আজ্ঞে ধর্মাবতার ! ও বুড় মেরে খুনের দায়ে পড়া কেন ? একে ত জাত্ গোয়ালী, যাটবৎসর পেরিয়ে সব সাবালক হ'য়েচে ; না আছে গায়ে বল, না আছে অঙ্গশক্তি, তার উপর বেজায় গুরুক-খোর । অস্ত্রের মধ্যে ত ডাবা ছাঁকো । এত সৈন্যশাস্তি নিয়ে সেজে গুজে এসে শেষে ঐ ঘাটের মড়ার ঘাড় ভেঙ্গে ঘরে যাবে ? এ মশা মারুতে কামান পাতা কেন ছজুর ? লাভে থেকে দেশযুড়ে একটা ছর্নাগ রটবে ।

২য় পুত্র । হয় হবে ছর্নাগ রটনা,

সে যুক্তি দিবার নাহি অধিকার তব ।

ভৃত্য তুমি, ভৃত্যবৎ অবিচার্য্যভাবে—

ভৃত্যের কর্তব্যব্রত পাল নতশিরে ।

ভগবৎ । (স্বগতঃ) যা হ'ক্ বাবা ! বাগে পেয়ে খুব ভৃত্য ভৃত্য ক'রে নিলে । মৃত্যু ঘনিষ্টে কি না ? (সোমঘোষের প্রতি) এস ত বাবা বুড়ঘোষেরপো ! হয় “যুদ্ধং দেহি নয় শেকল লেহী” । এবার আর রক্ষা নাই, এবার রাজবাড়ী থেকে ইছাইঘোষকে পাকড়া করবার জন্ত বাছাই চাছাই বীর বেরিয়েচে, তোমাকে দিয়েই তার যাচাই হবে । ধর্ম যুদ্ধ ক'রবি ত হেতের ধর্ম । ঘুঁসী ল'ড়তে জানিস ?

সোমঘোষ । না বাবা ! আর ঘুঁসো ঘুঁসীতে কাজ নাই । আমার ওসব আসে না ।

ভগবৎ । জানিস্ নে ? বাস্ কুছপরোয়া নেই, আও যুদ্ধং দেহি (রাজপুত্রগণের প্রতি) ধর্মাবতার ! সব হেতের খুলুন, খোল্ বুড়ো তোর হেতের খোল্ ।

সোমঘোষ । আমার ত হেতের হতের নাই বাবা !

ভগবৎ । হেতের নেই ব'লে এড়ান পাচ্চ না । কাপড়ে ল'গ'গি
ক'রলে যমে ছাড়ে না । শিগ'গির খোল, যা হয় একটা খাড়া কর ।

সোমঘোষ । বুড়োমানুষ হেতের ছতের নিয়ে কি ক'র'ব বাবা ।
তামুক টামুক থাই, ছ'কোটা সঙ্গে থাকে ।

ভগবৎ । বস, ওতেই হবে, ভাঙ্গ খোল—ধর জাট (ছকা ভাঙ্গিয়া
দেওন)

সোমঘোষ । আঃ ভেঙ্গ না, ভেঙ্গ না, তামুক খেতে হবে । আমার
এমন কলশুদ্ধ ছ'কোটা আপনি ভেঙ্গে দিলে ?

ভগবৎ । আ রে তোর খোল চেয়ে জাট আরও কলশুদ্ধ । ধর জাট;
কর্তারা চালাও তলোয়ার । ঘোষেরপো ! চালাও জাট, বাজাও রণবাদি,
ধর্ম অবতার সব, খুব ছ'সিয়ার । আজ সোমঘোষের জাটের যুদ্ধ । হত্যাং
—হত্যাং—হত্যাং, মার মার, কাণা—গোঁড়া—কুড়ে—পশু যত দেখ
তত মার । ইন্দ্রের বজ্র, যমের দণ্ড, শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র, লবণ-
দৈত্যের জাঠা আর এই সোমঘোষের জাট, এক জিনিস—এক কারিকরের
গড়া । এই জাট জয় ক'রতে পারলেই তেত্রিশকোটা দেবতা জয় করা
হবে । স্বর্গ হ'তে দেবতারা বিজয়ভেরী বাজাবে, অশুরা পুষ্পবৃষ্টি
ক'রবে, কিন্নরেরা জয়গীতি গান ক'রবে, আর উনপঞ্চাশ পবন
আপনাদের বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে বেড়াবে । কীর্তি অক্ষয় হবে,—অক্ষয়
হবে, মার বুড়োকে ।

১ম পুত্র । অতি বৃদ্ধ অনিগিত অনার্যাস্ববীরে
নাহি কাজ বিনাশি জীবনে ;
বন্দী করি রাজপদে দেহ উপহার ।
শুন রে মৈনিক ! তরা বাঁধি সোমঘোষে
অবিলম্বে ল'য়ে চল রাজ-সমিধানে ।

ভগবৎ । যে আছে । ঘোষের পো ! এবার পাঁজীর ফল বড়ই
থারাপ । এবার পৃথিবী রসাতল যাবে, এবার স্ববিরে বীরে যুদ্ধ, বীরের
জয় স্ববীরের ক্ষয় ; মেঘকর্কটের মৃত্যুভয় পাঁজীতে এগার আড়া জল,
সোমঘোষের বন্ধন ভয় । পাঁজীর ফলে মারা যাচ্চ আর জাট ধ'রে
দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে ? হাত বাগাও, গহনা পর, দরবারে চল ।
(বন্ধন)

সোমঘোষ । দরবারে যেতে হবে ? তা হ'কো টা গেল অমন কলগুন্ধু
হ'কো টা গেল ! তামুক খাব কিসে ?

ভগবৎ । এই শেকল প'রলে তোমারও কলগুন্ধু হবে, এখন চল ।

সোমঘোষ । মন্তনি মশাই ! আমি দরবারে চ'লাম, ইচ্ছাই থাকল
দেখ' । লোকজন অতিত ফকির এলে তাদের ইষ্টিগুরু মন্তন আদর
ক'র, খেতে দিও তামুক টামুক খাইও ।

মন্ত্রী । সকল কার্যেরই একটা বিধিব্যবস্থা আছে । জানি, যুদ্ধ-
বিগ্রহাদি রাজ-ধর্ম, কিন্তু সেই রাজবিধি একটা ধর্মমূলক ভিত্তির উপর
সংস্থাপিত এবং সেই রাজবিধিগুলির উপর লক্ষ্য রেখে কার্য করা বীর-
নামধারী বীরব্রতচারীর পক্ষে একান্ত কর্তব্য । বীরব্রতের কর্তব্যানুষ্ঠান
অবশ্যই আপনাদের অজানিত নাই ; আমার বুঝিয়ে দেওয়া বাছল্য মাত্র ।
বৃদ্ধ সোমঘোষ নিতান্ত ধর্মভীরু, স্বভাব-সরল অতি বৃদ্ধ ; জীবনের অস্তিম-
দশায় উপস্থিত । এ পর্য্যন্ত সংসারের রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান কিছুই
জানে না, বাকুবিচারে তা বুঝতে পেরেচেন । এরূপ অবস্থায় এই
অতি বৃদ্ধের প্রতি বল প্রকাশ কর্তব্য কি না, সে বিচার আপনাদের
উপর নির্ভর ক'রচে । রাজদ্রোহী, প্রতিপালকদ্রোহী ব'লে যদি রাজ-
দণ্ডের উপযুক্ত মনে ক'রে থাকেন, সে দণ্ডযোগ্য বৃদ্ধ সোমঘোষ নয়, তার
পুত্র ইচ্ছাইঘোষ ।

ভগবৎ । ও বাবা । আপনি বুঝি মজ্জিমহাশয় । দৈত্যাক্ষর শুক্রা-
চার্য্য । তোমার কথার বাধুনিতেই তা বুঝতে পার্চি । তুমি এই
গয়লাপাড়ার বুধুই মোড়ল, একটা পাকাপোক্ত ধরিবাজ লোক । ইছাই-
ঘোষকে বাধুতে যেতে ব'ল্চ, ঠেলঠুলে আঙুনে ফেলে দেবার মতলব ।
কেমন ? তার জন্ত তোমাকে বেশী ভাবতে হবে না । যে কড়িং উড়েচে
তাকে ঘুরেফিরে আঙুনে প'ড়তেই হবে । এবার কার পাজির ফলাই
হ'চ্ছে সোমঘোষের বন্ধন ভয়, যেম মকরের মৃত্যু-যোগ, মীন মিথুনের
মুণ্ডপাত । বাইশ আড়া জল, তার মধ্যে এগারআড়া রক্ত । বর্ষার
অজয়ের জল ঘোলা হবে । এখন সর দেখি, ঘোষেরপোকে তয়ে তয়ে
নিরে যাই । ওঃ বেটা গয়লার হাত কি শক্ত যেন বর্জ্জর । বেটার যে
জাটের যুদ্ধ, আমাদের কুমারবাহাদুররা সব এক একটা দিগ্গজ বীর ব'লেই
এ হেন যুদ্ধে উত্রে গেলেন । অস্ত্র হ'লে জাটের ঠালায় কাঁকড় ফাটা
হ'য়ে যেত । আমার ছজুরদের কাছে সেটা হবার যো নাই, অনেক
জাঠ ভেঙ্গে, অনেক শেল শূল, জাঠা, জাঠি, মূল মূল্যের চূর্ণ ক'রে
তবে বীরখাতায় নাম তুলেছেন । এখানে তোমার ও বকেয়া চালাকী
খাট্চে না । আও হে ঘোষেরপো । শিখলি পেদকে তোমলোক, হাম-
লোকের সঙ্গে চলে আও । কি ! পিছারী ঝাড়তা হাম ? জোর
করে গা ত হামলোক তোমলোককে হড় হড় ক'রে টেনে নিয়ে
যাব ।

[সোমঘোষকে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

রক্তবস্ত্র পরিহিত ত্রিশূল হস্তে ইছাইঘোষের প্রবেশ ।

ইছাই । মজ্জি । সত্য কি সংবাদ ? কৈ পিতা মোর ?

মজ্জী । কি কহিব বীরেন্দ্র কুমার ।

ইছাই ।

বুঝিয়াছি আর কিছু হবে না বলিতে ।
 ছিন্ন ভিন্ন শোভাহীন বিটপীর দশা,
 নিবথিলে কে না পারে বুঝিতে অন্তরে,
 প্রবল ঝটিকাঘাতে বিধবস্ত উদ্ভান ।
 দেখ মল্লি ! ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে নীববে
 পিতৃবৈবী পাপিষ্ঠের প্রতিফল কিবা ।
 তুইও দেখ, অতিবৃদ্ধ অধিকা ঈশ্বর ।
 যাব বীরকীর্তি গীতি গাইছে অজয়—
 চুষ্টিয়া অজয় দুর্গ-পদতল, শিখ—
 কলনাদে নাচিয়া নাচিয়া অবিশ্রামে ।
 মানভূম, বীবভূম, গড় মন্দারণ,
 তাম্রলিপ্ত, ব্যাপ্ত যাব বীরত্ব গোবব ।
 সম্রাসিত গৌড়পতি যার বীরদাপে,
 অতুল প্রতাপ যার কালিকাপ্রসাদে,
 তার সঙ্গে যুদ্ধ সাধ, অতি বৃদ্ধ তুই
 ঘটিয়াছে মতিভ্রান্তি বার্কক্য প্রভাবে ।
 তাই বুঝি সাজাইয়া শিশু পুত্রগণে
 পশুবৎ রণযজ্ঞে দিতে বলিদান—
 দুর্জয় অজয়গড়ে দিয়াছ পাঠায়ে ।
 অথবা অজয়দুর্গে বংশ ধ্বংস তব
 অলঙ্ঘ্য বিধিব লিপি নিয়তিব পটে ।
 দেখ মল্লি ! ক্ষণকাল নিশ্চিন্ত হৃদয়ে
 মুহূর্তে বিনাশি আসি পিতৃবৈরিচয়
 বীবাচাবে পিতৃপদ কবির অর্চন ।

গীত ।

একাস্ত সাধ চিতে, পিতৃপদ অর্চিতে,
চর্চিতে জবা-কুসুম চন্দনে ।
করিয়ে বিধি বিচার, ল'য়ে যোগ্য উপচার
বীবাচার মতে পদ বন্দনে ॥
ক'বে শত্রু সংহার, গাঁথিয়ে শিবহার,
উপহার দিব পিতৃচরণে—
এই প্রতিজ্ঞা সাব, পিতৃ প্রতিহিংসাব,
প্রতিশোধ লব শত্রু নিধনে ॥

[ইচ্ছাইয়ের প্রস্থান ।

গোপপল্লীবাসী গোপগণের প্রবেশ ।

১ম গোপ । বেঁচে থাক মোর বাপ্, তোর মা অফেকালীর পুজো
ক'রে তোকে সার্থক কোঁকে ধ'রেছিল । তোর মায়েব তন পান করা
সার্থক । এমন নৈলে কি যুজ্জু ? শাস্তরে শুনেচি শত্রু নিশত্রু যুজ্জু বেধে-
ছিল, আম আবেগের যুজ্জু বেধেছিল, অক্লে অক্লে নদী হ'য়েছিল । যা
শুনেছেলাম তা চক্ষে দেখ্লাম । বাপ্ রে বাপ্ ! কি যুজ্জু ; দেখতে
দেখতে রজয়ের জল অক্লেগঙ্গা হ'রে গেল । ধরি ইচ্ছ ! ধাও তুই মায়ের
তন পান ক'রেছিলি, তুই কলিতে পবন পুস্তুর বেকোদর ।

২য় গোপ । যা ব'লেছিন্ মাগা । বেকোদর ব'লে বেকোদর, বেটা
সত্যিই মা অফেকালীর বরপুস্তুর । যেন কার কি রবিশাপে গুল্লার ঘরে
এসে জমেছে । আজ লকি লকি অৎ-অথি, সন্তি-সামন্ত বেটার চথের
পলকে একদম সব ফণী ।

৩য় গোপ । তা যাই বল মান্নার বেটা । ছোঁড়া চারটে কিন্তু খুব লড়ছে, এক একটা যেন আবণের বেটা কুন্তুকর্ণ ।

২য় গোপ । সে আবণের বেটা কুন্তুকর্ণই বল, আর লক্ষণের বেটা রবিমল্ল্যাই বল, বেশী দিন আর টিক্চে না । বেকোদরের হাতে বেশী দিন আর টিক্চে না । এক এক তিরশুলের খোঁচায় লক্কি লক্কি জোয়ানের লাবি টলিয়ে দিলে ।

১ম গোপ । তবু হাজার হ'ক্ জাত্ কাঠ, জোয়ান বয়েস, শেখা লড়াই ; আচ্ছা দলো ! সে লড়াইয়ের মাঝে ত বড় ঘোমের পো কে দেখ্লাম না । হয় ত লড়াইএর আগেই ঘেরাও ক'রে তাকে বিষ্ণুপুর অয়োনা ক'রে দিয়েচে । এখন চল, বুড়ো বেটাকে এনে পৌছে দিয়ে আমরা লিচ্চিস্তি হৈ ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

[বিষ্ণুপুর-রাজনিকেতন]

মহানদের প্রবেশ ।

মহানদ । বাস, এক দম কাজ ফর্না, যে চা'ল চেলোছি, সে চালের উপর ওপর চা'ল চালে এমন চালাক ত দেখি নে । বাদেপের পৈতৃক ভিটে, মহানদ, দামোদরের পেটে ঢুকেচে—সেটা বিধির লিপি । আর এই বিষ্ণুপুরের রাজ্যটা যে এই মহানদের পেটে ঢুকবে, এ আগার হাতের লিপি । একরকম লিখে দিতেও পারি । এই মহানদের গোটা ছই ঘুরণ পাকে প'ড়লে পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে । অজয়, কাঁসাই, দারকেশ্বর এরা আবার নদী

না নদ, নদ ত এই মহানদ ; এর এক একটা তরঙ্গে হাজার হাজার ঐরাবৎ
তৃণবৎ ভেসে যায়, তা বিষ্ণুপুরের বাগদৌরাজা আর অধিকার বুড় সুরসেন
ত কোন্ ছার । এক একটা ইঁদুর, তুফানে পড়বেন আর তলিয়ে যাবেন ।
ছ শালায় পীরিত কত, যেন হরি-হর আত্মা ; ছটোয় দেখা হ'লে আর
আহার নিদ্রা থাকে না, রাত দিন জ্ঞান থাকে না । মদনমোহনের মন্দিরে
টুকে কেবল ফুসুর ফুসুর, গুজুর গুজুর ; মদনমোহনের মন্দির হ'য়েচে
যেন ছ-শালায় পায়রা পায়রীর খোপ । আচ্ছা থাক যাহ ! ছদিন সবুর
কর, যদি তোমাদের ও খোপ ভাঙতে পারি, পায়রা পায়রীর ডানা
ছিঁড়তে পারি, মদনমোহনের মন্দির ভেঙ্গে নাচতামাসার থাসা তোয়া-
থানা বানাতে পারি, তবে আমার নাম মহানদ । বিষ্ণুপুরের রাজা
বীরমল্ল অপুত্রক, কোন্ দিন হয় ত একটা পুষ্টিপুত্র কি দৃষ্টি এঁড়ে
নিয়ে ব'সবে, এত বড় রাজ্যটা চথের উপর থেকে হাত ছাড়া হবে,
তা হ'তে দিচ্ছি না । পাছে সুরসেনের কটা ছেলের মধ্যে একটাকে
দত্তকপুত্র নিয়ে বসে, সেই ভয়ে অজয়গড়ের গড়ো গম্বুজ দিয়ে সে কাজ
সাবাড় ক'রে দিয়েচি । সুরসেন শালা এখনও সে থপর পায় নি । ইচ্ছাই
ঘোথকে রাগিয়ে দেওয়া আমারই কৌশল, আর তোমার চার চারটে
বেটাকে অজয়গড়ের ছড়কো কলে ফেলে দেওয়াও এই শর্ম্মার টিপুনি ।
যাক অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছি, এখন দেখি আমার অনন্ত বাসনা-
সিদ্ধু-কুলের সাধন বৃক্ষে কি ফল ধারণ করে ।

গীত ।

অনন্ত বাসনা-সিদ্ধু সম্মুখে আমার ।

কি ছলে, কি বলে, হব এ অকূলে পার ॥

কুচক্রে ছলে কৌশলে, কু মন্ত্রণা মন্ত্র বলে

অভেদ চক্রান্তজালে বদ্ধ সকলে,
মন্ত্রমুগ্ধ বৃদ্ধবাজা সে ইন্দ্রজালে
আর বাকি, আছে কি, মম সিদ্ধি সাধনার ॥

মহানদ । হবেও সব, পাবও সব । এ জালে চাঁদা পুঁটী কিছু এড়াবে না, এ রাহুর মুখে সকলকেই প'ড়তে হবে । তবে একটু খুঁত থেকে গেল, প্রাণে একটা দাগ প'ড়ে রইল । সুখের চাঁদ পূর্ণকলায় উদয় হ'ত, গড় মন্দারগটা ছাৰুখারে দেওয়া, রাজবংশটা নিৰ্বংশ করা সার্থক হ'ত, রাজকুমাৰিতে যদি পালিয়ে যেতে না পারত । মন্দারণ দাহন কালে সেটা মরে নাই, কোনরূপে ধরাও দিলে না । অন্ধকারে কোথা স'রে প'ড়ল, যেন মেঘের কোলে বিজুলী মিশিয়ে গেল । যাক, যখন মরে নাই তখন অনুসন্ধানে এক দিন না এক দিন হাতে প'ড়বেই প'ড়বে । এখন ভগবৎ সিং না আসা পর্য্যন্ত ওদিকের সঠিক খবরটা পাচ্চি না ।

ভগবৎসিংহের প্রবেশ ।

মহানদ । এই যে, কি ভগবৎ ?

ভগবৎ । আর ভগবৎ ! যাবার সময় গিয়েছিলাম ভগবৎসিং, আসবার সময় এলাম—মা ভগবতী ।

মহানদ । এ কিরূপ হ'ল ?

ভগবৎ । হুজুর যে গড়োগমলার মুলুকে পাঠিয়েছিলেন । লাঠির চোটে ভগবৎসিংয়ের সিং ভেঙ্গেচে, বাকী ভগবৎটুকু ছিল, ফুকো দিয়ে সেটুকুও ভগবতী করে ছেড়ে দিয়েচে । গড়োগমলার লাঠির হিড়িকে প'ড়ে পৈত্রিক প্রাণটা তস্করূপ হ'য়েছিল আর কি ? কেবল মা বাপের পুণ্যের জোরে এ যাত্রা রক্ষে পেয়েচি ।

মহানদ । অজয়গড়ের বলাবল আমি জানি ব'লেই সুরসেনের দ্বারায়

ইচ্ছাইঘোষকে 'দমনের পরামর্শ' দিয়েছিলাম, সবইত তুমি জান। 'এখন কতদূর কি ক'রে এলে বল দেখি।

ভগবৎ। আজ্ঞে! তা একদম ফর্সা। আমিত হজুরের আদেশ মত কতক গুলো পাঁড়ে, মোবে, চোবে, তেওয়াবি প্রভৃতি পেটরোগা ছাতুখোর সৈন্য নিয়ে অমিকায় পৌঁছালাম, সুরসেনকে পত্র দিলাম। তিনি পত্র পেয়েই চার চারটে ছেলেকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে অজয়গড়ে পাঠালেন। আমরা ছদল মিলে অজয়ের ধারে সব মাত্র ছাউনি ক'রেচি, অগ্নি কোথায় থেকে খবর পেয়ে সেই সব যমের বৈমাত্রেয় ভাই, গোড়-গয়লার জোয়ান, বাড়ী পাঁচ হেতে লাঠি ঘাড়ে! লাফিয়ে এসে আমাদের দলের ওপর প'ড়ে দেবার লাঠি চালাতে আরম্ভ ক'বলে। এক এক লাঠির চোটে দশ বিশটা মাথা ছফাঁক ক'রে, অজয়ের বালি রক্তে কাদা ক'রে ফেলে।

মহানদ। বাহবা! বাহবা! এইত চাই। তারপর!

ভগবৎ। তারপর আপনার এই মরণাপন্ন সিংএর দল, লাঠির চোটে অসামান্য হ'য়ে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে মায়া অস্ত্রের সৃষ্টি ক'রলেন।

মহানদ। মায়া অস্ত্র কিরূপ? পাঁচের কথা ছেড়ে সোজা কথা বল।

ভগবৎ। আজ্ঞে, এই গড়ের গড়ো গয়লার লাঠির চোটে হাড় গোড় ভাঙ্গা"দ" হ'য়ে আমাদের লড়াইয়ে পল্টনের দল উপড় হ'য়ে প'ড়ে বদহজ্জি ছাতুর নদীর সৃষ্টি আরম্ভ ক'রলেন। তার ত্রিসীমানায় টেকে কার সাধা। গোয়ালার দল নাকে কাপড় বেঁধে এস্তার লাঠির চোটে সব কলাগাছ কাটা ক'রে তুলে। সে লাঠির চোট দেখে কে হজুর! লাঠিতে লাঠিতে আগুন উঠতে আরম্ভ হ'ল।

মহানদ। ভেলা মোর ধন, এইত চাই। তারপর ছোঁড়া চারটার উপর লাঠি চালালে না?

ভগবৎ । চালালে না ? চালালে ব'লে চালালে । ঠংছা ঠং শব্দে
কাণে তালা ধ'রে গেল ।

মহানদ । এক এক লাঠিতেই এক এক বেটা জমি নিলে কেমন ?
বাহবা, জিতা রও ভগবৎ । জিতা রও । গড়ো গয়লা কি জোয়ান !
লাঠির চোটে মাথা ছুঁক হ'য়ে চার বেটাই ম'রে গেল ? বা ! বা ! ক্যা
খুসিকা থপর । ইলাম মেলগা ভগবৎ । তোমারা ইলাম মেলগা ।

ভগবৎ । তখন ম'ল কোথায় ? তারা পাঁচো হেতের বাঁধা, থেলো-
য়ার ছেলে, তাদের কাছে কি লাঠি ঘেসবার যো আছে, তারা কি সহজে
মরে ।

মহানদ । এঁা —ম'লোনা ? হাঃ রাম, তবে এখনি যে ব'লে কাজ
ফর্যা ।

ভগবৎ । আজ্ঞে, সেটা আপনাকে ভরসা দিবার জন্তে ।

মহানদ । এঁা । বল কি ভগবৎ । মরে নাই ; দাও, তুমি আগার
ইলেম ফিরিয়ে দাও ।

ভগবৎ । আজ্ঞে, আপনি ত ইলেম দেন নাই ।

মহানদ । না দিইচি, না দিইচি তুমি ফিরে দাও ।

ভগবৎ । আগে শেষ পর্য্যন্ত শুন্নু তাহ'লে আর ইলেম ফেরত
চাইবেন না ।

মহানদ । আচ্ছা আচ্ছা । বল খুব সংক্ষেপে ।

ভগবৎ । আজ্ঞে, ছোঁড়া চারটে যখন খুব যুদ্ধ ক'রতে, আরম্ভ
ক'রলে, তখন ইছাইঘোষ সংবাদ পেয়ে, এক ত্রিশূল হাতে মহাকাল
ভৈরবের মত লাফিয়ে অজয় পার হ'য়ে ছোঁড়া চারটার ওপর প'ড়েই চার
ত্রিশূলের খোঁচায় চার মাথা কেটে ত্রিশূলের সঙ্গে গোঁথে নিয়েই অগ্নি
জয়তারা ব'লে গড়োগয়লার দলে প'ড়ে জয়ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে গড়ের

মধ্যে ঢুকল । ছোঁড়া চারটার স্কন্ধকাটা ধর খানিক কাটা পাঁঠার মত ফড়্ ফড়্ ক'রেই ঠাণ্ডা, শম্মাও দেখে শুনে পিটটান । এখন আমাকে কি পুরস্কার দেবেন দেন ।

মহানন্দ । আপাততঃ আমার এই মুক্তার হার, মহত্ব স্বর্ণমুদ্রা, তার-পর কার্যশেষে তোমাকে প্রভূত ভূমি সম্পত্তি আর রাজসম্মান প্রদান এ আমার প্রতিজ্ঞা । এখন চল দেখি একবার রাজার কাছে যাই । সুরসেনের ছেলে কটার জন্তে একবার হা ছত্যাশ করিগে, কেমন পারবে ত ?

ভগবৎ । আজ্ঞে খুব পারব ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

[স্থান—বিষ্ণুপুর, মদনমোহনের মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ]

রাজা বীরমল্লের প্রবেশ ।

রাজা । অবিচার চির-সজিনী আশা, আশার শেষ নাই, গীমা নাই, অস্ত্র নাই, ক্ষয় নাই, পতন নাই । বাণেশ্বর মধুর হাসি, যৌবনের রূপলাবণ্য সব যায়, ক্রমে সবাই ছাড়ে, ছাড়ে না কেবল আশা । আশা শেষনিশ্বাসের সহচরী, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জীবের সাথেই সাথি । শেষের চিহ্ন—কালের বিজয় ধ্বজা, চক্ষের উপর ক্রীড়া ক'রচে, কিন্তু কি জানি কার কি মোহিনী মজে মুগ্ধ হ'য়ে তা দেখেও দেখতে পাচ্ছি না, আশার দাগ হ'য়ে আশা

প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হ'চ্ছি ! আমার ধনাগার ধনরত্নে পরিপূর্ণ, এখনও আমাব রাজকোষের সঞ্চিত ধনবস্তু শত সহস্র জনে মুক্ত হ'স্তে বিতরণ ক'রলেও আমার অবশিষ্ট জীবনকালের মধ্যে সে ধনাগার শূন্য হয় না । এত ধন, এত রত্ন, এত সুখ-সম্পদ সত্ত্বেও সামান্য অজয়গড়ের রাজকর গ্রহণের জন্য একটা নগণ্য গোপজাতির সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে অগ্রসর হ'য়েছি । ইচ্ছাইঘোষ অজয়গড়ের রাজকর দেওয়া বন্ধ ক'রেচে, আমাব প্রভূত রাজ-শক্তির উপর হস্তক্ষেপ ক'রেচে এই আমার অপমান । অহংজ্ঞানে মত্ত হ'য়ে, আমার এ অপমান সহ্য হয় নাই । যার অঙ্গুলিহেলনে শত শত অজয়গড় ধূলিবৎ আকাশে মিশিয়ে যায়, সে আজ অজয়গড়ের ক্ষুদ্র জায়-গীরদার ইচ্ছাইঘোষের শক্তির নিকট পবাস্ত ! কার শক্তিতে শক্তিশালী হ'য়ে, ইচ্ছাইঘোষ আমার অতুল রাজশক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান, তা জেনে শুনেও সময়ে একবার সে কথা ভাবলাম না । একটা মহামূর্খের মন্তব্য মুগ্ধ হ'য়ে—আর মহানদকেই বা মূর্খ বলি কেন, যে নিজেই সদসৎ বিবেচনা শূন্য, যার জ্ঞানের সীমা সঙ্কীর্ণ, মূর্খের মন্তব্যই যার মূলমন্ত, তা হ'তে আর মহামূর্খ কে আছে ? আমি আপন অদূর্বদর্শিতা দোষে, পরমসুহৃদ্ সুর-সেনের সর্বনাশ ক'রলাম, আমি যদি তাব প্রতি অনুজ্ঞালিপি না পাঠাতাম, “যেক্ষণেই হ'ক ইচ্ছাইঘোষের শাস্তিবিধান কর” এরূপ কঠোর আদেশ প্রদান না ক'রতাম, তাহ'লে আজ তার আনন্দময় সুখে সংসার, শাশানে পরিণত হ'ত না । জানি না, আমাব এ জ্ঞানকৃত পাপের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর, জানি না এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত । মদনমোহন ! মদনমোহন । ব'লে দাও, আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান তুমিই ব'লে দাও । এ মৃত্যু-শয্যা-শায়ী বৃদ্ধকে চির-অনুতাপাশি হ'তে উদ্ধার কর, তোমার সেবায় মতি দাও, আমার হৃদয়ে শান্তি দাও, আমাকে সংসারব্যাধি হ'তে মুক্ত কর । আর যে এ ব্যাধিযন্ত্রণা সর না মদনমোহন !

গীত ।

না সতে এব্যাধি, হবি নাশ হে দিয়ে ঔষধি ।
 জানি এ রোগের স্তবৈত তুমি,
 ওহে বৈতনাথ-সেবিত নিধি ॥
 বিষম কুচিন্তাজবে, যন্ত্রণার আর নাই অবধি
 (বাড়ে কুসঙ্গ-কুপথা যোগে)
 (বিষম বিষয়-বিকার জন্মেছে হে)
 দেখি মায়া তজ্জাবশে অসাব আশার স্বপন নিরবধি ॥
 পরিভ্রাণ নাই কোনরূপে, প্রবৃত্তি-পিত্তপ্রকোপে,
 বাড়ে আকাঙ্ক্ষা সন্তাপে, লালসা পিপাসা আদি—
 বাসনা বাতিকে সদা বিরস রসনা অতি
 (রুচি হয় না নামামৃত পানে)
 (সদা অর্থ কুপথা লালসা)
 ব'লতে দেয় না ও নাম, রাখে অবিরাম
 কলুষ-কফে কণ্ঠ বোধি ॥
 দারাপুঞ্জ বন্ধুবর্গ, ভবরোগের উপসর্গ,
 জেনেছি হে সে মৎসর্গ, বিষম মংক্রামক ব্যাধি,
 মোহ নিদ্রাঘোরে সদা থাকি হে জ্ঞান-নয়ন মুদি,
 (মতিভ্রান্তে মাহুয চিন্তে নারি)
 (আছি কাশশযায় নিদ্রাগত) নিজাম শরণ ওপায়,
 রাখ কুপায়, কর যে হয় উপায় বিধি ॥

রাগীর প্রবেশ ।

রাণী । মহারাজ ! আপনি এখানে ? আজ একা এখানে কেন ?

রাজা । আমি ত একা নৈ ।

রানী । কৈ, আর ত কাউকে দেখ্‌চি না ।

রাজা । কেন, ঐ যে শ্রীমন্দিরে আমার মদমমোহন আছেন । আর দেখ্বে কাকে ? দেখ্‌বার আছে কে ? এক একবার মধ্যো মধ্যো সুরসেনকে দেখতে পেতে ; যে ছুদিন আমাদের না দেখ্‌লে থাকতে পারত না, বন্ধু বল, ভাই বল, স্বজন বল, আত্মীয় বল, ভৃত্যই বল, যে সুরসেন একাই আমার সব ছিল ! তাকেও যে আর দেখতে পাব সে আশা নাই ।

রানী । কেন, তাঁকে দেখতে পাব না ? তাঁর নিজের কোন অমঙ্গল ঘটেচে নাকি ?

রাজা । নারায়ণ ! তার কি অমঙ্গল হ'তে পারে, তার চারিদিকে মঙ্গলের বাজনা বেজে উঠেচে, তার বাড়ীতে আজকাল ভারি উৎসব ।

রানী । উৎসব ? কি উৎসব মহারাজ ?

রাজা । বড় উৎসব রানি ! বড় উৎসব । চার-চারটে উপযুক্ত ছেলে একদিনে ম'ল । সে অশুচাস্ত্রে স্নানের সঙ্গে মুক্তি স্নান ক'রে নিশ্চিত হ'য়েচে । পুত্রশোকে বড় রানীটি মুচ্ছিত হ'য়ে প'ড়ল, শুন্‌লাম সেই মুচ্ছাই তাঁর শেষ মুচ্ছা হ'ল । পুত্রবধূ চারটাও সহমৃতা হ'য়ে, স্বামি-সঙ্গিনী হ'য়েচে, অধিকার আজকাল ভারি রকমের উৎসব চ'ল্‌চে । এই সঙ্গে বড়টা একটু বিষ খেতে পারত, তাহ'লে অধিকার আনন্দোৎসবটা আরও একটু জমাট বাঁধত ।

রানী । তাই যে কি হ'য়েচে, তার ত কোন ঠিক সংবাদ পাচ্চি না । শুন্‌লাম, পুত্র ও পুত্রবধূশোকে তিনি রাজ্য ত্যাগ ক'রে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন ; অধিকা এখন অরাজক ।

রাজা । অরাজক ? তবেত ভারি সুযোগ । তোমার ভাইকে বল না,

এই গোলাযোগ মধ্যে অধিকা রাজাটা হাত ক'রে নিতে । রাজা রাজ্যে নাই, সৈন্যসামন্ত সব কাণ্ডারীহীন তরবার মত ভেসে বেড়াচ্ছে, এ সময় বেশী লড়াই ক'রতে হবে না, গোলাগুলিও চালাতে হবে না । গোটাকতক রোগাটসন্ত আর গুণধর স্বয়ং গেলেই কাজ হাসিল ।

রানী । আমার কাছে ও কথা ব'লে কাটাঘায়ে মূণের ছিটে দেওয়া কেন মহারাজ ! তাকে যে পদে রেখেচেন, সে যদি সে পদের অযোগ্য হয়, তাকে বিদায় ক'রে দিতে পারেন । এ আপনার বিবেচনার দোষ, তার দোষ কি ?

রাজা । না তার দোষ কিছুই নয় । তিনি যখন তোমার ভাই আমার মহা কুটুম্ব, তখন তাঁর দোষ এ কথা বলে কে ? এ কারুর দোষ নয় রাণি, সব আমার কপাল ।

মহানদের প্রবেশ ।

মহানদ । মহারাজ ! অভিবাদন করি ।

রাজা । এগেছ মজিবর । এস দেখি, তিনজনে ব'সে আকাশে ভিত্ত পত্তন ক'রে একটা সোণার অট্টালিকা নির্মাণ করি । আকাশ কুসুমের বাগানটা বোধ হয় আমাকেই দেবে ?

মহানদ । এ কথা ব'ল্‌চেন কেন মহারাজ ?

রাজা । ব'ল্‌চি কেন জানি ! তোমার যুক্তিতে যখন যে কাজে হাত দিয়েচি, তাতেই সফলমনোরথ হ'য়েছি । তোমার মজনা যেন আমার পক্ষে সিদ্ধমজ । তাই ব'ল্‌ছিলাম এই কাজটা আর যুক্তি খাটিয়ে ক'রে তুলতে পারবে না ? স্বর্গ, মর্ত্য এই দুটোর মাঝামাঝি আসমান ব'লে যে কতকটা বেওয়ারিসি জায়গা আছে, ঐখানে ঐ আকাশকুসুমের বাগানটা ঠিক সামনে রেখে, হীরে মতি, পাশা দিয়ে একটা বাড়ী তৈরির ক'রে

দাঁও। শেষের ক'টা দিন সেইখানে ব'সে, খোলা হাওয়ায় হাওয়া খেয়ে নেওয়া যাক।

মহানন্দ। এ যে সম্পূর্ণ উপহাসেব কথা মহারাজ! আমি আপনার ভৃত্য। এতদূর শ্লেষপূর্ণ উপহাস ভৃত্যের সঙ্গে শোভা পায় না।

রাজা। আবে রাধা গোবিন্দ! তোমাব সঙ্গে কি আমার উপহাসের সম্বন্ধ। তুমি হ'লে "কুটুম্ব নারায়ণ" তার উপর রাজ্যের সেনাপতি, একবারে সর্ক সর্কা, আমি ত নাম মাত্র রাজা; মনে ক'রলে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পার। এই হাতে হাতে অমন অধিকারাজ সুরসেনকে এক ফুৎকারে নির্বংশ ক'রে দিলে। হাঁ—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে ভুলেচি, সুরসেন পুত্র কলত্রাদিব নোকে সংসার ভাগী হ'য়েচে, একথা অবশ্যই তোমরা শুনেচ, কিন্তু তার অয়েষণের জন্ত কোন ব্যবস্থা করা হ'য়েচে কি?

রাণী। কেন, তাকি আপনি জানেন না?

রাজা। আমি কি ক'রে জানুব? আমি আর সংসারের কোন তত্ত্ব রাখি, যা জানবার তুমি জান, আর জানেন রাজ্যের সেনাপতি বা অধিপতি যাই বল তোমার ঐ গুণধর সহোদর। আমি জানি ঐ মদনমোহনের শ্রীমন্দিব।

ভগবৎসিংহের প্রবেশ।

ভগবৎ। মহারাজ! অভিবাদন করি।

রাজা। কি সংবাদ?

ভগবৎ। একটা শীর্ণকায় বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রাজা। কোথায় তিনি?

ভগবৎ। মহারাজের আদেশ প্রতীক্ষায় সভাপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান।

রাজা। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের সর্বত্রই অবাধগতি, তাতে তিনি বুদ্ধ, অধিকন্তু এ মদনমোহনের শ্রীমন্দির, এখানে সকলেরই সমান অধিকার। তাঁকে সঙ্গে ল'য়ে আস্তে প্রহরীর প্রতি অশ্রুমতি দাও।

ভগবৎ। যে আজ্ঞা। (নেপথ্যাভিমুখে) যাও প্রহরী! সন্ন্যাসীকে সঙ্গে ল'য়ে এস।

মহানদ। তাহ'লে আমি অবিশ্বাসী, নিমক্‌হারাম এইটী মহারাজের ধাবণা। যদি তা হয়, তাহ'লে দয়া ক'রে, এই অবিশ্বাসী বিশ্বাসঘাতককে রাজসংসার হ'তে বিদায় দেন। একে ত পৈতৃক ভূমিসম্পত্তি বাস্তুভিটে পর্যন্ত দামোদরের গর্ভে দিয়ে সর্বস্বান্ত হ'য়ে, ভগ্নীপতির অঙ্গে জীবনধারণ ক'রুচি, তার উপর বিশ্বাসঘাতক, নিমক্‌হারাম নাম কিনে কি এ সংসারে থাকতে আছে? আমি বিদায় হ'লাম। আপনার রাজ্য—আপনার ঐশ্বর্য্য—আপনার থাকল। বিষ্ণুপুরের সঙ্গে আমার এই শেষ সাক্ষাৎ, আজ আমি দামোদরে বাঁপ দেব। (বেগে গমনোচ্ছত)

ভগবৎ। আমিও ঐ পথের পথিক।

রাজা। ছুঃখিত হয়ো না মহানদ! অনেক ছুঃখে—অনেক মর্মান্তিক যাতনায়, হৃদয়ের বহু নিয়ন্ত্রণ হ'তে এ বিষপ্রস্রবণ ফুটে বেরিয়েচে। স্তবরাং আমার ত শাস্তির উপায় নাই। কিন্তু তোমাদিগেও যে অশাস্তির আঙুনে পুড়তে হবে না, এ কথা যেন মনে ক'র না। (সন্ন্যাসীকে দূরে দেখিয়া) আসুন। আসুন। আস্তে আজ্ঞা হ'ক, প্রণাম গ্রহণ করুন। রাগি। সন্ন্যাসীকে প্রণাম কর। (উভয়ে প্রণামোচ্ছত)

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। (রাজার হস্তধারণপূর্বক) আহা! মহারাজ! করেন কি? রাজি! ক্ষমা করুন। আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করি না।

রাজা । আপনি সংসারত্যাগী সাধক সন্ন্যাসী, আপনারা সকলেরই প্রণয় ।

সন্ন্যাসী । না মহারাজ ! আমি মায়ামোহত্যাগী সন্ন্যাসী নৈ । নিতান্ত দুর্ভাগোর দাস, পরিতপ্ত-হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভের আশায় সংসারত্যাগ করা মাত্র ।

রাজা । কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন পরিচিত ব'লে বোধ হ'চ্ছে !

রানী । মহারাজ ! এখনও চিন্তে পারেন নি ? উনি যে আপনার সেই প্রিয়স্বহৃদ অধিকাপতি মহারাজ সুরসেন ।

রাজা । কে সুরসেন ! আমার প্রাণের বন্ধু সুরসেন ! তোমার অঙ্গে এই বেশ ? এস, এস ভাই ! একবার হৃদয়ে এস ।

সন্ন্যাসী । না মহারাজ ! এ হতভাগ্যকে স্পর্শ ক'রবেন না । এক্ষণে যে জন্তু আসা—একটু মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন । আমি মৃত্যুপথের বহুদূর অগ্রসর হ'য়েছি, আর সামান্য পথ মাত্র অবশিষ্ট । বংশের সম্বল চারিটা পুত্র, তাও অজয়গড়দুর্গের সমরযজ্ঞে একবারে বলিদান দিয়েছি । অধিকারাজ্য আমার বড় আদরের বস্তু । বড় যজ্ঞে, বহু পরিশ্রমে সাধের বাগান সাজিয়েছিলাম, বিধাতা সে বাগান ভেঙ্গে দিয়েছেন । একদিনে ফলে—ফুলে—মুকুলে শুকিয়ে দিয়েছেন । এখন আপনি দয়া ক'রে আমার অধিকার ভার গ্রহণ করুন, আমার পুত্রাধিক প্রজাগণকে স্নেহের চক্ষে দেখবেন, তাহ'লেই আমি নিশ্চিতচিত্তে সংসার হ'তে অবসর গ্রহণ করতে পারি ।

রাজা । সুরসেন ! তুমি মানব নও, নররূপী দেবতা । আমি সামান্য বিষ্ণুপুরের একটা ক্ষুদ্র কল্পিত রাজা, আর তুমি, তোমার মহান হৃদয়ের পবিত্র সিংহাসনের একচ্ছত্রী সম্রাট । ভারতে লেখা আছে অক্ষরাজ কর্ণসেন ব্রাহ্মণের প্রার্থনায়, একটা পুত্র বলি দিয়ে জগতে দাতাকর্ণ অক্ষয়

নাম রেখে গিয়েছেন। পুরাণের লেখা সত্য কি কল্পিত জানি না ; কিন্তু সুরসেন। তুমি আমার সামান্য উপকারের প্রতিদান স্বরূপ চারু চারিটী উপযুক্ত পুত্রকে সমরাজ্ঞে বলি প্রদান ক'রে, জগতে শক্ত দাতাকণ অপেক্ষা অক্ষয় নাম রেখে চলে। আজ হ'তে তোমার সুরসেন নামের পরিবর্তে কর্ণসেন নাম রক্ষা ক'রলাম ; মদনমোহনের নিকট প্রার্থনা, তোমার এ নাম যেন জগতে চিরদিন অক্ষয় হয়। (পরস্পর কণার মধ্যে ভগবৎ ও মহানদের ইঙ্গিত করণ) এখন আমার কথা রাখ, রাজবেশে অধিকার্য চল। তোমার বড় মাধের অধিকা শ্রাশান ক'র না।

সন্ন্যাসী। আর কেন সে অরুরোধ মহারাজ ! আর সে অধিকা নাই। সত্য সত্যই শ্রাশান হ'য়েচে। আর রুক্মিণী দেবীর মন্দিরে সে নিত্যপূজার উৎসব নাই,—সে চণ্ডীপাঠ নাই—নিত্য হোমের সে আহুতি গন্ধে দশদিক আমোদিত হয় না—আর শঙ্কা ঘণ্টা বাজে না। চণ্ডী-মন্দিরে চণ্ডী-পাঠের পরিবর্তে চণ্ডালের উৎসব আরম্ভ হ'য়েচে। প্রজালোকের হাহা-কারে রুক্মিণীদেবী এখন শ্রাশান-কালিকামূর্তি ধারণ ক'রেছেন। স্বদয়া-কাশের উজ্জ্বল ঐবতারাগুলিকে একবারে কেতুগ্রহ কবলে নিষ্ক্ষেপ ক'রে আর কি স্মৃথে—কি আশায় সে হাহাকারপূর্ণ শ্রাশানক্ষেত্রে যাব মহারাজ।

গীত।

বল হে সথে ! আর কি স্মৃথে, রব অধিকার্য হে।
সঁপে কাল-কেতুগ্রাসে ঐব তারকার্য হে ॥
স্বহস্তে সাজায়ে চিতা শ্রাশান-মুক্তিকার্য হে,
সঁপেছি স্মৃথ-আশা-শাস্তি সে অগ্নি শিখায় হে,
অকালে উদ্ধানতরু মুকুলে শুকায় হে,
ছঃথ বলিব কারে, সকলি করে করমের লেখায় হে ॥

খেলিত চিত-চকোর যথায় ফুল চল্লিকায় হে,
 পূর্ণ সে আকাশ আজ কি বিভীষিকায় হে,
 এখন যে বিষয় বিষে জর্জরিত কায় হে,
 ত্যজে এ গরলে ডাকি বিবলে জগদম্বিকায় হে ॥

বাজা । উতলা হ'য় না ভাই ! একটু স্থির হ'য়ে আমার ছোট কথা শোন । তোমাব সাধের অম্বিকা শ্মশান হয় নাই ; কেবল তোমার অভাবেই অম্বিকা আজ বিষাদপূর্ণ । তুমি অম্বিকায় চল, সংসারী হও, আবার সব হবে । তোমাব চক্ষে আজ যা শ্মশানক্ষেত্র হ'য়ে উঠেচে, সেই শ্মশান আবার শান্তিধাম হবে । আবার মরুক্ষেত্রে আনন্দের হিল্লোল খেলবে । সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, শোকে শান্তিতে যে সমভাবে স্থির থাকতে পাবে, সেই প্রকৃত বীৰ—সেই আত্মজয়ী মহাবতী ; সেই এ পরীক্ষাক্ষেত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে । এখন শুভাশুভ সমস্ত ভগবানে অর্পণ ক'রে কর্তব্যের পথে অগ্রসর হও । অতীতের স্মৃতি যতদূর সাধা হৃদয় হ'তে অপসারিত করবাব চেষ্টা কর । তাহ'লেই হৃদয়ে শান্তি পাবে ।

সন্ন্যাসী । শান্তি ? এ ব্যাধির কি শান্তি আছে ? এ বড় কঠিন ব্যাধি । এ ব্যাধির বৈদ্য নাই, ঔষধি নাই, প্রতিকার নাই । এ ব্যাধি জীবনের সঙ্গের সঙ্গী ।

রাজা । না ভাই ! তা মনে ক'র না । ব্যাধি মাত্রেরই ঔষধি আছে । তবে সুরৈবদ্য আর সুপথ্যের প্রয়োজন । সুরৈবদ্যের ব্যবস্থামত যথাযথ অনুপানের সহিত ভক্তি-শ্রদ্ধা পূর্বক সুনিয়মে ঔষধ সেবন ক'রলে অবশ্যই শান্তিলাভ হ'য়ে থাকে ।

সন্ন্যাসী । সে কায়িক ব্যাধি সম্বন্ধে বটে, কিন্তু এ যে সে ব্যাধি নয় মহারাজ ! এ মানসিক ব্যাধি । মর্মের মর্মস্তর হ'তে এ ব্যাধির উৎপত্তি । এ ছুরারোগ্য ব্যাধির বৈদ্য নাই, ঔষধি নাই, প্রতিকার নাই ।

গীত ।

এ রোগের নাই হে চিকিৎসক,

পুঞ্জশোক প্রাণনাশক ব্যাধি ।

রাজা । যতনে পান কর সখা, এ রোগের ঐষধি ॥

কি সম্বন্ধ জায়াপুত্র, কি সম্বন্ধ স্বজন মিত্রে,

আপন আপন কর্ম্মশূত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে গতিবিধি ॥

সন্ন্যাসী । যাতে ব্যাধির নিরাকরণ, জানি সে বিধি প্রকরণ,

আপনাব হ'লে হয় না কিন্তু গলাধঃকরণ ॥

রাজা । মোহবিকাব হ'লে দমন, আপুনি হবে সেবনে মন,

দেখবে ঔষধের গুণ কেমন, মায়া'র বমন না হয় যদি ॥

রাজা । জানি, পুঞ্জশোকের মত এমন হৃদয়ভেদী বজ্রাঘি আর নাই, অথচ সেই বজ্রাঘি-দগ্ধ অপত্য-শোকাতুরকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধিত ক'রতে, সেই প্রাণান্তক ব্যাধিক্ষেত্রে ঐষধি অমুপানের সহিত বিবেক জ্ঞানাদি ঔষধির ব্যবস্থা ক'রতে অনেকেই জানেন । কিন্তু ব্যবস্থাকারক স্বয়ং যদি সেই ব্যাধিকর্তৃক আক্রান্ত হন, তাহ'লে নিজের ব্যবস্থা মত সেই ঔষধি তাঁর নিজের গলাধঃকরণ হয় কি না সন্দেহ, এ কথাও জানি । তবে কি জান ভাই ! ঔষধের প্রতি ভক্তিমানু সুপাত্রের প্রয়োজন । তুমি জ্ঞানবান, এ মায়া-প্রহেলিকাময় সংসারের গতি অনেক দেখে আস্ছ, সংসারের অসারত্ব অনেক বুঝেছ, সেই জন্ত তোমাকে সুপাত্র জেনেই এরূপ ঔষধের ব্যবস্থা দিচ্ছি । এক্ষণে আমার একান্ত ইচ্ছা—নিতান্ত অরুরোধ, তুমি সংসারী হও । মদনমোহনের কৃপায় পুঞ্জবানু হও, তোমার সেই পুঞ্জই আমার দেহান্তে বিষ্ণুপুরের রাজা । আমাকে এ আশায় নিরাশ ক'রলে আমি বড়ই দুঃখিত হব ।

সন্ন্যাসী । আবার আমাকে এই বৃদ্ধবয়সে কারাবদ্ধ ক'রবেন ? মহারাজ ! আপনি আমার প্রতিপালক, প্রভূত সম্পদের অধীশ্বর হ'য়েও, প্রভুভাব ভুলে, এ ভৃত্যকে ভ্রাতৃস্নেহে প্রতিপালন ক'রে আসছেন । আমি আপনার আদেশ প্রতিপালনে পরাজুথ হ'তে পারি না । কিন্তু মহারাজ ! কোন্ হতভাগিনীকে এ জরাজীর্ণ স্থবিরের হস্তে অর্পণ ক'রে, তাকে ইহ জীবনের সকল সুখে বঞ্চিত ক'রবেন ? কোন্ হতভাগিনী বৈধব্যকে শিওরে বেঁধে, এ বৃদ্ধের কণ্ঠে মালা অর্পণ ক'রবে ? জানি, আপনার ইচ্ছা হ'লে তার বিক্রয়চরণে কারও সাধা নাই । কিন্তু মহারাজ ! সেই সংসারসুখে বঞ্চিতা অবলার অভিসম্পাতে যে আমাকে অনন্তকালের জন্ত নরকগামী হ'তে হবে । তার এক একটা দীর্ঘশ্বাস যে এক একটা বাসুকীর বিষ উল্লীর্ণ ক'রে আমার প্রেতাত্মাকে দগ্ধ ক'রবে ।

রাজা । তা নয় ভাই ! তা নয় ! তোমার মত পতিলাভ স্ত্রীজাতির পক্ষে বহু স্কৃতির ফল । যে তোমার ছায় বীরপতি লাভের জন্ত লালায়িত, বীরপূজার বাসনা যার বাল্যকাল হ'তে প্রবলা, বোধ হয় বিধাতা আজ তারই বাসনা পূর্ণ করবার জন্ত তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন ।

মহানদ । মহারাজের সন্ধানে এমন সুপাত্রী আছে না কি ?

রাজা । চেষ্টার অসাধ্য কি আছে ভাই ! আমি যে পাত্রীর কথা মনে ক'রেছি, এ তোমার মত বীরের উপযুক্ত । ভাল তোমার জন্তও চেষ্টা ক'রছি, তবে প্রজাপতির নির্বন্ধ ; তার—কপাল, আর তোমার—ঘাস জলের বরাত । এখন তোমরা এস, আমাদের গোপনে গোটাকতক কথা আছে (ক্ষণেক চিন্তার পর) হাঁ মহানদ গেলে নাকি ?

মহানদ । আর কোনও আদেশ আছে না কি ?

রাজা । তোমার উপর আর আদেশ কি ক'রবে ? আমার ভরসা ছেড়ে

দিয়ে রাজকাৰ্য্য সব দেখে শুনে কর। আর বলছিলাম কি, কামৰূপ প্রদেশটার উপর আমার অনেকদিন হ'তেই দম আছে। বর্তমান সময়ে তোমারও সৈন্যসামন্তের অভাব নাই, যুদ্ধের উপকরণও যথেষ্ট আছে, তুমি ক্রমে যুদ্ধবিদ্যায় রণপণ্ডিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছ, এই সময় যদি একবার কামৰূপটা জয় ক'রতে পার, তাহ'লে অগতে তোমারও একটা বীরকীর্তি থেকে যায়। কিন্তু তারও এই প্রশস্ত সময়, এর পর বর্ষা পড়লে ব্রহ্মপুত্র সমুদ্রবিশেষ হ'য়ে দাঁড়াবে। তখন সৈন্যসামন্ত নিয়ে পারাপার বড়ই বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠবে। বুঝেছ ?

মহানন্দ। যে আজ্ঞা ! আমি কল্যই সৈন্যসামন্ত নিয়ে কামৰূপ যাত্রা করব। (স্বগত) আমিও ত তাই চাই। “তোমার শীল তোমারি নোড়া, তোমারি ভাঙ্গব দাঁতের গোড়া”—তোমার সৈন্য, তোমার সামন্ত, তোমার অস্ত্র, তোমার রসদ, তোমারই নিয়ে কামৰূপ জয় ক'রে শেষে শস্যাই সর্বের সর্বা। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গবার এ সুবিধা কি ছাড়তে আছে ? (প্রকাশ্যে) মহারাজ, তবে এক্ষণে আসি।

[প্রস্থান।

রানী। কেন ওকে কামৰূপ জয় ক'রতে পাঠাচ্ছেন মহারাজ ? ও যুদ্ধবিদ্যার কি জানে, যাবে আর ম'রবে। লাভের মধ্যে আপনার কতকগুলি সৈন্যক্ষয় হবে মাত্র।

রাজা। কামৰূপ পর্য্যন্ত প্রবেশ ক'রলে ত যুদ্ধ ক'রবে। বড় জোর ব্রহ্মপুত্রের ধার পর্য্যন্ত যাওয়া। তবে পাঠাচ্ছি যাক, কতকগুলো অকর্মণ্য সৈন্য প'ড়ে ছাত্তু লক্ষা আক্রমণ ক'রছে, আর ময়দানের হাওয়া দূষিত ক'রছে ; দিনকতক বিদেশে ঘাস জল খেয়ে আশ্রয়। আর শুধু সে জন্তুও নয়, তোমার গুণধরকে দিনকতক স্থানান্তরিত করাই আমার উদ্দেশ্য।

বাণী । কি উদ্দেশ্য মহারাজ ?

রাজা । আমি ইচ্ছা ক'ব্চি, তোমার ভগ্নী রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দিই, তোমার তাতে অসম্মতি আছে কি ?

বাণী । বজ্রা বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন—মহারাজের আশ্রিতা, মহারাজেবই প্রতিপালিতা । মহারাজকেই পিতৃজ্ঞানে ভক্তি ক'রে থাকে । তাব শুভাশুভ সুখ দুঃখ দেখুবার, তার পরিণাম চিন্তা করবার লোক জগতে এক আপনি ভিন্ন নাই, আপনি যা ক'রবেন তাই হবে ।

রাজা । দেখ, আমি তাকে প্রলোভন দিয়ে, কি অনুরোধ ক'রে, এ বিষয়ে মত লওয়াতে ইচ্ছা করি না । কর্ণসেন যে বয়সে তাব উপযুক্ত পাত্র নয় তাও জানি । তথাপি আমার নিশ্চয় ধারণা সে আনন্দের সহিত এ বিবাহে সম্মত হবে । কারুর আপত্য ঘটবে না । এক আপত্য উত্থাপন ক'ব্তে তোমার গুণধর সহোদর মহাবীর মহানন্দ মহাশয় ; সেই জন্যই তাকে কোশলে স্থানান্তরিত ক'রেচি । এখন একবার রঞ্জাবতীকে এইস্থানে ডাক দেখি । এই মদনমোহনের মন্দিবেই মদনমোহনকে সাক্ষী রেখে মালাচন্দনের কাজটা হ'য়ে যাক্ ।

বাণী । তাবও মদনমোহনের আবতি দেখতে আসবাব সময় হ'য়েচে, ডাকতে হবে না, এল ব'লে, ঐ যে আসছে ।

সখীগণসঙ্গে গান করিতে করিতে রঞ্জাবতীর প্রবেশ ।

গীত ।

সখি, চল, চল, চললো চঞ্চল চরণে ।

যদি হেরিবি সে ব্রজসখা, বিপিনে বিনোদ বাঁকা,

গোধূলির ধূলিমাখা বাঁকা নয়নে ॥

সঁপে পদে নতি মতি, হেরে যুগল মুরতি,

মন সাধে করিব মঙ্গল আরতি,

(সবে গেঁথেছি মালা) (কালাচাঁদের গলে পরাইতে)

মদনমোহিনী মন, শ্রীমদনমোহনে,

পর্যব মোহন মালা মথতনে ॥

রজাবতী । (অগ্রে মদনমোহন পরে রাজা ও বাণীকে প্রণাম)

রাজা । এসেছ সুন্দরি । বেশ ত মদনমোহনকে প্রণাম করলে, আপনার দিদির পায়ে গিয়ে ছুট্ করে প্রণাম করলে, লাজে সরমে প'ড়ে আমাকেও একটু ভাগ দিলে । এদিকে যে একজন মাধুসম্যামী দাঁড়িয়ে, সেটা কি চ'খে পড়ল না ? না চারি চক্ষু একত্র হওয়ার পূর্বে চখোচখী করবে না । অগ্রে দেবতা, পরে মাধু সম্যামীকে প্রণাম করতে হয় ; কর প্রণাম কর । নইলে হয় ত রাগান্বিত হ'য়ে শাপ দেবেন তোমার বড় বর হ'ক ।

রজাবতী । পুরুষের জ্যৈ বৃদ্ধা হয়, কিন্তু জ্যোজ্যাতিব পতি কখন বৃদ্ধ হয় না । (সম্যামীকে প্রণাম)

বাণী । এইবার রাজার কাছে ঠক্লেম মহারাজ ।

রাজা । সুন্দরীকে কি ব'লে আশীর্বাদ করলে সম্যামীঠাকুর ? আমি ত বীর-ভাৰ্য্যা বীরমাতা হও ব'লে চিরকাল আশীর্বাদ করে আসছি ।

সম্যামী । আমিও আশীর্বাদ করি, সম্যামীমোহাগিনী হ'য়ে সূত্রে-শর্যোর সহিত অতুল-সম্পদের অধাশরী হ'য়ে সমস্ত বঙ্গের সাম্রাজ্যী হ'ন । এই নবীনা বালিকাটাই কি মহারাজের শালিকা রজাবতী ?

রাজা । এই নববালিকা, এই নবযুবকের শালিকা ও নবকালিকা । দাঁও দেখি বরমালিকা ।

সম্যামী । ক্ষমা করুন মহারাজ । কেন এ বৃদ্ধবয়সে এ সরলাবাসীর সন্ধান ক'রুন । গুরুজন কর্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে নিজের অনিচ্ছায় আমাকে

বরণ ক'রতে গিয়ে, যখন চক্ষুজলে ধরা সিক্ত ক'র্বে, তখন আমাব ধর্ম—
কর্ম, বীরত্ব—পুরুষার্থ কোথায় থাকবে মহাবাজ ?

রানী । ভগ্নি বজ্রাবতি ! যদি ক্ষণস্থায়ী যৌবনের পরিবর্তে অনন্ত দেব-
জীবন লাভ ক'রতে চাও, তাহ'লে এ শুভ অবসব ত্যাগ ক'র না । তুমি
বাল্য হ'তেই বীরপূজার অভিলাষিনী, বিধাতা তোমাব সে অভিলাষ পূর্ণ
ক'রেছেন ।

রাজা । সুন্দরি বজ্রাবতি ! যদি অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির গলায় মালা
দিতে কুণ্ঠিতা হও, তাহ'লে আমি পরিচয় দিয়ে ঘটকালীটে শেষ ক'বে
নিই । তুমি মধ্যো মধ্যো যে মহাপুরুষের বীরত্বকাহিনী শুনে আনন্দ
প্রকাশ ক'র্বে, যার রণদক্ষতার কথা প্রসঙ্গত সংক্ষেপে উত্থাপিত হ'লে,
সেই কথা বিস্তারিতরূপে শুন্বাব জন্য আগ্রহ প্রকাশ ক'র্বে, ইনিই—
এই সন্ন্যাসীরূপী ভস্মাচ্ছাদিত অনলরাশি—সেই অধিকার অধীশ্বর সুর-
সেন । একবার সন্ন্যাসীগুণ্ডিকে প্রণাম ক'রেছ, আর একবার তোমাব
হৃদয়ের সাক্ষ্যে অভীষ্ট দেবতাজ্ঞানে প্রণাম কর ।

সন্ন্যাসী । দোহাই মহাবাজ ! আমি বিনয় ক'রে ব'লছি, আর
আমাকে এ অস্ত্রদশায় মায়া অন্ধকারময় সংসার বিয়ের হ্রদে নিক্ষেপ
ক'র্বেন না ! আর সেই সঙ্গে একটি অবোধ বালিকার ভবিষ্যতের
অনন্ত-আশা—অনন্তসুখের বাসনার মূলচ্ছেদ ক'র্বেন না !

রানী । যদি কোন ভাগ্যবতী স্বইচ্ছায় আপনাকে বরণ করে ?

সন্ন্যাসী । তাহ'লে বুঝ, সকলই মদনমোহনের লীলাখেলা । আপন
কর্মসূত্রে সংসারচক্রে বদ্ধ না থাকলে, আমি হতভাগ্যই বা এমন ধারা
বিষ্ণুপুবে আস্ব কেন ? এমন ধাৰা উন্মাদের স্থায় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ
ক'রে, রাজারানীর শান্তিভঙ্গই বা ক'র্ব কেন ? আর বজ্রাবতি । তুমিই
বা আপন কর্তব্য বিস্মৃত হ'য়ে—আপনাব ভবিষ্যৎ ভুলে, আমার স্থায়

বুদ্ধের গলায় বরমালাদানে সম্মত হবে কেন ? গোড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হ'লে তুমি একদিন সমস্ত রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হ'তে পারতে।

রজাবতী। হ'তে পারতাম, সে দূর-ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু বোধ হ'চ্ছে মহারাজের পদধূলি লাভে, আমি স্বর্গের ইন্দ্রাণী শচী হ'তে ও ভাগ্যবতী। আমি বাল্যকাল হ'তে বীরপূজার পক্ষপাতিনী, বীরের পূজা ভালবাসি।

সন্ন্যাসী। নকি কথা বল'চ রজাবতি। আমি শুনেছি গোড়েশ্বরের পুত্র পরম রূপবান্।

রজাবতী। যাবা রূপের নিকট আত্মসমর্পণ করে, মাংসপিণ্ড দেহের রূপ-যৌবন যাবা ভালবাসে, তাদের চ'ক্ষে গোড়েশ্বরের পুত্র রূপবান্। প্রজার—সুখ, রাজ্যের—শান্তি, যার একমাত্র কামনা ; কীর্ত্তিমান্ বীর-পতির মঙ্গলময় মূর্ত্তিই সে রমণীর চির আকাঙ্ক্ষিত যৌবন, আমি আজ সে ভাগ্যে ভাগ্যবতী। এখন গোড়েশ্বরের পুত্র রূপবান্ যুবাশ্রম, আর দশ বৎসর পরে সে রূপেব সঙ্গে, সে যৌবনের সঙ্গে, সে জীবনের সঙ্গে গোড়েশ্বরের পুত্রের প্রাণহীন নাম চিরদিনের মত বিশ্বস্তির অন্ধকারগর্ভে ডুবে যাবে ; কিন্তু রজাবতীর এ মাটির দেহ ঋশানমাটিতে মিশালেও অনন্ত-কালের মধ্যে একটি দিনের জন্তও তাকে পতিব্রয়োগ বেদনা ভোগ ক'রতে হবে না। তার বীরপতির অনন্ত-জীবন যোগেশ্বরের দ্বারা অব্যয়। আমি বালিকা, এই বালিকাবুদ্ধিতে আপন ভবিষ্যৎ, আপন শুভাশুভ মঙ্গলামঙ্গল বুঝে, আমার পিতৃতুল্য মহারাজের আর আমার মাতৃকল্পা জ্যোষ্ঠা ভগ্নী মহারাণীর চরণে প্রণাম ক'রে, সখীদের অসুখমতি নিয়ে আর জগৎ-সাক্ষী—সাক্ষাৎ সত্যসনাতন মদনমোহনের সাক্ষাতে, তাঁকে সাক্ষী ক'রে, আমি আপনার কণ্ঠে বরমালা প্রদানের সঙ্গে আমার রমণীজীবনের সুখ-শান্তি, ধর্মাদর্ম সকল ভারই আপনার পদে অর্পণ ক'রলাম।

গীত ।

পুরাও অভীষ্ট হে মম পবন ইষ্টদেবতা ।
 তুমি শান্তি, শক্তি, বতি ভক্তি, গতি মুক্তি বিধাতা ॥
 আমি বীরপূজা ভালবাসি, বীরপূজার ব্রত দাসী,
 অভিলাষী সেবিতে চবণ ;—
 ধব ভক্তি উপহার, পব এ কুসুম হার,
 পরিহার ক'র না হে বাজন ;
 তোমার ধবিয়া চবণ, পতিত্ব বরণ, করিলাম কুতূহলে,
 ঐ জগৎসাক্ষীবে চিরসাক্ষী ক'রে, বরমালা দিখু গলে,
 আমাব জীবন মন সর্বস্ব দিবে,
 হ'লাম চবণ পূজার ব্রত দাসী ;
 রেখ পতির ধর্ম, হে সাকাব ব্রহ্ম,
 দিও না দিও না মর্মে ব্যথা । (আমায় চিব আশায়
 নিরাশ ক'রে) দিও না দিও না মর্মে ব্যথা ॥

রাজা । জয় ! জয় ! অনন্তলীলাময় মদনমোহনের জয় ! বালিকাগণ !
 মদনমোহনের আরতির সময় উপস্থিত, সকলে আরতির শঙ্খনাদ ছলুধ্বনির
 সঙ্গে নবদম্পতির গাঙ্গলিক ছলুধ্বনি মিশ্রিত ক'রে, নৃত্যগীত আনন্দ উৎসবে
 আনন্দময়ের শ্রীমন্দির আরও আনন্দময় কর । (মদনমোহনের সম্মুখে
 নতজানু বব কণ্ঠা, পার্শ্বে করযোড়ে রাজা-রানী, সখীগণের আরতি) ।

গীত ।

জয় জগত-জীবন জগদীশ হরে ।
 মাধব মুরহর, মোহন মুরলীধর,
 কেশী, কংসসুদন মধুকৈটভারে ॥

নবজলধর রূপ, রাসবাসিকভূপ,
মধুলোলুপ মধুপ শ্রীমুগ পদাপরে ॥
নবজলধর কোলে, স্থিরা দামিনী থেলে,
কনকলতিকা যেন দোলে তমালা—
মধুর বক্ষিম ঠামে বামে হেলে—
এ যুগল নয়নে, ও যুগল দরশনে,
যুগ যুগ কৃত পাপ হরে ॥

রাজা । না, আর আমার মদনমোহনের বিশ্রামের বাঘাত জগাবার
প্রয়োজন নাই । চল, অন্তঃপুরে অত্যাশ্রয় মাস্তুলিক উৎসব সম্পন্ন করা
হবে । রজাসুন্দরি ! আমার ঘটকালীটে চুকিয়ে দিয়ে অন্তঃপুরে যাও ।

রজাবতী । দিদির কাছে জমা রেখেচি, দরকার হ'লেই বুঝে নেবেন ।

বাজা । দাতার স্বহস্তের দানটা গৃহীতার পক্ষে বড়ই আনন্দজনক ।
অরিতদান মহাপুণ্য ! এর পব পরের দখলে প'ড়লে, গোল বাধলে
বাধতে পারে ।

[রজা ও সখীগণের প্রস্থান ।

কালু, দলু ও বলা প্রভৃতি ডোমগণের প্রবেশ ।

কালু । হজুর ! আমরা আপনার প্রজা, আপনাকে প্রণাম ক'রুচি ।

রাজা । কে তোমরা ! তোমাদের বাস কি আমার এই বিষ্ণুপুরেই ?

কালু । আজ্ঞে, হাঁ ধর্মঅবতার ! বিষ্ণুপুরের পশ্চিম সীমানায় আমরা
ক'ঘর অনেক দিন হ'তে বাস ক'রুচি । আমরা জাতে ডোম ।

রাজা । হাঁ হাঁ শুনেচি বটে, তোমাদের মধ্যে খুব বড় বড় খেলোয়ার,
ভারি ভারি জোয়ান আছে নয় ? তোমাদের না কি লাঠীর বড় তেজ ?

কালু । তেজ থেকে কি হবে ধর্মঅবতার ! সে তেজ দেখাই কোথায়,

লাঠী চালাই কার হুকুমে ? নৈলে জোয়ানও আছে, খেলোয়ারও আছে, লাঠীও আছে, তেজও আছে ; কিন্তু থাকলে কি হবে হজুর ! পেটের চিন্তায় জোয়ানবয়সে বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছি, কন্সরতের অভাবে বাতে ধ'রচে, খেলার পাঁচপড়ন ভুলে যাচ্ছি । লোহার লাঠীতে যুগ ধ'রে যাচ্ছে । নৈলে হজুব ! এই ছোটজাত-কটার উপর যদি রাজাব নেকুনজর থাকত, যদি পেটের ভাবনায় জোয়ানবয়সে কলিজায় দবদ না লাগত, তাহ'লে কি হজুবের বিষ্ণুপুর রক্ষার জন্য হাজার হাজার সৈন্য বেখে, তাদের মাইনে রসদ জোগাতে হ'ত । এই ক'বেটা ডোমেব লাঠীর বল বজায় রাখলে, বিষ্ণুপুরে যমেব অধিকার থাকত না ।

রাজা । তোমার নামটী কি বল দেখি বাপু ?

কালু । ধর্ম অবতার ! গোলামের নাম কালু ।

রাজা । তোমাবই নাম কালুসদাব ? হাঁ হাঁ, নাম শুনেচি বটে । তোমার ঘরের লোকও নাকি খুব লড়াই জানে ? তার নামটিও কি শুনে-ছিলাম ভুলে যাচ্ছি ।

কালু । তেনার নাম নকি । হজুরের গোলামের ঘরের লোক কেন লড়াই না জানবে হজুর ।

রাজা । বেশ বেশ, তা কি মনে ক'বে এসেচ বল দেখি ? মদন-মোহনের আরতি দেখতে ? ভাল, ভাল । নীচজাতি হ'লে কি হবে, দেবতা বৈষ্ণবের প্রতি তোমাদের খুব ভক্তি । মদনমোহনের উপর ভক্তি রে'খ, উনি চিবদিন তোমাদের আশ্রয় দেবেন ।

কালু । মদনমোহন আর আশ্রয় কৈ দিলেন হজুব ! আজ আমরা প্রাণের বাখা প্রাণ-খুলে রাজার কাছে জানিয়ে মদনমোহনকে শেষ প্রণাম ক'রে, বিষ্ণুপুরের বসবাস উঠাব ব'লেই বিদায় নিতে এসেচি । আমরা নীচজাতি, কখনও রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা কইতে পাই নাই । সাতদিন

সাতরাত দেউড়িতে খাড়া থেকেও রাজার বার পেতাম না ; কিন্তু সে সময়েও আমরা পুত্র-পরিবার নিয়ে সুখে ছিলাম । আপনি রাজার মত রাজা ছিলেন, রাজার মত রাজকায়দা ছিল । দীন-দুঃখী কান্দাল-গরীব প্রজার উপর নজব ছিল । শাগনের কড়াকড় ছিল, আমরাও মহারাজের শাসনে নির্ভাবনায় দুঃখ-মেহনৎ ক'রে, দুঃখের ভাত সুখে খেতে পেতাম । কিন্তু হজুর ! এখন আপনি রাজ্যের মায়া ছেড়ে, দীনদুঃখী প্রজার মুখের দিকে চাওয়া ভুলে, সুংসাবের মায়া কাটিয়ে, মদনমোহনকেই মার ক'রে-চেন । হজুরের যদি একটু রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকত, তাহ'লে কি আজ আমরা অবিচারে অন্ধ্যায় পীড়নে মারা যেতাম ? আমরা গরীব ছোট-জাত, কিন্তু নেমক্কারাম নৈ । ছোটজাতের ঘবে নেমক্কারাম খুব কম মেলে । নৈলে আমরা যদি রাজার বিচারের অপেক্ষা না ক'রে, হাতের জোর আর লাঠীব কায়দা দেখাতে পারতাম, তাহ'লে বিষ্ণুপুরের রাজার অন্নদাস একটা নেমক্কারাম সময়তান, আর তার অনুগত কতকগুলো ছাত্তুরের সৈন্যসামন্তের কথা দূরে থাক, এ ডোমপাড়ায় যম ঘেঁসতে পারত না । কিন্তু আমরা রাজার গোলাম, নেমকের চাকর, রাজবাড়ীর একটা কুকুর শেয়ালকেও আমরা দেবতার মত মান্য করি । তাই আজ আগাদের এ দশা ; তাই আজ কাঁচাকচি ছেলেরা নিয়ে, মহারাজের দুয়ারে কাঁদতে এসেছি । যাকে আমরা দেবতা ব'লে মানতাম, আজ তাকে আমরা রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, নেমক্কারাম সময়তান ব'লে গাল দিচ্ছি, এতে যদি পাপ হয়, ব'লুন, নিজ হাতে গর্দান কেটে আপনার পায়ে রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করি ।

রাজা । হাঁ, সব বুঝতে পারছি কালু । সব বুঝতে পারছি । আমার অনবধানেই এ সব ঘটেছে তা মিথ্যা নয়, কিন্তু কি করি, আর ওসব ভাল লাগে না । তারপর কি বল দেখি ?

কালু । হুজুরের সেনাপতি মহাশয় কা'ল নাকি কোথায় লড়াই দিতে
যাবেন ?

রাজা । হাঁ, “সাগর ডিঙ্গে লক্ষা পোড়াতে” এখন কথাটা কি ব'লে
যাও ।

কালু । সেই লড়ায়ের সৈন্যসামন্তদের রসদের জন্ত গোটা বিষ্ণুপুরটা
লুটপাট্ আরম্ভ ক'রেচেন । আমরা কাঙ্গাল-দুঃখী মানুষ, ছোটো ভেড়াটা
ব'গুড়িতে পুষে দিনগুজরাণ করি । আজ আমাদের সেগুলি পর্যাস্ত লুটপাট্
ক'রে নিয়ে গিয়েছে । আমরা এই সময় বছরে বছরে ধর্ম্মের পূজা দিই,
বগুড়াটা, ব'গুড়িতে, ভেড়াটা, হাঁসটা, কবিতরটা মেরে, পাঁচজন কুটুম্ব-
সাক্ষাৎ নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করি । এবারও আজ আমরা ধর্ম্মের পাটের
কাছে সেইগুলি উচ্ছুগুণ্ড ক'রে বলি দিতে গিয়েচি, সেই সময় সেনাপতি
মহানন্দ মশায় দাঁড়িয়ে থেকে, নিজে হুকুম দিয়ে, সেগুলি কেড়ে নিলেন ।
তারপর আমাদের ধর্ম্মের পাট পর্যাস্ত ভেঙ্গে দিলেন । আমি কেল ডোম,
আমি কিনা তাই বাঁঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম । কি
ক'র্ব্ব, রাজার প্রজা—নিমকের গোলাম । যদি একবিন্দু নেমক্‌হারামি
ক'র্ব্বতে পার্তাম, যদি চোয়াড়ের রাগে চোয়াড়ের কাজ ক'র্ব্বতে
পার্তাম, তাহ'লে কেল ডোম আর ল'কী ডুম্নী বেঁচে থাকতে,
কার গর্দানের ওপর গর্দান যে, আমাদের ধর্ম্মের ওপর হাত তোলে !
এতক্ষণ গোটা বিষ্ণুপুর এই কেলো ডোমের লাঠির তেজে ধুলো হ'য়ে
যেত । আপনার লে লক্ষি লড়ায়ে পল্টন লখী ডুম্নির তীরের ফলাম
মালাগাঁথা হ'য়ে যেত । হুজুর, রাজা আমাদের চিরদিনের অন্নদাতা—মা-
বাপ, তাই মনের তাপে মা বাপের কাছে কাঁদতে এসেচি । এখন আমা-
দের বিদায় দিন, বিষ্ণুপুরের বসবাস উঠিয়ে যেখানে কাঙ্গালের মা-বাপ
তোমার মত রাজা পাব, সেইখানে গিয়ে বাস ক'র্ব্ব । নৈলে কি জানি

ছোট জাতের রাগ ! কোন্ দিন সামলাতে না পেরে, কি ক'রতে কি ক'রে ব'সব ?

লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । হাঁরে সর্দার ! তু হেতাক্কে এসিয়ে রাজার দরবারে লাগিস জানাইতে লেগিয়েছিস্ ? ওদিকে যে সব লুটিয়ে পুটিয়ে লিয়ে চলিয়ে গেল । বগুড়া ব'গুড়ী, হাঁস কৈতরের একটা আঙা ছানা পর্যন্ত কারুর ঘরুকে রাখে নাই । পাড়াপড়সী সব জরু ছাওয়ালের হাত ধ'রে পথে বসিয়ে কাঁদচে ; হামি ত দেখতে লাড়ুলেরে সর্দার ! মোর কলিজের ভেতর বিষের বাতি সর্দার রে ! বিষের বাতি জলিয়ে যাচ্ছে । তু আর লখী বেঁচিয়ে থাকতে, মোদের ক্ষাত-কুটুমের এমন হাল্ ! ছসমুন শয়তানের হাতে এত লাকাল রে সর্দার । আস চলিয়ে আর ! আগে ছসমুন শয়তানকে তার লক্ষি লক্ষি লড়ায়ে জোয়ানের সাথে, তীরের ডগায় গোঁথিয়ে লিয়ে রাজার কাছে হাজির করিয়ে দিই, তারপর লালিশ লাগাস ।

রাণী । না লক্ষি ! উতলা হ'ও না । আমি তোমাদের সব ফিরিয়ে দেওয়াচ্ছি ।

লক্ষ্মী । মা ! তু মোদের অন্নপূর্ণা মা আছিস্ । রাজা মোদের স্বর্গের সদাশিব বাপ আছে । বিষ্ণুপুর যে মোদের সোণার রাজ্জি মা । এমন সোণার রাজ্জিতে, এমন ধরমের সংসারে, এমন শয়তান কেন পুয়িয়েছিস্ মা ? শয়তান ছসমুনের হাতে যদি এমন সোণার রাজ্জিটা সুপিয়ে না দিতিস, তাহ'লে কি আজ মোদের এতকালের বসবাস, শত্রুর বড় শত্রুরের ভিটে ছেড়িয়ে দিয়ে পরের রাজ্জিতে গিয়ে বাস ক'রতে হ'ত ?

রাজা । সব জানি লক্ষি । কিন্তু আমাকে ব'লে প্রতিকারের আর কোন আশা নাই ।

রানী । কেন আশা থাকবে না মহাবাজ ! আমি ত শত শত দিন ব'লেচি, ও নির্দয়, নির্দম, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খকে অত বড় উচ্চপদ হ'তে অবসব দিয়ে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করুন ।

রাজা । আমার হাতে যে ক'দিন ঘাস জলেব বরাত আছে সে ক'দিন ত যোগাই । তারপর মদনমোহনের বাজো মদনমোহনই স্মবিচার ক'রবেন ।

কালু । হুজুর আর দাঁড়াতে পারিনে । এতক্ষণ হয় ত ডোমপাড়ায় আগুন জালিয়ে দিয়েচে । আমি এখানে, দ'লো এখানে, লকি এখানে, রক্ষে ক'রবার লোক নাই, আর থাকলেও তারা বেটী-পুতের গলা ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়বে ! তবু কেলো ডোমের বেগড় হুকুমে তীর কামটায় হাত দেবে না, লাঠি ছোঁবে না, একটা পা নড়বে না ।

রাজা । এখন তোমাদেব ইচ্ছা কি বল দেখি ?

কালু । আমরা আজই বিষ্ণুপুরের বাস উঠাব, তাই হুজুরের কাছে হুকুম নিতে এসেচি ।

রাজা । বিষ্ণুপুর ছেড়ে কোথায় গিয়ে বাস ক'রবে ?

কালু । যেখানে রাজা পাব, বিচার পাব, হুকুম পাব । যে রাজার হুকুমে এই বাঁশের লাঠি ডাকলে কথা কবে, যেখানে কেলো সর্দারের কদর বুঝবে, সেইখানে, সেই অধিকায় গিয়ে বাস ক'রব । হুজুরের মত রাজার আশ্রয় ছেড়ে, অধিকা ভিন্ন কোথাও আমাদের স্মথ শাস্তি হবে না । শুনেচি, অধিকা রাজার চারটি পুত্র অজয়গড়ের লড়ায়ে মারা যাওয়াতে, রাজা মনের ছুঃখে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন । আমরা অধিকায় গিয়েই তাঁর খোঁজে বেরব । লাঠিব ডগে ডর ক'রে বনজঙ্গলে, পাহাড় পর্বতে, উড়ে বেড়াব, যেখানে পাব সেইখান হ'তে স্বর্গের দেবতাকে এনে রাজ-পাটে বসাব । আমরা অত রাজার রাজ্যে বাস ক'রব বটে, কিন্তু আমাদের

বুকের রাজা বিষ্ণুপুরে থাকেন । গোলামদের যখন দরকার হবে, কাক কোকিলের মুখে বার্তা পেলে তখনি এসে বিষ্ণুপুরে হাজির হ'ব ।

রাজা । ভাল, কালু ! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অশ্বিকার রাজাকে তোমরা খুব ভাল ব'লে জান ?

কালু । হজুর, বিষ্ণুপুরে আমাদের বহুদিনের বাস । আমরা ছোট জাত ব'লে, কেবল মদে মাসে মেতে থাকি নে, অনেকটা খপর রাখি । হজুর ! আজ না হয়, অশ্বিকারাজ চার চারটা পুজাশোকে পাগল, আজই না হয়, তিনি মনের বিরাগে সংসারত্যাগী ; নৈলে অশ্বিকারাজ বিষ্ণুপুর ছাড়া কখন ? হজুরের সঙ্গে যাব এক প্রাণ, হজুর যাকে আদর ক'রে, আপনার আধখানি আসনে ব'সতে দেন, তাঁর ভালমন্দর বিচার আমরা কি ক'র্ব ? আমরা ত জানি, দুটা স্বর্গের দেবতা—মর্ত্যে এসে একটা বিষ্ণুপুরে, অল্পটা অশ্বিকারাজ ক'রছিল । কালে একটা দেবতা, তার প্রাণের দেবতা মদনমোহনে মিশিয়ে যাবার চেষ্টায় আছেন, অল্পটা সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেও বিধিবিড়ম্বনায় সংসারত্যাগী ।

রাজা । আর তোমাদের লাঠির আগায় ভর দিয়ে, উড়ে উড়ে অশ্বিকারাজকে অন্বেষণ ক'রতে হবে না । যার যা কামনা মদনমোহন তাকে তাই মিলিয়েছেন । তোমাদের আশা পূর্ণ এইখান হ'তেই হবে । অশ্বিকারাজ আর সংসারত্যাগী নাই, আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে, অনেক আলোচনা ক'রে, আবার সংসারী ক'রেছি । এই চীরবাসধারী সন্ন্যাসী তোমাদের সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত দেবতা, অশ্বিকানাথ সুরসেন । যাও, আমি আমাদের সহিত অনুমতি ক'রছি, বিষ্ণুপুর ত্যাগ ক'রে, অশ্বিকারাজ বাস কর গে । তোমাদের মাতৃসমা বিষ্ণুপুর-রাজমহিষীর সহোদরা রাজাবতীর সঙ্গে অশ্বিকানাথের বিবাহ দিয়েছি । জ্যেষ্ঠাকে যে চ'ক্ষে দেখতে, কনিষ্ঠাকেও সেই চ'ক্ষে দেখবে, আর তোমাদের বৃদ্ধ পিতা ব'লে, আমাকে স্মরণ

বাথবে। যে অধিকা, সেই বিষ্ণুপুর—যে বিষ্ণুপুর রাজ—সেই অধিকা-রাজ, এইটেই যেন তোমাদের ধারণা থাকে। সোদরাধিক ভ্রাতা কর্ণ-সেন। আমার পুত্রাধিক-স্নেহে প্রতিপালিত রাজভক্ত প্রজাগণকে তোমা-দের হস্তে অর্পণ কর্চি, এদের দ্বারায় তোমার শাস্তি স্থাপিত হবে। তুমিও নবীন-টংসাহে আর কিছুদিনের জন্ত কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে, এদের পুত্র-নির্বিশেষে প্রতিপালন কর। বীরপত্নী লক্ষ্মী! তুমি অন্তঃপুরে চল, তোমাদের যাতে ক্ষতি না হয়, যাতে তোমরা অধিকায় গিয়ে, আপন আপন গৃহ নির্মাণ ক'রে নিতে পার ও স্বামী পুত্র নিয়ে কষ্ট না পাও, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। বাণী। তুমি লক্ষ্মীকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে ওদের যার যা কিছু ক্ষতি হ'য়েচে, তার দশগুণ অর্থ দাও গে। আহা! ওরা অতি নিরীহ রাজভক্ত দরিদ্র প্রজা। কালু! তোমরা বিদায় হ'তে পার। আমি তোমার রাজা, পিতৃতুল্য। আমি অন্তরের সহিত আশীর্বাদ কর্চি তোমাদের বাহুবল, ধনবল, ধর্ম্মবল, স্তুত সম্মান বৃদ্ধি হ'ক। তুমি অধিকা-রাজের দক্ষিণবাহু হ'য়ে বীর সমাজে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ কর।

রাণী। এস মা লক্ষ্মী! আমার সঙ্গে অন্তঃপুরে এস। যার যেমন ক্ষতি হ'য়েচে আমার দেওয়া অর্থগুলি তাকে তুমি আপন বিবেচনা মত বিলি ক'রে দিও।

লক্ষ্মী। আমরা তোদের বড় গরীব ছুঃখী প্রজা মা। মোদের ঘরকে পয়সা কড়ি নাই। বাঁশ কাটি, ঝুড়ি, টুকুরী বেনিয়ে দিন গুজরাণ করি। রোজ আনি রোজ খাই, ইতির জাত, ডোকলা জাত—পয়সা কড়ি রাখতে জানি নে; মোরা টেকা কড়ি লিয়ে কি ক'র্ব্ব মা? তুই দোওয়া দিস, আশীষ ক'রিস, ধরমের ছয়োর ধরিয়ে পড়িয়ে থাকলে—গতোর খেটিয়ে খেতে পারলে, জঙ্গলের মধ্যেও একমুঠা পেটের ভাত মিলবে। রাজার পয়সা কড়ি লিয়ে কি ক'র্ব্ব মা?

রানী । ভাল না নিস্, একবার আমার সঙ্গে আসতে কি দোষ আছে ?

লক্ষ্মী । সাথে যাওয়া কি বলিস্ মা ! তোর ছকুমে যমের সামনে যেতেও লক্ষ্মী ডোমনী ডরায় না । যা, যা সরদার, ঠিক হইয়ে থাক্ গে ! রাজার কাছে পয়সা লিস্নে । রাজা মোদের বাপ, অনেক লিয়েচি, অনেক খেয়েচি । কখনও রাজার খেরাজ ব'লে একপয়সা দিতে পারি নাই । যা, যা ঠিক হইয়ে থাক্ গে, আমি যাব আর বাক তুলব ।

[লক্ষ্মী ও রানীর প্রস্থান ।

কর্ণ । কালু ! তোমাদের মত রাজভক্ত বীরপ্রাজা লাভ করা, রাজার বহু সুকৃতির ফল । যাও, তোমাদের এখান হ'তে কিছু নিয়ে যেতে হবে না । অশ্বিকায় পৌছান মাত্রই যাতে নূতন বাসস্থান পেয়ে, জীপুজের সহিত সুখস্বচ্ছন্দে বাস ক'রতে পার, আমি এখান হ'তে তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি । আর আমিও মহারাজের আদেশ নিয়ে ছ'চার দিনের মধ্যেই অশ্বিকায় যাচ্ছি ।

রাজা । আমিও মদনমোহনের কাছে ছ'চার দিনের জন্ম বিদায় নিয়ে অশ্বিকা যাচ্ছি । উভয়কেই সেখানে দেখতে পাবে । এখন মদনমোহনকে প্রণাম ক'রে, শ্রীহরি শ্রীহরি ব'লে শুভ যাত্রা কর ।

[প্রণাম ও সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

নদীকূল ।

আচার্য্যবেশে হনুমানের প্রবেশ ।

হনুমান । দয়াময়ের আমার বিচিত্র লীলা ! কখন মৎস্যরূপে প্রলয়-
জলের পাঁকে মগ্না বেদের উদ্ধার ক'রলেন, কখন সেই পাঁকে ডোবা
পৃথিবীখানা তোলবার জন্য এক বিরাট কচ্ছপমূর্ত্তি ধ'রলেন । কখন বিপ-
রীত এক বরাহমূর্ত্তি ধ'রে পৃথিবীটাকে দাঁতে ক'রে টেনে তুল্লেন । কখন
আধখানা মানুষ, আধখানা সিংহ,—বেমকা এক জানোয়ার হ'য়ে,
দানবরাজ হিরণ্যকশিপুকে নখে চিরে অক্লান্ত পাওয়ালেন । কখন ছোটো
রাম হ'য়ে একটাতে রাক্ষসবংশ ধ্বংস, একটাতে ক্ষত্রিয়কুল নিশ্চূল
ক'রলেন । শেষে ডান হাতে বাঁ-হাতে, যুদ্ধ ! রামে রামে লড়াই ।
ঠাকুরের আমার কোন্ খেলার কথাটাই বা ব'লব । সেই ত্রোতাযুগ
হ'তে হাত নাগাৎ পায়ের তলায় প'ড়ে আছি । সেই সীতা অন্বেষণ
হ'তে রাবণ-বধ পর্য্যন্ত, হাড়ভাঙ্গা ভূত খাটুনি খাটলাম । তুড়িলাফ
মেরে সাগর পার হ'লাম, সোণার লক্ষা পোড়ালাম, নিজের মুখ
পোড়ালাম, ল্যাজের ডগা হ'তে আগা পর্য্যন্ত যত লোম আছে, তার এক
এক গাছিতে পাহাড় পর্ব্বত বেঁধে এনে সাগর বাঁধলাম ! গায়ে যতটুকু
বল দিয়েছেন, সবটুকু তাঁর কাজেই লাগালাম । মনে ক'রলাম, সীতা
উদ্ধার হবে, রাম আমার অযোধ্যার রাজা হবেন, রাজা হ'য়ে আমাদের

মনের মত পুরস্কার দেবেন । ক্রমে লক্ষা জয় হ'ল—গীতা উদ্ধার হ'ল—
রাম অযোধ্যায় এলেন—রাজা হ'লেন ; শেষে পুরস্কার দিলেন—কলা ।
সাগর ধারে একটা কলার বন দেখিয়ে দিয়ে বিদায় ক'রলেন । তা
ঠাকুর ! তুমি না হয় বানর দেখে কলা দিয়ে ভুলিয়ে দিলে, কিন্তু আমি
ত তোমার সে কলায় ভুলি নাই, শরতের শশিকলা আমার সাধনের ধন
রামচাঁদের বামে, আমার হৃদয়াকাশে বিরাজ ক'চ্ছেন । তুমি যতই
ছলনা কর, যতই মূর্তি ধর, হরগৌরীই হও, আর রাধাকৃষ্ণই হও,
আর লক্ষ্মীনারায়ণই হও, কিন্তু আমার কাছে সেই একই মূর্তি । সেই
“শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পবমাশ্রুনি তথাপি গম সর্বস্ব রামকমল-
লোচন” হে রাম । হে জগদভিরাম ! তোমার মর্ম্ম আমি কি জানব প্রভু ।

গীত ।

কত গুণ আছে পদরাজীবে ।
ব্রাহ্মজীবে কি বুঝিবে,
তুমি যার হৃদে বিরাজিবে, তারি বিরাগ উপজিবে,
সর্বস্ব ত্যজিয়ে সে সম্যাসী সাজিবে ॥
যে জন তোমায় ভজিবে, প্রেমে মজিবে,
ভক্তিবলে মুক্তি-সুখা সেই ভুজিবে,
ভূষণের বন্ধজীবে, কবে মায়া পরাজিবে,
হৃদি-যন্ত্রে কবে বা বিরাগ বাজিবে ॥

যা'ক, যখন সাজতেই হ'ল তখন যাতে ধরা না পড়ি, তার ত একটা
উপায় চাই, ব'সে ব'সে গোটাকতক জ্যোতিষের গৎ মুখস্থ করি ।

(উপবেশন)

নারদের প্রবেশ ।

নারদ । কত জন কতরূপ কাঠাব সাধনা ক'রে, ভগবানের কাছে মুক্তি কামনা ক'বে থাকে । কেউ সারূপা চায়, কেউ সাযুজ্য চায়, কার বা নির্বাক মুক্তি পর্যন্ত কামনা । কিন্তু কাঠাব সাধনায় দেহ পাত ক'রে, এ নীরস প্রার্থনা যে কেন করে, আমি ত তাব কিছুই বুঝতে পারি না । আর এ কাম্যফল লাভে যে কি স্মৃতি, কি শাস্তি, তাও এ পর্যন্ত চিন্তা ক'রে এ ক্ষুদ্রজ্ঞানে উপলব্ধি ক'রতে পারলাম না । তাই আমি সে নির্বাক-মুক্তির প্রার্থী নৈ, সংসার-চক্রে প'ড়ে উদ্দেশ্যহীন—লক্ষ্যহীন হ'য়ে, ক্ষিপ্ৰ-গ্রাহব ন্যায় অনন্তশূন্য ঘূবে বেড়াচ্ছি । আবার সেই ঘূর্ণনের মধ্যে কতই নূতন নূতন দৃশ্য । ভগবানের কতই বিচিত্র মধুর খেলা, নিত্য-নন্দময় হরিব নিতানূতন লীলাদর্শনে মনে হয়, এ কক্ষ-ভ্রষ্ট লক্ষ্যহীন উন্মাদগ্রহ যেন চিরদিনই এইরূপে ঘূরে বেড়ায় । সৃষ্টির আদিকাল হ'তে এ কাল পর্যন্ত হরিব যে, কত নিতানূতন লীলারঙ্গ দেখলাম, তার সংখ্যা নাই । কোন্ লীলাব—কোন্ খেলাব যে কি পরিণাম, তাও সহজ-জ্ঞানে বুঝে ওঠা স্ককঠিন । কিন্তু যখন যে নাটকেরই অভিনয় করুন না কেন, অভিনয়েব সূচনা যেক্রমেই আবস্ত হ'ক্ না কেন, উদ্দেশ্য সকলেরই এক । কেবল শাস্তি ! শাস্তি ! শাস্তি ! এই ত এক নূতন নাট্যবঙ্গের আরম্ভ । ক্রমে ক্রমে অভিনেতা অভিনেত্রীও মর্ত্যধামে প্রেরণ ক'রুচেন । দেখি, কতদূরে এ নাটকের পবিসমাপ্তি হয় । মন ! আর কু-সঙ্গে কু-বঙ্গে মন না দিয়ে, হবিব বঙ্গক্ষেত্রের অভিনয় দর্শন কর । আপনার বিষয় একবার ভাব । তোব সাধেব তরী চিবদিনেব মত ডুবে যায়, এখন আশার স্রোতে তরিও চ'লেছে ভাল, আনন্দেব হিল্লোলে ছলে ছলে যাচ্চিসও ভাল । কিন্তু তলে তলে যে চোবা বালি জ'মছে । কখন কোন্ ঘূর্ণীপাকে প'ড়ে

তলেব বালির টানে এমি তলিয়ে যাবি যে, তখন আর কুল-কনানা কিছুই পাবি না, তার বিষয় ত একবারও ভাবচিস্ নে ? চিবদিনটে কেবল আমাকেই ভাবালি ?

গীত ।

ঘোব-তুফানে তরী ডুবালি ।
কিছু ভাবলিনে কেবল ভাবালি ।
প'ড়ে কুচিস্তা কুটীল স্রোতেরে,—
তরী টানিছে নাগিছে নীচে,
জমিছে পাপ-চোবাবালি ॥
গুরুবাক্য ঋবলক্ষ্য ছিল বে যে ঋবতারা,
প'ড়ে গায়া উন্মিপাকে হ'লি বে সে দিশে হারা,
এখন আঁধারময় অনন্ত আকাশধরা,
ছিল তড়িতে তাড়িতালোক—
কুতর্কে তাও নিবালি ॥

হুম্মান । (আপন মনে জ্যোতিষ বচন উচ্চারণ)

নারদ । এই যে, প্রভুর অভিনয়-রঙ্গমঞ্চেব কার্য্য আরম্ভ হ'য়েচে ।
এই ত সঙ্গোপাঙ্গও পাঠিয়েচেন দেখ্চি । গ্রহাচার্য্যবোশ হুম্মানজীর
আগমন । (প্রকাশ্যে) কে আপনি মহাশয় ? নির্জনে ব'সে কি মঙ্গ
পাঠ হ'চ্ছে ? দেখ্চি, দিবা একটা আয়বিশেষ ব্রাহ্মণ । নমস্কার ।
নমস্কার ॥

হুম্মান । নমস্কার । নমস্কার । মঙ্গপাঠের কথা কি ব'ল্ছিলেন ?

নারদ । বলি, একাকী নির্জনে ব'সে কি একটা মঙ্গ আবৃত্তি ক'র-
ছিলেন না ?

হনুমান । মন্ত্র নয়, জ্যোতিষের বচন ; আমি গ্রহাচার্য্য ।

নারদ । গ্রহাচার্য্য ? কৈ আপনার লাজুল কৈ ?

হনুমান । লাজুল ? লাজুল কি ? লাজ ! গ্রহাচার্য্যের বুঝি লাজ থাকে ?

নারদ । ভাল ভাল দুই একটি গ্রহাচার্য্যের লাজ থাকে । যাক্, এখন জিজ্ঞাসা করি—কক্ষে ওখানি কি গ্রহ ?

হনুমান । এখানি জ্যোতিষ, সূর্য্য-সিকান্ত মতে গণনা-গ্রহ ।

নারদ । একবার সূর্য্যকে ঐ কক্ষে দেখেছিলাম । এবার বুঝি ঐখানিকেই সূর্য্য-সিকান্ত ক'রে, বগলে করা হ'য়েছে !

হনুমান । কার বগলে ? আমার ? আমার বগলে সূর্য্য ? কবে দেখে-ছেন মণায় ?

নারদ । সেই ত্রৈতার কথা বলছি, যে দিন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়েন , মনে হয় কি ?

হনুমান । বটে, উপহাস ? জান আমি কে ?

নারদ । জানি ব'লেই ত জিজ্ঞাসা ক'রছি । বহুকালের পরিচিত গ্রহাচার্য্য আপনি ; আপনার গ্রহচালনা, গ্রহের গতিরোধ ক্ষমতা ত্রিলোক-বিখ্যাত । অগন প্রধান গ্রহ রবি, তাকেই একদিন উদয় হ'তে দেন নাই । তবে তখনকার মূর্ত্তি একরূপ, এখন একরূপ । তখন ছিলেন সলাঙ্গুল রুদ্রমূর্ত্তি হনুগন্তজী, এখন লুপ্তলাঙ্গুল বিপ্ররূপী গ্রহাচার্য্যজী ।

হনুমান । (স্বগত) ম'রেছে, বেটা ধর্ম্মের ঢাক, চিনে ফেলেছে । ব্রহ্মা-বিষ্ণুর কাছে লুকাবার ছাপাবার উপায় আছে, নারদ বেটার কাছে কিছুই গোপন রাখবার যোটা নাই । (প্রকাশ্যে) নারদ মহাশয় ! লুকাতে ত দিলে না ? কিন্তু যেন প্রকাশ ক'র না, প্রভুর নিষেধ ।

নারদ । তোমার প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু । আমি তাঁর দাসাশুদাস,

তঁার আজ্ঞা শিরোধার্য্য । আমি ত প্রকাশ ক'রবই না, কিন্তু তুমি খুব সাবধান ! ছদ্মবেশে প্রভুর আজ্ঞা পালন কর ; কলিতে ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার, আর কলি-অংশসম্মত ধর্মদেয়া মহানদেব দত্তবিধান—প্রভুর উদ্দেশ্য । সেইজন্যই স্বর্গনর্তকী অলমুমার, রজাবতীরূপে ও সুরেশ গন্ধ-র্কের ইচ্ছাইষোথরূপে জন্মগ্রহণ । এখন কণ্ঠপ-কুমারের ধর্মসেনরূপে জন্মগ্রহণ বাকী । তারপরেই প্রভুর লীলা আরম্ভ, এক্ষণে সাবধানে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন কর ।

হুম্মান । প্রভুর আদেশ,—ছদ্ম গণকবেশে অধিকার গিয়ে পুত্রপাণ্ডে হতানন্দদয়া রজাবতীকে আশা দাও গে । তাকে ধর্ম সাধনার উপদেশ দাও গে, যথাকালে ধর্মের সাধনা ক'বে রজাবতী পুত্রবতী হ'লে, সেই পুত্রকে অঙ্গবিদ্যা মল্লযুদ্ধাদি শিক্ষা দেবে ; আর অন্তরীক্ষে তাকে বক্ষা ক'র, এ সব কি আমার পোষায় দেবতা ! না জ্যোতিষে আমার মন ওঠে, তাঁদের যোলকলা গণনা ক'বতে গেলে, আমার মর্তমান কলা মনে পড়ে ।

নারদ । যাও, এখন তঁার কার্য্যে, তঁার ইচ্ছার উপর বিচার করা, তোমার আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা ; এখন তঁার আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে, গ্রহচার্য্যবেশে অবিচায্যরূপে তঁার কার্য্য সমাধা কর । তারপরেই মল্লবেশ ; বিছুদিন হাঁপ ছেড়ে বাচবে । এখন যাও, ঐ দ্বারকেশ্বরের পরপারেই অধিকা-রাজধানী, যামিনী প্রভাত হ'য়েছে ।

হুম্মান । জয়রাম ! জয়রাম ! জয়রাম ! যাই, গজাজান ক'রে প্রাতঃকৃত্যটা সেরে যাই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য ।

গঙ্গাতীর

সূর্যালোকবাসিনী কিরণবালাগণের প্রবেশ ।

গীত ।

ঐ লো সজনী প্রভাতা রজনী হেরি দিনমণি উদিল ।
সরসী-সলিলে শশি-বিনোদিনী কুমুদিনী আঁখি মুদিল ॥
শিশিরের ছলে নয়নের জলে ভাসায়ে তরুলতায়,
বিরহে বিবশা বিরহিণী উষা কাদিয়ে চলিয়ে যায়,
অথবা বিরহে জলিয়ে, ছিড়ে মতিহার ছড়াইয়া দিয়া
যায় বিরহিণী চলিয়া ;—
হেন উষাকালে, চল সখী জলে, জুড়াবি হিল্লোলে যদি লো ॥

হনুমানের প্রবেশ ।

হনুমান । এগুলো আবার কি—কোথা থেকে জুটল ? চিকমিক্ চিক-
মিক্ চিকমিক্ ! ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ ! চক্‌মকানিতে চমকে দিলে যে !
আবার নেচে নেচে গান ক'চ্ছে নয় ? এ কি, পথ ভুলে পরীর রাজ্যে এসে
প'ড়লাম ? না, কোনরূপ মায়ার ছলনা ? মায়ী ! আমার কাছে মায়ী ?
মায়ী ছাড়ান ওষুদ আমার কাছে লুকান আছে, রাগলেই এখনি চচ্‌ড়
ক'রে ঠেলে বেরুবে । কেগো তোরা ! ব'ল্‌বি না ম'ল্‌বি ? উত্তর দে না,
এই রে ! বেটীদের নিতান্তই মরণে ধ'রেচে । কে গো তোরা ! এখনও
বল, এখনও পরিচয় দে, নইলে ও ঝক্‌মকানি সব চুকিয়ে দেব । এই

হাজ, না—ভুল হ'য়েছে, এই চড় দেখেচিস্ ! কে তোরা ব'ল'বিনে ?
ধ'র'ব দেখ'বি ?

গীত ।

কিরণবালাগণ ।

আমাদের ধ'র'তে আসা কেবল মনের ভুল ।

এ সব চক্ৰকানি রূপের চমক আকাশ লতায় হীরের ফুল ॥

হুমান । এই ম'রেচে, আবার গান ধ'রে উড়ে উড়ে নাচতে লাগল
যে ! তবে রে বেটীরে ! দাঁড়াত (ধরিতে উত্তত ও বালিকাদের অন্তর্দিকে
পলায়ন) যা ফস্কে গিয়েচে ! হ'ল না । এই—তোরা থাকিস্ কোথা ?
কি ক'রিস্ ব'ল'ত ?

গীত ।

কিরণবালাগণ ।

বিরহে কুমুদে কাঁদাই, কমলে হরিশে হাসাই,

মরাভূমে দেখিয়ে নদী পথিকে ভুলাই,

প্রতিদিন সাজে সকালে, আকাশে দিই আশুন জেলে,

চমকে ঠমকে সাজাই তরঙ্গিনীর বেলায়ে চুল ॥

হুমান । কি ব'লি, বেটীরে রাজা রবির ছবি ; মায়ের মুখে শুনেচি,
ছোটবেলায় আমি রাজারবি খেতে গিয়াছিলাম, রাজারবি খাবার সাধটা
আমার ছোটবেলা হ'তেই আছে । গোটাকতক ঐ চিক্‌মিক্‌ চিক্‌মিক্‌
ধ'রে চেকে দেখ'ব নাকি ? রও বেটা রও, এইবার ঠিক ধ'র'ব । (কর
প্রসারণ ও কিরণবালাগণের ইতস্ততঃ শ্রুকাইয়া)

গীত ।

টুব-লাক্ টুবাটুব টুব, মরি ধ'রলে ত হে খুব,
পার যদি ধর ধর নৈলে দিলাম ডুব,
হুমান । (ধরিতে উত্তত)

গীত । .

কিরণবালাগণ ।

এই টুব এই টুব এই টুব ।

(কিরণবালাগণের জলমগ্ন হওন)

হুমান । (পুনঃ হস্তপ্রসারণপূর্বক) যা মরণে—ডুবে গিয়েছে ।

গীত ।

কিরণবালাগণ ।

ভেসেছি আবার এসেছি এই ত আবার ভেসেছি

তালে তালে তালে ছলে ছলে ছলে ছল্ ছলাছল্ ছল্ ॥

হুমান । বটে বেটীরে ! ধরা দেবে না ? এইবার বেড়াজাল পাতলাম ।
এই এই এই যা, পালিয়েচে—সব বেটীরে ডুবে গেল, ছ' ঐ যে ডুবে ডুবেই
নাচন হ'চ্ছে, বাবা, জলেই ডোব আর আঙুনেই পড়, যখন ধ'রব ব'লোচি,
তখন ধ'রবই । (নিজমুষ্টি ধারণ করিয়া কিরণবালাগণকে ধরিতে উত্তত)

নারদের প্রবেশ ।

নারদ । মধর ! মধর ! আজ-প্রকাশ ক'রে প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন
ক'র না ।

হুমান । ঐ হ'য়েচে আমার মরণ, একটু রাগিয়ে দিলে আর বাগিয়ে
রাখতে পারি না । লাজটাই হ'য়েচে আমার কাল ।

নারদ । শীঘ্র সম্বরণ কর ।

হনুমান । এই এই সম্বর । (পুনর্ব্বার গ্রহাচাধ্যাক্ষণ দারণ) এ
বেটীরে কে ব'লতে পার দেবতা ? ব'লছে আমরা রাঙ্গারবির ছবি, আমার
নাকি রাঙ্গারবি খাবার সাধটা নিশ্চকাল হ'তেই প্রবল, তাই ছুট কুচো-
কাটা ধ'রে খেতে গিয়েছিলাম ।

নারদ । তা জানি, নৈশবে একদিন বালসূর্য্য গ্রাসের অন্ত অঙ্কনার
কোল হ'তে লক্ষ প্রদান ক'রেছিলে, এখন আর সে শিশুবুদ্ধির বশবর্তী
হ'য়ে, আত্মপ্রকাশে উদ্ভূত কেন ? সত্যই এঁরা সূর্যালোকবাসিনী । সূর্য্য-
কিরণেই এঁদের উৎপত্তি ; এঁদের সাধারণ নাম কিরণবালা, সূর্য্যপ্রিয়া
সংজ্ঞার সহচরী ।

হনুমান । হুঁ ! যাকে একদিন বগলে পুরে রেখেছিলাম, তারই
গিন্নির সঙ্গিনী, এদের এত বাড়' ? আমার সঙ্গে চালাকী !

নারদ । তুমি আত্ম-প্রকাশ ক'রলে দেখছি, কি কর ?

হনুমান । এই যা, আবার ডুবে গিয়েছে ।

[কিরণবালাগণের প্রস্থান ।

সংজ্ঞার প্রবেশ ।

সংজ্ঞা । বিধিপুত্র ! প্রণমে চরণে দাসী তব,
ছদ্মবেশী রুদ্রদেব । তোমারেও করি প্রণিপাত ।

নারদ । পূর্ণব্রহ্ম তেজোময়ী ব্রহ্ম-স্বরূপিণি ।
কি ভাবে মা, আমি দৌড়ে কর প্রণিপাত ?

সংজ্ঞা । প্রণিপাত করি ভাবি মানবী স্বভাবে ।

নারদ । কেমনেতে চিনিলে মা । বিধিপুত্র আমি
ছদ্মবেশী বৃদ্ধ, দ্বিজ রুদ্রদেব ইনি ।

সংজ্ঞা ।

প্রসাদে তোমার ।

নারদ ।

দেবশিল্পী বিশ্বকৃৎ জনক তোমার,
গ্রহপতি ত্রিষাম্পতি পতি তব সতি !
থাকিতে অলক-নন্দা ত্রিলোকপাবনী,
মর্ত্যে গঙ্গান্নানে সাধ কেন ভাষুপ্রিয়ে ?

সংজ্ঞা ।

এই জল এই বায়ু মর্ত্যের সৃতিকা,
করিতে হইবে সার কিছুদিন পরে ;
তাই প্রভু ! আসিয়াছি সময় থাকিতে
মর্ত্যের যাতনা সহ করিতে অভ্যাস ।

নারদ ।

ধরায় ধর্মের লীলা করিতে প্রচার
জন্মিবেন রঞ্জাবতী সতীর উদরে,
গ্রহপতি পতি তব ধর্মসেনরূপে ।
তুমিও আসিয়া মর্ত্যে কর্ণাবতী রূপে,
মিলিবে পতির সনে লীলা-সহচরী,
লীলাশেষে সূর্যালোকে করিবে প্রস্থান ।

সংজ্ঞা ।

দেবশক্তি দেবভেজ হারাইয়া সব,
হইতে হইবে মর্ত্যে দুর্কলা মানবী;
পাইব মানবী-ভাব মানবী স্বভাব,
ভুবে যাবে পূর্বস্মৃতি বিস্মৃতির জলে ।
তবে দেব ! প্রণতি শ্রীপদে তব,
একটী প্রার্থনা মোর রাখিবেন মনে ।
স্বর্গের এ সুখ-স্মৃতি হইয়া বিস্মৃত—
মানবীরূপেতে যবে রহিব মরতে,
সেই কালে দেখাইয়া ও যুগল পদ—

লুপ্ত স্মৃতি মাঝে মাঝে দিবেন জাগায়ে ।
পাপ মর্ত্যবাসী নর কামের কিঙ্কর,
কত জনে কত ভাবে দেখিবে আমার ;
ভুলে যেন মানবের পাপ-প্রলোভনে—
দেবভাব তিরোহিত না হয় আমার ।

নারদ ।

স্বর্গে মর্ত্যে যথা থাক যে দেবী সে দেবী,
কুস্থানে পতিত মতি নহে জ্যোতিহীন ।
ধর্মলীলা নাট্যক্ষেত্র মর্ত্যলোকে আসি,
আনন্দে ভ্রমিব নিত্য নৃত্য করি সুখে ।
গুপ্তভাবে তবু তব লইব সর্বদা—
প্রকাশ্যে করিব দেখা স্বয়ম্বরে তব ।

সংজ্ঞা ।

স্বয়ম্বর মম ? একি অসম্ভব প্রভু ।
স্বয়ম্বর হব আমি হইলে প্রচার—
আসিবেন কত রাজা রাজপুত্রগণ
পত্নীভাবে, হায় প্রভু ! পাইতে আমারে ।
আমিও মানবীভাবে দেবত্ব ভুলিয়া,
রূপের সেবায় মালা অপিব মানবে,
এই কি ঘটিবে দেব ! পরিণাম মম ?

নারদ ।

সে চিন্তা অস্তুর হ'তে কর অস্বহিত ।
বালা-ব্রতকালে বর দিবেন বিধাতা ।
আমিও দিতেছি বর হে বরবণিনি ।
যে মানব কামচক্ষে চাহিবে তোমারে,
দৃষ্টিমাত্রে একমাত্র ধর্মসেনা বিনা,
দ্রবীক লভিবে সবে, যাবে কামভাব—

সখীভাবে সম্মোহিতা হইবে সঙ্গিনী ।

এবে সতি, যাও নিজ স্থানে ।

[সকলের প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য ।

দ্বারকেশ্বর—নদী-তীর

স্নানিকাবেশে রাজ-পুরচারিকাগণের প্রবেশ ।

প্রভাতি । উষাকালটী কেমন সুখের ?

কনকপ্রভা । কারও সুখের কারও দুঃখের ।

প্রভাতি । উষা, নিশা, সন্ধ্যা, সকাল, সুখে দুঃখে মাথা সব কাল,
সুখের দুঃখের ঘুরণপাকে সবাই স্রোতে ভাসে,
পাকের টানে ওলট পালট কেউ কাঁদে কেউ হাসে ।

প্রভাবতী । শিশির ছলে শিশির রোদন, কাঁদছে কুণ্ডল জলে,
কাঁদছে বিষাদিনী উষা ধরে নিশার গলে ।
বুকভরা প্রেম ফুরিয়ে গেল মুখভরা সে হাসি,
কোথায় গেল সব ফুরাল প্রেমের হাসিখুসী ।
দলে দলে হৃদয় খুলে ঢ'লছে কমল জলে,
যোগ-বিয়োগের হাট ব'সেছে সুখের উষাকালে ।

কনকপ্রভা । (আবার) ঐ দেখ সই উষার পাশে প্রেমের হাসি হেসে হেসে,
সোণার রবি উঠছে ভেসে, হেমমাগরের জলে,
প্রেম-সোহাগে হাসছে কমল হৃদয়-কমল খুলে ।

প্রভাতি । সেইজগুই ব'লছি ত লো এখন মন্দ তখন ভাল,
এখন আঁধার তখন আলো,
আজ রোদন কা'ল হাসি,
সুখের দুঃখের ওলট পালট দুটাই পাশাপাশী ।

হনুমানের প্রবেশ ।

হনুমান । ইঁাগা বাছা ! তোরা এত প্রত্যাশে জানে এসেছিম্ ? এখনও যে গাছেপালায় রাত র'য়েছে গা ।

প্রভাতি । আমাদের রানী মা প্রতাহ প্রত্যাশেই জান করেন, আমাদের সঙ্গে আসতে হয়, বাগারের পুণ্য গঙ্গাস্নানটাও হ'য়ে যায় ।

হনুমান । তা বটে, আশ্চর্য্যকৃত্তে জানে গঙ্গাস্নানের ফললাভ হইয়া থাকে ; তা “নদীনাঞ্চ নাপনাঞ্চ” নদীতেই হ'ক, বা ডোবাতেই হ'ক, স্নানের ফল গঙ্গাস্নানের তুল্য । উষা অতি পুণ্যপ্রদকাণ, শাক্তেই ব'লেছে “উষা করোতি কল্যাণং যদি পূর্বাং ন গচ্ছতি” এ নদীটির নাম কি মা ?

প্রভাবতী । দ্বারকেশ্বর ।

হনুমান । অহো ! পুণ্যতোয়া, পুণ্যতোয়া, “গঙ্গেচ যমুনাট্চৈব গোদাবরী দিগম্বরী, প্রমদা নম্বদাট্চৈব দ্বারকেশ্বর তটৈবচ” দ্বারকেশ্বর অতি পুণ্যপ্রদ নদ । আমি এত আছি বটে, আজ দশনও হ'ল, দেশ ভ্রমণের এই মহাফল । ঐ যে অদূরে বিবিধ অট্টালিকা-শোভিত বিস্তৃত নগরটি দৃষ্ট হ'চ্ছে ও স্থানটির নাম কি মা ?

প্রভাতি । ঐটী আমাদের মহারাজ অধিকারাজের রাজধানী । প্রভুর নিবাস কোন্ স্থানে ?

হনুমান । আমার নিবাস মা কোথায় বা ব'ল্ব । তবে আপাততঃ

সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকট কদলীকানন নামক স্থানে । কখন কখন অযোধ্যাতেও গুরুদর্শনে যাই । আশাব বাসের কোন স্থিরতা নাই, তোমাদের মহারাজের নামটী কি মা ?

প্রভাতি । মহারাজ কর্ণসেন ।

হনুমান । কর্ণসেন ? অ—ল—মেঘ, উ—প বৃষ, ক—ছ মিতুন, মিতুন বাশিতে জন্ম, ভাগাবান্ পুরুষ । তবে আপাততঃ কিছু মনঃকষ্টে আছেন, এঁর নামকরণকালেই কর্ণসেন নাম রক্ষিত হ'য়েছিল, না এ নামটী তাঁর অন্তের রক্ষিত ?

প্রভাতি । আজ্ঞে কর্ণসেন নামটী বিষুপুরের মহারাজের প্রদত্ত নাম । পূর্বে নাম ছিল সুরসেন ।

হনুমান । ঠিক ঠিক তাই বল সুরসেন । গ—ণ কুস্ত কুস্তরাশিতে জন্ম । গণনাতেও ঠিক মিলছে ; রাজার অবস্থা ঠিক কুস্তের মত বুঝতে পেরেছ মা ?

প্রভাতি । না বুঝতে পারলাম না ।

হনুমান । বুঝতে পাল্লে না মা ? কুস্তের দুটি অবস্থা, পূর্ণ আর শূন্য । যখন জলপূর্ণ থাকে তখন তার নাম পূর্ণকুস্ত, অতি শুভদায়ক । যাত্রাকালে পূর্ণকুস্ত দর্শনে শুভযাত্রা হয়, আবার সেই কুস্ত জলশূন্য হ'লে, তার নাম শূন্যকুস্ত বা শূন্যঘট । যাত্রাকালে সেই শূন্যঘট দর্শনে দুর্ঘট ঘটনা হ'য়ে থাকে । অর্থাৎ শূন্য ঘটটা কিছু অমঙ্গলসূচক । তোমাদের রাজার অবস্থাও দেখছি, সেইরূপ শূন্য কুস্তবৎ । পূর্বে পত্নী-পুত্র সব ছিল, পূর্ণ-কুস্তবৎ প্রজাবর্গের মঙ্গলদায়ক ছিল । এক্ষণে দেখছি, পত্নী-পুত্র-হীন সংসারত্যাগী শূন্যকুস্ত, স্বজনবর্গের মধ্যও কেউ কেউ অঁটকুড়ো ব'লে, মর্ম্মপীড়া দিয়ে থাকে । তোমাদের মহিষী তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী, কিন্তু অপুত্রা । বর্ত্তমান রাজ্ঞী নবীনা হ'লেও রাজার বয়োধিক্যহেতু

তিনি পুল্লাভ-আশায় হতাশ-হৃদয়া। তাঁর মনে সুখ নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই, বড়ই মনঃকষ্টে কালযাপন ক'ছেন। কেমন মা। কিছু কিছু মিলছে কি ?

প্রভাতি। ঠাকুর! আপনি মহাজানী! সত্যই আমাদের মহারাজ সদাশিব, কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় স্ত্রী-পুত্রহীন হ'য়ে সংসারত্যাগী হ'য়েছিলেন, পরে বিষ্ণুপুরের সদাশয় মহারাজা অনেক বুঝিয়ে অনেকরূপ শাস্ত ক'রে, আমাদের রানীমার সহিত বিবাহ দিয়ে আবার সংসারী ক'রেছেন, তাহ'লে কি হবে প্রভু! তাঁদের আর সংসার সুখের আশা নাই। রাজ্য-সম্পদে তৃপ্তি নাই, মক্কদাই উদাস হৃদয়, যেন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী। ঠাকুর! রানী রানীর এমন কষ্টের শান্তি হবে কি ?

হুম্মান। সেটা হস্তরেখা, ললাট রেখাদি না দেখলে ব'লতে পারা যায় না। ভাল, তোমাদের রাজ্ঞীর নামটি কি বল দেখি ?

প্রভাতি। মহারানী রঞ্জাবতী।

হুম্মান। সংক্ষেপে শুদ্ধ নামটি বল।

প্রভাতি। রঞ্জাবতী।

হুম্মান। রঞ্জাবতী! র—ত তুলা, তুলা রাশিতে জন্ম, রাজার রাশি হ'চ্ছে কুণ্ড, তুলা কুণ্ডে যোগ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব'লছেন “রবি শুক্ল বৃধে বাণ, সোমে সপ্ত দয়ং তথা, যস্মিন্ বর্ষে বৃধ রাজা তস্মিন” অর্থাৎ বড়ই চমৎকার, বড়ই চমৎকার, রবি চক্রের সম অত্রপাত, সপ্তরেই সুপুত্র লাভের সম্ভব। একবার রাজ্ঞীর কর-রেখাটা দেখতে পেলে ভাল হ'ত, কিছু কন্মীষুঠানেরও প্রয়োজন।

প্রভাতি। তবে দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা ক'রুন, আমাদের রানী-মা এলেন ব'লে। ঐ যে তাঁর গদ্যর সুবর্ণীতির স্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

পূজার উপচারহস্তে সখীগণসঙ্গে রাজ্ঞী

রঞ্জাবতীর প্রবেশ ।

প্রভাতি । দেবি ! আজ আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আজ নদীকূলে এসেই এই মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি । ইনি গণনা ক'রে আমাদের মহারাজের অবস্থার কথা সব ব'লেছেন, আপনার কথাও অনেক ব'লেছেন, সব ঠিক ঠিক গিলেছে । কেবল আপনাকে না দেখতে পেলে একটী কথা ব'লতে পারুব না বলার, ভাবছিলাম । প্রভু ! ইনি আমাদের মহারানী ।

হনুমান । হাঁ, আকার লক্ষণেই সেটা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি ।

রঞ্জাবতী । আপনি ব্রহ্মচারী, ভুলোকের নবরূপী দেবতা, আমি আপনাকে প্রণাম করি । (প্রণাম)

হনুমান । ধর্মো অচলা মতি হ'ক্ । ধর্মের কৃপায় পূজাবতী হ'য়ে দীর্ঘায়তি লাভ কর ।

রঞ্জাবতী । ব্রহ্মবাক্য চিরকালই অব্যর্থ, কিন্তু প্রভু ! আমি বড় হতভাগিনী ।

হনুমান । না মা ! তুমি দুর্ভাগিনী নও, আমি তোমার লক্ষণ দেখে বেস বুঝতে পেরেছি, তোমার মত ভাগ্যবতী-সতী অতি বিরল । বৃদ্ধপতির পত্নী হ'য়েছ ব'লে, আপনাকে দুর্ভাগ্যবতী মনে ক'র না ।

রঞ্জাবতী । প্রভু ! আমার পতি কি বৃদ্ধ ? তিনি যে অনন্তরূপের আধার, তাঁর যে অনন্ত-যৌবন ; আমি জড়দেহের রূপতৃষ্ণায় মুগ্ধা নই, আমি অনোর উৎপীড়নে নয়, পিতামাতার অলজ্বা-আদেশে নয়, আত্মীয়-স্বজনদের অনুরোধে নয়, আপন ইচ্ছায়—স্বাধীনভাবে সেই স্বর্গের দেবতাকে পতিত্বে বরণ ক'রেছি । তাঁর ইন্দ্র, চন্দ্র হ'তেও রূপকাস্তি দে'খে কার্তিকেয়ের ন্যায় কিশোর যৌবন দে'খে, মহাদেবের মত মহান্ হৃদয়

দে'খে, তাঁর পদনখর হ'তে কেশাগ্র পর্যাস্ত দেবভাবে পূর্ণ, ও তাঁর সর্বাঙ্গে দেবভাবের বিকাশ দেখে, মনের আনন্দে তার কণ্ঠে বরমালা দিয়েছি । অন্যের চ'ক্ষে তিনি বুদ্ধ হ'তে পারেন, কিন্তু আমার চ'ক্ষে তিনি অনন্ত-রূপ, অনন্তগুণ, অনন্ত-যৌবন প্রত্যক্ষ দেবতা । আমি কামুকী নই, রূপতৃষ্ণায় তৃষিতা নই ; বীরপূজার অভিলାষিনী, দেবসেবার ভিখারিণী । পতি ইহ-জগতের বিলাসের বস্তু নয়, ইহ পরকাল উভয়কালের উপাস্য দেবতা । ইহলোকের সাধনার বস্তু, পরলোকের কর্ণধার । আমি কর্ণধার জেনেই আমার পরমেষ্টে দেবতা মহারাজ কর্ণসেনকে পতিত্বে বরণ ক'রেছি, পতি-ভাগ্যে আমি শচী হ'তেও সৌভাগ্যশালিনী ।

হনুমান । মতীর উপযুক্ত কথাই ব'লেছ মা । এখন সংক্ষেপে একটু উপদেশ প্রদান করি শ্রবণ কর । ধর্ম অচলা ভক্তি রেখে, ধর্ম-বিশ্বাসে অটল থেক, ধর্ম-সম্যাসব্রত গ্রহণ কর । পূজা-কামনায় ধর্মের দ্বারে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হ'ও না । যদি জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বাঁপ দিতে হয়, যদি ধর্মব্রত রক্ষার জন্য শরশয্যায় দেহ সমর্পণ ক'রতে হয়, অসঙ্কোচে—অটল বিশ্বাসে শরশয্যায় বাঁপ দেবে । দেখ, ধর্মই তোমাকে রক্ষা ক'রবেন, ধর্মই তোমার সহায় হবেন, ধর্মই তোমাকে ধর্মপরায়ণ বীরপূজা প্রদান ক'রে—জগতে ধর্মের মাহাত্ম্য বিস্তার ক'রবেন । এখন আমি চ'ললাম, আবার এসে দেখা ক'রব । (অগত) এখন হে ধর্মদেব ! তোমার কন্ম তুমিই কর ।

[প্রস্থান ।

নবম দৃশ্য ।

অধিকা—ডোমপল্লী

লক্ষী, ছুলালী, ফেলী, ছুখী, সিমূলা, প্রভৃতি ডোমপল্লী-
গণের, রক্তবাস পরিধান ও ধর্মপূজার উপচারাদিসহ
ধূনি জ্বালাইতে জ্বালাইতে প্রবেশ ।

লক্ষী । হ্যাঁলা ফেলানি ! ধূপ-ধূনা লৈবিদ্যা সব লিয়েছিস ত ?

ফেলি । হাঁ, সব লিয়েছি ।

লক্ষী । তু কি লিয়েছিস রে ছুখানি ?

ছুখী । আগি ত লিয়েছি জোড়া পান, জোড়া গুয়া, জোড়া লাড়ু,
জোড়া হাঁস । আগার দেওরের তরে ত দেবতার ছয়োরকে মান্দিক
আছে । এ সরদারনি ! বুড়িগার কাছকে ভুট্টাভাজা দিয়েছিস্ ত ?

সিমূলা । (কোমলস্বরে) সব লিয়েছি লো, আগাকে আর শিঁথাতে
হবেক নি ।

বলাইয়ের প্রবেশ ।

বলাই । এ তোরা কি ক'রতে লেগিয়েছিস্ মা ? কিসের তরে ধূনি
জ্বালিয়েছিস গো ?

সিমূলা । আজ যে তোর সাথে আগার সাধি লাগবেক রে শালা ।
(কাশী ও বায়ু ত্যাগ)

বলাই । দূব বুড়ি শালি ! কি ক'রতে লেগিয়েছিস ?

সিমূলা । সাধির শাঁক বেজিয়েছে রে শালা, মজল হবে ! আর
জোড়ে বসিয়ে যা ।

বলাই । বটেক, তাহ'লেক ত বিহাঁর ক'নে হেঁটিয়ে লিয়ে যেতে পারবক নাই । একখানা খাটলি কিনে লিয়ে আসি, র । খোড়কে যেতে হবেক ত ?

সিমুলা । ও কি কথা ব'লিস রে বলা ? আমি আর খোড়কে যেতে পারলাম না । মনে করিয়েছিলাম, তোর দাদার সাথেকে গাঁট বাধিয়ে চলিয়ে যাবক, তা সে শালা আগে ভাগে ফাঁকি দিয়ে চলিয়ে গেল । হাতের নোয়া খাড়া খুলিয়ে রাঁড়ি সাজিয়ে বসিয়ে থাকতে হ'ল । এবার তোকে সাধি করিয়ে - নোয়া, খাড়ু, শাঁকা, সিন্দূর পরিয়ে, হাতকে পাকেকে মেইদি পাতা লেগিয়ে, তোকে ফাঁকি দিয়ে তোর দাদার কাছকে চলিয়ে যাব ।

বলাই । ভাল, তাই হবেক ; এখন সব লালসাড়া পরিয়ে ধূনি জেলিয়েছিস কিসের লেগিয়ে মা ?

সিমুলা । ওরে শালা সমতান । সাধি হবেক, মেরা সাধি হবেক ।

বলাই । কার সাংকে ? ভাগাড়ে গোদানা সাংকে ?

সিমুলা । কেন রে, তু শালা ছ-দানা খোরাকি দিয়ে পুষতে লাবি, তাই ঘরের মাগ গোদানাকে বিলিয়ে দিবি । আজ বুড়া-মাগটা গোদানাকে বিলিয়ে দে, কাল ঘরের যুবা-মাগটা ঘোড়াদানাকে বিলিয়ে দিস । শালা আমার কি দানাদার রে ! সেই সেই, যে বয়সেরা নোটিয়ে গান গায় না “লিতাই নাম বিলাইছে কে লিবিব গো আর, এখন হইতে গাইবেক (করতালী ও নৃত্য করিতে করিতে) বলাই মাগ বিলাইছে, কে লিবিব গো আর” । (নৃত্য, কাশী ও বায়ুভাগ)

বলাই । এই রে শালী সব খারাপ কলোক । দেখ্ বড়ি অমন করিব ত এক সড়কিতে গৌথিয়ে লিব ।

সিমুলা । ওরে সম্মন্দির ভাই সম্মন্দি । এ ঢালে তোর সড়কির

খোঁচা ব'সবেক নি, এ লকল না আছে, আসল গণ্ডারের চামড়ার ঢাল।
কেতো গোলাগুলি ঠিকরে গিয়েছে। তোরা দাদা ঠিকরে পায় নাই, তু
কি পেঁকাটি কাটির স'ড়কি দেখাতে আসিস রে শালা ? এত যে বুড়ী
হৈয়েছি, এখন যদি মনে করি ত এই লোহার লাঠি ভেজিয়ে টুকড়া করি।
দেখবি বুড়ীর কজির কেত জোর ?

লক্ষী । মা ! বলাকে পায়ের ধূলা দে। তোরা বুড়া বয়সের ক'জির
জোর ও যেন যোয়ানবয়সে পায়।

জুলালি । তবে ও আবার কি কেজিয়ে লেগিয়েছিস ?

জুখী । ও কেজিয়ে না আছে লো জুলালি ! দেখছিস না বুড়ি
লাতিব সাথকে তামাসা লেগিয়েছে।

ফেলি । ইয়ারি লেগিয়ে বুড়ির এতো নাচন ?

সিমুলা । আমি লাচব না ত কে লাচবে লো ছুড়ি ? আমার কালু
বেঁচিয়ে থাক, দলু বেঁচিয়ে থাক, আমার সোণার বহু সতীলক্ষী লক্ষি
বেঁচিয়ে থাক, বলাই বেঁচিয়ে থাক, বহুড়ি ঝিউড়ি বেঁচিয়ে থাক, তোরা
জাতভাই একপ্রাণ একজীউ হ'য়ে বেঁচিয়ে থাক, আমি দেখতে দেখতে
লেচিয়ে লেচিয়ে চলিয়ে যাই। আমি ধরমরাজের পাটকে কেতো মাথা
খুঁড়িয়েছি, তাই আজ ধরমের দোয়ায়, আমার সোণার হাট-বাজার।
আমি লাচব না ত কে লাচবেক লো ?

বলাই । আজ ধর্মের পাটে ধূনি জেলিয়েছিস কিসের লেগিয়ে মা ?

লক্ষী । তোরা বাপ-বেটায় এ কেমনটী হ'লিরে বলাই ? ধরম করম
সব ভুলিয়ে, কেবল সড়কি লাঠি আর ঘাঁটির পাহারা নিয়েই থাকবি ?
রাত পোয়ালে ধরমের গাজন সব ভুলিয়ে গিয়েছিস।

বলাই । মা ! ধরম করম ভুলি নাই। এক ধরমের সাথে আর
এক ধরম লিয়েছি। রাজাই মোদের ধরম, রাজার তরে পরাণ দেওয়াই

মোদের করম । মারারাত জাগিয়ে বাপ-বেটার ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে
ফিরছি ।

লক্ষ্মী । সে ত মনিবের নেমকের চাকরের কাজ রে বলা ! আগে
সে ধরম রাখিস, তারপর পারিস্ ত মরদারকে লিয়ে আর সবকে সাথে
লিয়ে, মোদের সাথে ধরমের পাটে এসে যোগ দিস্ । চল্ লো ফেলানি !
সব লিয়ে খুয়ে ধরম পাটকে চল্, ছুখিনী তু মায়ের হাত ধরিয়ে লে ; লয়
ত লেটিটার আগা ধরিয়ে পথ দেখিয়ে লিয়ে আস ।

ছুখী । আমি বুড়ীর হাত ধরিয়ে লিয়ে যাই, ও লোহার লাটির ডগ
আমি তুলতে লাব্বক ।

লক্ষ্মী । লে লে তাই ধরিয়ে লে, শাগ্গির শীগ্গির চল্ । মোদের
পূজা না হইয়ে গেলে আর কেউ পূজতে লাব্বক । চল ধরমের বোলান
গাইতে গাইতে চল ।

গীত ।

মল্লুক জুড়িয়ে ধর্মের ধুনী জলুক ধু ধু ধু ।
টুটুকরে সবার মরমের আঁধার হিয়ার আঁছবঁধু ॥
প্যাটে প্যাটে শয়তানি যার বাহিরে সাজে মাধু,
পোড়ামুখে তার ধরমের ধুনী জলুক ধু ধু ধু ॥
হিংসাবিষে হিন্দা ভরা যার মুখে ধরে মধু,
তার মুখে এই ধূনির আশুন জলুক ধু ধু ধু ॥
মনে মনে ছদ্মুনি যার সামনে সাজে বঁধু,
তার মুখে এই ধূনির আশুন জলুক ধু ধু ধু ॥
দিনের বাতি সুরজ উঠে রাতের বাতি বিধু,
আস্‌মান্‌ জমিনে ধরমের বাতি জলুক ধু ধু ধু ॥

[মকলের প্রস্থান ।

দশম দৃশ্য ।

স্থান—ধর্মপীঠ

ধর্মপূজক, সখীগণসঙ্গে ধর্ম-সন্ন্যাসিনী রঞ্জাবতী,
গ্রহাচার্য্যরূপী হনুমান ও নারদের প্রবেশ ।

নেপথ্যে—(সন্ন্যাসিগণের জয়োল্লাসে ধর্মদেবকে আহ্বান ও ঢল্‌ধবনি)
নারদ । কি আনন্দময় দৃশ্য ! ধর্মসন্ন্যাসিগণের এই উচ্চকণ্ঠে সমস্তবে
জয়ধবনি, এই গগনভেদী ঢল্‌লানিনাদ, এই তাণ্ডব নৃত্য, ধর্মসাধনার একটি
আনন্দময় অনুর্তান ! ভাল একবার এই আনন্দেই যোগদান ক'রে দেখি ;
ঐ যে হনুমানজীরও আগমন হ'য়েছে ! পুত্র-প্রার্থিনী রঞ্জাবতীও ধর্মসন্ন্যা-
সিনী সেজেছে ; কি অপূর্ব শুভসংযোগ ! (সন্ন্যাসিগণের নৃত্য করিতে
করিতে প্রবেশ ও ধর্মপীঠে প্রণাম)

নারদ । (রঞ্জাবতীর প্রতি) ধর্মসন্ন্যাসিনী মা ! এসেচ ? একান্তচিহ্নে
অচলা ভক্তির সহিত ধর্মদেবকে প্রণাম কর ।

রঞ্জাবতী । (ধর্মপীঠে প্রণাম পূর্বক) বাবা । আপনি এসেছেন ?
আপনার দয়ার সীমা নাই, আমি আপনাকে প্রণাম করি । (প্রণাম)

নারদ । মা । আমি ত নিয়তই আশীর্ব্বাদ ক'রছি । ইনিই ধর্মদেবের
পূজক, এঁকে প্রণাম কর ।

রঞ্জাবতী । (ধর্মপূজককে প্রণাম)

ধর্ম-পূজক । এ লারি লোকটী কে আছে বটেক ?

নারদ । ইনি তোমাদের রাজ্যের মহারানী, মহারাজ কর্ণসেনের
পটমহিষী ; অধিকার অধীশ্বরী । সম্প্রতি ব্রত-সন্ন্যাসিনী ।

ধর্ম-পূজক । মহাশয়ের লিবাস ?

নারদ । আমার লিবাস এ প্রদেশে নয়, সুরপুর নামক স্থানে অবস্থিতি করি ; তবে কর্মগতিকে অনেক স্থানে ভ্রমণ ক'রতেও হয় ।

ধর্ম-পূজক । মহাশয়ের নাম ?

নারদ । আমার নাম জ্ঞানানন্দ দেবশর্মা ।

ধর্ম-পূজক । মহাশয়ের পিতের নাম ?

নারদ । পিতার নাম চতুর্শ্রুৎ দেবশর্মা ।

ধর্ম-পূজক । মহাশয়ের সন্তানাদি কি ?

নারদ । সন্তানাদি নাস্তি । অথচ গৃহশূন্য, কখন স্বইচ্ছায় দার-পরিগ্রহ করি নাই, তবে একবার অনজ্ঞা পিতৃবাক্যে দারপরিগ্রহ ক'রতে হ'য়েছিল বটে, সন্তানাদিও জন্মগ্রহণ ক'রেছিল ; কিন্তু এক্ষণে সে পাপে মুক্ত হ'য়ে, মুক্তপথে যদৃচ্ছা ভ্রমণ ক'রে বেড়াই । সংসারের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখি না ।

হনুমান । ও ঠাকুর ! গাঞ্জে মন দাও । একি কুলজি দেখতে এসেছ ? আপনীর কাজ কর ; কোথাকার ঢেউ কোথায় মরে, দেখে যাই ।

ধর্ম-পূজক । মহাশয়ের লিবাস কোথাকে বটেক ?

হনুমান । শুধু বটে নয়, কখন অন্যথ্যে—কখন বটে ; কখন গোঠে, কখন মাঠে, কখন ঘাটে, কখন বাটে ; উপস্থিত এই ধর্মমঠে । আমার লিবাসের কোন বাধাবোধ নাই । পরিত্রাজক সন্ন্যাসী, ইচ্ছামত দেশবিদেশে ভ্রমণ করাই আমার কাজ ।

ধর্মপূজক । ভাল, ভাল, সাধু সন্ন্যাসি । আপনারা মনুষ্য নন, আপনাদের চরণে নমস্কার করি । (নমস্কার)

হনুমান । আরে পণ্ডিতজী কর কি । এখন হয়, তোমার ধর্মরাজকে জাগাও—নয়, আমাকে জাগাও ।

ধর্মপূজক । না, রাগ ক'রবেন না, পূজার সব আয়োজন হ'য়েছে । দাও হে সব নৈবেদ্য ঠিক ক'রে দাও । (রঞ্জাবতীর প্রতি) মা তুমি রাজরাণী, অন্তঃপুর-বাসিনী, তুমি এখানে কি জন্তু মা ?

রঞ্জাবতী । কেন বাবা ! ধর্মের স্থানে আস্তে ত সকলেরই সমান অধিকার । এ ত কুলগৌরব, মানমর্যাদা, আত্মাভিমান দেখাবার স্থান নয় । আমি ধর্মের হাতে সব বিক্রয় ক'রেছি, ধর্মের পদে আত্মদান ক'রে, প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ ক'রতে এসেছি । আত্মগৌরব, ঐশ্বর্য্য, অভিমান দেখাতে ত আসি নাই ।

ধর্মপূজক । এ ত বড় শক্ত সমিষ্টায় ফেলি মা ! তোমার মনের বাসনা কি বল দেখি ?

রঞ্জাবতী । বাবা ! আমি পবিত্র রাজকুলের কুলবধু হ'য়েও জগতের ঘণার পাত্রী । নারীকুলের অধম, অপূত্রবতী, যার বাড়ি ছুর্ভাগিনী নাই । আমি পুত্র-কামনায় ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছি ; যদি ধর্মের কৃপা হয়, ধর্মের কাছে পুত্রপ্রাপ্তি বর লাভ ক'রতে পারি, তাহ'লেই ধর্মের লীলাভূমি জেনে সংসারে থাকুব । নতুবা আপনাদের পদে প্রণাম ক'রে, সংসার হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রব । ধর্মের জয়, ধর্মের জয় ব'লে কণ্টক-শয্যার বাঁপ দেব, এই আমার শেষ কামনা ।

ধর্মপূজক । পুত্রকামনায় ধর্মের ছুয়ারে শালে ভর ক'রে প্রাণ দিবি ? ধর্মের মাহাত্ম্য পরীক্ষা ক'রবি ? ভাল, ভাল, যদি ধর্মো অটল বিশ্বাস থাকে —, অচলা মতি থাকে, তাহ'লে শালে কি মা ! শিবের ত্রিশূলে বাঁপ দিলেও, তোমার গায়ে কুণকঁটাটি বিধ্বংসক নাই । যদি শালে ভর ক'রে তোমার প্রাণও যায়, তাহ'লে ধর্ম তোকে বাঁচাবেন । মরা দেহে প্রাণ পাবি, ধর্মের দয়ায় ধর্মদাস পুত্র লাভ ক'রবি । তবে মা ! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ।

রঞ্জাবতী । কি কথা বাবা !

ধর্মপূজক । বলি ধর্মব্রতে সন্ন্যাসিনী হ'য়েছি, পূজা কামনায় ধর্মের
ছয়ার ধ'রেছি, পূজলাভের বর না পেলে প্রাণ দেবার সঙ্কল্প ক'রেছি,
আস্‌বার সময় রাজার কাছে এসব কথা জানিয়েছি ত ? তাঁর অনুমতি
নিয়ে এসেছি ত মা ? পতি-আজ্ঞা ভিন্ন সতীর কোন কার্যেই অধিকার
নাই । এ কথা বোধ হয় তোমাকে নুতন ক'রে শিখিয়ে দিতে হবেক নি ।

রঞ্জাবতী । পতি আমার ধর্মের আদর্শ মূর্তি ! তিনি ইহজগতের
লোক নন । কোন অভিশপ্ত দেবতা এসে মানবরূপে এ পাপিনীকে দাসী-
ভাবে গ্রহণ ক'রেছেন । তিনি আমার ধর্মব্রতে বাধা দেন নাই, আনন্দের
সহিত আশীর্বাদ ক'রে অনুমতি দিয়েছেন । ধর্ম তাঁর অটল বিশ্বাস ।

ধর্মপূজক । তবে আর কি, সোয়ামীর আজ্ঞা পেয়েছি । সেই ত
দেবতার আদেশ, তারপর ধর্ম বিশ্বাস ক'রতে শিখেছি, ধর্মপথে মতি
হ'য়েছে । এখন শালে ভর ক'রে ধর্মের জয় ধর্মের জয়—ব'লে বাঁপ দে,
তারপর ধর্মের কাজ ধর্মই ক'রবে ।

নারদ । দেখ মা, এ অটল ধর্ম বিশ্বাসের যেন কণামাত্র ব্যতিক্রম না
হয় । একান্তমনে ধর্মগয় ভগবানের নাম স্মরণ ক'রতে ক'রতে, কণ্টকস্তূপে
ঝম্প প্রদান কর । দেখি, আজ কলির পূর্ণাধিকারকালে তোমাকে উপলক্ষ
ক'রে, জগতে ধর্মের ছন্দুভি নিনাদিত হয় কি না ।

রঞ্জাবতী । প্রভু ! ধর্মই সংসারের সার বস্তু, ধর্মই সর্বকর্মফলাদাতা,
এইমাত্র ভিন্ন ধর্মতত্ত্ব আর কিছুই জানিনে । ধর্ম কেমন, কেমন তাঁর
আকার, কেমন ক'রে তাঁর কোন্ মূর্তির চিত্তা ক'রতে হয়, কি নামে
ডাকতে হয়, দয়া ক'রে উপদেশ দেবেন কি ?

নারদ । এইবার বেটী প্যাচে ফেল্‌গি বটে, মা । ধর্ম যে কি, এ কথার
মীমাংসা বড় সহজ নয়, আর সে এ ক্ষেত্রের কথাও নয়, এ বিষয় মীমাংসা

করা, বা বুঝিয়ে দেওয়া সময়সাপেক্ষ । তবে মোটাগুটি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভক্তি ও বিশ্বাস । ধর্মসম্বন্ধে অনেক মহাত্মা অনেক কথাই ব'লে থাকেন, আধুনিকেরা ব'লে থাকেন, সংস্কৃতই ধর্ম ; দীপিকা মতে বলেন, পুরুষের ক্রিয়াসাধা গুণের নাম ধর্ম ; কেহ কেহ বলেন, ধর্মের লক্ষণই অহিংসা, কারণ “অসিংসা পরমো ধর্মঃ” ; পুরাণমতে, যার দ্বারা লোকের স্থিতি বিহিত হয় তারই নাম ধর্ম ; যুক্তিবাদীর মতে, মনুষ্যের কর্তব্য সম্পাদনেনব নাম ধর্ম ; আবাব জ্ঞানবাদীর মতে, মানব যে প্রবৃত্তি দ্বারায় বিশ্ব-বিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তিমান হয়, তার নাম ধর্ম । এ সব কূট-তর্কের কথা শুনে কি ক'রবি মা । কেবল স্থিরবিশ্বাসের পবিত্র আলোকের উপর একটা সন্দেহেব ছায়া প'ড়বে মাত্র । তবে এখন এইমাত্র স্থির জেন, ধর্মই বিশ্ব-ব্যাপী জগদাধার, ধর্মই ব্রহ্ম । ঐ ব্রহ্ম জ্যোতির্ময় মার্জিত-মণ্ডল-মধ্যবর্তী পদ্মাসনস্থিত শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধর, নারায়ণই ধর্ম,—ঐ মূর্তি ঐ “দেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ । কেয়ুরবান্-কনক-কুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী, হিরণ্যবপুর্ধ্বতশঙ্খচক্রঃ,” এই আনন্দময় মূর্তি ধ্যান কর, উনিই ধর্ম, উনিই ব্রহ্ম, উনিই সর্বকর্মফলদাতা ।

রঞ্জাবতী । হে ধর্মরাজ বাসনা পূর্ণ কর । (শালে পতন)

পূজার নৈবেদ্য হস্তে ও ধূনি জ্বলাইতে জ্বলাইতে
লক্ষ্মী প্রভৃতি ডোমপত্নীগণের প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । এ পূজারী ঠাকুর । মোদের মানত মায়ের তরে, বেটা পুতের তরে, মোরা ধরমের পিঠে ধূনি জ্বলাব, মোদের মাথায় গঙ্গাজল দে, মস্তুর বলিয়ে ধূনা জেলিয়ে দে । মোদের রাণীমার বেটা-পুতের কামনা করিয়ে, ধবমদেবের মাথাতে ফুল চড়া । যুড়ি মা । তু মোদের ধূনা জেলিয়ে দে । সকলে ধরমরাজের নাম ডাক, জয় ধরমরাজার জয় ।

সকলে । জয় ধরমরাজকি জয় !

(সিমুলী কর্তৃক সকলের মস্তকে ধূনা জালিয়া দেওন ও ঢাকাবাদকসহ
ধর্মসন্ন্যাসিগণের প্রবেশ এবং ডোম-রমণীগণকে বেষ্টনপূর্বক
ঢাকাবাদন, ধর্মের জয়ধ্বনি ও নৃত্য)

ধর্মপূজক । ধর্মসন্ন্যাসিগণ ! দেখ বিষময় কণ্টকবাণ রাণীগার বক্ষে
উদরে আমূল বিদ্ধ হ'য়েছে, শ্বাসরুদ্ধ হ'য়েছে—অঙ্গ স্থির হ'য়েছে । এখন
মৃত্যুর কর্ণমূলে নামামৃত ঢেলে দাও, ধর্মের জয়ধ্বনি দিয়ে নৃত্য কর ।

(সন্ন্যাসিগণের রাণীর মৃতদেহ বেষ্টনপূর্বক ধর্মের জয়ধ্বনি ও নৃত্য)

নারদ । এই ত প্রভুর লীলাসাগরের গহরী উঠল ! এহাচার্য্য
মহাশয়, চলুন এখন ।

হনুমান । আঃ অত তাড়াতাড়ি কেন একটু দাঁড়িয়ে যাও না দেবতা !

নারদ । কেন ?

হনুমান । এত ব্যাপার জুটিয়ে ম'লাম একবার ধর্মের হাটের বেচা
কেনাটা দেখে যাই ।

নারদ । ঐ যে, হাটের কর্ত্তাও এসে দেখা দিয়েছেন ।

স্বামিজীবেশে ধর্মদেবের প্রবেশ ।

হনুমান । কেমন দেবতা, আস্তে হ'য়েছে ? কেবল বাদর নাচালে
হয় না, নিজে হাতে বাড়ি ধ'রে তবে নাচাতে হয় ।

ধর্মপূজক । ইনি কে আসলেন ! দেখছি ব্রহ্মচারী বেশ । আহা,
সাধুর সঙ্গে সাধুর মিলন, সবই ধর্মের লীলাখেলা । আপনি কোথা হ'তে
আসছেন মহাশয় ?

নারদ। ঐর নাম আনন্দ জগৎস্বামী। ব্রহ্মাও পরিব্রাজক, সর্ব-
ব্যাপী ব’লেও অত্যাক্তি হয় না।

স্বামিজী। আপনি ধর্মের পূজক?

ধর্মপূজক। আমি অজ্ঞান কলির মনুষ্য! আমি ধর্মের পূজা
কি জানি; আতপচাল, রস্তা, মিষ্টান্ন, ধূপ, দীপ, উপচার ত?
লোকাচার মতে সামান্য পূজা। পূজা ত বিশ্বাসে, উপচার ভক্তি;
সে ভক্তি, সে বিশ্বাস ক’রতে শিখেছি কি না? কেমন ক’রে জান্ব
প্রভু!

স্বামিজী। শুন্থলেন, তোমাদের ধর্মপ্রলোভনে ভুলে একটা অবলা
নাকি আত্মহত্যা ক’রেছে?

ধর্মপূজক। আত্মহত্যা ক’রেছে? এ কেমন কথা হ’ল, মানব কখন
মরে না, পাঁচটা ভূতেরও ধ্বংস হয় না, মরে কেবল মানুষের রাখা একটা
নাম; ভাঙ্গে পঞ্চভূতের যোগের একটা আকৃতি! আপনার হাতে ঐ যে
সোণার ঝারি আছে, তাগুণে ফেলে দেন—গ’লে যাবে, ভিতরের বাতাস
—বাতাসে মিশে যাবে, সোহাগা দেন—খাদ উড়ে যাবে! আর যাবে—
ঐ ঝারি নামটি, কিন্তু সেই সোণাই থাকবে।

স্বামিজী। ভাল ভাল, পণ্ডিতজী! এখন জিজ্ঞাসা করি, এ মৃত্যু
জীলোকটি কি জীবিতা হবে ব’লে তোমার বিশ্বাস আছে?

ধর্মপূজক। যদি ধর্ম বিশ্বাস রেখে ম’রে থাকে ত আবার বিশ্বাস
বইবে, ধর্মের দয়ায় মরাদেছে প্রাণ আসবে, সঙ্কল্পও সিদ্ধি হবে।

হনুমান। আর ভাঁড়াও কেন দেবতা! গন্ধমাদন আনুতে হবে
নাকি? গাচ গন্ধ ছুটল যে, এখন অন্ধবিশ্বাসের ছন্দ ধ’রে দ্বন্দ্ব করবার
সময় নয়, এখন বন্দ রেখে সন্দ মিটিয়ে দাও, আমরা আনন্দ ক’রতে
ক’রতে চ’লে যাই।

স্বামিজী । দেখি যদি সকলের ধর্মবিশ্বাস অটল থাকে, তাহ'লে শান্তিময় ধর্মসিংহাসনও অটল থাকবে । কর দেখি, ধর্মবিশ্বাসে ধর্মসেবক এই কমণ্ডলুর জল মৃত্যুর সঙ্গে সেচন কর দেখি ? (কমণ্ডলু প্রদান)

নারদ । সকলে বাত্মোত্তমসহকারে সত্যসনাতন ধর্মের জয় উচ্চারণ কর । (মৃতদেহে কমণ্ডলু জলসেচন) ঐ দেখ, মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার হ'য়েছে ! ধর্ম ধর্মের লীলাখেলা ! !

(সকলে রজ্জাবতীকে বেষ্টনপূর্বক নৃত্য)

নারদ । সকলে যোগাঙ্গা স্বামিজীকে প্রণাম কর ।

সকলে । (স্বামীজীকে প্রণাম)

নারদ । যাও মা রজ্জাবতি ! আর বিলম্ব ক'র না—অধিকার যাও, অচিরে তোমার বাসনা পূর্ণ হবে, ধর্মের কৃপায় ধর্মপরায়ণ পুত্র লাভ ক'রবে । তোমার বাসনা সিদ্ধ করবার জন্তই এই ধর্মময় সিদ্ধপুরুষের আগমন । সময়ে হয় ত সাধনার ফলে সাক্ষাৎ ধর্মেরও সাক্ষাৎ লাভ ক'রতে পার ।

হনুমান । মাঝে মাঝে যেন সাক্ষাৎ হয়, ফল কথা—যেন অথাত কিনো না । এখন যাও, এ অঙ্ক ত সমাধা হ'ল, আমরাও দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয়ের জন্ত সাজ বদলে আসি । এমিয়ারা সাজিয়ে জুজিয়ে যে কদিন মজিয়ে রাখতে পার । ম'রতে ত দেবে না, মরণের দায় এড়িয়েছি ! এখন চরণে একটু স্থান দিও, তাহ'লেই যথেষ্ট !

[সকলের প্রস্থান ।

একাদশ দৃশ্য ।

বিষ্ণুপুর—মহানন্দ ও মদনগাঙ্গাব

মহানন্দ ও ভগবৎসিংহের প্রবেশ ।

মহানন্দ । বল দেখি ভগবৎ ! এতে রাগ হয় কি না ?

ভগবৎ । বাগ হয় না, কথাটা কি ? শুনে পর্য্যন্ত আমাবই সর্বশরীর
ফুলে ফুলে আবার ফুলে আবও ফুলে এই ফুলো--এই ফু--এই ফু--
লো--

মহানন্দ । দেখ দেখি, আগাব ত কথাই নাই ; তুমি যে একজন
অপর ব্যক্তি, তুমিও রাগে কাঁপছ ।

ভগবৎ । কাঁপছি বলে কাঁপছি, থরহবি কাঁপছি, আরও কাঁপতে
পারি, কেবল প'ড়ে যাবাব ভয়ে কাঁপুনিটে ছজুবকে দেখাতে পারছিনে ।

মহানন্দ । বোঝা দেখি কতদূর মর্মান্তিক ? আমার যেই বড় সহজ,
তাই আগনের কুণ্ড চেপে রেখেছি, নইলে বিষ্ণুপুরের দুর্কীয়াসটা পর্য্যন্ত
পুড়ে ছাই হ'ত ! আগাকে লুকিয়ে, আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে,--আমি
কাছে থাকতে পাছে যাছ ডাল গলাতে না পারেন, সেই ভয়ে--আমাকে
যুদ্ধের ছলায় কামরূপ পাঠিয়ে তলায় তলায় অধিকার সেই অকর্ম্মণ্য বড়
জাইগীবদাব সুবসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়ে ফেলেন । থাকতাম
আমি ত দেখতাম, আমি থাকতে আমার ভগ্নিকে কে কাকে দান করে ।

ভগবৎ । সে কথা আর ব'লতে ! আপনি থাকতে আপনার
ভগ্নিকে বিবাহ করে কার সাধ্য, দেওয়া না দেওয়া, করা না করা
আপনাব ইচ্ছা । আপনি যখন তার হকদার । তিনি ভগ্নীপতি, বাপের

আমাই, খণ্ডরের কল্যাদানে তাঁর কি অধিকার আছে ? পিতৃদত্তা কল্যা, মা বাপে কল্যাদান ক'রবে, অভাবে খুড়ো, জ্যাটা, মামা, তদ্ অভাবে ভাই । বোনাই কর্তৃক শালি দান, এ যে কোন শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত, তা তিনিই ব'লতে পারেন । এতে ত গ্রহীতার স্বত্বই সাব্যস্ত হয় না । তবে স্বয়ম্বরসম্বন্ধে স্বত্ব কথ্য, এ ত তা নয় ? বাণিকাটাকে ধৌকায় ফেলে, বোকা ক'রে ধ'রে ভদ্র ঘটান ।

মহানন্দ । বুঝে যাও একবার কাণ্ডখানা ! আচ্ছা আমি মহানন্দ । আমিও এব প্রতিশোধ নেব ।

ভগবৎ । নেব কি । নেওয়া চাই হাতে হাতে । ঐ বুড়ো বীর-মল্লটিকে বড় কম জ্ঞান ক'রবেন না ; ঐ যে নাকে হাড়কাট বানিয়ে কুঁড়োজালি গলায় বেঁধে, মদনমোহনের মন্দিরে হরিনাম ভজা, ও ভজার মধ্যে অনেক মজা আছে, জাল জালিয়াতি দাগাবাজি মার প্যাচের অনেক আঁচ পাঁচ আছে, কাকে কোন বিষয়ে বঞ্চিত ক'রব, কার সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ ক'রব, কার অতি-বৃদ্ধ-পিতামহের আমলের ধন দেখিয়ে দায়গ্রস্ত ক'রে, তার ভিটস্থ ঘুঘুস্থ ক'রব, ঐ মালা শু'নে শু'নে সে সব মুখস্থ করা হয় । নইলে আপনার মত অত বড় পদস্থ ব্যক্তির ভগ্নিকে দামোদরের দ-পড়া ভিটে থেকে টেনে এনে, অন্যের পুষে রেখে শেষে ধ'রে বেঁধে ক'রে দিলেন কি না অধিকার পাটরাণী ! হাঁ তোর পাটরাণী ! আপনি থাকলে কি এগুলো হ'তে দিতেন ! আর আপনার পিতা বোধ হয় লোকটি বড় সাদাসিধে ছিলেন, তাই আত-কুল আচার-আচরণ না দেখে, বড় মেয়েটি ধ'রে দিলেন—একজন বাগদী বাজাকে । আবার বাগদী বেটা, শালিটেকে হাত ক'রে ধ'রে দিলে—একটা আঁটকুড়ো বুড়ো বাগদীর সর্দারের সঙ্গে । আপনার অমন টনুটনে কুলে ডোমে বাগদীতে পোকা ধরালে । একি কম আশ্চর্যের কথা ভজুর ?

সেদিন সেই সেই একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল ; বংশরক্ষার জন্ত রঞ্জাবতীকে ধর্মের ভজনার ছলা ক'রে, গাজনের মধ্যে সন্ন্যাসীর পালে ঢুকিয়ে দিয়ে, দেশ জুড়ে কি একটা কেলেকারি ক'লে ব'লুন দেখি ? তারপর ধর্মের ভজনের গুণেই হ'ক বা সন্ন্যাসীপালের গাজনের গুণেই হ'ক, আপনার ভগ্নি রঞ্জাবতী—গর্ভবতী হ'লেন । যথাসময়ে পুত্রবতীও হ'য়েছেন । কোথায় আজ মনের আনন্দে কত গণিরত্ন দিয়ে ভাগের মুখ দেখতে যাবেন, তা না হ'য়ে লোকেব কাছে মুখ দেখান ভার ! একটা খাজামুখো রাজা হ'তে আজ পর্যন্ত আমাদের কি না—মুখ দেখাবার যো নাই ।

মহানদ । আর না, আর বেশী রাগিও না, অনেক চেপে আছি ।

ভগবৎ । সাধ ক'রে কি বেশী কথা বলি ; রাগে যে আপাদমস্তক জ'লছে, মনে হ'চ্ছে যেন তার সময় প্রতীক্ষা ক'রব না ।

মহানদ । বেশী অপেক্ষাও ক'রতে হবে না ; যখন দেখবে বিষ্ণুপুরে দাউ দাউ আগুন জ'লছে, অধিকার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছে, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন আর অধিকার রক্ষিণী, এই দু'খানা পাথর, মায় পাথরের মন্দির পর্যন্ত পুড়ে চূণ হ'য়ে মহানদের নাচঘরের চূণকামের কাজে লেগেছে, তখন জান্বে—সমুদ্রের বুকের বাড়বানল হ'তে মহানদের হৃদয়ের বাড়বানল কত প্রবল ; আর মহানদ কি মহাশক্তিধারা সেই সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখা এ পর্যন্ত চেপে রেখেছিল ! অনেক দিন হ'তে—ভগবৎ ! অনেক দিন মনের কথা চেপে রেখেছি ; আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ যে তুমি, তোমার কাছেও এতদিন প্রকাশ করি নাই, আজ প্রকাশ ক'রছি । যে দিন আমার অজ্ঞাতে, আমার অসম্মতিতে, আমার সঙ্গে চাতুরী ক'রে, রাজা বীরবল্লভ আমার সহোদরা ভগ্নিকে সুরসেনের হস্তে অর্পণ ক'রেছে, সে দিন হ'তে রঞ্জা—আমাব দেবকী ভগ্নি, সুরসেন বসুদেব আর তাদের নবজাত পুত্র—আমার কৃষ্ণ ভাগ্নে, আমি তার কংস মাতুল ! হয়, কৃষ্ণের হাতে কংসের

নিধন, নয়—এই কংসকর্তৃক সুরসেনের বংশধর ! এ স্থিরনিশ্চয়—এ আমার স্থির প্রতিজ্ঞা ।

প্রতিহারীর প্রবেশ ।

প্রতিহারী । মন্ত্রী-মহাবাজ ! অধিকা হ'তে বাজা সুরসেনের পত্র নিয়ে এক জন ভট্ট এসেছে, আপনার দর্শনপ্রার্থী ।

মহানদ । যাও ! বলগে এখন সাফাৎ হবে না, শরীর অসুস্থ আছে । আঃ, ভারি আগাব সুমঙ্গলেব সংবাদ নিয়ে এসেছেন আর কি ।

ভগবৎ । না ছছুব ! ওরূপ আদেশ ক'রবেন না, ক্রোধের বশে কর্তব্যবুদ্ধি হারাবেন না, প্রতিহিংসা-সাধনের প্রকৃত পন্থাই ত'চ্ছে দৈর্ঘ্য ; এখন যতদূর পারেন, অধিকারাজের নিকট সজ্জন হ'ন, তাঁর সজ্জন হ'ন, তাঁর বিশ্বাসভাজন হ'ন, আর ভিতরে ভিতরে আপনার প্রয়োজন সাধনের আয়োজন করুন ।

মহানদ । ভাল, তাই হবে ; আমতে বল ।

[প্রতিহারীর প্রস্থান ।

ভট্টের প্রবেশ ।

ভট্ট । মন্ত্রী-মহারাজের জয় হ'ক্ ।

মহানদ । কে আপনি ?

ভট্ট । আজ্ঞে আমি ভট্টরাজ ।

মহানদ । ভট্টরাজ কি ?

ভট্ট । আজ্ঞে ভাট্ ।

মহানদ । ভাটের মাণায় শালের পগুগড় বাঁধা থাকলে রাজ হুয় বুঝি । তা ভাট এখানে কি জন্ত, আকুবাড়ী নাকি ?

ভট্ট । নারায়ণ ! নারায়ণ ! শ্রদ্ধাবাড়ী কেমন ক'রে মনে ক'রব, এই ত দেখে এলাম আপনার পুত্রেরা দিব্য রাজার মত পোষাক প'রে কার্তিকের মত বিষ্ণুপুত্র আলো ক'রে বেড়াচ্ছে, তা হ'লে ত কাচা গলায় দেখতে পেতাম !

মহানন্দ । কেন, আমি ভিন্ন কি আর কারও শ্রদ্ধা হ'তে নেই ? তুমি আমার শ্রদ্ধাটাই টেঁকে এসেছ বটে !

ভট্ট । আজ্ঞে না, তবে কি না শাস্ত্রেই ব'লেছে ; “অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রদ্ধে” আপনি অজাবিশেষ যোদ্ধা, ঋষিবিশেষ লোক !

মহানন্দ । অজাবিশেষ ? অজা শব্দের অর্থ কি ? ছাগল নয় ? তবে তুমি আমাকে ছাগল বল ?

ভগবৎ । আজ্ঞে না ; ওটা আংশিক উপমা । আপনার লম্বিত শ্রদ্ধা অজাবৎ, অভিধানের মতে অজা শব্দের অর্থ ছাগ হ'লেও স্থল বিশেষ—বিশেষতঃ, একপ স্থলে অ-বিধানমতে সিংহ অর্থও করা যেতে পারে ।

ভট্ট । (স্বগত) বেটা ত দেখছি, অজার পিতামহ নিরেট খাজা মূর্গ, রাজার সম্বন্ধি বিষ্ণুপুত্র প্রদেশের সর্বময় কর্তা, অর্থে সবই হ'তে পারে ; হা অর্থ ! তুমি গাধার গলায় বাঁধা থাকলেও সে গাধার নাম হয়, গর্দভানন্দ সরস্বতী বা, রাসভানন্দ স্বামিজী ! থাক, বেটাকে আর বেশী চটান হবে না, বিদায় পুরস্কার যা দেবে, তা ত বুঝতেই পারছি ; এইজন্তই বোধ হয়, বিষ্ণুপুরবাজ—এ অম্বরবেটার কাছে আস্তে নিষেধ ক'রেছিলেন । আর আমিও বেটাকে বিলক্ষণ জানি ; ঐ বেটার অত্যাচারেই গড়-মন্দারণ ছেড়ে, অম্বিকায় বাস ক'রছি ; বেটা নরপিশাচ—মন্দারণের রাজকুমারীকে বলপূর্বক অপহরণের জন্ত, সেনাপতির অনুপস্থিতকালে মন্দারণে আগুন লাগিয়ে সোণার মন্দারণ ছারখার ক'রে দিলে । রাজকুমারী—শিশুকুমারকে নিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'লেন ।

সেনাপতি রাজ-জামাতা অরিন্দমসিংহ, এই শোচনীয় সংবাদ শুনে তিনিও কোথায় অন্তর্ধান হ'লেন ; সেই বিষয় অগিদাহে রাজপুরী ভয়মায় হ'ল, সোণার মন্দির শাশান হ'ল । যাক, এখন সে আলোচনা নিফল । এখন পত্রও দিতে হবে, বিদায়ও নিতে হবে, এ যদি না পার্লাম—তবে আমার ভট্টবংশে অবতংশ গঙ্গেশ্বর নামই রুখা ।

মহানদ । বলি ও ভট্ট-নারায়ণ মহাশয় ! এ আপনার চিন্তা-মন্দির নয়, যা বন্বার থাকে ব'লে গাছতলায় গিয়ে ভাবুন ; এখন কিছু বন্বার আছে কি ? কোথা হ'তে আগমন হ'ছে ?

ভট্ট । আজ্ঞে অধিকায় আমার বাস, আগা হ'ছে অধিকা হ'তে । মহারাজ সুরসেনের একখানি পত্র ক'দিন হ'তে আমার ঘরেই প'ড়ে আছে ; হজুরের হাতে দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ভেবে দেখলাম, রাজার হুকুমের উপর নিজের বিচার বুদ্ধি খাটান উচিত নয়, রাজার আদেশ সদস্য যাই হ'ক পালন করাই আজ্ঞাবহের কর্তব্য, সেই জন্য পত্রখানি আপনাকে দিতে এসেছি ।

মহানদ । পত্র ? আমার পরম আত্মীয় অধিকারাজের অনুগ্রহপত্র ? শিরধারী ! কৈ দেখি ; ভট্টরাজ মহাশয়, আপনি ব'সুন । ঠাণ্ডা হ'ন, কিছু মনে ক'রবেন না । (পত্র পাঠ) আহা ! বড়ই আনন্দের সংবাদ । আমার আদরের ভগ্নী রঞ্জাবতী আজ পুত্রবতী ! এই আনন্দময় স্তরের সংবাদদানে আপনি সজ্জিত হ'চ্ছিলেন কেন ? যান, অণু বিশ্রাম ক'রুন ; কল্য প্রত্যয়েই আপনাকে আশাতীতরূপে পুরস্কৃত ক'রে বিদায় ক'রব ।

ভট্ট । যে আজ্ঞা ।

[প্রস্থান ।

মহানদ । দেখ ভগবৎ । আর আমার নিশ্চিত থাকবার সময় নাই ; আজ হ'তে রঞ্জাবতীর প্রসূত সন্তানের সম্বন্ধে সত্যই আমি

কংসমূর্তি ধারণ ক'লাম । এখন হ'তে অকাসুর বকাসুরাদির প্রয়োজন । তারপর তোমরা—চানুর মুষ্টিক—সর্বশেষে আমি “মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন” ।

ভগবৎ । আজ্ঞে, প্রতিহিংসা-সাধনে সিদ্ধিলাভের মূলমন্ত্রই হ'ছে ঐ ।

মহানদ । এখন তুমি একটি কার্য্য কর, তুমি একবার অতি সাবধানে—অতি গোপনে—ইন্দ্রে মেটেকে ডেকে আন দেখি ।

ভগবৎ । ইন্দ্রে ! সেই ডাকাত বেটা ?

মহানদ । সে ডাকাত হ'ক্, নরঘাতক হ'ক্, আমার সম্পূর্ণ বিধাসী, নিতান্ত আজ্ঞাবহ—বিশেষ তত্ত্বমন্ত্রে সিদ্ধপুরুষ । তুমি স্বয়ং গিয়ে ডেকে এনো, দেখ' যেন অত্মকে পাঠিও না ।

ভগবৎ । যে আজ্ঞা । (স্বগত) তোমার পাপের ভরা যত শীঘ্র পারি বোঝাই ক'রে দিচ্ছি, ভগবানের হাতে যত ডোবে ডুবুক তারপর ভগবৎসিংহের নিজমূর্তি ধারণ । প্রতিহিংসা ! প্রতিহিংসা !! প্রতিহিংসা !!! বৃকের মধ্যে বাড়বানল জ্বলে রেখেছি ; যে আগুনে মন্দারণ চারখারে দিয়েছ, যে আগুনের তাপে আমার হৃদয়েব অধিষ্ঠাত্রী প্রতিমা অন্তর্দান হ'য়েছেন, সেই আগুনের শিখাসমষ্টি বৃকে ক'রে রেখেছি ; প্রতীক্ষা সময়—সময়ের প্রতীক্ষায় আজ অর্জুনের ক্রীড়রূপে অজ্ঞাত বাস, শমীবৃক্ষে গাণ্ডীব বিশ্রাম ক'চ্ছে । [প্রস্থান ।

মহানদ । ইন্দ্রে বেটা খুব তুখোড়, তারি ধড়িবাজ, বেজায় চালাক লাখ টাকা দেব ।

ভট্টের পুনঃ প্রবেশ ।

ভট্ট । (স্বগত) না যাওয়া হ'ল না, পাহারাওয়াল বেটা বলে কি না, ঠাণ্ডা যায়গায় চল ; বেটা ঠাণ্ডাগারদে ভরবে না কি ? আজকেই

চম্পট দেবার চেষ্টা ক'রতে হবে ; ভগবৎসিং লোকটা যা ইচ্ছিত ক'রে গেল, আমার মনের সঙ্গে অনেকটা মিলছে, এ লোকটাও যেন কোন ছদ্মবেশী ব'লে বোধ হ'ল, বোধ হয় কোন একটা মতলবে ঘুরছে ; (মহা নদের প্রতি) হুজুর ! এ ভট্ট নফরের আর একটু নিবেদন আছে, সত্য কথা লুকিয়ে রাখা আমার অভ্যাস নাই । চেপে রাখতে চেষ্টা ক'রছি, কিন্তু প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা উদ্বেগ উপস্থিত হ'চ্ছে, সেই জন্মই—

মহানদ । কেন, এর মধ্যে কোন সত্যমিথ্যা লুকোচুরি আছে না কি ?

ভট্ট । হুজুর ! সত্য কথায় যদি গোলাগের উপর নারাজ না হন, তাহ'লে ব'লতে সাহস পাই ।

মহানদ । আচ্ছা, সত্য যা তাই বল ।

ভট্ট । মহারাজ সুরসেনের দেওয়া পত্রখানি আমি তিন চারদিন যত্নে ফেলে রেখেছিলাম ; হুজুরকে দিতে সাহস পাই নাই, এর কারণ হুজুর জিজ্ঞাসা ক'রলেন না, আনন্দের সহিত কাল প্রত্যয়ে আমাকে পুরস্কৃত ক'রে বিদায় ক'রবেন ব'ললেন । কিন্তু হুজুর ! সত্য গোপন ক'রে রেখে, অমঙ্গলের প্রাণে মঙ্গল হাসি হেসে, সে পুরস্কার— সে বিদায়লাভে আমি আশা করি না । রাজা সুরসেনের প্রতি বিশ্বাস্তা প্রতিকূল ; যদিও শেষ বয়সে একটা অমাবস্তার প্রদীপ জ'লল, কালবাতাসে বুঝি তাও নিবিয়ে দেয় ।

মহানদ । কেন ? শিশুটার কোন অনিষ্ট ঘটেছে নাকি ?

ভট্ট । ইষ্টানিষ্ট ঈশ্বরের হাত ; তবে লক্ষণ দেখে সকলেরই বুক ভেঙ্গে গিয়েছে, জন্মাবধিই ছেলেটার অবস্থা ভাল নয় । আমার নাকি ওরূপ রোগী অনেক দেখা আছে, তাই বুঝতে পেরেছি ।

মহানদ । কি ? কি বুঝতে পেরেছ ? কোন আভ্যন্তরিক ব্যাধি না কি ?

ভট্ট । কি ব’ল্ব হুজুর ! ছেলেটী কখন দেখি লালবর্ণ, কখন দেখি নীলবর্ণ, কখন দেখি কে যেন এসে সর্ব্বাঙ্গে কালী মাথিয়ে দিয়ে গেল ; আমি অনেক গরীব ছুঃখীর ঘরে এরূপ ছেলের চিকিৎসাও ক’রেছি, তঙ্গ-মস্ত্রও জানা আছে ।

মহানদ । কি বুঝলে—ব্যাধিটা কি ?

ভট্ট । আর কি ! বাবা পঞ্চানন্দের দয়া ।

মহানদ । পঞ্চানন্দের দয়া কি ? যাকে পেঁচোয় পাওয়া বলে ?

ভট্ট । কি ব’ল্ব ধর্ম্ম অবতার ! আমাদের রাজা-রানীর কপাল বড়ই মন্দ ।

মহানদ । কি সর্ব্বনাশের কথা ? আহা হা ! ভগবন্ ! তোমার কি এই বিবেচনা ; অধিকার রাজবংশ নির্ব্বংশ করাই তোমার ইচ্ছা ? হা রজা ! হা প্রাণের ভগ্নি ! তোমার বুকে এ বজ্রাঘাত ! (চক্ষে বস্ত্র দিয়া রোদন)

ভট্ট । কেন্দ্রে আর কি ক’রবেন হুজুর ? আঁতুড়ের ছেলেকে পেঁচোয় পেলে প্রায়ই বাঁচে না ; তবে তঙ্গ-মস্ত্র, ঝাড়ান-কাড়ান, জাড়ি-জুড়ি, জলপোড়াই ওর ওষুদ, আমিও অনেক—

মহানদ । হাঁ হাঁ ! তুমিও নয় এই মাত্র ব’ল্ছিলে, অনেক ওষুদপত্র জানা আছে ?

ভট্ট । আছে বটে হুজুর ! সে সব গরীবকান্দাল পেঁচোর পক্ষে খাটে । রাজপেঁচো ত কখন ঝাড়ি নাই, তবে ঝাড়বার বিধিব্যবস্থা জানা আছে ।

মহানদ । তবে ভট্টরাজ মহাশয় ! আর বিলম্ব ক’রে কাজ নাই,

তোমাকে এখনি বিদায় ক'রে দিচ্ছি ; যাও, যতদূর পার ঝাড়কাড়া করগে ।

ভট্ট । আজ্ঞে হুজুর, সেজন্য তাড়াতাড়ি করবার প্রয়োজন নাই । আমাদের গুরুর হুকুম—রোগীকে ঝাড়া নয়, তাঁর নিয়ম স্বতন্ত্র বিধিব্যবস্থা স্বতন্ত্র, পঞ্চতন্ত্রের পঞ্চানন্দখণ্ডের মত ।

মহানন্দ । তোমাদের ওস্তাদের কিরূপ মত, রোগীকে ঝাড়তে হয় না ?

ভট্ট । হয় বটে, স্থলবিশেষে । পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গকে পেঁচোয় পেলে—রোগীকে ঝাড়তে হয় । পঞ্চানন্দ উদ্ধারখণ্ডের বচনে ব'ল্ছে, “পশ্বাদি কীট পতঙ্গানাং পঞ্চানন্দাশ্রয়ং যদিং, রোগী ছাড়ন্তিঃ সন্মার্জ্জনিনাং নরানাং মাতুলক্রম” বুঝতে পারলাম না ; সংস্কৃতটা ভাল জানা নাই, ব্যাথা ক'রে বুঝিয়ে দেন দেখি ?

ভট্ট । তদ্বৈ ব'ল্ছেন কি, পশ্বাদি কীট পতঙ্গানাং, কি না পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদিনাং অর্থাৎ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, অস্থাবর, বাস্তু, উদ্ভাস্তু, পাহাড়, পর্বত, পুকুর, পুষ্করিণী ইত্যাদি পঞ্চানন্দাশ্রয়ং যদিং অর্থাৎ এদিকে যদি পঞ্চানন্দ আশ্রয় করে, রোগী ঝাড়ন্তিঃ সন্মার্জ্জনিনাং অর্থাৎ সন্মার্জ্জনিনাং রোগী ঝাড়ন্তিঃ, সন্মার্জ্জনি কি না ঝাঁটা অর্থাৎ ঝাঁটা দ্বারায় এই সকলকে কি না ঐ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, অস্থাবরকে ঝাড়বে । তারপর নরানাং মাতুলক্রম অর্থাৎ নরানাং কি না সমুখানাং কি না মনুষ্যকে পঞ্চানন্দ আশ্রয় ক'রলে, মাতুলক্রমং অর্থাৎ কি না অগ্রো মাতুলকে ঝাড়বে ; পরে মাতুলানিকে ঝাড়বে ক্রমে মাতুলবংশাদি ক্রমে ঝাড়তে থাকবে ! এখন বুঝতে পেরেছেন ? (স্বগত) এ বেজায় সংস্কৃত, মুখে মুখে রচনা ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া কি সোজা কথা, তবে তোমাকে একটু না বুঝিয়ে আমি যাচ্চিনে ।

মহানন্দ । তবে আর বিলম্ব কেন, ভাগিনেয়ের জীবনরক্ষার জন্ত যদি

জীবন দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত । ঝাড় ভট্টরাজ, আমাকে ঝাড়, মাধ্যমত চেষ্টা কর । যদি শিশুটীকে বাঁচাতে পার ভালই । মহাবাজকে এ সব কথা বলতে যেন ভুল না । তিনি যেন বুঝতে পারেন মহানদের প্রাণ কত ব্যাকুল হয়েছে, ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা করছি, কত চেষ্টা করছি ।

ভট্ট । আজ্ঞে এ কথা কি তাঁকে শুনাতে বাকি রাখব । হুজুর, এক গাছা কাঁটা চাই—দেখি, আমিই খুঁজে আনিছি । [প্রস্থান ।

মহানদ । (স্বগত) হুঁ, খবরটা প্রাণঠাণ্ডা খবর । যখন আঁতুড়ে ছেলেকে পোঁচোয় পেয়েছে, তখন আর দেখতে হবে না । ও ঝাড়ান কাড়ান আমি ঢের দেখেছি—ওতে ঘণ্টা হয়, তবে ঝাড়বে বেটা ঝাড়ুক, তবু ত রাজার কাছে গিয়ে বলবে । আমি কাঁদলাম, ঝাড়ালাম, এ কথাগুলো শুনলেও ত শালার মনে সন্দেহটা থাকবে না, বিশ্বাস বজায় রাখতে পারলেই বস্ ।

কাঁটাহস্তে ভট্টরাজের প্রবেশ ।

ভট্ট । হুজুর ! এ সময়ে এখানে যেন অপর কেউ না আসে ।

মহানদ । আচ্ছা, দরজা বন্ধ করে দাও বা অন্তরালে চল ।

ভট্ট । যে আজ্ঞে, তাই চলুন । সাবধান ! কথা কৈবেন না, যা বলতে হয়—ইঙ্গিতে বলবেন । থাক এই দরজা বন্ধ । হুজুর কাছাকাছি খুলে পশ্চিম মুখ হয়ে দাঁড়ান, একটু হেঁট হয়ে ।

মহানদ । ইজের পরণে আছে যে, কাছা খুলব কিসের ?

ভট্ট । ইজের পরণে আছে, বস্ তাহলে আর প্রয়োজন নাই, নব-দ্বার খোলা থাকলেই হ'ল । বেটা যে কোন্ দ্বার দিয়ে পালাবে তার ত নিশ্চয় নাই ?

(নেপথ্য) - দরজা বন্ধ কেন ?

ভট্ট । হুজুর ! কে দরজা নাড়ছে ?

মহানদ । জিজ্ঞাসা কর ।

ভট্ট । কে আপনি ?

ভগবৎ । ভগবৎ সিং !

ভট্ট । হুজুর ! উনি ভগবৎ সিং ! আস্তে দেব ?

মহানদ । তোমার কার্যের বাধা না ঘ'টলেই হ'ল ।

ভট্ট । উনি জল আচরণে জাত ত ?

মহানদ । হাঁ, আমার সজাতি ।

ভট্ট । তবে আর কি ! তিন শত্রু হ'লেও, এ সকল পাপ শাস্তিতে তিন জনেরই প্রয়োজন । বাড়ী সাজ হ'লেই—এক লোটা জলের আবশ্যক, এই জন্তই তিন জনেব দরকার । মহাশয় ! এক লোটা জল নিয়ে আসবেন, আমি দরজা খুলে রাখলেম । হুজুর ! ঠিক হ'য়ে দাঁড়ান, আর একটু নীচু হ'য়ে, (বাড় ধরিয়া) একটু, আর একটু, বস ।

জলপাত্র হস্তে ভগবৎসিংহের প্রবেশ ।

ভগবৎ । এ সব কি হ'চ্ছে ?

ভট্ট । একটা দৈবকার্য, আপনি স্থির হ'য়ে দেখুন, আর একটু কার্য্য করবেন, পিণ্ডাচের উদ্দেশে - পিণ্ডাচের পৃষ্ঠে কতবার সম্ভার্জনি প্রহার করি, অক্ষুণ্ণ ক'রে গুণে যাবেন । ন'খা প্রহারের পরেই একটু জল ছিটিয়ে দেবেন, তারপর বাকী জলটা একটা শুষ্কস্থানে ঢেলে দেবেন । যতক্ষণ জলটা সম্পূর্ণরূপ শুষ্ক না হয়- ততক্ষণ হুজুর কথা কইবেন না । যা ব'লতে হয়, ইঙ্গিতে ব'লবেন ।

(ভট্টের মন্ত্রপাঠ ও প্রহাব, জল ছিটান ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ)

মহানদ । (কণ্ঠ হইতে মুক্তামালা ভট্টকে প্রদান ও লিখন লিখিয়া ভট্টের হস্তে প্রদান এবং পাঠ করিতে ইঙ্গিতে অনুমতি)

ভট্ট । (পত্রপাঠ) ভট্টরাজ মহাশয় ! আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অতীব অশুভসংবাদ হ'লেও, আপনি আশা করিয়া আসিয়াছেন ; আপনাকে বিমুখ করিলে আপনার আশীর্বাদলাভে বঞ্চিত হইব, সেইজন্য আপনার আশীর্বাদ লাভের প্রার্থনায়, আপনাকে এই মূল্যবান মুক্তারমালা ও সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিলাম, আপনি ভগবানের নিকট বালকের মঙ্গল প্রার্থনা করিবেন । এবং এ সকল কথাও মহারাজের কাছে বলিবেন, ইচ্ছা করিলে পত্রখানিও দেখাইতে পারেন ।

ভট্ট । এ কথা আর ব'লতে, আপনার কাঁদা থেকে বাড়ান পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই ব'লব, তবে এক্ষণে বিদায় হ'লাম । আশীর্বাদ করি অতি শীঘ্র—(ভগবতের প্রতি) তবে আসি মশাই ! (স্বগত) কেমন যাচ্ছ ! এখন বুঝতে পেরেছ, আমি কেমন ভট্টরাজ ! অনেক শ্রাদ্ধবাড়ী, অনেক প্রেতাআর গুপ্তিরবাড়ী প্রসাদ মেরে চুল-দাড়ি পাকিয়েছি ; তুমি বেটা ত কোন্ মামদো ভুত ! [প্রস্থান ।

ভগবৎ । উঃ, ভট্টবেটা চ'লছে দেখ ; এর মধ্যে কতদূর গিয়ে প'ড়েছে ।

মহানদ । চ'লে গিয়েছে বেটা ?

ভগবৎ । চুপ ক'রে থাকুন, কথা কইবেন না ।

মহানদ । কি, কথা কইব না ? আজ অচ্যুদিন চেয়ে দশগুণ বেশী কথা কইব । বেটার মন্ত্র মাটি ক'রে, তবে আর কাজ । ভগবৎ ! এর ভিতরকার অর্থটা বেশ বুঝতে পেরেছ ? যাক্, এখন হুঁদে বেটার খবর খবর কি বল দেখি ? তুমি নিজে তার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছিলে না ?

ভগবৎ । আজ্ঞে হাঁ ; আমি নিজে তার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম ; সে বেটা কোথা থেকে একটা মুসলমানী নাকি বার ক'রে নিয়ে এসেছে ; সেইটের সঙ্গে বাগড়া ক'রছে—বাগমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর মদ খাচ্ছে । আমি তাকে ডেকে এসেছি, এলো ব'লে । ঐ যে মনের ক্ষুণ্ণিতে আবার গান ধ'রছে ।

বোতল বগলে ইঁদে মেথরের প্রবেশ ।

গীত ।

বাহবা ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ, বাহবা ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ,
বাহবা ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ ।

মুলাকাৎ হোগা মেরা হজরৎ কি সাথ ॥

গুল্ সরাব লিয়া, মায় খুসি রহা

পিয়া পিয়া পিয়া আশ নাইকো বাতি কহা,

মায়কো দিল্ দেনেকো, উসিকো লেনেকো,

কেত্‌না হাম তকলিফ্‌ সহা—

(আবি) সহর সরগরম, মজেমে দেনা মরম্,

যব দিল্ দিল্‌মে পৌছে, কুছ্‌না রহে তফাৎ ।

(গীতান্তে এক পার্শ্বে উপবেশন ও আপন পদতল দর্শন)

ভগবৎ । ওরে ইঁদে !

ইঁদে । আজ্ঞা গো ।

ভগবৎ । ওখানে কি ক'রছিস্ ?

ইঁদে । মেরা পাঁও মে এক শালা কাঁটা ফুটিয়ে গেলো গো ।

ভগবৎ । এ পরিষ্কার রাজবাড়ীর মধ্যে কাঁটা রে বেটা ?

ইঁদে । আরে কেয়া রাজবাড়ী দেখাও জনাব্ ! কাঁটা কাঁহা নেই হয় ? কৈ আমীর আদমি, ভদর আদমি হোকে বছৎ গোস্তাগি, বছৎ বেইমানি কর্তা হয় ; ধরমপথমে কাঁটা দেতা হয় । কৈ পরদানসিন্ জানানো হোকে কুলমে কাঁটা দেতিই কৈ বড়া আদমি, লাক্কোদার আদমি হোকে অন্দরকা জানানো, গোলাম লোক্কো দেকে—ডোম্ মেথোরকা আউরাৎ লেকে মজ্গুব রয়তা হয়, ও শালা লোক কুলমে কাঁটা লাগাতা । ইজ্জোৎমে কাঁটা লাগাতা, ধরমপথমে একদম কাঁটা লাগাতা । গরীব আদমিকা ঘরসে আমীর উম্‌রাকা ঘব্‌মে, এসিমাফিক্ কাঁটা যাস্তি হয় । ইন্দিয়ার পাঁওমে এক শালা বড় জব্বর কাঁটা ফুটিয়েছে ।

ভগবৎ । শীগ্‌গির এদিকে আয়, হুজুর তলব ক'রছেন ।

ইঁদে । আরে রয়নে দেও তোমরা হুজুর ! ইন্দিয়াব পাঁও সে হুজুর বড়া নেই, আগাড়ি পাঁও ঠিক ক'র্বে, তবেত ইন্দিয়া যাবে ? কি কাম আছে বোলো না, হামার ত কাণ আছে ।

ভগবৎ । হুজুরের কাছে আয়, যা ব'ল্‌তে হয়—হুজুর ব'ল্‌বেন ।

ইঁদে । আচ্ছা আচ্ছা । (মহানদের নিকট গিয়ে) সেলাম হুজুর !
মেরা সাৎ কোন্ বাৎ আছে, বোলো তো হুজুর !

মহানদ । দেখ ইঁদে ! তুই আগার চিরদিনের বিশ্বাসী ।

ইঁদে । হাঁ, বিশীউয়াসী ত আছে গো ! বিশীউয়াসী আছে, নেমোক্‌কা গোলাম আছে, এখন কেয়া হুকুম আছে বাতলাও ত ?

মহানদ । কাজ বড় গুরুতর হ'লেও তোর পক্ষে সহজ । এখন হুকুম রাখ্‌বি ত ?

ইঁদে । আরে খোদাবন্ ! এ তো বড়া মুস্তলকা বাৎ ; আগাড়ী হুকুম বাতলাও, হাম হুকুম তামিল কর্‌নে আথেগা কি নেহি আথেগা, সে জবাব পিছাড়ি দেগা ।

মহানদ । দেখ অতি গোপনীয়, অতি গুহ্য কথা ।

ইঁদে । কেয়া গুহ্যকা বাৎ ? আপ্কা গাঁড়সে বাৎ লিক্‌লানে, আপ্কা গাঁড়সে লেক্‌লানে মুসে লেক্‌লানে একই বাৎ ছায়, জুদা কুচ নেই । সো হামারা বহুৎ রোজ মালুম হোগিয়া ।

মহানদ । (স্বগত) বেটার কি স্পর্কার কথা ; যাক্ চটান হবে না, কাজ নিতে হবে । (প্রকাশ্যে) ইঁদে ! তুই বেটা চাকর হ'য়ে—এমন কথা বলিস্ ?

ইঁদে । সাঁচ্চাকো মার নেই খোদাবন্ । তুমি মনিব আছ, হক্ বাৎসে গোস্বা হইয়ে থাকে, গবদানা ত দে দিয়া, খুসী হোয় কেটিয়ে লিতে পার ।

মহানদ । দূর পাগ্‌লা ! তোর গব্দান আমি কেটে নেব ? তুই আমার বিপদে সম্পদে ডান হাত বাঁ হাত ; গব্দান দিয়ে তোর গব্দান রক্ষা ক'ব্ব । এখন আমার কথা শোন তোকে এ কাজ ক'রতেই হবে ।

ইঁদে । আচ্ছা, কোন্‌ কাম হাম্‌কো বোলো ত ?

মহানদ । তোব মনের মত ওস্তাদ যোয়ান ছ'চার জন সঙ্গে নিয়ে, তোকে অম্বিকায় যেতে হবে, বুঝেছিস্ ত ?

ইঁদে । হাঁ বুঝিয়েছে, এখন যেতে হোবে ?

মহানদ । না দিনমানে না, খুব ঘুর্ঘুটে অন্ধকার রাতে । যখন অম্বিকা-নগর নিশুন্ধ হবে, রাজপুরী নিশুতি হবে, সেই সময় রাজার অন্তরে প্রবেশ ক'রে, সম্প্রতি রাজা সুরসেনের যে একটি সন্তান হ'য়েছে, সেই ছেলেটোকে চুরি ক'রে এনে—আমার কাছে হাজির ক'রতে হবে । পুরস্কার মোটা বক্‌সিস্ পাবি ।

ইঁদে । হাঁ মোটা, এতনা মোটা, তোমার হাতসে ইঁদিয়ার মসীবাসে 'ওস্‌মাফিক বক্‌সিস বহুৎ মিলা । আচ্ছা মজাদার ছকুম ! একদম দেল

খুসি হৈয়ে গেল, যো রাজবাড়ীমে শালা—কেলুয়াডোম পাহারামে খাড়া আছে, ওস্কা আউরাৎ লখি ডোম্‌নি শালি আছে, দলো আছে, বলা আছে, আওর বহুৎ ডোমের যোয়ান আছে, কোন্ শালা সে বাঘের মুখে গরদানা দিতে যাবে বাবা ! কেলুয়া শালার লাঠি ফলার জোর, আওর লখি শালির তীর কামটাকা জোর হামারা বহুৎ মালুম হায় ! ও শালির তীর একক্ৰোশ জমিন্ ছোট্টে, হাতী গণ্ডার ভুঁয়ে লোট্টে, উড়্‌তি পাখীর চ'খে নিশান মারে, এসা শালির হাত দোরস্ত হোগিয়া । হামি রাজবাড়ীমে লেড়্‌কা চুরি করনে যাবে আর লখি শালি এক তীরে গৈথিয়ে—বিষ্ণুপুর পৌছে দেবে ! আউর লেকেন এস্‌মাফিক্ হুকুম তামিল করনে জল্লাদকা কলিজামে ছুঃখ লাগে । অম্বিকার রাজা দেওকা মামফিক আদমি, ওস্কা চার্ চার্ বেটা একদম লড়াইমে মর্ গিয়া । বুড়্‌তা কাল্‌মে খোদা একটা সন্তান দিয়া, ও ত রাজা রাণীকি জান্, কাল্‌জাকি রক্ত হায়, ঐ বাচ্ছা চুরি কর্কে তোমরা পাশ পৌছায় দেগা ? আওর তোম্ শয়তান জল্লাদকা মামফিক ঐ বাচ্ছাকা জান্ লেগা ? আওর উধার বুড়্‌তা রাজা কলেজা ফাট্‌কে মর্ যানা, রাণীভি পাগলি হোকে দম ফাট্‌কে ম'রেগা, হাম শালা জাহানবে যাগা, আওর তোম রাজা হোকে—ননী, ছানা, মিঠাই থাকে মজা লেগা ! কেয়া গরজকা বাৎ, অম্বিকাকা রাণী আপ্‌কা সোদর বহিন লাগে না ? উঃ কেয়া বেইমানি !

মহানদ । আরে বেটা, ওসব ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা এখন রাখ্, এ কাজ ক'রতেই হ'চ্ছে তোকে ।

ইন্দে । নেই মনিব ! হামসে ওস্‌মাফিক বেইমানিকা কাম নেহি হোগা । ও লেড়্‌কা লেড়্‌কী মারনে ইন্দিয়া নেই শেকেগা, তোমরা মামফিক আদমি হোয় ত দশ বিশটা গরদানা জুদা করিয়ে দিই, ছনিয়া ঠাণ্ডা হইয়ে যায়, লেড়্‌কা মারনেসে কেয়া ফয়দা হোগা ?

মহানদ । আরে মর বেটা মাতাল ! চেষ্টাসনে, যা ব'ল্‌বি আন্তে বন্, গোল ক'রিসনে ।

ইঁদে । হাম কেয়া গোল করোগা খোদাবন্ ! ঐ আস্‌মান্‌মে এক বেটা চোল লেকে বৈঠা হায় ; সব শোন্‌তা হায়, ঐ বেটা সব গোল করোগা, ইন্দিয়া মেটা খুব হুঁসিয়ার আছে ! আপ্‌কা বাৎ পেটমে পচিয়ে—টাটিমে নেকাল দেগা । আপ্‌ দোস্‌রা আদ্‌মি ভেজ হুঁয়া, ওস্‌মাফিক্‌ ধরমখোর্‌কা 'বেইমানিকা' কাম হাম্‌সে নেই তামিল হোগা জনাব । গোলামকা গোস্‌তাগি মাপ দিজিয়ে হাম চলিয়ে, স্‌আলাম ।

(গমনোচ্ছত)

মহানদ । (স্বগত) এই, বেটা সব দিক বুঝি মজালে ! ওরে ইঁদে ! ওরে বেটা মোটর পো ! যাস্‌নে, শোন্ ; মনিবের কথা কি ঠেলতে আছেরে বেটা ?

ইঁদে । মনিবের কথা ঠেলিয়ে গেলে কি হইতে পারে ছজুর ?

মহানদ । অধর্ম্ম হয় ।

ইঁদে । আর আপ্‌নে বহিন্‌কা এখে বড় বাচ্ছা, বেগর কসুরসে মেরিয়ে ফেল্‌নে, স্বরগবাস হ'য় ? কেমন ? এহি ঠিক্‌ বাৎ ।

মহানদ । আরে সে ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখ্‌বার তোর দরকার কি ? তুই আপনার কর্তব্য বজায় রেখে কাজ কর না, খুসী হবি বেটা খুসী হবি ।

ইঁদে । হাঁ খুসি ত হইয়ে আছি গো । চিজবাজ্‌ সবই মাঙ্গা হইয়ে গিয়েছে, পেটমে খাতি কুলে না, বাল্‌বাচ্ছা ভোকে মারা যাইতে লেগিয়েছে, আর হাম্‌শালা বাল্‌তি বাল্‌তি ময়লা খেটিয়ে থাওয়া বেগর খুসি হইয়ে পড়িয়ে থাকি, রাজ্যার আদ্‌মি সব যে খুসিতে রেখিয়েছ—সেই খুসিতেই খুসি হইয়ে পড়িয়ে আছি । ডোম বেটারা হরদম খুসি সাম্‌লাইতে না পেরিয়ে, একদম রাজ্য ছেড়িয়ে চলিয়ে গিয়ে অধিকামে ডেরা বেনিয়েছে,

ইন্দ্রেশাল জান্টা বড়া কড়া আছে বলিয়ে এখনো এ রাজ্যতে পড়িয়ে আছে ।

মহানদ । আচ্ছা কোন চিন্তা নাই ; এবার তোকে খুব খুসী ক'র্ব্ব ; দেখিস, বাতে বালবাচ্ছা নিয়ে বাবুর হালে ব'সে খেতে পাস্ তাই ক'র্ব্ব ।

ইন্দে । ও ক'র্ব্ব বাৎ ছোড়িয়ে দেও ছজুর ! পার হইয়ে গেলে, পাটনিকা মাং বড়া কুটুম সন্মিল লেগিয়ে যায় !

মহানদ । আচ্ছা কুচ্-পরওয়া নেই । হাজার আশরকি বক্‌সিস ; বিশ্বাস না হয়, এখন পাঁচ-শ নে—কর্ম্মণেষে বাকী পাঁচ-শ নিস্ নে ধর বেটা—

ইন্দে । হাজার আশরকি ! বহুৎ বোপেয়া, একটা কচ্চি নেড়কা, এক ফুকমে আছে—এক ফুকমে নেই । এমোন্ ত ঘর ঘর মরিয়ে যাচ্ছে, উহাতে কি হইয়েছে—ছনিয়া পয়গাল হইয়েছে । হাজার আশরপি ছোড়েগা নেই ওস্‌মে কেয়া বেইমানি হোগা আশবকি ছোড়ে গা নেই ।

মহানদ । কিবে ইন্দে ভাবছিস্ কি ? কেলোডোমের দাঠি আর লক্ষীডোমনীর তীরের খোঁচা ? পার্বিনে বুঝি ; কেমন ? তবে এত গুণগান মন্ত-তন্ত শিখেছিস্ কি ঢোঁড়া ধ'বতে ? কেউটে ধ'বতে নয় ?

ইন্দে । কল পরওয়া ছজুব ! ছনিয়ামে এসাকাম নেহি হয়, যো ইন্দেমেষেসে হাসিল হোতা নেই । কেলুয়াডোম ত কেলুয়াডোম—মন করি ত ইন্দিব রাজাকা গরদান কেটিয়ে আপকো খেয়াৎ ছানে শুকে ইন্দিয়া ।

মহানদ । বহুৎ আচ্ছা । নে আশরপি (টাকা প্রদান) এক মাস সময় দিলাম ।

ইন্দে । কিস্‌মাফিক সে লে আওবে গা ? রাস্তা বিজ্‌মে যদি মরিয়ে যায় ?

মহানন্দ । ম'রে যায় মাথাটা কেটে এনে হাজির ক'রে দিবি ; এক হাতে মাথাটা দিবি, এক হাতে পাঁচ শো আশরপির তোড়া নিবি, ডান হাত বাঁ হাত ।

ইঁদে । যো লুকুম জনাব !

| সকলের প্রস্থান ।

দ্বাদশ দৃশ্য ।

[ইঁদে মেথরের কুটীর-সম্মুখস্থ—রাজপথ]

ইঁদের মাতা শুকটীবৈদিনীর প্রবেশ ।

শুকটী । বাত ভাল কোঁ ! ফিকবাথা, দরদ্বাথা ভাল কোঁ ! গেটে বাত, ফুলোবাত ভাল কোঁ, কানাবাত, কনকনেবাত, চুলচুলেবাত, ঘুরঘুরে বাত, চ'ল্‌তিবাত ভাল কোঁ ! পিরীত ভাঙ্গা, নজর খারাপ কবা, পিরীত গড়া, ভাঙ্গাপিরীত যোড়া দেওয়া, সতীন বশ করা, ভাতার বশ করা, গুণ করা, জড়ি পড়া, স'রয়ে পড়া, পরদেশী ভাতার ঘরকে আনা, কে মাঞ্জিশ গো ! আমার কাছে চলিয়ে আয় । আমার জড়িজড়ি জলপড়া দিখিয়ে লে ।

গীত ।

যেমন আমার জলপড়ার গুণ, তেমনি জুড়ি-জাড়ি লো ।

দিয়ে ধোঁকা নিইনে টাকা দেখিয়ে ফাঁকা জাড়ি লো ॥

নগদা বাঁধা ছুটোছাটা, ছেলে ধরা আড়ং ঘাঁটা,

দাগী পিরীত মট্‌কা ফাটা, আমি আটা দিয়ে জুড়ি লো ॥

বার ফটকা ভাতার হ'লে, মন্তরেতে আসে চলে,
আয় চ'লে পায় ধ'রসে ব'লে স'রষে যদি পড়ি লো ॥

দুইজন পরিচারিকার প্রবেশ ।

প্র-পরিচারিকা । কি লো বেদিনী দিদি ! আজ কতগুলি ভাঙ্গা পীরিত যোড়া দিলি ?

শুক্‌টী । তুহাকে নিয়ে তিন কম একগুণ্ডা ।

প্র-পরিচারিকা । আমাকে শুদ্ধ নিয়ে তিন কম একগুণ্ডা ? তবে বল কেবল আমারি ভাঙ্গা পীরিত জোড়া দিয়েছিস্ ? এ জোড় কলম কোন গাছের সঙ্গে বাঁধলি ? আমড়া তেঁতুলের সঙ্গে নয় ত ?

দ্বি-পরিচারিকা । না লো বাঁদি ! আসল কিশন ভোগের সঙ্গে, বলিস্ ত গোপালে ধোপাও জুড়ে দিতে পারে । তবে নিতান্তই যদি ম'জলি, তাহ'লে ফজলি ছাড়িসনে, তাতে যদি বাই না থামে শেষে বোম্বাই আছে । ওর'বাগানে নেঙ'ড়া, বোম্বাই, কিশনভোগ, ফজলি সব আছে ; এর কোনটীর সঙ্গে কলম বাঁধাবি বল দেখি ?

প্র-পরিচারিকা । এর কোনটীর সঙ্গে কলম বাঁধি বল দেখি ? বাঁদি-গিরি আর ভাল লাগে না ।

শুক্‌টী । তুহার ত কলম বেঁধিয়ে দিয়েছি লো, ভাল গাছের সাথে বেঁধিয়ে দিয়েছি । আর বাঁদিগিরি না ক'রবি, রানী হবি ।

প্র-পরিচারিকা । রানী ত আছিই, তবে রাজরানী আর চাকরানী ।

দ্বি-পরিচারিকা । হেঁ, রাজরানীর গোড়ায় রাজ, আর তোর গোড়ায় চাক্ । তা ভাই ! চাক্ বজায় থাকলে অনেক মাছি জুটবে । বেদিনী দিদি ! আমাদের এই চাক্‌ওয়ালী রানীজীর ঘাসজল জোগাতে পারে, এমন একটা রাজা জুটিয়ে দে, তা রাজ-মজুর হ'লেও চ'লতে পারে !

শুক্‌টী । হাঁ, জুটিয়ে দিতে, ঘটিয়ে দিতে, ফুটিয়ে দিতে, লুটিয়ে দিতে সকল পারিলো ! সকল পারি । তুহাদের রাজা-রানীর জুকুমে সে অধিকা গিয়ে, সেথাকার রানীকে ছেলিয়ে হবার তাবিজ বেঁধিয়ে দিয়ে এসিয়ে-ছিলাম । কেমন ছেলিয়ে হইয়েছে বল ত ? শুনিয়েছি বড় আচ্ছা লেড়কা হইয়েছে, আমি সেথাকে যাব ।

প্র-পরিচারিকা । আহা যাবি বৈকি, যাস্‌ যাস্‌ । তা সেথানকার রানী-মা তোকে চিন্‌বেন ত ?

শুক্‌টী । ইস্‌, চিন্‌বে না ? নেঙ্‌টিবেলা হইতে এই বিষ্ণুপুরে ছিল, কেতো বুক-পিঠে করিয়েছি, কেতো নাচ-তামাসা দেখিয়েছি, সে ত মোর পেটের মেয়ের লাগান আছে ? আমি জরুল অধিকায় যাব, দাওয়াই ওয়াই বিকায় না, বেটা তেড়িয়ে দিলে, খেটিয়ে খাবার তাগদ নাই । থানা পিনা বেগরে বড় কষ্ট হইয়েছে দিদি !

প্র-পরিচারিকা । আহা ! তা ত হবেই, তা আমরা তোকে কিছু কিছু পথ খরচা দিচ্ছি, এই নে ধর—

দ্বি-পরিচারিকা । আমার কাছে একটা সিকি আছে নে, তবু একটা দিনেরও পথ খরচা হবে । (অঞ্চল হইতে খুলিয়া অর্থদান) অধিকা হ'তে এসে আগাদের রানীগার কাছে খবর দিস্‌, তাহ'লে এখানেও কিছু মিলবে ।

শুক্‌টী । বেঁচিয়ে থাক্‌ বোন্‌ ! এখন আসি ।

[প্রস্থান ।

ত্রয়োদশ দৃশ্য ।

[ইঁদেমেটের কুটীর]

রঙ্গিলার প্রবেশ ।

রঙ্গিলা । ঝাড়ু লাগাব, আগাড়ি পিছাড়ি ঝাড়ু লাগাব । জুতি
মারকে বেইমান্ কি বদন তোড় দিঙ্গি । আগাড়ি দেও বেইমান !
দো-মাইনা ভোর তগলিপ দেতা, হরাচুরি খেলতা, বুড়াকো ভাগাইয়া
বুড়াকো ভাগাইয়া দিয়া, আবি গোলামকে পয়জার পিঠা করেঙ্গে, তব
হামার নাম রঙ্গিলা ।

শুক্‌টীর প্রবেশ ।

শুক্‌টী । ইঁদিয়া বরকে আছিস রে বাপ ?

রঙ্গিলা । আয়া বুড়ি, ফিন্ আয়া । এই বুড়ি ফিন্ কাছে আইয়েছি ?
রে গস্তানি ! ভাগ, আবি ভাগ ! নেই ভাগ ত—তোম ইঁদিয়া সাথ নেকা
বস্, হামিভি ভাগতি ।

ইঁদের প্রবেশ ।

ইঁদে । কাছে রে রঙ্গিলা ! তোম কাছে ভাগতি মেরা জানি ?
আওর তগলিপ কি বাৎ নেহি, সব ঠিক হোগিয়া । আবি দো হাতমে
দো-পাটি খাড়ুয়া দেগা, রঙ্গিলা ঘাগরি, কুরতি দেগা, উম্‌দা মিশি দেগা,
খুসি করেগা । ঘাগরি, কুরতি, ওরনা, পিনায়কে আঁক্‌মে সুরমা, চানা,
দাঁতমে গোলাপী মিসি লাগায়কে, আসমানি পরী বানায়কে জরুর নেকা
বৈঠাঙ্গে (থলি দেখাইয়া) দেখ হুঁ খাড়ুয়া চাঁদি কি থারুয়া পেনায়গে !

গীত ।

ইঁদে । খাড়ুয়া পিনাঙ্গে দো হাতমে দো পাটি,
কাহে না ভালবাসবি ।
কাহে না ভালবাসবি, কাহে না নেকা ব'সবি ॥
পিনাঙ্গে খাড়ুয়া, রঙ্গিয়া ঘাগরিয়া, কুর্তি পিন্নে
বনে যেয়সা পরিকি তসবির । (চিবুক ধরিয়া)

রঙ্গিয়া । আরে হুট যাও বেইমান,

ইঁদে । গৎ তোড় মান ।

তেরি ইয়াদ নেই ছোটি, লো কসবি ॥

বাঁদি, আবি মালুম নেহি কোন্ হায় হাম,

রঙ্গিয়া । হায় বহৎ মালুম তু তো জুতি কি গোলান ।

ইঁদে । গৎ গোসা কর মেরিজান্, হাম নেমকহারাম ?

নেহি কাফের শয়তান ।

কিনেগা মিশি, করেগা খুসি

চানা দাঁতমে লেগিয়ে ফিকি ফিকি হাসবি ॥

শুক্কা । হামকো কি দিবি বাপজান ।

রঙ্গিয়া । দিগি আরমে থাল তেরি লেকাল উজান ।

শুক্কা । (যষ্টি উত্তোলন করিয়া) চোপ রহ বাঁদি

কসবি বেইমান ।

ইঁদে । (যষ্টি ধরিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ

হাঃ হাঃ ! হামি তোরে খুসি করেঙ্গা মায়িজান ।

দহি পিনাঙ্গে কেলা খেলাঙ্গে, এয়সা লক্ড়ি পাক্ড়ি

বুড়ি খুক্ খুক্ খুক্, খুক্ খুক্ খুক্,

খুক্ খুক্ খুক্ কাসবি ॥

শুক্‌টী । ছই কেলা খানেকা নসিব হামারা নেহি বাপজান্ ! এক টুকরা রুটি হামকো দে বাপ্ ! দোরোজ ভোর দাঁতমে এক দানা কাটা নেহি ।

ইঁদে । রুটি—কাঁহা মিলবেরে বেটী !

শুক্‌টী । দোলার বিবিকা খাড়ুয়া কাঁহা মিলবে রে বেটা ?

ইঁদে । ওস্কা খাড়ুয়া মেলেগা, তুস্কে কাড়ুয়া মিলেগা (স্বগতঃ) ওহো হো ! বড় একটা জব্বর বাৎ মনে পড়িয়ে গেল । বুড়্‌টিকা পাশ কাম লেনে হোগা, চটানাকা বাৎ আচ্ছা নেহি হায় (প্রকাশ্যে) দেখ বুড়্‌মায়ি ! গোসা ক'রিস না, হামি তুহার বেটা আছি, মাতাল উতাল মাহুয আছি, হামার কথায় রাগ গোসা করিস না । দেখ মায়ি ! তোহাকে একটা কাম ক'রতে হবে ।

শুক্‌টী । কি কাম রে বেটা ?

ইঁদে । নিদালিকা মন্তর হামকো বাতায় দেও ত মায়ি, বড়া দরকার লেগিয়েছে ।

শুক্‌টী । কি দরকার বাপজান্ ?

ইঁদে । সেটী হামি না ব'ল্বে । তোম মন্তর বাৎলাও হামি তোহাকে কুছ দে দেগা ।

শুক্‌টী । আবি দরকার ?

ইঁদে । জরুর দরকার ।

শুক্‌টী । কাঁ মিলে গা ?

ইঁদে । তু মায়ি আছিস্—হামি বেটা আছি, হামি তুহাকে বেয়া দেগা মায়ি ! একটা আস্রপি লেও ।

শুক্‌টী । আস্রপি ! হাঁ হাঁ, এতো আস্রপি হায়, এ কাঁহা মিল্‌লো রে বেটা ?

ইঁদে । সেটি হামি ব'ল্বে নেই, তোম আস্রপি লেকে মস্তুর বাৎলাও ।

শুক্‌টী । বাস্, শোনেকা দরকার নেই, তব্‌ দো চা'র বাৎ জানেকা দরকার ! কোন্‌ মু-মে যাবি ? জান্‌ লিবি কি ধন দৌলত চুরি ক'রবি ? জান্‌ লেনেকা মৎলব ছায় ত মুরদ কি মেইয়ে, যেহা জান লেগা, ও বাৎ কহে না ছক্‌তা কি নেহি ? এই কয় বাৎকো জবাব দেও ত ?

ইঁদে । কাহে ?

শুক্‌টী । দরকার ছায়, এক এক কামকা জুদা জুদা মস্তুর ছায় ।

ইঁদে । হাম যাগা পচ্চিম মুমে, দরকার চুরি । ধন-দৌলৎ নেহি, আদমি চুরি । যেস্‌কো চুরি কর্নেকো মৎলব ছায় ও মুরদ ছায়, আবি বাৎ কহেনে ছক্‌তা নেই ।

শুক্‌টী । (অগত) হুঁ, হাম বহুত রোজকা বুড়্‌টি মাগি, তু বেছয়া বেটা—হামার পাশ চালাকী খেলায়ে যাবি ? আস্রপি দেখ্‌কে হামারা ইয়াদ হোগিরা । শয়তানকা রূপেয়া থাকে—জল্লাদকা কাম করেকা, অশ্বিকা যাকে রজা বেটির কলেজা তোড়কে ওস্‌কা বেটা চুরি করেকা ও হোগা নেহি বাপজান্‌ ! এধার তোমকে মস্তুর বাৎলায়কে ওধার আগাড়ি অশ্বিকা যাকে সব কৈ ছঁসিয়ার ক'রেছে । নিমকহারাম ! বেইমান ! আস্রপি লেকে এসা গুণাগারি, এসা বেইমানি করেকা নেহি, ক'ভি নেহি হোগা, আবি অশ্বিকা চলেছি ।

ইঁদে । এ মাগি ! জরুর বাৎলাও, আউর কুছ তোমকে দে দেগা ।

শুক্‌টী । কুছ পরোয়া নেই, আও (কাণে কাণে মজ্জ দান)

ইঁদে । আউর কুছ নেহি ?

শুক্‌টী । নেহি, আউর কুছ নেহি ।

ইঁদে । বাস্ । দেখ মাইয়া ! খুব ছুঁসিয়ার, কই আদমিকা পাশ এবাং ব’ল মৎ, খুব ছুঁসিয়ার ।

শুক্‌টী । আরে বেটা ! কেন্‌কা ছুঁসিয়ার কর্তা, তু যাবি, হামি জান্বে, আউর ধরম জান্বে ; ওন্কা পাশ ছুঁসিয়ার রহো । দে’খ আমাবন্ধা রাত্‌মে যাবি, দোসরা রাত্‌মে যাবি মৎ । [প্রস্থান ।

ইঁদে । (বিড় বিড় করিতে করিতে) বাস্, এই ত বহুৎ সরগোং হোগিয়া । আমাবন্ধা রাত্‌মে জানে হোগা, বহুৎ আদমি সাত্‌মে নেহি লেগা, মেরা ভাই নিধিয়া যাগা—আউর সেধুয়াকে লেগা, ও আচ্ছা গুণি আছে । এ রঙ্গিলা ! এ ক্যা হায় রে । (তোড়া দেখাইয়া)

রঙ্গিলা । ও ক্যায়া হায় মেরিজান !

ইঁদে । আস্‌রপি হায় মেরিজানি ?

রঙ্গিলা । আস্‌রপি ক্যায়া মেরিজান !

ইঁদে । সোণেকা রূপেয়া মেরিজানি !

রঙ্গিলা । সোণেকা রূপেয়া ক্যায়া মেরিজান ?

ইঁদে । একা এক একঠো তোড়নেসে যোলেঠো টাঁদিকা রূপেয়া মিলেগা মেরিজানি !

রঙ্গিলা । হামকো দেওনা মেরিজান্ ?

ইঁদে । আগাড়ি নেকা বৈঠো জানি ! হামি ত তুহাকে জানি, তোমা বহুৎ কুলম্ জানি !

রঙ্গিলা । নেকা ত করিয়েছি থসম্ ! তোম থসম, হামি আওরৎ তেরা । মোল্লা ডাকো, কল্‌মা পড় দেও কুর্তি ওড়না মেরা ।

গীত ।

ইঁদে । আজ মেরা সাদী ।

মেরে পিয়ার কিয়া রঙ্গিলা সাহাজাদি, বাদশাজাদি ।

রঞ্জিতা । তু মেরা দিল পেয়েরা,
তু মেরি জান্নরে তু মেরি জান্ন,
আস্‌নাই কি দরিয়ায়,
পিরীত কি পালোয়ার বহে উজান,
সেঁইয়া বহে উজান ।
তুমেয় না, খসম বনা, হামি তুহারি বাঁদি ॥
হামি তুহারি বাঁদি ॥

[প্রস্থান ।

চতুর্দশ দৃশ্য ।

[অম্বিকা—রাজ-অন্তঃপুর ।

রাণী আসীনা, মন্ত্রী ও দাসীর প্রবেশ ।

মন্ত্রী ।

দেখ মা চাহিয়া মরি কি সুন্দর শোভা,
বসিয়াছে অম্বিকায় আনন্দের হাট ।
আনন্দ হিল্লোল কত উঠিছে চৌদিকে—
ঘরে ঘরে ছলুধ্বনি মঙ্গল আচার,
উল্লাস মঙ্গল বাণ বাজিছে নগরে ।
বিবিধ কুসুমভার কত যোগাইছে মালী,
দেবালয়ে পুড়িতেছে কত ধূপধূনা,
উল্লাসেতে সগোরবে সে সোরভ-রাশি,
বহিতেছে গন্ধবহ মৃদুমন্দ বহি ।
মন্দিরে বিগ্রহ মূর্তি পূজিছে পুজারি,

হইয়া মঙ্গলকাম শত উপচারে ,
 অবিশ্রাম চণ্ডীপাঠ হোম-স্বস্ত্যয়ন,
 হইতেছে চণ্ডীর মন্দিবে ।
 গৃহস্থের গৃহদাবে দীনের কুটীবে,
 শোভিতেছে পূর্ণকুন্ত আশ্রণাখাসহ,
 উড়িছে ধ্বজ পতাকা ধ্বজ সৌধশিবে,
 মন্দ-সমীরণসনে আনন্দে নাচিয়া,
 প্রচারিছে অধিকার আনন্দ বারতা ।
 দীনভুখী অন্ধ-খঞ্জ নিরয়-ভিখারী
 আসিতেছে কত দেশ-দেশান্তর হ'তে,
 কত শত যাইতেছে স্বদেশে চলিয়া ।
 আশাতীত ধনলাভে সন্তুষ্ট-হৃদয়ে—
 মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করিয়া সকলে,
 অধিকার দাতাকর্ণ রাজা কর্ণসেনে ।
 আশীর্বাদ করি তব নবীন বালকে,
 পুলকে মঙ্গলগীতি গাইতে গাইতে ।
 ঐ গুন, শত শত বৈদিক ব্রাহ্মণ,
 কবিতোছে বেদগান বেদোক্ত বিধানে ।
 শিশুব কুশল-কল্লো মহাহোমে কেহ
 দিতেছে আহুতি দেবী বঙ্কিমীব গৃহে ।
 প্রজা ভূত্য পুর্ববাসী স্বজন-বান্ধব,
 নিমন্ত্রিত—রবাহৃত অনাহৃত আদি
 দূর দূরান্তরবাসী অতিথি ভিখারী
 ভাসিছে সকলে আজ আনন্দ-সাগরে ।

আবানবনিতা-বৃদ্ধ প্রজা কোটী কোটী—

তোমার স্মৃতির দিনে স্মৃতি আজ সবে,

তুমি কেন নিবানন্দ অধিকা ঈশ্বরী ?

মমতাপ্রবণ হৃদি সদা শঙ্কাতুর

পড়ে তাতে মূহমূহ অজ-ছায়ামগ্ন

কপোলকল্পনাকৃত অমঙ্গল ছায়া,

জানি আমি ; কিন্তু দেবী জ্ঞানবতী তুমি ।

তোমার উচিত নহে, হেন শুভদিনে

অন্তবে অর্পিতে স্থান অশুভচিন্তায় ।

অকাতবে প্রাণ দিয়া ধর্মের উদ্দেশে—

হৃদয়ে পেয়েছ যেই প্রাণভরা ধন,

ধর্ম সাধনের ফলে কর্মবৃক্ষে তব

দেখ কি স্মৃতিফল ছলিছে উল্লাসে,

ধর্ম সাধনের ধন ধর্মের প্রসাদ

সাদবে ধরিয়া হৃদে পরিতৃপ্ত প্রাণে

কর মা হৃৎকের শাস্তি তাজ চিন্তা সতী

হ'ও না ব্যাকুলা এত বালিকার মত !

বাণী ।

সত্য আমি অল্পবুদ্ধি অবলা বালিকা ।

সহজে অবলা বালা দুর্বলহৃদয়া ।

কিন্তু পিতঃ ! নহি আমি হীনবুদ্ধি তত,

নহি আমি ততদূর দুর্বলহৃদয়া ।

স্নেহাধিক্য হৃদয়েতে যার—গতি তার কুচিন্তার পথে,

অমঙ্গল ছায়া সদা পড়ে সে হৃদয়ে,

কল্পিত চিন্তায় নানা দেখে বিভীষিকা ।

কিন্তু পিতঃ ! নহি আমি কুচিন্তাব দাসী
 কালনিক কুচিন্তায় নহি আকুলিতা ।
 আঁধার কুটীবে মোব জলিয়াছে আলো,
 আঁধাব আকাশে মোর উঠিয়াছে চাঁদ,
 বিগুঞ্চ বাগানে মোর ফুটিয়াছে ফুল,
 ছুটিয়াছে মকম্ফেত্রে শান্তি প্রস্রবণ !
 ধর্মের রূপায় মোর আনন্দের দিন
 আমারই আনন্দে আজ—আনন্দিত সবে ।
 কিন্তু পিতঃ ! অভাগিনী আমি,
 না জানি কি আছে লেখা পোড়াতাগ্যে মোব
 কি আছে ধর্মের মনে—না পারি বুঝিতে ;
 এই যে আনন্দ মম মনে হয় যেন—
 অশনিপতনপূর্বে বিছাতের খেলা ।
 হায় পিতঃ ! ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন মোর,—
 সুখের কপাল মোর হইত যত্বপি ;
 তা হইলে বিষ্ণুপুর রাজ-মন্ত্রী যিনি,
 পিতৃহীনা মাতৃহীনা পরায়পালিতা,
 অভাগী ভগিনী ব’লে রেহের নয়নে—
 একটি দিনের তরে না হেরিয়ে মোরে,
 চিরদিন বিষদৃষ্টে দেখিছেন তিনি ।
 বিষ্ণুপুর অধীশ্বরী জ্যেষ্ঠ সহোদরা
 তিনিও অপূত্রবতী হতাশ-হৃদয়া
 আমারও ছিল না আশা ।
 এক মাত্র ধর্মব্রতে ধর্মো ধোয়াইয়া

পেয়েছি মর্শের ধন ধর্মের প্রসাদ ।
 এ আনন্দে কোথা আজ আনন্দেব হাট
 বসাবেন বিষ্ণুপুরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোর
 উঠিয়া উল্লাস উৎসব—
 আনন্দ তুফানে বিষ্ণুপুর অদিকায় হবে একাকার ।
 তা না হ'য়ে, সে দাদা—সেই সহোদর
 কংসের হৃদয় দিয়া গঠিয়া হৃদয়
 বিনাশিতে ব্যগ্র আজ শিশুর জীবন,
 ভগিনীর হৃদপিণ্ড ছিন্ন করি যেন,
 কেড়ে নিতে সাধ তাঁর হৃদয়ের মণি ।
 কেনই বা আজ আমি দেবকীর মত—
 সন্তোজাত শিশু ল'য়ে শশঙ্কিত-প্রাণে,
 কেমনে বাছার প্রাণ বাঁচাব ভাবিয়া
 অকুলে ভাসিব আজ আকুল পরাণে ।
 চারিদিকে ঝঙ্কারাত বহিছে সবেগে
 কুটীরে জলিছে মোর ক্ষীণালোক দীপ ।
 কখন সে ঘূর্ণীবায়ু পশিয়া কুটীরে—
 নিবাইয়া দিবে আলো ভাঙ্গিবে কুটীর ।
 ভট্টমুখে সকলি ত শুনেছ সেদিন ।
 দাদার কুটিল-চক্র কি আর কহিব ।
 জানি মাতঃ ! জানি আমি পূর্বাপর সব,
 জ্যেষ্ঠের প্রকৃতি তব জানি পূর্ব হ'তে ।
 স্বার্থপর, অধার্মিক, নিষ্ঠুর বঞ্চক
 পাপের প্রত্যক্ষ মূর্তি সহোদর তব ।

মন্ত্রী ।

যে কার্য্যেতে কাঁপে প্রেত পিশাচের গ্রাণ—

পশুর হৃদয়ে হয় করুণা সঞ্চার,

সুখী সহোদর তব সে কার্য্য সাধিয়া ।

কিন্তু দেবি ! কি চিন্তা তাহাতে ?

ধর্মের আশ্রিতা তুমি সতী পতিব্রতা ।

ধরায় ধর্মের মূর্তি, দানকল্পতরু,

মহারাজ কর্ণসেন চির-পুণ্যবান্

পুণ্যধাম অম্বিকা তোমার ।

কি সাধ্য সে মহাপাপী পশি পুণ্যধামে

সাধিতে সক্ষম সতি ! অনিষ্ট তোমার ?

বাড়িয়ে পাপের ভরা ঈর্ষাবিষে জ্বলি—

আপনি আপন পাপে মজিবে দুর্গতি ।

রাণী ।

জানি সব, কিন্তু পিতঃ ! এ যে কলিকাল !

ধার্মিকের অধোগতি, পুণ্যপরাভব,

সত্য, শান্তি, দয়া, ধর্ম সবই হীনবল ;

কেবল পাপের বল প্রবল কলিতে ।

উদার ধর্মের দ্বার উন্মুক্ত সদাই—

পাপের কুটিল পথ বড়ই দুর্গম ।

তাই পিতঃ ! পাপী কংসসম সহোদরে—

বড় ভয় বাসি মনে, কি জানি কখন

কি কোশলে সর্বনাশ সাধিবে আমার ।

মন্ত্রী ।

প্রকাশে পশিতে কভু হবে না সক্ষম ;

শত্রুভাবে অম্বিকায়, থাকিতে এ পুরে

মহাবীর বীর কালু, কালের কিঙ্কর—

সমররঙ্গিনী লক্ষ্মী সঙ্গিনী তাহার ।

তবে যদি কুট শত্রু ছলে বা কোশলে
করে পাপী স্বকার্য সাধন ।

কপটীর চক্রভেদ বড়ই কঠিন ।

রানী ।

কোশলে সাধিবে কার্য পাপী মহানদ—
পাইয়াছি আভাস তার ।

তাই পিতঃ ! সদা প্রাণ কাঁপিতেছে মোর,
কখন কি সর্বনাশ ঘটবে আমার ।

মন্ত্রী ।

কার মুখে কি আভাস পেয়েছ জননি ?

রানী ।

ছিন্ন যবে বিষ্ণুপুরে বালিকা বয়সে,

সবাই বাসিত ভাল আসিত দেখিতে,

সবাই লইত কোলে করিত আদর ।

সেইকালে মাঝে মাঝে বেদিনী জনেক,

বাঁধিতে ঔষধ মোর জোষ্ঠা ভগিনীরে

আসিত সে অন্তঃপুরে, তনয়ার মত

আমারে বাসিত ভাল—দিত অঙ্গে বাঁধি

বিবিধ ঔষধ কত রঙ্গা মস্ত পড়ি ।

বিষ্ণুপুরেশ্বরী মোর জোষ্ঠা সহোদরা

বন্ধা তিনি, আমিও সে সহোদরা সম

পাছে বন্ধা হই এই আশঙ্কায়

বন্ধাত্ত ঘুচাতে মোর সে বৃদ্ধা বেদিনী

বাঁধিত ঔষধ কত বাল্যকালে মোর ।

মাতৃহীনা পিতৃহীনা পরায়ণপালিতা,

ভগিনীর মেহ আর রাজার করুণা—

একদিন ছিল মাত্র সঙ্গল বাহার,
 আজ সেই রঞ্জাবতী অম্বিকা-ঈশ্বরী ।
 পূর্ণকাম আজ সেই ধর্মের প্রসাদে—
 গুনিয়া আনন্দ মনে সে বৃদ্ধা বেদিনী
 এসেছে দেখিতে মম হৃদয়-রতনে ।
 হয় ত অন্তরে তার নিতান্ত ধারণা—
 আগারি ঔষধিবলে রঞ্জা পুঞ্জবতী ।
 এই ভেবে অতি কষ্টে সে বৃদ্ধা বেদিনী—
 এসেছিল অম্বিকায় অন্তঃপুরে মোর ।
 যথাসাধ্য পুরস্কার দিয়াছি তাহায়,
 আনন্দে আশীষ করি দিয়াছি বিদায় ।
 বিদায় হইয়া বৃদ্ধা বাইবার কালে—
 ব'লে গেছে বার বার অতি সংগোপনে,
 শিশু ল'য়ে সাবধানে থাকিতে সতত ;
 বিশেষতঃ অগাবস্থা আগামী নিশিতে—
 অতি সাবধানে সবে রহিবে জাগিয়া ।
 পাহারা, প্রহরী-দ্বারী পুরবাসী সব—
 সশস্ত্রে জাগিবে, যেন কেহ না ঘুমায় ।
 নিদ্রাবশে অলসে যুদিলে আঁখি তারা,
 হারাব নয়নতারা বক্ষের রতন ।

মন্ত্রী ।

কোথা যা সে বেদিয়া রমণী ?

রানী ।

বিদায় হইয়া চ'লে গেছে বিষ্ণুপুরে ।

মন্ত্রী ।

হ'লেও ইতর-জাতি বেদিয়া রমণী,
 অবিশ্বাস অবহেলা নহেক উচিত ।

ধূর্ততা, শঠতা, মিথ্যা ইত্যেব ধরে,
বড়ই বিরল, সত্য বেদিনীর বাণী ।
নিশ্চয় কি ছলে আছে পাপী মহানদ ।
রাণী । কি হবে উপায় পিতঃ ! কোথা যাব আমি
কাহার স্মরণ নিলে এ ঘোর সঙ্কটে
বাঁচিবে পরাণে মোর হিয়ার পুতলী ?
দয়া ক'রে এ সংবাদ দেহ মহারাজে,
কি বৃত্তি করেন স্থির স্বকর্ণে শুনিব ।
মন্ত্রী । ব্যাকুল হ'ও না মাতঃ অম্বিকা-ঈশ্বরী !
চিন্তিয়া ধর্মের পদ থাক শান্তভাবে ,
বিবরিয়া সব কথা জানায় রাজায়—
অবিলম্বে আসিতেছি সঙ্গে ল'রে তাঁরে । [প্রস্থান ।
বাণী । (স্বগত) কোথা তুমি ধর্মদেব ! কি দোষে—কি ছলে—
এ ছলা এ লীলা-খেলা অবলার সনে ?
পেয়েছি অমূল্যনিধি এসাদে তোমার,
তুমিই দিয়াছ হেন বুকভরা ধন !
তোমারই দেওয়া নিধি—তোমারই চরণে,
উদ্দেশে অর্পিল দাসী । দে'খ দয়াময় !
দিয়ে নিধি পুনঃ যদি লও হে কাড়িয়া,
দত্ত-অপহারী নাম যুগিবে জগতে ।

রাজা, মন্ত্রী ও প্রহরীর প্রবেশ ।

রাজা । রঞ্জাবতি !
এখনও কি ঘোচে নাই বালিকা-স্বভাব ?

কোথাকার হীনজাতি বেদিয়া রমণী—
 মিথ্যাবাক্যে দেখাইয়া গেছে আত্মীয়তা ।
 কতই স্নহদ্ যেন—কত ব্যথা ওগণে,
 এসেছে ছুটিয়া তাই বিষ্ণুপুর হ'তে,—
 শত্রু যুক্তি যড়বস্ত্র জানাতে তোমারে ।
 কিছু নহে সত্য ; মাত্র অর্থের লালসে—
 এসেছিল অশ্বিকায় সে বৃদ্ধা বেদিনী ।

রাণী ।

সত্য হ'ক—মিথ্যা হ'ক জানেন ঈশ্বর,
 দুর্জনের মনোভাব দেবের দুর্জের ।
 পদে পদে দেখেছ ত দাদার বাভার ?
 পদে পদে শুনেছ ত কটুবাক্য তাঁর ?
 মর্মভেদী বাক্য-বাণ সহিয়াছ কত ।
 তথাপি স্নহদুজ্ঞান হেন শত্রুজনে ?
 ভট্টমুখে সব কথা শুনেছ ত তাঁর !
 মুখে স্নধা অন্তরেতে তীব্র হলাহল ।
 কেমন গরল পূর্ণ হেমকুন্ত তিনি,
 ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভট্ট যারে পারিল চিনিতে,
 মহাজ্ঞানী হ'য়ে তুমি না চিনিলে তাঁরে ?
 আত্মবৎ জগৎ দেখা ধার্মিকের নীতি—
 সংসারীর পক্ষে কিন্তু অনর্থের মূল ।

রাজা ।

আমিও সংসারী রাজি ! একবার নয়—
 সংসার ত্যজিয়া আমি বৈরাগ্যের পথে,
 আবার বিধির চক্রে বিষম সংসারী ।
 স্নজনের সরলতা—শঠের শঠতা!

সংসারের রীতিনীতি আচার-ব্যভার—
না জানি এমন নয় ; কিন্তু রজ্জাবতি !
এতদূর অবিধাস স্বজন-স্বহৃদে,
এমন নির্মম পাপী চণ্ডাল ভাবিতে—
সরে না মানস মোর ; মানুষ্যও ত আমি ?
সত্য ত পিণ্ডাচ নয় সহোদর তব ?
জানি আমি, মহানদ স্বার্থের সেবক ;
নিতান্ত হৃদয়হীন নাহি ধর্মজ্ঞান,
স্বার্থসিদ্ধি-হেতু বাহা না সম্ভবে তারে ।
কিন্তু সতি ! বল দেখি কোন্ স্বার্থলোভে,
নাশিতে বাসনা তাঁর শিশুর পরাণ ?

রানী ।

জীবগণে দংশে সর্প কোন্ স্বার্থহেতু মহারাজ ?
তাজ রাজা এত উদারতা !
মহাপাপী মহানদ পূর্ণশত্রু জানি—
বৃদ্ধা বেদিনী-বাক্য বেদবাক্য-জ্ঞানে,
করে ধরি—কর রাজা বিহিতবিধান ;
নতুবা নিশ্চয়—পোহাইলে অমানিশা,
নারীহত্যা—শিশুহত্যা অশিবে তোমারে ।

রাজা ।

স্থির হও রজ্জাবতি ! উতলা হ'ও না ।
কে আছ হেথায় ?

প্রহরী ।

মহারাজ ।

রাজা ।

যাও নীচ, ডাক কালুডোমে—লক্ষ্মী আর বলাইয়ের সহ ।
নিরঙ্কর হইলেও সমর পণ্ডিত ;
নীচজাতি হইলেও স্মৃগী আমার ।

প্রহরী ।

যথা আজ্ঞা মহারাজ !

[প্রস্থান ।

রাজা ।

করিয়াছি পদে পদে বহু উপকার,
পদে পদে বুঝাইয়া বিষ্ণুপুররাজে—
শত শত অপরাধ দেওয়ায়েছি ক্ষমা ;
যে হ'তে জনমভূমি বাস্তবক্ষসহ—
গ্রাসিলেক দামোদর বিশাল উদরে ;
হইয়া আশ্রয়হীন আসি বিষ্ণুপুরে—
লইল আশ্রয় যবে ভগ্নীপতি গৃহে,
বালিকা ভগিনী এই রঞ্জাবতীসহ ।
কত গতে লওয়াইয়া বিষ্ণুপুর-রাজে—
দেওয়াইলু উচ্চপদ মূর্খ মহানদে ।
ভুলেছে কি মহানদ—সে সকল কথা ?
সৌহৃদ্য বন্ধুতা সহ প্রাপ্ত উপকার,
একবারে বিসর্জিয়া বিস্মৃতির জলে—
পারিবে কি এতদূর অকৃতজ্ঞ হ'তে ?
পারিবে কি এতদূর বৈরতা সাধিতে ?
সৌহৃদ্যের বিনিময়ে ধ'রে শত্রুভাব !
কিবা তব হয় অনুমান ?

মন্ত্রী ।

মদ্রোযধিবংশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে ।
সহস্র স্নহৃদ হও চির উপকারী,
খলের হৃদয়ে তাহা নাহি পায় স্থান ।
ভুগ্ধদানে পালিলে কি ভুজঙ্গশাবকে—
অধরেতে সুধাধার বহে তার কভু ?

উরগের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবের বশে—

উগারে সে হলাহল দুগ্ধ বিনিময়ে ।

লক্ষ্মী ও বলাইয়ের প্রবেশ ।

বলাই । (রাজা ও রানীকে প্রণামপূর্বক) কি শুকুম মহারাজ ?

রাজা । কালু কোথায় ?

বলাই । কাল রাত্রে আমাদের উপর গড়ের পাহারার ভার, আর
মায়ের উপর অন্তরের পাহারার ভার দিয়ে, শেষরাত্রে বিষ্ণুপুরে গিয়েছেন ।

রাজা । কেন, এখন হঠাৎ বিষ্ণুপুর যাবার কারণ ?

বলাই । সেখানে বাসকালে কারও কারও সঙ্গে কিছু কিছু দেনাপাওনা
আছে ; তাই যদি কিছু আদায় হয়, তাই ভেবে একবার তাগাদায়
গিয়েছেন ।

লক্ষ্মী । চিজ্বাজ্ সব মাঙ্গা হইয়ে গিয়েছে মনিব ! আর পাট্টকে
খাতি কুলায় না ।

রাজা । কেন লক্ষ্মি ! তোমাদের অন্নকষ্টের ত কোন কারণই নাই,
যদিও তোমরা আগার কাছে কিছু কিছু বেতনস্বরূপ গ্রহণ ক'রতে নারাজ,
তথাপি আবশ্যকমত দ্রব্যাদি নিতে ত তোমাদের কোন আপত্তি ছিল
না ?

বলাই । মা তা ত নিতে দেন না । বলেন, আমরা মনীষের মাটিতে
বাস ক'রছি । রাজার রাইয়ত হ'য়ে একটি পয়সা খাজনা দিতে হয়
না ; তার উপর মনীষের দয়া পেয়েছি, মা-বাপের ভালবাসা পেয়েছি,
এই ঢের ।

রানী । হাঁ লক্ষ্মি ! তুমি এমি ক'রে নিষেধ ক'রেছ ? এ কথায়
মনে বড় ব্যথা পেলাম লক্ষ্মি !

লক্ষ্মী । ওতে কিছু মনে ক'রিস্নে মনীষ-মা ! আমাদের কিসের ছুঃখ আছে ? এমন সর্গেব্ দেবতা মনীষ পেয়েছি, মনের স্মৃতিতে রাম-রাজ্যে বাস ক'ব্ছি, আমাদের কিসের কষ্ট আছে না ! তবে লোকেব্ ছয়োবে ছু-পয়সা পাওনা খুওনা আছে, আদায় হইয়ে এলেই, কাজে লেগিয়ে যাবেক্ । রাজারানীর ভাত ত আমাদের হাঁড়িতে তোলা আছে মা ! যখন কিছু না জুটবে, গতর খেটিয়ে খেতে লাব্ব, তখন সে হাঁড়ির ভাতে হাত দিব । এখন হইতে রাজাব ভাতে পেট পুষ্টে শিখলে যে আর খেটিয়ে খেতে লাব্ব । তু ছুঃখ করিস্নে মনীষ-মা ! লক্ষ্মী তোর তেমন বেটি না আছে, লেবাব খাবার সময় সে বোঝে । এখন ডাকি-য়েছি কিসের লেগিয়ে বলত ?

বাণী । কালু আসবে কবে—কিছু ব'লে গিয়েছে কি ?

লক্ষ্মী । তাতে তোব কি দরকার আছে মা ? সে সব ভার লক্ষ্মীকে দিয়ে গিয়েছে । সে আশুক, না আশুক—মোরা ত মা-বেটা আছি ?

বাজা । বলাইও শুনেছি খুব খেলোয়াড় হ'য়েছে, বাপের মত সাহসও আছে, বলাই বাপের নাম বাখতে পারবে ।

লক্ষ্মী । বাঘিনীর পেটে শেয়াল জন্মায় না রাজা !

রাজা । লক্ষ্মী ! আমি বুঝেছি—তুই সামান্য মেয়ে ন'স্, যদিও প্রকৃতি মাত্রেই সেই পরা-প্রকৃতি মহাশক্তির অংশ, তথাপি যেন তোমাতেই তাঁর প্রলয়ঙ্করী শক্তি পূর্ণাংশে প্রকটিত । তোমার প্রতি কার্যো, প্রতি বাক্যো, প্রতি পাদক্ষেপে—যেন সেই বরাভয়দাত্রী ভৈরবীর মাতৈঃ রব ধ্বনিত হ'চ্ছে । তুমি নিশ্চয় কোন অভিশপ্তা দেবী ; নিশ্চয় কোন অভিশাপে মানবীকূলে নীচকূলে জন্মগ্রহণ ক'রেছ । আশীর্বাদ করি, পতি-পুত্রের সহিত তোমার মনের বল, বাহুবল আর এই স্বার্থশূন্য অকপট প্রভু-বাৎসল্য চিরদিন অটল থেকে, তোমার ধর্মবলকে প্রবল করে ।

ও কে ! কালু আসছে নয় ? আহা ! মধুসূদন ! সবই তোমার ইচ্ছা ।

কালুর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । সরদার এসিয়েছিঁস ? মনীষ ত তুহাব লেগিয়ে ভেবিয়ে সারা ।

কালু । (অভিবাদনপূর্বক) গোলামের জন্ত ভাবনা কেন ছজুর ! গোলাম একঘড়ি অধিকা ছাড়া নয়, তবে একটি দিনের জন্ত বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলান, তাও আটঘাট বেঁধে ।

রাজা । হাঁ, তা ত সব লক্ষ্মী আর বলাইয়ের কাছে শুন্লাম । কাল রাত্রে তুমি বিষ্ণুপুর বওনা হয়েছ, আজ তৃতীয় প্রহরের মধ্যে ফিরে এলে । এই বর্ষাকালের কুচল পথ-ঘাট, নদ-নদী একাকার, এমন ছুঁঘোগের দিনে সপ্তাহেব পথ—মাসেকের পথ হ'য়ে উঠেছে । তুমি এই এক সপ্তাহেব পথ গেলে আর এলে ! পথই যেন পরিচিত ; জন, জঙ্গল, সম্মুখে অতুল পাথর এরা ত তোমার হাত ধরা নয় ।

কালু । ছজুর ! গোলাম কখন পথ চেনাচিনির ধার ধারে না । সূত-স্বচ্ছন্দে নির্ভাবনাব অবস্থায় কখন কখন রাস্তাঘাটে যাতায়াত করি বটে, কিন্তু সাত দিনেব পথ একদিনে চ'লতে হ'লে, তখন আর রাস্তা ঘাটের ধার ধারিনে, পারাপারেরও তক্কা রাখিনে । তখন একটা মনগড়া সিঁদে রাস্তা বানিয়ে নিই, নদী নালা লাফিয়ে পার হই ।

রাজা । এত দূর সংবাদ আমি রাখিনে । আজ হঠাৎ একটি বিশেষ কারণ হ'য়েছে ব'লেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এখনও সে কথা বলাই বা লক্ষ্মীকে বলি নাই । তুমি এলে ভালই হ'ল, লক্ষ্মী আর বলাইয়ের সাহসে অনেকটা আশস্ত হ'য়েছিলাম বটে, কিন্তু তোমাকে পেয়ে

আমার সব চিন্তা দূর হ'ল । দেখ কালু ! তোমাদের পূর্ব প্রভু যিনি এখন বিষ্ণুপুর-রাজ্যের সর্ব সর্বা, শূন্যাম—সেই মহানন্দ নাকি আমার সর্বনাশ সাধনে উত্তত ?

কালু । এ কেমন কথা হ'ল মহারাজ ?

রাজা । যিনি স্বকর্ণে সব শুনেছেন, তাঁর কাছেই—তাঁর ভাইয়ের গুণাগুণের কথা শুন ।

কালু । কি খবর রানী মা ? আমি তোদের গোলাম, আমার কাছে সব কথা খুলে ব'লবি ।

রানী । বিষ্ণুপুর হ'তে একটা বৃদ্ধা বেদিনী এসেছিল ; আমি যখন বিষ্ণুপুরে ছিলাম, তখন সে আমাকে বড়ই ভালবাসত, আজ সেই বেদিনী অধিকায় এসেছিল ; তার মুখে শূন্যাম, দাদা আমার সর্বনাশের জন্ত ষড়যন্ত্র ক'রেছেন, বিষ্ণুপুরে ইঁদে মেটে ব'লে কে একজন গুণী আছে, তাকে দিয়েই হ'ক বা সৈন্যসামন্তকে নিয়ে অধিকায় চড়াও হ'য়েই হ'ক, আমার হৃদয়ের বাছাকে কোলছাড়া ক'রে—কেড়ে নিয়ে যাবে । আগামী অমাবস্তা রাত্রে এই দূরভিসন্ধি সিদ্ধি করবার সঙ্কল্প ক'রেছে । বেদিনী আরও কথা ব'লে গেল, খুব সাবধানে থাকতে—খুব সতর্কভাবে লোকজন, সৈন্যসামন্ত সজাগ থাকতে ব'লে গিয়েছে । সে বেদের মেয়ে হ'লেও, তার একটা কথাও মিথ্যা নয় ; সে বুড়মানুষ অনর্থক মিথ্যাকথা ব'লবার জন্ত এতদূর দূরান্ত পথ, দিন রাত হেঁটে অধিকায় আসে নাই, ভালবাসে ব'লে প্রাণের টানে ছুটে এসেছে । এখন কি উপায় হবে কালু ! লক্ষ্মী ! কি হবে মা ? হয় ত অমাবস্তা রাত্রিও শেষ হবে, তোদের সঙ্গে দেখা শুনাও শেষ হবে ।

লক্ষ্মী । ইহার তরে এত ভাবনা কিসের মা ? তোর গোলাম, তোর হুকুমের নফর মোদের সর্দারকে, বলা বেটাকে, মোর দেওর দলু

সরদারকে আশীষ কর, আর নিমকের বাঁদি লকীর মাথায় পায়ের ধুলো দিয়ে, ধরম ধেইয়ে সোণার চাঁদকে বুকে লিয়ে বসিয়ে থাক। সে শয়তানের কি মুগ্ধুর আছে যে মা মোদের ধরে গর্দান থাকতে মোদের মনীবের হিয়ার ধন কেড়িয়ে লিয়ে যায় ?

কালু । এ অভদ্রা বর্ষার ছুর্ঘ্যোগের দিনে যে বেশী সেপাই শান্তি নিয়ে—নদ নদী পেরিয়ে এসে, রাত্রির মধ্যে হানা দেবে এও ত আমার মনে নেয় না, আর তাহ'লেও এই ত আমি বিষ্ণুপুর হ'তে আসছি, কিছু না কিছু ত জানতে পারতাম । আমার বোধ হয় শয়তান কোনরূপ চুরির মতলব ক'রেছে ।

লক্ষ্মী । আর সেপাই শান্তি লিয়ে যদি চড়াও হ'য়ে—লড়াই দিতেই আসে, তাতেই বা কিসের ভয়রে সর্দার ? তোরা বাপ বেটায় বুকে হিন্মত বাঁধিয়ে ঠিক থাক, আমার কথা শুনিয়ে কাজ কর, দেখ এক আঁধারিয়া আমাবন্ধা রাত্বে শয়তানের লাক্ লাক্ লড়ায়ের সেপাই নদী কিনারে জমীন লেয়াতে পারি কি না ।

বলাই । তু কি মতলব ঠেউরেছিস্ মা ?

লক্ষ্মী । রাজার ছকুম লে, পরোয়ানা লিয়ে গড়কে যেতো বন্দুক হেতিয়ারওয়াল সেপাই আছে, সব ছুভাগ করিয়ে এক ভাগ রাজবাড়ী ঘিরিয়ে রাখ, দোসরা ভাগ দারুকা নদীর কিনারে ঠিক করিয়ে রাখ, আর তু, সর্দার আর আমি তিনজন নদী পেরিয়ে গিয়ে, তোরা বাপ বেটা পুরব মুখে আর আমি দূর-তফাতে পচ্ছিম মুখে আঁধার-আড়ালে তীরকাম্টি লিয়ে ঠিক থাকিগে । যে সব সেপাই নদী-কিনারে খাড়া থাকবে, শয়তানের সেপাইদল নদী-কিনারে পৌছছিলেই, তারা যেন এপার হ'তে একবারে বন্দুক ছুড়ে, তাহ'লেই শয়তানদের সেপাই—সা'র বেঁধিয়ে খাড়া হইয়ে যাবে, আর সেই ওক্কে মোরা এমন জোরে তীর ছুড়ব যে, এক একটা তীর

পাশাপাশি দশ বিশটে সেপাইকে গাঁথিয়ে লিয়ে চলিয়ে যাবে । দেখবি, এক ঘড়ির মধ্যে নদীর তুফান লাল হইয়ে যায় কি না !

রানী । না লক্ষ্মি ! তা হবে না, সে কালরাত্রে তুমি আমার কাছছাড়া হ'তে পারবে না । তুমি কাছে থাকলে, আমার অর্ধেক প্রাণ তোমার কাছে থাকবে, ম'রতে হয়—তোর কোলে ম'রব ।

কালু । তা হবে না মা ! এতদূর উতলা হ'লে অধিকা রক্ষা ক'রতে পারব না । এ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু রক্তপাত হবেই হবে । এখন যা ভাল বুঝ, তাই ছকুম কর ; কিন্তু ছেলে তোমাদের কাছে রাখব না ।

রাজা । কালু ! আর আমার ভালমন্দ চিন্তার সময় নাই । আমার মতির স্থির নাই, যা কর্তব্য বোধ কর—তাই কর, উপস্থিত তোমার উপরেই আমার নগর রক্ষার, ভবন রক্ষার আর সরলা বালিকার জীবন-রক্ষার ভার গুস্ত রেখে নিশ্চিন্ত হ'লাম । সেনাপতির উপর আদেশ-পত্র লিখে দিচ্ছি, সকলেই তোমার আজ্ঞাবহনে প্রস্তুত হবে । বিশেষতঃ, তোমার বীরত্বে, তোমায় দয়ায়, তোমার জ্ঞানে, তোমার প্রভু-ভক্তিতে, তোমার সৎ-সাহসে, পর-উপকারিতায় আমার রাজ্যের আবালবৃদ্ধ সকলেই তোমার বাধ্য, সকলেই তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান, সেনাপতিগণ সন্তোষের সহিত তোমার সুপরামর্শ গ্রহণ ক'রবে ; এ আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস । তথাপি তাদের নিকট অনুজ্ঞালিপি পাঠাচ্ছি ।

কালু । আর একটা কথা ছজুর ! আমাদের লাঠি, তীর, কাম্‌টী, ঢাল, ফলা ত আছেই, এর উপর গোটাকতক বন্দুক, হেতিয়ারখানা হ'তে দিতে ছকুম হ'ক । আমাদের ডুম্নীরে অন্যরের ঘাঁটিতে পাহারা দেবে, তাদের তীরের নিশান খুব দূরন্ত আছে, বন্দুক ছুড়তেও পারে ; তাদের কাছে তীর কাম্‌টী আর বন্দুক থাকবে । মাঝের ঘাঁটিতে আমার

একতারের জোয়ান সব লাঠি, তলোয়ার, ঢাল, ফলা, তীর, কামুটা আর এক একটা বন্দুক লিয়ে খাড়া থাকবে, সদর ফটকে মোর বেটা বলা কামানের উপর চেপিয়ে থাকবে, আমি অন্তর বাহিরে ফটক হ'তে গড় পর্য্যন্ত সব ঘুরব। লকী অন্তরের ঘাঁটি, গড়ের সেনা, সব দেখিয়ে বেড়াবে। সর্দারনীকে একটা ভাল বন্দুক ছকুম করিয়ে দেবেন।

লক্ষ্মী । ও শয়তানের হেতিয়ার ! ছব্‌লার হাতে জোয়ান মারে, ও হেতিয়ার লক্ষ্মী না ছোঁবে। মোর ভগবতী মনীষ-মা দোয়া দিস, রাজা মনীষ—আর তু সর্দার আশীষ করিস, মোর এই তীরকামটি বেঁচিয়ে থাক।

রাজা । লক্ষ্মী যেন সত্য-সত্যই মূর্তিমতী রণচণ্ডি ! যাও মা ! আজ তোমাদের হাতে আমার জীবন-মরণের ভার অর্পিত থাকল।

কালু । আপনি অন্তরে যান, কেলোডোমের গর্দান থাকতে—অশ্বিকায় যমের অধিকার নাই। আমাদের হাজার হাজার প্রাণ একদিকে, আর তোমাদের ঐ কুলের ধ্বজা, ঐ হাজার ভ্রমরা-ভ্রমরীর প্রাণ—ছেলোটের প্রাণ এক দিকে, এইটি ঠিক জেনে রাখবেন ; এখন অন্তরে যান।

রানী । লক্ষ্মী ! মা ! তোমাকে আর বেশী কথা কি ব'লব ? তোমার ছুটিহাত ধ'রে ব'লছি, অমাবস্তার কাল-নিশির অবসানে যেন তোমাদের এই হতভাগিনী মার মরা মুখ দেখতে না হয়।

লক্ষ্মী । আরে যানা পাগ্‌লী বেটি ! অন্তরে যা ! এত কথা লকীর কাছে, কি লেগিয়ে রে বেটি ? যা অন্তরে যা।

রাজা । কালু ! আর বেশী কি ব'লব, বড়ই গুরু দায়িত্ব—থুব সাবধান !

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চদশ দৃশ্য ।

অধিকার প্রান্তভাগ—নদীতীর

ইঁদে, নিধে ও সেধোর প্রবেশ ।

ইঁদে । হরদম্ ফিস্ ফিস্ ফিস্ ! ক্যায়া বাকমারি, শালাকা থোড়া ঘড়ি ফুরসৎ নেহি, হরদম্ ফিস্ ফিস্ ফিস্ পানি গেরতা । আস্মান্ ভরা কালামেঘ, কেয়া ঘুরখুটি আঁধার ! কুচ্ নেই ঠাওর হোতা । আঁধারমে আস্মান্ জমিন এক হোগিয়া । ময়দানমে গিধোর হাঁকতা, শেয়াল চেল্লাতা, কুত্তা ফোক্‌রাতা ! আঁখ্‌মে কুচ্ ঠাওর নেহি হোতা ! অধিকা লগিচ হোগিয়া । এ ভাই ! দেখ্‌ ত, আগাড়ি গড় মালুম হোতা নেই ?

নিধে । আ রে দাদা ঠিক হইয়ে গিয়েছে । এসিয়েছি এসিয়েছি, দেখ্‌তা না গড়ে বহুৎ বাতি জেলিয়ে দিয়েছে, বহুৎ সেপাই খাড়া রহিয়াছে । ঐ শোন্ ভেইয়া ! কেলুয়াডোম শালা হাঁকে ! শালা বড় ছস্মুন আছে, থোড়া মালুম পাবে কি টুকরা বেনিয়ে দিবে । জান্ রাখ্‌বি ত পেলিয়ে চল্ ।

ইঁদে । আগাড়ি আস্‌রফি লেকে, পিছাড়ি ভাগ্‌নেসে আচ্ছা হোতা নেহি ভাই-ই ! চলিয়ে আগাড়ি । যব নিদালি বাড়েগা, সব শালা সিপাহি জমিনপর গির যাকে—একদম ঠাণ্ডা হো যাগা ।

নিধে । (স্বগত) এই, দাদাশালা ম'রলো ! সদরফটকে কেলুয়া শালা আছে—লগ্নীশালী ঘাঁটি ঘাঁটি ঘুরছে, এখনি টুক ক'রে গর্দানটি কেটিয়ে লিয়ে, দরিয়ায় ডেরিয়ে দিবে ; হামি ত আগাড়ি না যাবে ।

ইঁদে । এ রে নিধিয়া ভাই ! চলিয়ে না, সাধুয়া কাঁহা ? ও শালা বড় গুণী আছে । ওকো ছোড়ো মৎ ।

নিধে । ঐ, শালা আঁধারে টিপি টিপি আওতা । এ সেধুয়া ভাই !
আওনা জলদি ?

সেধো । চোপ শালারা ! গোদা ক'রিস্নে, দেখ্‌ছিস সদরফটকের
ছয়ারে মৌকা মৌকা কামান পাতা, গুড়ুম ক'রবে—আর ছড়ুম ভাজার
মত ফেটে চ'টে—গোলার সঙ্গে গোল হ'য়ে উড়ে যাব ।

নিধে । তব্‌ ক্যা হোগা ভাই ? এ দাদাশালা ত কুছ্‌ কাম বোঝে
না ! নিদালি লাগা, ধুলিমুটি পড়িয়ে ফুকে মন্তর বেড়িয়ে ছেড়িয়ে দে ।

ইঁদে । কেয়া বুড়বুকা মারফিক বাৎ ! এত তফাৎসে নিদালি নেই
লাগে গা, লগিজ্‌মে চল্‌ও ।

নিধে । হাঁ হাঁ চলিয়ে, যমকা লগিজ্‌ চলিয়ে । একটি কামান
ছেড়িয়ে দেবেতো—সব ফাগ হইয়ে উড়িয়ে যাবে ।

সেধো । মর শালারা ! চুপ্‌ কর, চেষ্টাস্নে । এক কাজ কর,
সটান শুয়ে পড়, শুয়ে প'ড়ে গড়াগড়ি দিয়ে নয় বুকে হেঁটে আগিয়ে চল্‌ ।
দাগে কামান—উপর দিয়ে গোলা চ'লে যাবে । আর রশি ছই জমি
এগুতে পারলেই—আগি আট্‌বাট্‌ বন্দ ক'রে দেব, তারপর ইঁদে নিদালি
লাগাবে ।

ইঁদে । এই বহুৎ আচ্ছা শালা ! শুইয়ে পড়িয়ে যা (শয়ন) ।

নিধে । সেধুয়া ভাই ! শুয়ে পড়িয়ে যা না খাড়া কাছে ? (সেধুয়ার
শয়ন ও উভয়ের উপর আড়ভাবে শুইয়া) বাস, হামি এস্‌মাফিকসে
যাগা ।

ইঁদে । দেখ্‌ নিধিয়া ! এক থাপড় দেগা ত অকেল ঠিক হো যাগা ।

নিধে । এ শালা গর্দান কটা তছ্‌রূপ না করিয়ে আর দেশে গেল
না । এই লে চলিয়ে । (ইঁদে ও সেধোর সন্মুখদিকে গমন ও নিধিয়ার
পশ্চাৎদিকে গমন)

ইঁদে । এ কেয়া বেইমানি রে শালা ! ভাণ্ডাকা মংলব হায় ত
গর্দানটা রেখিয়ে দিয়ে চলিয়ে যা ।

নিধে । তা তুমি শালা নিলেও যমের হাতে প'ড়তে হবে, কেলুয়া-
ভোমের হাতে গর্দান গেলেও যমের হাতে প'ড়তে হবে, যে দিকেই যাই
এ শালা গর্দানার আজ পরমাই ফুরিয়েছে । চল শালা ! (উপুড় হইয়া
শুইয়া) এই মারি জোয়ান হিঁইয়া ।

সেধো । চুপ্ চুপ্ ! এই শালা গোল ক'রলে দেখছি । ঐ শোন,
রাজবাড়ীর ফটকে ঘড়ি বেজে গেল ; ঐ দেখ, সর্দারসেপাই বেটা, ঘোড়ায়
চ'ড়ে সব দিক দেখে গেল, এইবার পাহারা বদল হবে । এই পাহারা
বদলের ফুরসতে, চল আগরা চুপি চুপি বোঁপের আড়ালে গা ঢাকা
দিইগে । পাহারা বদল ঠিক হ'য়ে গেলে—একদম আটঘাট বন্ধ ক'রে
দেব । কি বলিস্নরে ইঁদিয়া ওস্তাদ ? চল, খুব হুসিয়ার—বাঁ-তরফ চল ।
[প্রস্থান ।

ষোড়শ দৃশ্য ।

অশ্বিকার দুর্গদ্বার

সশস্ত্র শিখ্‌সৈন্যগণের প্রবেশ ।

গীত ।

সৈন্যগণ । খাড়া পাহারা দেনা চাহিয়ে,
ঘুম্‌কে ঘাঁটি ঘাঁটি হো ।

বে-ছঁসিয়ারিসে জান টোটোগা,
শয়তান লোটোগা কুঠি হো ॥
লাগাও পাঁওতারি, খেল খেলয়ার,
থাপ্‌সে নিকালকে ভাঁজ তলোয়ার,
চড়াও সঙ্গিন, উঠাও বন্দুক,
নিধওয়ালীকো দেও ছুটি হো ॥

কালুর প্রবেশ ।

কালু । কিমাবে কি ঢুলবে যদি, হামি চালাবে লাঠি হো ॥
সৈন্তগণ । খাড়া পাছাড়া ইতাদি—

লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । নিধ জাগা তো ভুণ্ডি ফাঁসায়কে
লিকাল দেগা ডাল কুটি হো ।
নিধিয়া । দেখ্‌কে গুন্‌কে তড়াসমে মেরা
হইয়ে গেলা টাটি হো ॥

ইঁদে । আরে চুপ্‌ চুপ্‌ ! (উপবেশন করান)

হাওলদার । কেঁও লছমীজী ! রণচণ্ডী হোকো রণরঙ্গে মেতিয়েছিম্
মা ? বড় সুন্দর মেনিয়েছে, “চণ্ড্‌মুণ্ড্‌ বধে দেবী রক্তবীজ বিনাশিনী”
আহা ! মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি ! যা আপন কামে যা, হামার কাম হামার
ঠিক আছে ।

কালু । খুব সাবধান ! খুব ছঁসিয়ার, হাওলদার ঠাকুরজি ! সব জাগ
—সব জাগাও ।

সৈন্তগণ । সব জাগ ! সব জাগাও ! খুব ছঁসিয়ার ।

নিধে । ও বাবা ! শালা যেন বোগদাদ মুল্লকের যাঁড় । গলার
আওয়াজ দেখ, যেন পাহাড়ের গহ্বর হইতে কেঁদো সিঙ্গি গ'জ্জ উঠ'ল ।

[ইঁদে, নিধে ও সেধো ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

ইঁদে । এ সেধুয়া ভাই ! ঘাঁটি ঘাঁটি পাহারা ত সব ঠিক হইয়ে
গে'ল । এখন মস্তুর ছেড়িয়ে দে ।

সেধো । এক মুঠি ইঁছরের মাটি চাই, তা না মেলে ত এই মাটিতেই
হবে, তোরা ধুয়ো গেয়ে যা । (সুর করিয়া) এ এ এ এ—ই ই ই ই—
মা কালীর চরণ বন্দন, গা না খুব মিহিসুরে ।

ইঁদে, নিধে । (সুরে) মা কালীর চরণ বন্দরং ।

সেধো । প্রথমে বন্দিব আমি মা কালীর পায় ।

ইঁদে, নিধে । মা কালীর পায়—

সেধো । তার পরে বন্দিব আমি সর্ব দেবতায় ॥

ইঁদে, নিধে । সর্ব দেবতায়—

সেধো । স্বর্গেতে ইন্দির বন্দ, পাতালে বন্দ নাগ ।

ইঁদে, নিধে । পাতালে বন্দ নাগ—

সেধো । জলে বন্দ জটে বুড়ি, বনে বন্দ বাঘ ॥

ইঁদে, নিধে । বনে বন্দ বাঘ—

সেধো । ভূত বন্দ, প্রেত বন্দ, বন্দ দতিদানা ।

ইঁদে, নিধে । বন্দ দতিদানা—

সেধো । ছাতনিগাছে পেত্নী বন্দ, বন্দ পরির ডানা ॥

ইঁদে, নিধে । বন্দ পরির ডানা—

সেধো । আঁতুড়ে পোয়াতি বন্দ, বন্দ পাঁদাড়ে পেঁচো ।

ইঁদে নিধে । পাঁদাড়ে বন্দ পেঁচো—

সেধো । পরলেতে ইঁছর বন্দ, আঁস্তাকুড়ে ছুঁচো ॥

ইঁদে, নিধে। আঁস্তাকুড়ে ছুঁচো—

সেধো। আপিস অঞ্চলে বন্দ, ফিরিজির জুতো।

ইঁদে, নিধে। ফিরিজির জুতো—

সেধো। বরিশাল অঞ্চলে বন্দ, গুর্খার গুঁতো ॥

ইঁদে, নিধে। গুর্খার গুঁতো—

সেধো। সহরেতে থান্‌কী বন্দ, গেলায় বন্দ নটী।

ইঁদে, নিধে। গেলায় বন্দ নটী—

সেধো। ভট্টাচার্য্যের পায়ে বন্দ, তালতলার চটী ॥

ইঁদে, নিধে। তালতলাব চটী—

সেধো। বাঁটিতে খাঁটিতে বন্দ, পুলিশ সার্জেন।

ইঁদে, নিধে। পুলিশসার্জেন—

সেধো। স্পেসেল কনষ্টেবল ছেলের গার্জেন ॥

ইঁদে, নিধে। ছেলের গার্জেন—

সেধো। হরিসভায় হিন্দু বন্দ, মস্‌জিদে বন্দ মোল্লা।

ইঁদে, নিধে। মস্‌জিদে বন্দ মোল্লা—

সেধো। গির্জাতে ফিরিজি বন্দ, গড়ে বন্দ কেহা ॥

ইঁদে, নিধে। গড়ে বন্দ কেহা—

সেধো। কাটা পীর লাট বন্দ কাটা বাঙ্গলায়।

ইঁদে, নিধে। কাটা বাঙ্গলায়—

সেধো। বন্দেমাতরম্ বন্দ যাহার এই ঠেলায় ॥

ইঁদে, নিধে। যাহার এই ঠেলায়—

সেধো। জবাকুসুম তৈল বন্দ গন্ধে ভ'রপুর।

ইঁদে, নিধে। গন্ধে ভ'রপুর—

সেধো। কুন্তলীন দেল থোস এইচ বসুর ॥

ইঁদে, নিধে । এইচ বসুর—

সেধো । এ রে ইঁদে ! এইবার নিধিলি মন্তব ঝাড়, আমি আটখাট বন্দ ক'রেছি ।

ইঁদে । এ ভাই ! এ জবরদস্তি কি কাম নেহি, জরুরি কি বাৎ নেহি, ঠিকঠাক হোনা চাহিয়ে । সব বঠিয়ে যা, ফোজ চলতা, যাঁটি নেতা । (সকলের উপবেশন)

সৈন্যগণ ও কালুর প্রবেশ ।

কালু । এক সাব সিপাই কেন্নার পাঁচীয়ে সিধা হ'য়ে দাঁড়িয়ে যাও । (তথা-করণ) পিছনে চার চার সিপাহির কাছে এক এক তীরেন্দাজ দাঁড়িয়ে যাও । (তথাকরণ) বলাই ! সদর ফটকের ঠিক সামনে—তুই আর দ'লো ছ-জনে তুই কামানের উপরে বোস্ । লক্ষ্মী ! তু অন্দরেব পাহারা ঠিক রেখিয়ে, সব দিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে যা—খুব ছ'সিয়ার ! দেখ সিপাই ভাই সব ! শুন, জোয়ান লোক সব ! এই সব কাজের জন্ত—এমি দিন আসবে উদ্দেশে, ব'সে ব'সে রাজার নেমক খেয়েছ । ব'সিয়ে ব'সিয়ে কোমরে বাত ধরিয়েছে, হেতেরে ময়লা ধরিয়েছে, খাটিয়ায় প'ড়ে প'ড়ে ডাল রুটি হজম ক'রেছ ; আজ তার কাজ কিছু কর । নেমকহারামী ক'র না, বিক্রী করা প্রাণের মায়া ক'র না, তোলাভর রক্ত, কলিজায় থাকতে পেছু হ'ট না । একটি পা পেছনে ফিরবে কি দেখতে পাবে—ধড় হ'তে গর্দান উড়ে গিয়েছে, এ কথা যেন মনে থাকে । চল লক্ষ্মী ! দেখিয়ে আসি, তোহার ডুগুনী বহিন্‌রা কেমন খেলয়াড় হইয়েছে, এক একটা খোঁচা মেরিয়ে প'রকে লেব ।

লক্ষ্মী । আগাড়ি তুহার বহিন্‌কে পরকে লিবি চল শালা ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ইঁদে । এ দো-শালা-শালী ত ভেগিয়ে প'ড়ল, কা জানে এতো
দূরসে নিধালি লাগবে কি না ? আচ্ছা মন্তর ত ছোড়ি, দেখি কা হয় ।
(হস্তে ধূলা লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নিষ্কেপ)

বলাই । সেপাই লোক সব খুব ছ'সিয়ার ।

সেপাইগণ । বহুৎ আচ্ছা ।

বলাই । হাঁক লাগাও ।

হাওলাদার । সেপাই লোক সব জাগোও ।

সেপাইগণ । বহুৎ আচ্ছা, সব ঠিক ছায় ।

নিধে । এ দাদা ! নিধালি লেগিয়ে দিয়েছিস ?

ইঁদে । হাঁ, আবি জরুল লেগিয়ে বাইবে ।

নিধে । বহুৎ আচ্ছা, তু নিধালি লাগা ত দাদা ! হামি অন্দরের
দিক ঘুরিয়ে দেখিয়ে আসি, নিধালি লেগিয়েছে কি না । (স্বগত)
দাদাশালা নিধালি লাগাক, হামি ওধার দিমে অন্দরে ঢুকিয়ে লেড়কা
বেগিয়ে লিয়ে—আগাড়ি মহাপাত্তবকা পাশ হাজির কারিয়ে দিতে পারি ;
তা হইলে বাকী পান-শ আসরফি হামি গেরিয়ে লিব । আসরফি !
পান-শ মোহর ! অন্দরের নরদমা গলিয়ে ঢুকিয়ে প'ড়ব । (প্রকাশ্যে)
এ দাদা ! বাড়—মন্তর, লাগা—নিধালি, হামি ঘুরিয়ে আসি ।

। প্রস্থান ।

ইঁদে । (পুনর্ব্বার মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি)

(সকলের গাত্রকণ্ডূয়ন, অলসতাগ জ্বন্তন ইত্যাদি)

দলু । বলাই ! বড়া হাই উঠেছে বাপু ! এ কেমনটা হইল রে ?
বুড়া ঢুল চাপে ! আঃ, একটু গড়াগড়ি—

বলাই । সে খাতিরটা রাখতে নারব চাচা ! চ'ক বুজ্বি কি, জন্মের
মত বুজ্বি ।

দলু। তা যা খুসি ক'রিস্ বাপ ! ঘুমিয়ে বাঁচব, হামি ত আর খাড়া হ'তে নারি। এই কামানটী সিথানে দিয়ে—থোড়া ঘড়ি ঘুমিয়ে নিই।

বলাই। দ'লো কাকা ! রাজার হুকুম, মোর মা-বাপের হুকুম, খাড়া হইয়ে যা, নৈলে নিলাম গর্দান। (অসি প্রহারোত্তত)

ইঁদে। লাগ নিধিলি ফাঁকে ফাঁকে, আগাড়ি লেগিয়ে যা বলার আঁকে।

(ধূলা নিক্ষেপ ও বলায়ের হস্ত হইতে তলোয়ার পতন)

বলাই। আঃ শালা ! তলোয়ার প'ড়ে—বড় যান্ত্রি ঘুম লেগিয়ে গেল, থোড়া আড়া মোড়া ছেড়িয়ে লিই। (শয়ন)

হাওলাদার। এ সর্দারের বেটা ! এ ক্যা হোতা ? তেরা বাপ দেখেগা ত কাট্ ডালেগা, ওস্কা পাশ বেটাকা রেয়াং নেহি রহেগা। উঠ উঠ বাপ-জান্ ! খাড়া হো যাও।

বলাই। আঃ, কি ক'রিস্ শালি ! হামি আর দারু নেহি পিবে, বড়া যান্ত্রি লেগা—

হাওলাদার। এ সিংজি ! এ ক্যায়া হোতা ? আওর ত খাড়া রহেনে শক্তা নেই, সব বিম্ বিম্ বিম্।

সিংজি। এ ভাই ! এ ত বড়া যুস্কিল কি বাৎ হায়, ভাঙ্ ওং যান্ত্রি পিয়া ?

হাওলাদার। নেহি ভাই ! ভাঙ্ ত নেহি পিয়া।

সিংজি। সিপাই লোক সব ঢুল্তা হায়। এক কাম করো, নাককা অন্তরমে কাঠি দেকে স্খুড়্ স্খুড়ি লাগাও, ছ'চার দফা হাঁচো, জরুর নিদ ছুট্ যাগা। (সকলের নাকে কাঠি দিয়া হেচ্ হেচ্ শব্দ)

হাওলাদার। কুছ নেই হোতা, এ বড়া শয়তানি ঘুম হায়, গাঁড়কা অন্তরমে লাঠি চালানে নিদ্ ছোট্গেগা নেই, নাককা অন্তরমে কাঠি চালানো

ক্যা হোগা ভাই ! আওর ত কাঠি দেনেকা তাগদ নেই ! বাস, সীতারাম—সীতারাম ! (শয়ন)

সিংজি । (হাই তুলিয়া) জোয়ান লোক, সিপাই লোক সব জমিন লিয়া, হামিলোক ক্যা করি ? বড়া ঘুম ধরতা, এস্‌মাফিক্ (বাছ বিস্তার-পূর্বক) রহেগা, উ-ছঁ, হাতমে জোর পৌছেতা নেই, পাও খাড়া রয়তা নেই, সব শালা চিলা মারতা ছায় ! বৈঠিয়ে যাও । (উপবেশন) নেই সীতারাম—সীতারাম ! (শয়ন) কালুয়া শালা দেখেগা ত বড়া অস্কিল হোগা । ক্যায়া করে, তাগদ নেই ।

ইঁদে । বাস, সব শালা সিপাইলোক জমিন লিয়া, চলিয়ে সাধুয়া ! খুব ভসিয়া ।

[প্রস্থান ।

নেপথ্যে । জয় রক্ষিণীদেবীর জয় ।

ডুমনীগণের প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । এ বহিন সব ! অন্দর মহল ঘিরিয়ে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাহারা লাগা । ঘুমাবি শালী ত জোড়া ভাতারের মাথা খাবি ।

[প্রস্থান ।

ছলানি । খুব ব'লিয়েছি সর্দারনি ! তু বুড়ি আছিস, সর্দার বুড়োকে লিয়ে খেটিয়ায় প'ড়ে ঘুম লাগাবি । হামরা জোয়ান ছুঁড়ী সারারাত জাগি ; ঘুম মোদের লগিজ্ আস্তে নারে । এ বহিন্ ! সব ঠিক আছিস ?

সকলে । ছঁ ছঁ ।

ছলানি । বাস, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুর্তি করিয়ে, গান ধরিয়ে পাহারা লাগা ।

গীত ।

লে লে—লে ঢাল তলোয়ার তীর ।

খাড়া খাড়া লাগা পাহাড়া, তাড়া ছুঁমুন খেলোয়ার বীর ॥

আমরা সবে জোয়ান মাগী, সাবারাত ভ'ব খাড়া জাগি,

নয়না ঠাবে ক'ব্ব দাগী, হবে কলোজা দোফাঁক চর ॥

[প্রস্থান ।

নিধে । দাদা শালা কি নিধানিই লেগিয়েছে ! ঐ ত অন্তরমে বহুৎ
আদমি জেগিয়ে ! নেই হাণাব ত হিম্মত জুয়ায় না । আঁধাবে মিশিয়ে
পেলিয়ে, জান্ বাঁচাই (পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাদ্গমন)

কালু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । শোন ত সর্দার ! যেন পায়ের আওয়াজ কাণে লাগে নয় ?
অন্দবমহলে বিগানা আদমি ঢুকিয়ে, আঁধাবে আড়ি পেতিয়ে লুকিয়ে আছে
মালুম লাগে ! চন্ ত ঢুডি ।

নিধে । এই রে, শালা বুঝি পাকড়ালে , ধ'রবে ত টিপিয়ে মারবে,
টেনিয়ে দোড় লাগাই ।

[বেগে প্রস্থান ।

লক্ষ্মী । ঐ যে সর্দার । ঐ পানায় পাকড়াও—পাকড়াও ! ঐ—
আঁধাবে পেলিয়ে যায়, ধব বন্দুক—ছোড় গুলি ।

কালু । এ—ই শালাদোক ! খাড়া বহ ! নেই ত গুলি কবেগা ।

লক্ষ্মী । ও তোহাব বহিনের খসম না আছে, যে তোহার কথা
শুনিয়ে খাড়া বহিয়ে যাবে, আব তু যাইয়ে উহার প্যাটে গুলি চালাবি,
ক্যাবাৎ গোলোন্দাজ জোয়ান বে ! জলদি গুলি চালাও ।

কালু । (বন্দুকে নিশানপূর্বক গুলি করণ)

লক্ষ্মী । বাহবাবে পেন্দুকওয়ালা । ঠিক গুনি চেগিয়েছি! ও
শাবা বরকে যাইয়ে পাওয়া দাওয়া কবিয়ে, সবিয়ে থাক্কে । ঐ শোন!
শাবাব পায়ের সাড়া ! র—ব—হামি ওকে গেঁথিয়ে লিই ।

কালু । কি কবিয়ে আধারে তীর চানাবি ? শাবা ভেগিয়েছে ।

লক্ষ্মী । পায়ের সাড়া গুনিয়ে গেঁথিয়ে দোব ; ঐ সাড়া (তীর
নিষ্ক্ষেপ)

কালু । তীর না বিঁধিয়েছে, সরদাবনি ! হেরিয়েছি! ।

লক্ষ্মী । কি ব'লিস্ সদ্দাব ! তীর না গেঁথিয়েছে ? লকীর নিশানা
ফস্কিয়েছে ? তীব কাম্টি ফেলিয়ে দেব, তুহার বাঁদিগিরি ক'ব্ব, আর
ঝুড়ি টুকরি বুন্ব, আর যদি গেঁথিয়ে থাকে—তু মোব গোলাগী ক'ব্বি,
নাঠি ছেড়িয়ে লাম্বল ধ'ব্বি । চল ত দেখি, শরতান পাড়িয়েছে কি না ।

| প্রস্থান ।

লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । হাঃ হাঃ, এ লকী ডুম্নীব তীরের নিশান ! উড়্‌তি মাছির
ডেনা কেটিয়ে পাবি । নিয়ে আয় সরদাব ! শরতানকে । বেঁধা তীর
উঠিয়ে লিয়ে ছুম্মুনের মুহে এক লোটা পানি চেগিয়ে দে, খবণ পিয়াস
ধরিয়েছে ।

বাণবিদ্ধ রক্তাক্তকলেবরে নিধেকে লইয়া কালুর প্রবেশ ।

নিধে । সর্দার !—ভাই !—জলিয়ে গেল ! বিধে মাথা ফলা—বিধে
জেরিয়ে গিয়েছে ! জলিয়ে গেল ! জলিয়ে পুড়িয়ে কলেজা থাক্ হইয়ে
গেল ! বড়া পিয়াস ! থোড়া পানি —

লক্ষ্মী । দেখত সর্দার ! বেইমান কোন্‌ ছুম্মুন আছে ? এ রে সর্দার,
এ সেই বিটুপুরের নিধিয়া বেটা আছে না ?

কালু । হাঁঃ হাঁঃ, সেই ত বটে (ভূমিতলে নিক্ষেপপূর্বক) দূর নিমকহারাম বেইমান । সাধ ক'রে হাতে তুলে প্রাণটা দিতে অশ্বিকায় এসেছিলি ?

লক্ষ্মী । এরে নিমকহারাম ! পাজী বেইমান ! বিটুপুরের রাজ্যে বহু নিমক খাইয়েছি যে রে কাফের । ওহো হো ! ধরম কি নেই রে কাফের ? এখন বুঝিয়ে যা, যেমনটী পাপ—তেমনটী সাজা আছে কি না ।

নিধে । লক্ষি ! তু গোর মা আছিস ! বড় পিয়াস—থোড়া পানি ।

লক্ষ্মী । আচ্ছা, কলেজা ভরিয়ে পানি পিয়ে লে (জল দান) এখন বলত কার তরে—কি মতলবে অন্তরে ঢুকিয়েছি ? মরণ লগিজ হইয়েছে, জাহান্নামের ফটক খুলিয়ে রেখিয়েছে, বুট ব'লবি ত—

নিধে । নেহি, আওর এক হরপু বুট না ব'লব লক্ষী, মরণ ত লগিজ হইয়েছে । এসিয়েছিলাম চুরির মতলবে ! ধন দৌলত নয়, যেস্কা দোসরা নেই—যেস্কা মারফিক দৌলত ছুনিয়ায় দোসরা মিলতা নেই ; এসা ধন—এসা দৌলত—রাজা রানীকা কলিজা চেরা ধন, ছেলিয়াটী চুরি ক'রতে এসিয়েছিলাম, ইঁদিয়া মেটিয়ার সাথে এসিয়েছিলাম, সমতান মহা-নদের হুকুমে আসরফিকা ওয়াস্তে জান্ দিতে এসিয়েছিলাম, আওর নেই বলনে ণকতা, থোড়া পানি—

লক্ষ্মী । সর্দার ! আর দেরি ক'রিসনে বেইমানকে দাওয়াইখানায় পাঠিয়ে দে ।

কালু । এ বড় জবর বিঁধিয়েছে ।

লক্ষ্মী । জোরে টেনিয়ে তীর নেকাল দেনা সর্দার !

কালু । তীরও নেকলাবে, জান্ও নেকলাবে । (টানিয়া তীর উত্তোলন)

নিধে । (বিকটভাব ধারণ করিয়া) র্যা—র্যা—র্যা—র্যা, গ্যা—
র্যা । (মৃত্যু)

লক্ষ্মী । হইয়ে গেল ।

কালু । হাঁ একদম ঠাণ্ডা ।

লক্ষ্মী । এ সমতান হিন্দু না আছে, উহাকে কবর দে ।

কালু । আঃ, রেখিয়ে দে কবর, নেমক্‌হারাম সমতানের লোগিয়ে
এতো তগুলিব কে লেবে সর্দারনি ? গঙ্গাপুত্রুর এসিয়ে শাশানে ফেলিয়ে
দেবে, শেয়াল কুকুরে খেইয়ে লেবে, বস্ ।

লক্ষ্মী । এ তোহার মত লোকের কথা না আছে সর্দার । যে নেমক্-
হারামী ছদ্মুর্নী করিয়েছে—সে ত চলিয়ে গিয়েছে, প'ড়িয়ে আছে একটা
লাশ । মড়ার উপর কিসের গোসা রে সর্দার ? হুকুম দিয়ে দে, দায়রা
কাপ্‌ড়া এনিয়ে কাপন্ বেনিয়ে, মুসলমান লোকে উহার কবর দেউক !
যা ঠিক করিয়ে দে, হামি অন্তরের ধার ঘুরিয়ে আসি । দেখি, উহার
সাথী দোসরা ছদ্মুন আওর কুছ ক'রল কি না ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

জল্লাদদ্বয়ের প্রবেশ ।

ভৌতা । সর্দার সর্দারনী বলিয়ে দিলে, গোটা লাশ পড়িয়ে আছে ।
এ ত দেখি বহুত লাশ ! নদী কিনার, গড়ের ময়দান ভর্তি করিয়ে
পড়িয়ে আছে ।

গৌতা । আরে ও সব ত মুসলমান না আছে, ও তলোয়ার বাঁধা
খেলোয়ার জোয়ান সব ডা'ল কুটার যম, পাঁড়ে দোবে, চোবে, তেওয়ারি
সব শালা হিন্দু কাফের আছে ।

ভৌতা । এ পাঁড়েজি ! হক্‌নাম শুনে কবরে যাবে ? (নিকটে গিয়া)

না তোমতো ছাতুখোর আছ, বা বা, বেড়ে মরিয়েছে, এ পাঁড়েজি নাম
শুনিয়ে লেও । রাম নাম সন্তো হায়, রাম নাম সন্তো হায়, রাম নাম সন্তো
হায় ।

গোঁতা । আরে এধারে দেখ্ এ ভোঁতা শালা ! হিন্দু না আছে, লে
লে তুলিয়ে শালাকে । লাম লইয়া প্রস্থান ।

কালু ও লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । হে রে সর্দার, এ কি হইয়েছে রে ! এত সেপাই—এত
জোয়ান সব গুটি গুটি পড়িয়ে যে সব মরিয়ে রইয়েছে, এ ত আচ্ছা কথা
আছে !

কালু । এ যেন কি একটা ভোজের বাজী লেগিয়ে গেলা সর্দারণি !
ঐ দেখ, সদর ফটকে তোর বলা বেটা, মোর ভাই দলুয়া মরার লাগাল
পড়িয়ে আছে । এখন মোর ইয়াদ হে'ল, নিধিয়াশালা মরণকালে যা
বলিয়ে গেল ঐ কথা ঠিক ! সব সেই ইঁদিয়া মেটের সয়তানী, শালা বড়া
গুণী আছে । সর্দারণি ! আর দেরি ক'রিসনে, জলদি অন্তরে যা দেখিয়ে
আয়, সেথাকে কিছু ঘটিয়েছে কি না ? আমার ত ভাল মালুম হ'চে না ।

লক্ষ্মী । তু হেতাকে খাড়া থাক্, দে'খ, বাতী-উত্তি নিবিয়ে সব
আঁধার হইয়ে গিয়েছে, সিপাই লোক সব গুটি গুটি প'ড়িয়ে গিয়েছে, তু
ফটক ছেড়িয়ে একটা পা নড়বিনে ; বাতি লিয়ে কামানের উপর চড়িয়ে
ব'স্, হামি জলদি ঘুরিয়ে আসি ! ইস্, আজ বড়া ছর্যোগ লেগিয়েছে !
আকাশ মেঘে ভরা ঘুরঘুরটি আঁধার ।

কালু । শুধু আকাশ মেঘে ভরিয়েছে না ; আকাশ ছর্যোগ ঘটিয়েছে
না মোদের কপালে ছর্যোগ ঘটিয়েছে ! বিষম বিপদের কালমেঘে
ঘেরিয়েছে ! আর্মান্ধায় আঁধার রেতে আকাশ মেঘে ভরা, হড়হড় কর্

মেঘের ডাক । হস্তীশৃঙ্গের ধারে বৃষ্টি, অঁধারের কোলে অঁধার ! এমন
যুর্ঘুর্ঘুটি অঁধার ত কত দেখেছি এমন অঁধারে ত কত কতক্ষণে ময়দানে
ভূত পেতনীর সঙ্গে নেচে বেড়িয়েছি কখন ত বৃকে ভয় লাগে নি, চোখে
অঁধার ঠেকেনি । অঁধার ত মোদের খেলার জিগিস সর্দারিণি ? কিন্তু
সর্দারিণি ! আজকের অঁধার—সে অঁধার নয়, এ অঁধারে অশ্বিক
অঁধার হ'য়েছে । আগাদের বৃকের ভেতর অঁধার হ'য়েছে—রাজা-রানীর
সত্কার অঁধার হ'য়েছে ! এ অঁধার আর যাবে না, এ মেঘ আর ছুটবে
না, আর অশ্বিকার চাঁদ উঠবে না, রাজা-রানীর বৃকচাঁদে বুঝি আজ
চিরদিনের মত গ্রহণ লেগেছে ।

গীত ।

অশ্বিকার অশ্বিকার লক্ষী, বুচিবে না আর ।
পাপ গ্রহযোগে, ঘিরিছে জ্বর্যোগে,
ক'রেছে কালমেঘে চির অশ্বিকার ॥
কেমনে কাল রাত্রির ফাঁদে, রাখিব অশ্বিকার চাঁদে,
ভেবে প্রাণ কঁাদে ;—
আতঙ্ক অন্তরে, বুঝি জন্মের তরে,
আনন্দের হাট ভাঙ্গিল এবার ॥

(লক্ষীর গ্রহান ও নিদ্রিত সৈন্তগণের নাসিকাধ্বনি)

কালু । এ হাওলদার ঠাকুরজী ! এ ক্যা হোতা হয় ? ডালকটী
হজম কর্তা হয় ? উঠেগা কি নেহি ? উঠ, নেহি উঠেগা ত তলোয়ার
চালায়গা, ডালকটী বাহির করে গা ।

হাওলদার । আঃ, ক্যা বাক্কারি ! আগাড়ি দাল বানাও—অরহর
কি দাল ।

কালু । বা ! ক্যাবাং বীর, প’ড়ে প’ড়েও ডালকটীর ছকুম হ’চ্ছে ; (লাঠীর দ্বারায় খোঁচা দিয়া) এই ছাতু খোর ভেড়ীওয়ালা ! সেপাইকা হাওলদারী করনে আয়া, উঠিয়ে জলদি ।

হাওলদার । আঃ, এ বড়া জবরদস্তি কি বাত, আট্টা নেহি মিলে ত ছাতু লক্ষা মাজাও ।

কালু । আচ্ছা বাবা, আজকার মত থাক ; যদি জাগ ত কাল তোমার ছাতু বা’র ক’র্ব্ব ।

ব্যগ্রভাবে লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । সর্দার ! সর্দার ! কি ক’রলাম, সর্দার ! কি হইয়ে গেল সর্দার ! (কালুর বৃকের উপর পতন)

কালু । কি হ’য়েছে লক্ষ্মী ? বল !

লক্ষ্মী । কি ব’লব সর্দার ! সর্ব্বনাশ হ’য়েছে ! সর্দার রে—সর্ব্বনাশ হ’য়েছে ! ডোমুনী পাহারাওয়ালী সব মরার লাগাল পড়িয়ে আছে ! দাসী, বাঁদী, দাই—সব যেন মরিয়ে গিয়েছে ! মাঝখানে রাণীমার সোণার লতা দেহখানি গড়াগড়ি যাচ্ছে ! কোলে ছেলিয়ে নেই, কে যেন ফল পেড়িয়ে লিয়ে লতাটা ছিঁড়িয়ে রেখে গিয়েছে ।

কালু । যা ভেবেছি তাই, আজ অম্বিক ! ডুবলো—কালুডোমের নাম ডুবলো—সেই সঙ্গে—হে ধর্ম ! তোমারও নাম ডুবলো ।

লক্ষ্মী । কি ভাব্ছিচ্ রে সর্দার ! কলিজায় যে কুলকাঠের আগুন জলিয়ে উঠলো ! হাঁ রে ! কাল রাত্রি পোহালে, কি করিয়ে রাজারানীর কাছে মুখ দেখাব সর্দার ! সর্দার রে ! রাজারানীর বড় সাধের ধন—দরিয়া ছেঁচা মাণিক—মোদের হাতে সোঁপিয়ে দিয়েছিল, আগরা তার কি ক’রলাম সর্দার !

কালু। সব ঘুমিয়ে আছে ? রানীর কোলে ছেলে নাই দেখলি ?

লক্ষ্মী। অন্তর বাহির সব পাতি পাতি ক'রে খুঁজেছি, ছেলিয়া নাই—
চোরে লিয়েছে ! দরিয়া ছেঁচা ধন হেরিয়েছি ! অধিকার আঁধারের
বাতি নিভিয়ে গিয়েছে !

কালু। নিদের কথাই ঠিক ! সব সেই বুজবুজ হারামজাদ ইঁদেগেটের
কাজ ! নিদালি মস্তুরের গুণে সর্কনাশ ক'রে গিয়েছে । লক্ষ্মী এখন কাঁদা
কাটি রোগারোগী ভুলিয়ে যা, মনকে ঠিক করিয়ে—মোর কথা শোন !
বেইমান রাতের বেলায় নিদালী লেগিয়েছে । এখনও অনেক রাত আছে,
রাত থাকতে নিদালী ছাড়বে না । শালা এখনও ছেলিয়া লিয়ে লদী পেরিয়ে
যেতে পারে নাই । একে আঁধার রাত, তাতে বর্ষার জলকাদা ; বেইমান
এখন বেশীদূর যেতে পারে নেই, হামি ছুটলাম ! তুড়িলাফে গিয়ে শালাকে
পাকড়াবো । যদি ছেলিয়া পাই, ছ-চার ঘড়ি বেলার মধ্যে অধিকায়
ফিরবো, ছ'চার ঘড়ির মধ্যে ফিরলাম ত ফিরলাম—নইলে জান্‌বি, তুই
রাঁড়ি হইয়েছিস্—কালুসর্দার নেমকহারাম নরকে চ'লিয়ে গিয়েছে ! সে
দারকেশ্বরের জলে ডুবিয়ে মরিয়েছে !

লক্ষ্মী। এ কি কথা বলিস্‌রে সর্দার ! তু মরিয়ে যাবি—তু চ'লিয়ে
যাবিল আর হামি পোড়ারমুখী তোকে হেরিয়ে—লকীডুমণীর নাম ডুবিয়ে,
একা এই ফাঁকা চুনিয়ায় প'ড়ে থাকব ! চল সর্দার ? চল, ছ-জনে যাই ;
ফিরি ত এক সাথে ফিরব, মরি ত এক সাথে গলাগলি করিয়ে, দরকা
লদীর ভরা তুফানে বাঁপ দেব । এ পোড়ামুখ দেখাতে আর অধিকায়
ফিরব না । চল সর্দার ! এখনও ঢের রাত আছে, চল—জল-জল
ভেসিয়ে, তুড়িলাফে উড়িয়ে চল ।

কালু। জয় মা রণরঙ্গিনী-রক্ষিণি ! তোর সোণার অধিকা শাসান

কবিস্নেহে মা ! রাজা-রানীর বড় সাধের ধন বক্ষা করবার ভার নিয়েছিলাম,
দেখিস্ মা যুক্তকেশি ! মুখ তুলে চাস্ মা !

গীত ।

দুর্ব্বলেব বল, সহায় সম্বল, আর কেবা বল আছে মা,
কেবল ভরসা তোমার, ভয় নাশ মা ভব-মহিমা ।
বাখিস্ মা বুক ভরা ধনে, মুখ তুলে চাস্ যুক্তকেশি ॥
সতী বজ্রাবতীর কোলে, যে বাকা চাঁদের পুতুলে,
দিয়েছ তুলে ;—
অকালে যায় অস্তাচলে, অধিকার সেই পূর্ণশশী ॥

[প্রস্থান ।

সপ্তদশ দৃশ্য ।

দাবকেশ্বরের তীরস্থ বনভূমি

ইঁদে ও সেধোর প্রবেশ ।

সেধো । ও ইঁদে ভাই ! চল, শীগ্রী শীগ্রী লদী পেরিয়ে প'ড়িগে,
রাত যে পুয়িয়ে এলো ; ছেলেটাও ছদ্ বেগোরে মারা যাবে ।

ইঁদে । দেখ্ ভাই ! এ শালা লেডকা লেকে বড়া মস্কিল বোনেগা ।

সেধো । মস্কিল ব'লে মস্কিল, এ ছুধের ছেলে সারারাত এক ফোঁটা
ডুধ পায় নাই, পেয়ে কি মরা-ছেলে নিয়ে গিয়ে হাজির ক'বে দিবি ?

ইঁদে । আরে মরিয়ে যায়—বেঁচিয়ে থাকে, তাতে হামার কি ? জ্যান্ত
লিয়ে গেলেও মেরিয়ে ফেলবে, মরা লিয়ে গেলেও জমিনমে গেড়িয়ে

ফেলবে । মবা জিয়ানা সে কুচ্ হরকৎ নেহি, লেড়কা চাহিয়ে, এহি হকুম ।

সেধো । মাইরি ! ব'লিস্ কি বে ? ছেলে মেরে ফেলবে ? আমি বলি বুঝি চুরি ক'বে নিয়ে গিয়ে, নিজের অন্তরে লুকিয়ে রেখে, বড় হ'লে বিষ্ণুপুরের বাজার পুষ্টিপুতুর ক'রে দেবে । মেবে ফেলবে, কথাটা কি ? এই চাঁদপানা ছেলে, দেখ্ দেখি, নদীর কূল আলো ক'রে ঘুমাচ্ছে ! এই ছেলে কি মানুষ্যে মাবতে পারে ? না ইঁদে ! তা হ'চ্ছে না, তোদের এতদূর মতলব ? একথা জান্দো কোন্ শালায় বেটা তোদের সঙ্গে আস্ত ।

ইঁদে । আরে শালা—আস্বফি বড়া চিজ্ ।

সেধো । বেথে দে তোব আস্বফি, ছেলে মারা হ'চ্ছে না । তোব আস্বফি নিয়ে তুই থাক্, আমি যার ধন তার কোলে দিয়ে আসি । শালাদের ভেতরে ভেতরে এত বজ্জাতি—এত বেইমানি ? আমি ভেবেছিলাম, বিষ্ণুপুরের বাজা নিঃসন্তান, এইটাকে চুরি ক'রে এনে দিলে—পুষ্টিপুতুর নেবে । এক রাজার ছেলে, আর এক রাজার হবে, মাঝে থেকে আগবা কিছু পেয়ে যাব ।

ইঁদে । হাঁ হাঁ, তুহার মতলব হামি বুঝিয়েছি, আরও দো চা'বটো আস্বফি যাস্তি লেনেকা মতলব—কেমন ?

সেধো । ওঃ, শালা আমার কি আস্বফি ওয়ালা রে । শালা মেথরের ঘরে জন্মে, জন্মভোর নরক ঘেঁটেও সাধ মিটল না ? আবার পচা নরকে ডুবে থাকতে সাধ !

ইঁদে । দেখ্ শালা, যাস্তি বাৎ ক'ইবি ত এখনি ঠিক করিয়ে দিব ।

সেধো । মেইবি ! বলিস্ কি স্মুন্দি ! নিদালি লাগাবি নাকি ? তুমি শালা নিদালি লাগাবে আমি সটান প'ড়ে ঘুম মারব, আর আমি এসা গণ্ডী মস্তুর ঝেড়ে দেব যে, একটা পা গণ্ডীর বার হ'তে পার্হি নে, ক'লুর

বলদের মত গণ্ডীর ভেতর ঘুরে ঘুরে ম'রবি । এ যেদো, মেদো, সেদো, যষ্টে নয়, সাধু চরণের গণ্ডী, একদম গুটিপোকা বানিয়ে দেব যাছ !

ইঁদে । আরে কাছে দোস্ত তোমকে নিদালি দেগা ! আওর তুমিভি কাছে হামকে গণ্ডীয়ে বঁদু করেরগা । এ শালা লেড়কা ত ছুখুয়া বেগর আবি মরু যাগা । চলিও না ভাই ! লেড়কাঠো লে যাকে পাত্তোর মহা-রাজকা পাশ পৌছায় দেও—আসরফি লেও—ঘরমে যাকে রুপিয়া তোড়াও—দারু পেও—মজা উড়াও—বস্ ! হরদম্ ফুটি লাগাও । ঘর ঘর কেজিয়েছে, ক্যা ফয়দা হোগা ভাই ?

সেধো । তবে আমার পরামর্শ শোন, যাতে ছদিক বজায় থাকবে ।

ইঁদে । কেয়া শলা ভাই ?

সেধো । শোন, বেশী লাফালাফি করিসনে, প্রাণ থাকতে ছেলে মারতে দেব না, ছেলে ঐ উলুবনে ঘুমুক, আগি বরং ওটাকে আগলে ব'সে থাকি, তুই এই নদীর ধারে শ্মশানটা খুঁজে, একটা মরা ছেলে নিয়ে আয়, সেইটে কাপড় চোপড় জড়িয়ে তোর হুজুরের কাছে হাজির ক'রে দিয়ে বল্গে, দুর্-ছরাস্তর রাস্তা আসতে, বর্ষার জলবৃষ্টিতে, আর ছুধ বেগরে পথের মাঝখানে ছেলেটা ম'রে গিয়েছে । বস্ ! ছেলে ফেলে দিয়ে আসরফি নিয়ে মজা উড়াবি । আগি বরং এটাকে নিয়ে রাণী রজাবতীর বুকে যে শ্মশানের চিতা জেলে দিয়ে এসেছি, সেই আগুনে ফেলে দিয়ে আসি ; পথে ছুধ না পাই, বুক চিরে রক্ত খাওয়াতে খাওয়াতে নিয়ে যাব ।

(বালকের রোদনধ্বনি)

কালু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । সর্দার ! সর্দার ! বেশ মন ঠিক করিয়ে কান পেতিয়ে শোন ত, ছেলিয়া কাদার আওয়াজ কানে লাগছে না ?

কালু । হাঁ হাঁ, ঠিক ছেলে কাঁদা বটে !

লক্ষ্মী । দেখ্ আকাশের মেঘ কেটিয়েছে, আঁধারের জমাট ভেগিয়েছে, বেশ নজর করিয়ে দেখ্ ত, সামনে উলুকেশীয়ার জঙ্গল গালুম হইছে না ? ঐ উলুবন হইতে যেন আওয়াজ গালুম হইছে !

কালু । হাঁ ঠিক হ'য়েছে উলুবন হ'তেই আওয়াজ আসে বটে ।

লক্ষ্মী । চল্ চল্, সরদার ! আর দেরি ক'রিসনে, উড়িয়ে চল্, চল্ পাতি পাতি করিয়ে ঢুড়ি । জয় মা কালি ! তু দেখিস্—তু মুখ রাখিস্ ! হে ধরম ! তুহার ছয়ার ধরা ধন, তু মুখ তুলে চাস্ ! তু বাছার পরাণ বাঁচাস্ ।

[বেগে উভয়ের প্রস্থান ।

ইন্দে । আঃ ! এ শালা লেড়্কা ভোক্মে চেলাতা ! আওর নেহি, আবি ঠাণ্ডা হোগা ! রহ ওস্কা একদম্ ঠাণ্ডা করোগা !

সেধো । কি রকম ঠাণ্ডা ক'রবি ? মেরে ফেলে নাকি ?

ইন্দে । আওর ক্যা—

সেধো । গাইরি মেথুয়া ! এ ঝাড়ু বাল্তি ওয়ালার কাম নয় । ছেলে ছুঁবি কি ম'রবি ।

ইন্দে । দেখ্ শালা সেধুয়া ! যান্তি হগা করোগা ত এক ঘুসিছে হাড়টী তোড় দেগা ।

সেধো । কেন, সেধোকে নিতান্ত চাটখানিক মনে ক'রেছিস্ নাকি ? তাই মনে ক'লেই হাড়টী তোড় দিবি ? শালা মেথরের ঘরের পালা গুয়ার ।

ইন্দে । তব্ দেখ্ শালা (গলদেশ ধরিতে উত্তত)

সেধো । (কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া) এই রে ! শালা মেথরকে মরণে টেনেছে, স'রে যা শালা ! গায়ে গদা দেখ ! ফের্ গলায় হাতরে শালা !

তবে সাধুচরণের চরণের গুঁতো একবার দেখে নে । (পদাঘাত ও ইঁদের পতন) এই সাধুচরণ, যার ছেলে তাব কোলে দিয়ে—অধিকার আঁধার আকাশে শুকুতাবা উঠাতে শুকুন গাছে ফুল ফুটাতে চলো ! (ছেলে কোলে লইয়া) চল বাবা ! সাত রাজাব ধন ! না বুঝতে পেরে, সাপিনীর মাথার মাণিক—, তোমাকে কেড়ে এনেছি, অধিকা আঁধার ক’রে এসেছি ! চল অধিকা আনো ক’রবে চলো ! (গমনোত্ত)

ইঁদে । আঃ ! শালা বড় জবর মাথ মারা, কলিজাকা হাড়টী তোড় দিয়া শালা ! কভি নেই ছোড়েগা শালাকো । এহি বহুৎ আচ্ছা ফুরসত, পিছাড়িছে ছোরা মারেগা, যাও শালা ! লেড়কা সাং তোমরাভি তলপ ছয়া ! (গ্রীবাদেশে অস্ত্রগ্রহার ও সাধুর পতন)

সেধো । উঃ ! শালা মেথব গুপ্তি হেতেরে খুন ক’ল্লেরে !

ইঁদে । রহো শালা ! আউর এক খোঁচা—(পতিত সাধুর বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ছুরি উত্তোলন)

লক্ষ্মী ও কালুর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । সর্দাব ! সর্দার দেখ্ দেখ্ ! ঐ সেই বেইমান ইঁদিয়া মেটে ! এক আদমিকে খুন ক’বতে ছুরি বেগিয়েছে, জলদি লাঠি চালা ।

কালু । লাঠির সময় নেই, তীর—তীর ! জলদি তীর চালা—কাট গদান—খুব জলদি ! (লক্ষ্মী কর্তৃক তীব নিক্ষেপ)

ইঁদে । (বুকে হাত দিয়া উঠিয়া) আরে বাপ ! কোন্‌ ছয়মুন্‌ জান লিয়া । (পতন)

লক্ষ্মী । সয়তান্‌ প’ড়িয়েছে, পাঁজরা ফুটিয়ে তীর বাহির হইয়ে গিয়েছে ।

কালু । বহুৎ জোর আছে ।

দাম্পী । হামার জোর কি আছে সব্দার ! সতী-রাণী রঞ্জাবতী মায়ের
ধরমের জোর, রক্ষিণীমায়ের দয়ার জোর, আর তুহার পায়ের ধূনার জোর !
এখন চল ত দেখি, সরতান ঘরিয়েছে কি না ?

সেধো । ম'বেছে ! ম'বেছে ! এক তীরে ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে !!
ধর্মরাজ ! ধর্মরাজ ! তুমি আছ ! চারযুগ আছ ! কে বণে তুমি নেই ?
এ ছনিয়ায় সব ফাঁকা ! সব মিথো ! আছ কেবল তুমি ! তুমিই সত্য
তুমিই আছ ! তুমিই থাকবে ! সব যাবে—ছনিয়া যাবে—সব পরমান হবে
—থাকবে কেবল তুমি—তোমার কদা তোমার কারখানা—তোমার
ফিকির—তোমার ফন্দির, অন্দিমন্দি বোঝে কার সাধি । ধর্মের কদা
বাতাসে নড়েছে ! ছয়গুন ছড়কে ! কলে পড়েছে ! তুমি—তুমিই দুধেব
শিশুব প্রাণ রক্ষা ক'বেছ ! জয়—ধর্মের জয় ! জয় কালুবীরের জয় !
জয় মা ভগবতী লক্ষীর জয় ! এই নে মা লক্ষি ! অম্বিকারাজ্যের আমা-
বশ্রের স'লতে—রাজা রাণীর বুকভরা চাঁদ, সাতবাজার ধন মাণিক নে ।
চুবি ক'রে এনেছিলাম—সাপিনীর মাথার মাণিক চুবি ক'রে এনেছিলাম,
ইঁদে মেথরের ভোগায় ভুলে, নরকে ডুবুতে ব'সেছিলাম ! মেরে ফেলবার
জন্তে ছেলে চুরি, তা আগে জান্তাম না, ধর্ম রক্ষে ক'বেছে ! এই নে
লক্ষি ! ছেলে নে ! অমি ক'রে ঐ নরকের ক্রিমি ইঁদের মত ক'রে
আমার বুক একটা বিয়মাথা বাণ মার, আমার বুকের রক্ত তোর পায়ে
গড়িয়ে পড়ুক ! এ পশুর রক্ত, মা মুক্তকেশীর খপ্পরে পড়ুক ! আমার
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ক ! নে—ছেলে নে ! একটু—দুধ ! দুধ এখানে
কোথা পাবি ? দে, দে, আমার বুকের রক্ত নিয়ে—ওর মুখে ঢেলে দে !
ধর্ম রক্ষা কর—হে ধর্ম তুমি রক্ষা কর ! (ছেলে প্রদান)

কালু । লক্ষি ! দেখ ! ধর্মের লীলাখেলাটা একবার দেখ । এই
জন্তেই লোকে বলে “মারে কৃষ্ণ রাখে কে” আর “রাখে কৃষ্ণ মারে কে” ।

এখন চল, প্রাণপণে দৌড়ে চলা, পাখীর মত উড়ে চল, নৈলে ছেলে
বাঁচাতে পাব না ! মারা যাবে, একবিন্দু দুধ অভাবে মারা যাবে !

লক্ষ্মী । কি বাউড়ার লাগান বকিস রে সরদার ! এখনি না ব'লি,
রাখে কেঞ্চ মাবে কে । মোদের অধিকার চাঁদ, সতীলক্ষীর হিয়াভবা
মাণিক, কেঞ্চ রেখিয়েছে । ধব্গের দাস—ধব্গের দুয়ার ধরা ধন—
ধরম বেঁচিয়ে বেখিয়েছে । উহাব তরে তেপান্তরে দুধ গিলবে । (সেধোর
প্রতি) এ সেধুয়া ! হামার একটী কথা শুন্বি ত বেঁচিয়ে যাবি । নৈলে
একটী তীরে গেঁথিয়ে বিষ্ণুপুরে ফেলিয়ে দিব !

সেধো । না মা লক্ষি ! আর বিষ্ণুপুরে ফেলে দিস্ না । সে মদন-
মোহনের রাজ্যতে সয়তান ঢুকেছে । কি ক'রতে হবে বল, যা ব'লবি—
তাই ক'ব মা লক্ষি !

লক্ষ্মী । এই মড়া কাঁদে কবিয়ে নে । দরিয়ার জনে ফেলিয়ে দিবি,
আর একটা চিজ্ দিব, ছেলিয়াব বদলে সেইটে লিয়ে, তুহাদের মাগ্‌দো
মনীবকে ভেট দিবি । কেমন, রাজি আছিস্ ত ?

সেধো । খুব বাজি আছি মা !

লক্ষ্মী । তবে মড়াটা কাঁধে তুলিয়ে লে, সরদার ! একটু সবু
কব্ ।

সেধো । এই যে, নিই মা লক্ষি !

[মৃতদেহস্বন্ধে সেধো ও লক্ষ্মীর প্রস্থান ।

কালু । (স্বগত) ছেলের যুগ ভাগ্যান হবে না, কেঁদে কেঁদে যুগিয়ে
প'ড়েছে । ভালই হ'য়েছে, যতক্ষণ যুগোয়—ততক্ষণই মঙ্গল ।

(প্রস্থান)

অষ্টাদশ দৃশ্য ।

দারকেশ্বর —নদী-তীরস্থ বনেন অপরায়ণ
গৈরিক বসনাচ্ছাদিত-বালককক্ষে
আত্মানন্দ স্বামীর প্রবেশ ।

গীত ।

ত্বং হি হরি অনাদি—পুরুষ পরাংপর,
ভবার্ণব নাব হে ত্রিলোকলোকতিলক ।
ভবান্ন-জন-বান্নব, পাপ-ইক্ষন-পাবক,
সেবক-জন-পালক, সেবক-জন-পালক ॥
ত্বং বিশ্বমূল্যধার, ত্বমাদ্যার আলোক,
কমঠ মাজে কীদাল যাবে বিশ্ব-চক্র কীলক,
মৎস্ত কুর্মা ববাহ ত্বং, নৃসিংহরূপধাবক,
কখন ছলনাপটু বটু ব্রহ্মবালক,
নিগুণে নিষ্কাম ব্রহ্ম, স্বগুণে বিশ্বচালক,
ভবতরণে দীনশরণ, দেহি চরণভেলক ॥

স্বামীজী । অনাশ্রয় অসহায় অনাথ বালক,
পেয়েছে আশ্রয় আজ ক্ষুদ্র হৃদে মোর,
দারুণ দুর্যোগে এই ছরস্ত প্রান্তরে !
ক্ষুধানল-দগ্ধ এই দুগ্ধপোষ্য শিশু,
এখনো জীবিত এও তোমার করুণা,

করণানিধান হবি ! তোমারি ইচ্ছায়
নিয়োজিত তব কার্যে এ জীবজগৎ,
নিখিল নিয়ন্তা তুমি, তোমারি নিয়োগে
নিয়োজিত আমি আজ বালকে রক্ষিতে ।
মরিবে ছুধেব শিশু ! আব কত দিন—
থাকিত জীবন তোর এ ঘোর দুর্দিনে !
এসেছ ধর্মের খেলা খেলিতে জগতে—
তাই তোর রক্ষাহেতু উপলক্ষ আমি ।
এস শিশু ! ধর্মের সেবক !
ধর্মের কোশল-দত্ত সঞ্জীবনী স্মৃধা—
পান করি হও বলবান্ ।
জয় করি স্মৃধা তুমি, লীলাক্ষেত্রে তাঁর,
মিলি অণু ধর্মাবীর ধর্মদাস সহ—
ধরায় ধর্মের লীলা প্রচারো তুজনে ।

কালু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । সর্দার ! এখনও অনেক রাত আছে ! একবার মেঘ কেটিয়ে
গিয়ে, আবার মেঘের উপর জমাট বেঁধিয়ে, সব আঁধার হইয়ে গেল ! ওঃ,
কি বিজুলী হান্ছে ! মেঘ ডাকবে, ছেলিয়া নুকে চেপিয়ে রাখ ! সর্দার !
দেখ দেখ, ঐ গাছের তলুকে, একটা মানুষ বসিয়ে আছে না ? চিকুরের
আলোতে লজ্জ প'ড়লো । . উল্ ত দেখি, আবার কোন্ তুষুন্ ছলা
পেতিয়ে বসিয়ে আছে ; একটা তীর ছেড়িয়ে সমতানকে গাছের সাপে
গেঁথিয়ে লেব ?

স্বামীজী । কে লক্ষ্মী ! এস—মা এস ! আমি তোমাদেরই অপেক্ষায়

ব'সে আছি। আমি চোর দস্যু নই, সন্ন্যাসী ছদ্ম নই, চির-পরিব্রাজক মাত্র। মা! রাজপুত্রটি পেয়েছ ত ?

কালু। যদি সাধুসন্ন্যাসী হও, তাহ'লে ধর্মের নামে শির স্তূপে তোমাকে প্রণাম করি। (লক্ষ্মী ও কালুর প্রণাম) ধর্মের কুপায় অগ্নিকার আশা-ভরসার স্থল, আমাদের হারান ধন, দস্যুর হাত হ'তে উদ্ধার ক'রেছি! এখন বাঁচাতে পারব কিনা তা জানিনে। ছুধের ছেলে, সারা-রাত্রি উপবাসী! এ জন-মানবহীন বনপথে, এক ধর্মের করুণা ভিন্ন—বালকের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় নাই।

স্বামীজী। যাঁর দরিতে নির্দয় নরঘাতকের কুটিল চক্র হ'তে বালকের জীবন রক্ষা হ'য়েছে, তাঁর ইচ্ছা হ'লে, মরীচিকা-ময়ী মরুভূমিতে পয়ঃ প্রস্রবণ প্রবাহিত হ'তে পারে। অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির দগ্ধ উদর হ'তেও ছন্ধ-ধারা নির্গত হ'তে পারে। কালু! তুমি শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ ক'রে তর্কিক হওনি, কিন্তু সারধর্ম নিষ্কাম পরোপকার-রত শিক্ষা ক'রে, জগতে কীর্ত্তিমান হ'য়েছ! শাস্ত্রজ্ঞানে উপাধি-গ্রস্ত না হ'লেও, তুমি “নিরক্ষর মহামহোপাধ্যায়।” সুতরাং তুমি অবশ্যই বুঝতে পেরেছ যে, এ সকল ঘটনা কেবল সেই লীলাময়ের লীলাখেলা মাত্র। যিনি এ বিপদে শিশুর জীবন রক্ষা ক'রেছেন, তিনি পূর্বাচ্ছে তাঁর অন্য উপায়ও ক'রে রেখেছেন। এই কমণ্ডলুতে ছন্ধ আছে, বালককে পান করাও! দাও, বালককে লক্ষ্মীর কোলে দাও! আর আমার একটি অনুরোধ কালু! কেমন মা লক্ষ্মী! আমার অনুরোধটি রক্ষা ক'রুন কি ?

লক্ষ্মী। ঠাকুর! তুমি একধার দুধ দিয়ে, মোদের কলিজের রক্ত কিনিয়ে লিলে, তোমার ঐ একটি ধার দুধের ধার মোরা জন্মে জন্মে শুধুতে লাব, মোরা ছোট জাত বাটি, কিন্তু নিমোকহারাম নৈ, কি চাও

বল ? দেখ, কালুসর্দার আব দক্ষীডুগ্নী আপনার হাতে গদ্যনা কেটিয়ে—
তোমার পায়ে ফেলিয়ে দিতে পারে কি না ।

স্বামীজী । তোমাদের গদ্যন আমার পায়ে দিলে আমি কৃতার্থ হব না,
বরং তোমাদের গদ্যন থাকলে, অনেক পাপীও গদ্যন টুটবে । জগতে
ধর্মের শান্তিবাজ্য স্থাপিত হবে ! আমার অনুরোধ শোন ! আমার অক্ষত
এই বালকটী—তোমাকে দিচ্ছি, এটিকেও সতী বজ্রাবতীর কোলে দিও ।
তিনি যেন এই অনাথ বালকটীকেও পুত্র-নির্বিশেষে প্রতিপালন করেন ।
কালে এই বালকও তাঁর অপত্য-স্নেহের স্থান অধিকার ক’বে কখনও
তাঁর ধর্মদাসের দাসত্ব ক’বে, কখনও এই কর্মক্ষেত্রে তাঁর ধর্মদাসেব
ধর্মপথের পথপ্রদর্শক হবে, কখনও এই সংসার সোধ-সোপানের পিচ্ছিল
পথে কদাচিৎ পদস্থলিত হ’য়ে পতনোগ্রস্থ হ’লে, তাঁর ধর্মদাসকে ব’ক্ষে
ধারণপূর্বক রক্ষা ক’বে ! শিশুটি তাঁর কোলে দিয়ে ব’ল, একটি পরি-
ব্রাজক পথিক—যিনি একদিন সঞ্জীবনী সুধাসিঞ্চনে তোমার জীবন রক্ষা
ক’রেছিলেন, তিনিই তোমাকে এই বালকটির লালন-পালনের ভার
দিয়েছেন, আরও ব’লে দিয়েছেন, যেন তাঁর পুত্রের ধর্মসেন, আর এই
পালিত পুত্রটির “কপূর্বসেন” নাম রক্ষা কবেন ! আমি সময়ে আবার তাঁর
সঙ্গে সাক্ষাৎ ক’ব—বালকের পরিচয়ও জানিয়ে দেব । আর একটি
কথা—একটি উগাদিনী বুঝতী, যদি কখনও তোমাদের বাজ অন্তঃপুরে
যেতে চায়, তাকে বাধা দিও না—অবিশ্বাস ক’র না—বা উগাদিনী ব’লে
অবজ্ঞা ক’র না । এখন ধর, বালককে বুকে ক’রে নাও, এই যুগল-বালক
হ’তেই কলিযুগে ধর্মের বিজয় হৃন্দুভি নিনাদিত হবে । যতদিন এই জড়-
জগতের অস্তিত্ব থাকবে—ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের অক্ষত বালক
যুগলের নাম, আকাশে চন্দ্রসূর্য্যের গায়ের সৌরকর হ’তেও তৈজস-অক্ষরে
লিখিত থাকবে ! জগতের ইতিহাসে, নিকাম-ব্রতচারী ধর্মবীর কালু আব

মহাশক্তি কালিকার অংশকপিণী লক্ষ্মীর নাম চিরদিন অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকবে! এখন যাও, উভয়ে দুটি অমূল্যমণি কণ্ঠে ধারণ ক'রে, হাহাকারপূর্ণ অধিকার অন্ধকার দূর করবে।

গীত ।

ধব ধব পর মা কণ্ঠে এ যুগল রতনে ।
গাঁথি স্নেহ-হেম-সূত্রে পরমানন্দে যতনে ॥
পাপাধার বসুধার পাপ আঁধার নাশিবে,
যবে এ যুগলমণি যৌবনে প্রভাসিবে,
শান্তি-সুখ-চন্দ্রিকায় এ জগৎ হাসিবে,
প্রকাশিবে ধর্মরাজ্য কলি-কলুষ পাতনে ॥

| সকলের প্রস্থান ।

উনবিংশ দৃশ্য ।

অধিকার রাজ-অন্তঃপুর

আলুলায়িতকেশা প্রভাতীর প্রবেশ ।

প্রভাতী । হায় হায় ! সর্বনাশ হয়েছে—সর্বনাশ হয়েছে ! সর্বনেশে বিধাতা, এক রাত্রে মধ্য সোণার সংসার স্থান ক'রে দিয়েছে ! যেদিকে যাই, যেদিকে চাই, সেই দিকেই সর্বনাশের ছায়া । দুর্গগড়ের উপর—সেনা, সেনাপতি ঘুমুচ্ছে । দুর্গ দুয়ারে—গ্রহরী-পাহারা যেন মড়ার মত প'ড়ে রয়েছে । অন্তরের পাহারা—ডুগ্নীরা আলুথালুকেশে—

আলুথালুবেশে কালঘুম ঘুগুচ্ছে ! যে বলা ডোম, কাল-ভৈরবের মত অধিকা রক্ষা ক'রত ! রাতের বেলায় হাজার বাঘের বল ধ'রে—হাঁকে, ডাকে, মাটি কাপিয়ে দাপিয়ে বেড়াত ! সে বলা আজ বড় দেউড়ির ছয়ার জুড়ে মরা হাতীর মত প'ড়ে র'য়েছে ! বুকের উপর দিয়া কুকুর শেয়ালা চ'লে যাচ্ছে, জ্ঞান সংজ্ঞে নাই ! এই সব দেখে শুনে গ্রাণ কেঁপে উঠল—মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে প'ড়ল ! তাড়াতাড়ি রানীমার মহলে গিয়ে দেখি, এখানেও যে দশা—সেখানেও সেই দশা ! দাসী বাঁদিরা অঘোরে ঘুগুচ্ছে, যে ধাত্রী থোকাকে কোলছাড়া ক'রত না, সেও আজ শিথিলভাবে মড়ার মত প'ড়ে আছে । রানীমার কোলশূন্য ! সোনার দেহখানি শয্যায় গড়াগড়ি যাচ্ছে ! কোলে ছেলে নাই, স্মৃতিকায়র অন্ধকার ! কে যেন সোনার লতা হ'তে হীরের ফুল ছিঁড়ে নিয়ে লতাকে ধুলায় ফেলে গিয়েছে ! হা সর্ব্বনেশে বিধাতা ! এই কি তোর বিধিত ? এই কি দেবহৃদয়ের দয়া ? এমন সাজান বাগান, এমন সাধের হাট কি এমনি ক'রে ভেঙ্গে দিতে হয় ? ও কে, চ'ক্ মুচ্তে মুচ্তে, অতি আশ্বে লাটিতে ভর ক'রে কে আসছে ! বলাই নয় ? বলাই ! বলাই ! কি কাল ঘুম ঘুগিয়েছিলি বলাই ? এখন কি আলো দেখে জেগে উঠলি ! হারে অম্বিকায় আর আলো কই ? পোড়া বিধাতা যে আজ অম্বিকার আলো জন্মের মত নিবিয়ে দিয়েছে, কি হবে বলাই, রাজা রানীকে কি ব'লে বুঝাব বলাই, তোরাই বা কেমন ক'রে অম্বিকায় মুখ দেখাবি বলাই !

বলাই । আর এ অম্বিকায় মুখ দেখাব না বহিন ! মোর মা বাপ কোথাকে চলিয়ে গিয়েছে, সয়তানের সয়তানীতে রাজপুত্রকে হেরিয়ে, তারা হয় দরিয়ায় জান্ ডেরিয়েছে—নয় আগুনে বাপ দিয়ে পুড়িয়ে ম'রিয়েছে ; উঃ বহিনরে—বড় আপ্সোসের কথা ! আজ এমন সব কেঁদো

কেঁদো বাঘ বাঘিনী, যাছকের ধূপোপড়ায় ধাঁধা লাগিয়ে একদম আঁধা হইয়ে গেল ! ঐ ত ডোমুনীরাও সব জেগিয়েছে ।

ডোমুনীগণের প্রবেশ ।

ডুলালী । জেগিয়ে আর কি সুখ হ'ল বলা ! যে কাল্‌ঘুমে ধরিয়েছিল, এ ঘুম ত না ভাঙ্গাই ভাল ছিল, তোরা এমন এমন জোয়ান থাকতে—মোরা বেঁচিয়ে থাকতে—লাকে লাকে সেপাই পাহারা খাড়া থাকতে—একটা সময়তানের ফুস্মোন্তরে এমন সোনার অস্ত্রিকা থাক হইয়ে গেল ! মুনিবের এক কোণা নেমকের ধার সুধুতে পারলাম না ! শুন্ছি সর্দার সর্দাবনীও নাকি লাজের দায়ে অস্ত্রিকা ছেড়ে কোথাকে চলিয়ে গিয়েছে ; তারা ত দুনিয়ার কাছে মুখ দেখাতে এড়াল, আমরা কেমন করিয়ে লোকের কাছে পোড়া মুখ দেখাব বলাই ।

বলাই । কি ব'ল'ব বহিন্ ! পরাণের ভিতর বড় একটা আপ্সোস্ রহিয়ে গেল ! লোকে বলে, কালু সর্দার আর বলা সর্দার এক ঠাই থাকলে সেথাকে যম ঘেসতে পারে ! যে লকী সর্দারনীকে মুলুকের লোকে রণচণ্ডী বলিয়ে ডাকে, যাকে লোকের মাঝে ছেড়িয়ে দিলে লহমার মাঝে রক্ত লদী বহিয়ে দিতে পারে, তাদের সে নাম আজ দরিয়ায় ডুবে গেল, এ আপ্সোস্ রাখবার কি যায়গা আছে বহিন্ ! না, অস্ত্রিকায় রইব না ! মোর মা-বাপ যে পথে—জামিও সেই পথে যাব !

রাণী রঞ্জাবতীর প্রবেশ ।

রঞ্জাবতী । লক্ষী বড় ছুটু, বেদিনী বুড়ির কথায় বিশ্বাস ক'রে সারারাত কষ্ট দিয়েছি । তোদেরও সমস্ত রাত জাগিয়েছি, মহারাজকে ও বাস্ত ক'রে তুলেছি ! সেই জন্তই বুঝি প্রতিশোধ নিচ্চিস্ কেমন প্রভাতি ?

বাত্রেব মধ্যে কি যেন একটা মহামারী উপস্থিত হবে—কি যেন একটা সর্বনাশের সূত্রপাত হবে, এমনি একটা অশুভ সন্দেহ যেন প্রাণের মধ্যে কত বিভীষিকা দেখাচ্ছিল, তাই প্রাণেব ব্যাকুলতায় সেনা, সেনাপতি, প্রহরী, পাহারা সকলকেই সাবারাত কষ্টে দিয়েছি। কিন্তু কৈ বাত্রে ত গোলযোগই ঘটে নাই। ছোট জেতের কথায় বিশ্বাস ক'বে, যেমন তোদের কষ্টে দিয়েছি, তোরাও তেমনি তার বেশ প্রতিশোধ নিতে ব'সেছি। কৈ লক্ষ্মী কৈ ? ছেনে নিয়ে লুকিয়েছে বুঝি, তাতে আমি ভয় কবিনে, তাব কোলে থাক্বে বরং আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকি। তার ছেনে সে কোলে নিয়েছে, এতে আমি ভাবব কেন ? তোদের এ সব যুক্তির মধ্যে কালু, বলাই, স্বয়ং মহারাজ শুদ্ধ আছেন বুঝি ? কেমন প্রভাতি ? বন্না মুখে কাপড় দিচ্ছি। যে ? ওকি, সবাই যে মুখ ঢাকা দিলি ? ওকি প্রভাতি ! তোব চোখে জল কেন ? প্রভাত !—প্রভাত ! কাঁদছি। নাকি ?

প্রভাতী । না, মা চোকে একটা কি প'ড়ল।

রঞ্জাবতী । না—না প্রভাতি ! ঐ যে চোকে কাপড় দিয়ে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি, কেন—কেন মা প্রভাত ! কি হ'য়েছে ? আমার থোকা কৈ ? অব যে আমার আমোদ ব'লে বোধ হ'চ্ছে না ! বলাই ! তুই ত বাপ মিথ্যাকথা কহিতে জানিসনে ! আমি তোরা মা, সেই—মনিব মা ! আমার কাছে লুকাসনে, মিথ্যাকথা ব'লিসনে, কি হ'য়েছে বল ! হাঁরে বলাই ! লক্ষ্মী কই ? কালু কই ? আমার দিবি, তোরা মাতৃপথ ! কি হ'য়েছে—কি দুর্ঘটনা হ'য়েছে, সত্য বল !

বলাই । কি ব'লব তুহারে মা ! কলিজাটা ফেটিয়ে যাচ্ছে, এ ডোমের চামড়া গণ্ডারের চামড়া হ'তে কড়া আছে, মানুষের চামড়া

হ'লে, এতক্ষণ ফেটিয়ে দোটির হইয়ে যেতো ! যায়—আর থাকে না !
এখনি বুক ফেটিয়ে মরণ হবে ! মরণকালে তুহাব কাছে আব মিথ্যাকথা
ব'লিয়ে কি ক'ব্ব মা ! গিয়েছে—মা ! সব হেরিয়েছি ! এতো বল—
এতো শক্তি ধ'রেও, সয়তানের হাতে অধিকা বাথতে পার্লেম না, দুঃখুন্
এসিয়ে সাজান হাট ভেঙ্গিয়ে দিয়ে গেল ! চঙাল এসিয়ে চাঁদ গিলিয়ে
লিলে ! রাখতে পার্লেম না ! তুহাদেব গুণের ধার, শোখা দূরে থাক
এ জন্মে একটি কণা হুনের ধার শুধিয়ে যেতে পার্লেম না ! হাতে হাতে
সুপিয়ে দেওয়া ধন—তোব বুকভরা চাঁদ, রাহু চঙালের মুখে তুলিয়ে
দিয়ে চ'লেম ! মা ! বড় বুক বাজল ! পরাণ ফেটিয়ে গেল ! হা
ধর্মরাজ ! কি ক'ব্বলে ? (পতন)

প্রভাতী । যে আশুনের তাপে ডোমের প্রাণ পুড়ে ছারখার হ'য়ে
উড়ে চ'লে গেল, সে আশুনে চণ্ডানিনী তোর প্রাণ বেরুল না ? (বজ্রাঞ্চল
চ'ক্ষে দিয়া উপবেশন)

বজ্রাবতী । আঁা—কি শুন্দোম ? মা—গো ! বুক যে ফেটে গেল—
ধর্ম ! ধর্মদেব ! এই ক'ব্বলে ? হা জগদীশ ! হা ধর্মরূপী ভগবান্ !
তোমার মনে এই ছিল ? দিয়ে নিধি কেড়ে নিলে ? কৈ, কৈ আমার
সোনার চাঁদ কৈ ? আমার বুকভরা চাঁদ—সাগর সেচা বতন, সাত বাজার
ধন বাপ্পে ! (পতন)

প্রভাতী । ওমা ! ওমা ! কি ক'ব্বলে মা ! হায় হায় ! সব গেল,
দেখতে দেখতে এক রাত্রে মধো তেমন সোনার অধিকা আশান হ'ল !
হা ধর্ম ! এ তোমার কেমন লীলাখেলা ? সতীলক্ষ্মী সরলা অবলাবালার
সঙ্গে এত ছল । কেন দেব ! তোমার এ অনন্তরাজা—এই বিশাল
জগতের সঙ্গে অধিকা ত একটি ধূলিকণা মাত্র ! এ ক্ষুদ্র ধূলিকণা নিয়ে
এত উলটু পালট কেন ক'ব্বছ ঠাকুর । এই অধিকা, সত্য সত্যই

একদিন সোনার অম্বিকা ছিল, তোমারি চক্রে শ্যামান হ'য়েছিল, শান্তি-হিল্লোলময় অথের সাগর শুক্রে মরুক্ষেত্র হ'য়েছিল ! কেন আবার শূন্যস্থানে স্বর্গের গোভা ঢেলে দিলে ? কেন আবার মরুভূমিতে এমন শান্তি-পাদপের বীজ রোপণ ক'রলে ? যে মরুভূমি হ'য়েছিল, সেই মরুভূমিই ত ভাল ছিল ! কেন মরুভূমিতে মরীচিকার সৃষ্টি ক'রে তৃষ্ণা-তুরা হরিণীর প্রাণবধ ক'রলে ! ছর্কলা সরলা তোমার নিতান্ত শরণাগতা, অবলার সঙ্গে এত বাদ কেন সাধুলে বিধি ? এই কি তোর বিধি ? এই কি তোর বিধান ? ধিক্ বিধি, ধিক্ তোরে ! ধিক্ তোর বিধিতে ! ধিক্ তোর বিধানে !

রাজার প্রবেশ ।

রাজা । এই যে অধিকার আনন্দের তুফান উঠেছে দেখছি ! লীলাময় আজ লীলা-সাগরের তুফান তুলে একটী কনকপদ্মকে সেই অনন্ত তুফানে ভাসিয়ে নিয়ে চ'লেছেন দেখছি ! ধন্য ধর্মরূপী হরি ! ধন্য তোমার লীলা ! রঞ্জাবতি ! লীলাখেলা সাজ ক'রে চ'লে ? কৈ তোমার বড় সাধের ধন, নিরাশার অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়-আকাশের প্রভাতী তারা কৈ ? সংসার সাগরের ঘূর্ণিত স্রোতে প'ড়ে দিগভ্রান্ত হ'য়ে, শেষে যে ঋবতারাটী লক্ষ্য ক'রে আশার বাতাসে কুল প্রাপ্তির আশায় বুক বেঁধেছিলে, এখন সে তারা কোন্ কেতুগ্রহের মুখে সঁপে দিয়ে চ'লে ? একদিন যার জন্ম ধর্মসাধনায় প্রাণ দিয়েছিলে আজ তার জন্ম মর্মযাতনায় প্রাণ দিয়ে ধর্মলীলার একটী অপূর্ণ দৃষ্টান্ত রেখে চ'লে ? যাও—যাও সতি ! যাও ভাগ্যবতি ! ধর্মের দ্বারে চিরদিন প'ড়ে থেকে যদিও আজ তোমাকে পুত্রশোক প্রাণত্যাগ ক'রতে হ'ল, তথাপি তুমি ভাগ্যবতী । যেদিন তুমি বৈধব্যকে সীমন্তে বন্ধন ক'রে এ জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে বরমালা দিয়ে বরণ ক'রেছিলে, সেইদিন

হ'তে বৈধবা তোমার শিরোদেশে নৃত্য ক'রছে ! কিন্তু এমন ক'রে যে তুমি সে বৃদ্ধ পতিকে ফাঁকি দিতে পারবে, এমন ক'রে যে এ পূর্ণ যৌবনে সীমন্তের আয়তি নিয়ে বৃদ্ধ পতির কোলে প্রাণত্যাগ ক'রতে পারবে, তা রজা একটী দিনের জন্তও মনে ক'রতে পারি নাই ; তাই বলি তুমি কোমলপ্রাণে রড় আঘাত পেয়ে—হৃদয়ের অপূর্ণ আশা হৃদয়ে রেখে—পূর্ণযৌবনে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ ক'রলে ; তথাপি রজাবতি ! জগতের লোকে তোমাকে ভাগ্যবতী সতীর আদর্শরূপিনী ব'লে চিরদিন পূজা ক'রবে ! আমিও অন্তরের সহিত আশীর্বাদ ক'রছি, যাও—সতীলোকে গিয়ে অরুন্ধতীর পদধূলি লাভ করগে !

রজাবতী । কে তুমি আমার সম্মুখে—শ্বেতকান্তি শান্তিময় মহাপুরুষ ! আমার সোণার বাছাকে কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে আছ ? দাও, দাও, আমার বুকে দাও ! আমার বুকভরা চাঁদ বুকে দাও । কৈ, কৈ সে মহাপুরুষ ? তুমি কে ? মহারাজ ? আমার সোণার চাঁদ—আমার বুকভরা চাঁদ—আমার ধর্মসাধা ধন কৈ মহারাজ ! কোথায় রেখেছ ? এনে দাও—প্রাণ বাঁচাও ! উঃ—বুক যে ফেটে গেল মহারাজ !

রাজা । রজাবতি ! ধর্মের বিচার অতি সূক্ষ্ম । সে বিচার স্কুল জ্ঞান-দৃষ্টির লক্ষ্য নয় । জগতে সকলে আপন আপন কৃত-কর্মের ফলভোগী, আর জীবের সেই কর্মসূত্রে অবলম্বন ক'রে, এই কর্মক্ষেত্রে ধর্মের লীলাখেলা মাত্র । হারান ধন পুনঃপ্রাপ্তি যদি ভাগ্যপটে চিত্রিত থাকে, তাহ'লে ধর্মের কৃপায়, আবার সেই অগাধসাগরে নিহত রত্ন লাভ ক'রতে পারবে, শ্মশান অগ্নিকায় আবার শান্তিধারা প্রবাহিত হবে ! আবার আঁধার সংসার আলো হবে ! আবার আনন্দের সহিত ধর্মের বিচিত্র লীলাকে ধন্যবাদ দিয়ে, লোকে তোমাকে শতমুখে আশীর্বাদ ক'রবে ।

কালু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । সুধু ধরম দেবতাকে ধন্তিবাদ দিলে হবেক না বাজা ! কালু সর্দারকে আশীর্বাদ করতে হবেক ! আর লকীকে পায়ের ধুলো দিতে হবেক । লে মনিব-মা ! তোর কলিজাব ধন কলিজা চিরিয়ে বাখ, আর তোব বাদিকে পায়ের ধুলো বক্সীস্ দে । দে সর্দার ! মায়ের ছেলে মায়ের কোলকে তুলিয়ে দে, যেথাকার ধন সেথাকে দিয়ে গড় করিয়ে পায়ের ধুলো লে ।

কালু । ছেলে কোলে নিয়ে দেখ্ দেখি মা ! কলিজাটা জুড়ায় কি না ?

রঞ্জাবতী । দাও—দাও কালু ! আমার বুকভরা ধন ! বাপ আমার ! (কক্ষে গ্রহণ) কালু ! তুই ত বাপ মিথ্যাবাদী ন'স, তবে কি আমার দৃষ্টিভ্রম হ'ল ? না আমি শোকে তাপে আত্মহারা উন্মাদিনী হ'য়েছি । এ ত আমার সে চাঁদ নয় কালু !

কালু । কিসে বুঝলি মা ! এ তোর সে চাঁদ নয়, এ চাঁদে সে চাঁদে কিছু পৃথক দেখলি পাগলি বেটি ! সেটি তোর সপ্তমীর শশিকলা, এটিও কি সেই সপ্তমীর শশিকলা নয় ?

রঞ্জাবতী । না কালু ! দুটিই অভেদ রূপ, দুটিই সপ্তমীর চাঁদ, কিন্তু কালু ! এটি অকলঙ্ক চাঁদ, সেটি আমার সকলঙ্ক চাঁদ । দুটিই একরূপ, তবে এ চাঁদে কেবল সেই কলঙ্কটুকুর অভাব ! চাঁদের বৃকের মৃগ-চিহ্নের মত, আমার চাঁদের মাথায় একটি পদচিহ্ন আছে । সন্ন্যাসী ব'লেছিলেন, এটি ধর্মের পদচিহ্ন ! তাই বলি, এ ত আমার সে চাঁদ নয় কালু !

লক্ষ্মী । আরে লে বেটি ! নেই গান্ধা হইতে কানা গান্ধা ভাল । আগে ওটাকে কোলে নিয়ে ধরম সাক্ষী করিয়ে বল, দুটা চাঁদকে দু-কোলে

লিয়ে, সমান ভালবাসার চ'কে দেখবি ! পেটের পুতের মত ভাববি ? তাহ'লে তোর সে ধরমের পেছকা মাথায় করা ফিয়াভরা চাঁদ যেথাকে পাই এনিয়ে দিব ।

রঞ্জাবতী ! এটা কি বেশী কথা হ'ল লক্ষ্মী ? তোরা এনে যাকে আদর ক'রে কোলে তুলে দিচ্ছিস, তাকে আমাব গর্ভের সন্তান চেয়ে বেশী ভাব্ব, ছুটীকে যমজ-সহোদরের ছায় লালন পালন ক'রব, এ কথা আমি ধর্মসাক্ষী ক'রে ব'ল্চি ।

লক্ষ্মী । তবে লে, এই তোর ধরমের পেছকা বওয়া চাঁদ বুকে ক'রিয়ে লে । (পুত্র প্রদান)

রঞ্জাবতী । আয় রে হারাণ ধন ! আয় রে আমার ধর্মদাস ! আয়, আমাব বুকে আয় ! (পুত্র গ্রহণ)

রাজা । ধন্য হবি ! ধন্য তোমার লীলা বৈচিত্র্য ! লক্ষ্মি তোমাদের যে কি ব'লে আশীর্বাদ ক'রব, সে আশীর্বাদের ভাষা আমি জানি না । হৃদয়ের যে কৃতজ্ঞতা ভাষায় ব্যক্ত হয় না, সেইভাবে হৃদয়েব আশীর্বাদ তোমাদের অর্পণ ক'ব্ছি ; আজ তোমাদের গুণে আমার অধিকা পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ ; তুমিই আমার অম্বিকার অন্নপূর্ণা ! আর—কালু আমার কামীধাম রক্ষক কাল্ভৈরব ! আজ হ'তে অধিকা তোমাদের ।

লক্ষ্মী । আচ্ছা, তাই হবে মূনিব ! আমি ত অন্নপূর্ণা হ'ল, এখন অন্নপূর্ণার ছকুম, খোঁকাদের পাঁচ তিথ্যর জলে চাঁদ করিয়ে দে, তুহারাও চান কব গে ! মোরা মেথরের মড়া ছুঁয়েছি—গায়ে রক্ত ঝোগিয়ে আছে—মোরাও চান করি গে ।

রাজা । কালু ! কিকপে এ সব ছুঁদৈব সম্বাচিত্ত হ'ল ?

লক্ষ্মী । সে অনেক কথার কথা মনিব ! এখন শান করিয়ে ঠাণ্ডা হইয়ে যা, তারপর এক একটী করিয়ে ব'ল্ব । তবে একটী কথা বলিয়ে

বাথি মনিব ! সন্ন্যাসী ব ছকুম, সেই সন্ন্যাসী—যে ধরম পীঠে এসিয়ে
মোদের মরা রাণীগার জিউ দিয়েছিল, সেই সাধু তুহার ছটা বালকের
ধরমসেন আর কর্পূরসেন নাম দিয়েছেন । উহাদের ঐ নাম ধরিয়ে ডাকিস্,
এখন যা, চান কব্গে ।

| সকলের প্রস্থান ।

বিংশ দৃশ্য ।

বিষ্ণুপুত্র—মহানদের মন্ত্রণা-গৃহ

মহানদ ও ভগবৎসিংহের প্রবেশ ।

মহানদ । আজ দুই প্রহরের মধ্যে পৌছাবার কথা, কিন্তু ক্রমেই
সময় গত হ'চ্ছে ।

ভগবৎ । আজ্ঞে সময় গত হ'চ্ছে বৈকি, সময় যাচ্ছে—না, জল
যাচ্ছে ।

মহানদ । তবে কি জান, বর্ষাকাল কুচলবাস্তা, তাতেই বোধ হ'চ্ছে,
এখনও সময় গত হয় নাই ।

ভগবৎ । আজ্ঞে ঠিক কথা, সময় অনন্ত ! সময় কি গত হবার জিনিস,
তবে ঐ যা আজ্ঞে ক'রলেন, বর্ষাকালের কুচল বাস্তা—

মহানদ । কিন্তু মেঘে মেঘে বেলা ঢের হ'য়েছে, সময় উত্তীর্ণ প্রায় ।

ভগবৎ । আজ্ঞে দিন ফুরিয়ে এসেছে, আব সময় কৈ ? মেঘে মেঘে
বেলা বুঝতে পারা যাচ্ছে না ।

মহানদ । তাই ত, বেটারা বুঝি কাজ হাসিল ক'বে ফিব্তে
পারলে না ?

ভগবৎ । আজ্ঞে তাই ত, কাজ বুঝি হাসিল ক'রে ফিবতে পারলে না ।

মহানদ । নিতান্ত যে শুধু হাতে ফিববে ব'লে বোধ হ'চ্ছে না । অন্ততঃ শ্মশানে খুঁজে খুঁজে নিদেন একটা মরা ছেলে এনেও হাজির ক'রবে ।

ভগবৎ । যা আজ্ঞা ক'রেছেন, পাঁচ পাঁচশো মোহরের লোভ ! নিদেন মরা ছেলেটীও শ্মশান থেকে কুড়িয়ে এনে হাজির ক'রবে ।

মহানদ । দেখ, এখন ভগবানের মনে কি আছে ।

ভগবৎ । হুজুরের মনের কথাও তিনি জানুছেন, এ হতভাগা ভগান মনের কথাও তিনি জানুছেন ।

মহানদ । তাত ঠিক ! দেখ ভগবৎ ! ব'লতে কি, তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতে ইচ্ছা কবে । তোমার কাছে প্রাণের কথা সবই ব'লেছি । আমার জীবনের সব সাধ একদিন না একদিন মিটবেই মিটবে । কিন্তু একটা সাধ বোধ হয় আমার জীবনে অপূর্ণ থাকল ! মন্দারণ—রাজকুমারী সেই নগর দাহের সময় হ'তেই নিরুদ্দেশ ! আমি অন্তঃপুর অবরোধ ক'রলেম, রাজধানী পর্য্যন্ত জালিয়ে দিলাম । কিন্তু যার উদ্দেশ্যে এতদূর ক'রলাম, তার কিছুই হ'ল না ; রাজকুমারীটিও নিরুদ্দেশ, রাজকুমারীটিও নিরুদ্দেশ ! ও কি ভগবৎ ! তোমার চক্ষু বক্তবর্ণ হ'ল কেন ? কাঁপুছো যে ? কোন সঙ্কিত ব্যাধি আছে না কি ?

ভগবৎ । আছে । (মস্তক টিপিয়া ধারণপূর্ব্বক)—উঃ—

মহানদ । নূতন ব্যাধি ?

ভগবৎ । নূতন নয়, সঙ্কিত ব্যাধি ।

মহানদ । কত দিন হ'তে ব্যাধির স্ত্রপাত ?

ভগবৎ । 'যে' সময়ে মন্দারণের বৃদ্ধ রাজা, রাজ্যীর সঙ্কিত তীর্থ যাত্রা

করেন, যে দিন সেনাপতির অনুপস্থিতিতে আপনি গড় মন্দারণ জালিয়ে দেন, যে দিন অসহায় রাজকুমারীর উপর আপনার পাপদৃষ্টি পতিত হয়, সেই অগ্নি-দাহের সময় হ'তে এ অন্তর্দাহের উৎপত্তি ! তার পরেই ব্যাধির স্ত্রপাত ।

মহানদ । কে যেন আসছে ? কে তুইরে ?

বস্ত্রাচ্ছাদিত মুণ্ড লইয়া সেধোর প্রবেশ ।

সেধো । আজ্ঞে সেধো !

মহানদ । তুই না ইঁদের সঙ্গে অন্তিকায় গিয়েছিলি ?

সেধো । আজ্ঞে !

মহানদ । কাজ হাঁসিল ?

সেধো । আজ্ঞে !

মহানদ । বস্ ! বহুৎ খুসি কিয়া ! পাঁচশ মোহর এই তোড়া বন্ধি ! ইঁদে কৈ ?

সেধো । আজ্ঞে মাথাটা আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি ধড়টা নিয়ে পেচিয়ে প'ড়েছেন ।

ভগবৎ । দূর বেটারা ! একেবারে কেটে ছ'খানা ক'রে নিয়ে এসে-ছিন্ ! কৈ দেখি কি রকম ছেলে ? দে না বেটা বাঁ হাতে দে—ডান হাতে টাকা নে, পাঁচশ মোহর ! দে ছেলে দে !

সেধো । আজ্ঞে ভজুর ! ধর্ম অবতার ! এ ছেলে নয় ।

মহানদ । ছেলে নয় কিরে বেটা ? ঐ যে চুল দেখা যাচ্ছে ?

সেধো । আজ্ঞে ও ছেলের চুল নয়, অ—ভা—

মহানদ । ছেলের চুল নয় ? তবে কি ! অ্যা ! মেরে এনেছিন্ ব'লে ভয় ? এনেছিন্ এনেছিন্ ! আমি মার্ত্তাম, না হয় তুই সে কাজ সেরে

এসেছি। দে দেখি মাথাটা ! এই মোহরের তোড়া তোর ; দে, মাথা ! ধড়টা পৌছে দিলে ইঁদেকে পূবস্কার দেওয়া যাবে। দে—মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়ো ক'রে ফেলি। (আকর্ষণপূর্বক মস্তক গ্রহণ) আঁ ! এ কার মাথারে বেটা ? এ যে মস্ত দাড়ি চুল ! এই কি ছেলের মাথারে বেটা !

সেধো ! আজ্ঞে ! ছেলের মাথা পাওয়া গেল না, তাই লক্ষ্মী ডোমনী আপনাকে এইটে ডালি দিয়েছে, ইনি আপনার সেই ইঁদে মেথরের মাথা !

মহানদ ! তবে রে বেটা নেমকহারাম ! দে—মোহর ফিরে দে, নইলে বেটাকে জিয়ন্ত মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াব।

সেধো ! (চীৎকারপূর্বক) দোহাই রাজার ! ডালকুত্তোয় কান্দিতে আসছে। অধিকার বাজপুত্রের মাথা কেটে আন্তে পারিনি ব'লে, পাত্র মশায় কুত্তো দিয়ে খাওয়াতে চায় ! দোহাই রাজার ! ঐ কাজে গিয়ে ইঁদে মেথরের মাথা কাটা গিয়েছে ! লক্ষ্মী ডোমনী, সেই মাথা পাত্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে ! ঐ—মাথা—ঐ—গড়াগড়ি যাচ্ছে ! আগাকে কুত্তোয় কান্দিতে—

মহানদ ! সাধু ! চুপ, চুপ ! গোল করিসনে ! মোহর নিয়ে যা, মাথাটাও লুকিয়ে নদীতে ফেলে দিয়ে যা। গোল ক'রিসনে, খুব সাবধান—সাধু ! খুব সাবধান !

সাধু ! (মোহর ও মুণ্ড লইয়া) যে আজ্ঞে ! খুব সাবধান ! সাধু সাবধান ! সাধু—সাবধান ! | প্রস্থান।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী ! মহানদ !

মহানদ ! দিদি ! তুমি এখানে কেন ? এমন-দার প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে পদব্রজে এখানে আসা কি তোমার ভাল হ'য়েছে ?

রাণী । আমার কার্যের উচিত অনুচিত, ভাল মন্দ দেখবার অধিকার তোমার নাই ।

মহানদ । অবশ্য আছে ! জান আমি তোমার সহোদর ?

রাণী । জানি, তুমি আমার সহোদর । সহোদর ব'লেই সহোদরের ছায়া দেখতেম, সহোদর স্নেহে ভালবাসতাম ! কিন্তু তোমার কার্যকলাপ, আচার আচরণ দেখে, তোমার প্রতি এতই আন্তরিক ঘৃণা জন্মেছে যে, তোমাকে সহোদর ব'লে সম্বোধন করা দূরে থাক, পরিচয় দিতেও ঘৃণা-বোধ হয় । তুমি আমার পুণ্যশ্লোক পিতার বংশোজ্জ্বলকারী স্পুত্র নও ! বংশের কুপুত্র—কুলের কুলাঙ্গার ! হয় ত আমার পুণ্যাশ্রয় পিতামাতার জন্মজন্মান্তরে কিছু পাপ সঞ্চিত ছিল, তাই, সেই পাপের সমষ্টি তোমাকে মর্ত্যলোকে রেখে, পুণ্যরাশি ল'য়ে স্বর্গে গিয়েছেন । ছি, ছি মহানদ ! বনের ব্যাঘ্র ভল্লকের যে ধর্মজ্ঞান আছে—শ্মশানের প্রেত-পিশাচের হৃদয়ে যে দয়া আছে—নিতান্ত নির্গম নরঘাতক চণ্ডালের প্রাণে যে করুণা আছে, তোমাতে তাও নাই ! তুমি এমনি পশুর অধম, প্রেত পিশাচের ঘৃণা, চণ্ডালাধম চণ্ডাল ?

মহানদ । দেখ, দিদি ! দোষাদোষ বিচার না ক'রে, বিনা কারণে এতদূর অপমানের কথা ব'ল না, তুমি বিষ্ণুপুরের অধীশ্বরী ব'লেই যে এতদূর অপমানের কথা সহ ক'রছি তা মনে ক'র না ! কেবল জ্যেষ্ঠা-সহোদরা ব'লেই, নৈলে জানতে, আমি কে ?

রাণী । জান্তাম—এখনও জানি ; তুমি একটা ঘোর পাপিষ্ঠ ! তুমি নরকের কীট—তুমি পৃথিবীর ভার—মহাপাপের অবতার ! তুমি আমার সহোদর ব'লে যে বিষ্ণুপুর রাজের রূপার পাত্র হ'য়েছ, যার অনুগ্রহে আজ তুমি লক্ষাধিক সেনার অধিনায়ক, রাজ্যের সর্বময়্য কর্তা ব'লে সম্মানিত ; আবার তাঁরই অরূপায়, সেই মহারাজ বীরমল্লের একটা অঙ্গুলি হেলনেই

তুমি একটা পিপীলিকার অধম ! জলন্ত অগ্নিরাশির নিকট একটা শুষ্ক তৃণ খণ্ড মাত্র ! পাপিষ্ঠ ! নারকি ! হৃদয়ে পাপের আগুণ জেলে এখনও মুখ তুলে কথা ক'চ্ছ ? অন্তর হ'তে নরকের পুতিগন্ধ নির্গত হ'য়ে দিগন্ত ব্যাপ্ত হ'চ্ছে, তথাপি আত্মদোষ গোপনের চেষ্টা ? এখনও বাহিরে সাধুতার ভাণ ! এখনও নিরপরাধ, নিষ্পাপের ছায় অমানমুখে বাগ্‌বিস্তার ক'রছ ! দূর হও পশু ! এখনই বিষ্ণুপুর হ'তে দূর হও ! এ বিষ্ণুপুর মদনমোহনের আনন্দময় রাজ্য ! তোমার ছায় শ্মশান-চণ্ডালের যোগ্য স্থান নয় ।

মহানদ । তোমার ছায় প্রগল্ভা উদ্ধতপ্রকৃতি রমণীর উপযুক্ত স্থানও এ রাজপুরী নয় ! শ্মশানই তোমার ছায় রাক্ষসীর উপযুক্ত স্থান । এতদূর অহঙ্কার—এতদূর ঐশ্বর্যের মদগর্ব রাক্ষসী ভিন্ন রাজমহিষীতে শোভা পায় না ।

রাণী । জন্ম জন্ম যেন আমার এ অহঙ্কার—এ মদগর্ব—এ অভিমান অক্ষয় থাকে ! স্বজন হ'ক্, সহোদর হ'ক্, তোমার ছায় পশুর মস্তকে পদাঘাত ক'রতে যেন মুহূর্তের জন্তও মনে মমতার সঞ্চার না হয় । পাপিষ্ঠ ! আপনার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি ক'রে—হৃদয়ের সেই বিভীষিকাময়ী চিত্র অন্তশ্চক্ষে জাজলামান দেখে, কোথায় মর্মে মর্মে ম'রে যাবি, তা না হ'য়ে এখনও বৃকে সাহস বাঁধছ ?

মহানদ । মহানদের হৃদয় চিরদিন নির্ভীক—নিরাতঙ্ক—নিষ্পাপ ! নিষ্পাপহৃদয় জগতের কারো কাছে সঙ্কুচিত হয় না ।

রাণী । আবার ব'লছ আমি নিষ্পাপ ?

মহানদ । শতবার ব'ল্ব—সহস্রবার ব'ল্ব আমি নিষ্পাপ ! চিরদিন ব'ল্ব এ হৃদয় নিষ্পাপ !

রাণী । দেখ দেখি এখানি কার পত্র । (পত্র প্রদান)

মহানদ । এ ত অধিকার জায়গীরদার নয়নসেনের স্বাক্ষর ।

রাণী । পত্রে কি লেখা আছে প'ড়লে কি ?

মহানদ । (মনে মনে পত্রপাঠপূর্বক) এর ত ভাবার্থ কিছু বুঝতে পারলেম না ।

রাণী । তা পারবে কেন ? পঞ্চম বর্ষীয় শিশুতে যা বুঝতে পারে, তুমি তা বুঝতে পারবে কেন ? কে আছ এখানে—

প্রহরী । আজ্ঞা ক'রুন মহারানি ।

রাণী । শীঘ্র সেনাপতিকে শত অশ্বারোহীসহ আমার নিকট উপস্থিত হ'তে বল । মুহূর্ত্ত মধ্যে ।

প্রহরী । যে আজ্ঞা ।

রাজার প্রবেশ ।

রাজা । রাজি ! স্থির হও, একেবারে কঠোর আজ্ঞা ক'র না, পাপের দণ্ডদাতা ঈশ্বর আছেন ।

রাণী । রাজাও ত ঈশ্বরের প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর-রাজ চিরদিন ছুষ্ঠের দণ্ডদাতা, সজ্জনের প্রতিপালক ! আপনি আমার কার্যে বাধা দিয়ে পাপের প্রশ্রয় দিবেন না । যাতে মহারাজ বীরবল্লভের অপক্ষপাত শাসনের, চিরনির্মল যশোভাতি মলিন হবে, তা আমি ক'রতে দেব না ! আগাকে ক্ষমা ক'রবেন ; কৈ সেনাপতি এসেছ ?

সেনাপতির প্রবেশ ।

সেনাপতি । (উভয়কে অভিবাদনপূর্বক) কি আদেশ ক'রেছেন মা ?

রাণী । তুমি কি ঐ পিশাচের আজ্ঞাবহ দাস ?

সেনাপতি । আপনার সহোদর ব'লে । মহারাজের নিয়োগপত্রপ্রাপ্ত প্রতিনিধিস্বরূপ জেনে ।

রাণী । সে কথা—সে সম্বন্ধ ভুলে যাও । এমনে আমার আদেশ প্রতিপালন ক'রবে কি ?

সেনাপতি । অবনত মস্তকে ! কি আদেশ মহারানি !

রাণী । এই পাপিষ্ঠ মহানদকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে অশ্বিকার রাজা কর্ণ-সেনের নিকট ল'য়ে যাও ।

রাজা । রাজি ! একটু বিবেচনাপূর্বক আদেশ ক'রলেই ভাল হ'ত । সহস্র অপরাধী, সহস্র আততায়ী হ'লেও সহোদর !

রাণী । সহোদর হ'লেও আমার পিতৃকুলের কুলাঙ্গার—মহাপাপী ! পাপীর পাপময় জীবন পাপে জীর্ণ হ'য়ে পাপেই ক্ষয় হ'য়ে এসেছে, ও পাপাধম হ'তে আমার পিতৃকুলের জলপিণ্ডের প্রত্যাশা নাই । ও আমার পিতৃবংশ নির্বংশ করবার জন্য কুলাঙ্গার জগেছে ! যদিও সেই স্বর্গগত পিতৃকুলের পুণ্যবলে, আমার জীবনাধিকা সরলাবালিকা, ভগ্নী রঞ্জাবতী পুত্রবতী হ'য়েছে, পিতৃকুলের একবিন্দু জলপিণ্ডের প্রত্যাশা স্থল হ'য়েছে, মহাপাপী মহানদের হিংসা-কীট-কলুষিত, নরকময় হৃদয়ে তা' সহ্য হ'ল না ? এক শোণিতে—এক শুক্রে জনপ্রাণ ক'রে, সেই স্নেহের পুত্রলি সোণার প্রতিমা সরলা সহোদরার সন্মানসাধনপূর্বক আপন স্বার্থসাধনের জন্য লালায়িত ! একটী সন্তোজাত ক্ষুদ্র শিশুর জীবন বিনাশ ক'রে, ঐ মহা-প্রেতের যে, কি স্বার্থ-সিদ্ধি হবে, তা ঐ নরপিশাচই জানে । আপনি রাজা হ'য়ে—ছুষ্টের দণ্ডদাতা হ'য়ে এমন নরপশুকেও ক্ষমা ক'রতে চান মহারাজ ? যাও সেনাপতি, এই মুহূর্তে পাপিষ্ঠকে বিয়ুপূর হ'তে অন্তর্হিত কর ।

সেনাপতি । যে আজ্ঞা ! (প্রহরীর প্রতি) বন্ধন কর !

প্রহরী ! (মহানদের প্রতি) গোস্ঠাকি মাফ চাহিয়ে ছজুর ! লা পর গাড়ি, গাড়ি পর লা, এহি ত ছনিয়াদারিকা দস্তর ছায় । (শৃঙ্খলাবদ্ধকরণ)

মহানদ । মহারাজ ! অবিচারে অপমান ক’রবেন না ! জ্ঞীলোকের কথায় বাধ্য হ’য়ে, সাধ ক’রে আপনার পাতার কুঁড়েয় আপনি আগুন জেলে দেবেন না ! পুড়ে ছাবথার হবে—বিষ্ণুপুর ভস্ম হ’য়ে উড়ে যাবে !

বাণী । সে ভয় অতুলকে দেখিও মহানদ ! বিষ্ণুপুর রাজাকে সে ভয় দেখান আপন উন্মাদ-বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া মাত্র । সেনাপতি ! এখনও পাঁপিষ্ঠকে আমাদের সম্মুখে রেখেছ ? এই মুহূর্ত্তে ও মহাপাপ আমাদের সম্মুখ হ’তে বিদায় কর ।

[বন্ধনগ্রস্ত মহানদকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান ।

বাণী । (ভগবতের প্রতি) তোমার নাম কি ?

ভগবৎ । আজ্ঞে ভগবৎসিংহ আপাততঃ ।

বাণী । তুমিই ভগবৎ ।

ভগবৎ । আজ্ঞে ।

বাণী । এ সকল কুপরাগর্শের সবই জান ? কেমন ?

ভগবৎ । আজ্ঞে আগাগোড়া ।

বাণী । জেনে শুনে এমন পাপের প্রশ্রয় দিলে কেন ? কেন নিষেধ কর নাই ?

ভগবৎ । আজ্ঞে, আমি যদি মহারাজের দ্বিতীয় পক্ষের সম্বন্ধী হ’তেম, তাহ’লে নিষেধ করবার কতকটা হৃদয় হ’তে পারতাম ।

বাণী । তুমিও ঘোর পাঁপিষ্ঠ ; তুমিও এই মুহূর্ত্তে বিষ্ণুপুর হ’তে বিদায় হও ।

ভগবৎ । (স্বগতঃ) সে কথা আর ব’লতে ! আমি শিকার ছেড়ে দিয়ে বিষ্ণুপুরে ব’সে থাকব, আর মহানদের পাপের দণ্ড দেবে ; ভীমের হাতে জরাসন্ধের মৃত্যু বিধিগিপি ব’লেই একদিন ভগবানও সেই জরাসন্ধের কাছে হার মেনেছেন ! তেমনি এ ভগবতের হাতে মহানদের

মৃত্যুও অলঙ্ঘ্য বিধিলিপি ! অধিকারাজ তার কি দণ্ড দেবেন ? শিবদেবী দক্ষের বিনাশের জন্য মহাশক্তির অভিসম্পাতে রুদ্রজটা হ'তে কালাভৈরবের উৎপত্তি হ'য়েছিল ! তেমনি আজ সেই মহাশক্তির অংশরূপিনী মন্দার-রাজকুমারী সরলা সতী শৈলজার অভিসম্পাতে, এই ছদ্মবেশী মহারাজের হৃদয় হ'তে ক্রোধরূপ কালভৈরবের উৎপত্তি হ'য়েছে । এ কালভৈরবের হস্তে সতী-অভিশাপগ্রস্ত মহানদের নিস্তার নাই ! কেবল সময়ের প্রতীক্ষায় আছি । (রাণীর প্রতি) চ'লোম মহারাণি ! আপনাদের উভয়কে প্রণাম ক'রে বিদায় হচ্ছি, আবার নূতন দেহ ধারণ ক'রে, বিষ্ণুপুরে আসব । আবার নূতন বেশে এসে আপনাদের নূতন ভাবে প্রণাম ক'রব ।

[প্রস্থান ।

রাণী । মহারাজ ! অনেকটা সময় অপব্যয়িত হ'ল । চলুন, মদন-মোহনের মন্দিরে যাই ।

রাজা । চল, কিন্তু একটা ভাবনা হ'চ্ছে ।

রাণী । কি ভাবনা মহারাজ ?

রাজা । মহানদ অতি কুটীল, অতি কূটকৌশলী ; সে রাজা কর্ণ-সেনকে বাহ্যিক সাধুতার ভাণে পরমাত্মীয়তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, সেই উদারহৃদয় মহাত্মার নিকট মুক্তিলাভ ক'রবে, তার পরে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেও ভুলবে না, আমার ত এই অবস্থা ।

রাণী । মদনমোহনের রাজ্য মদনমোহন রক্ষা ক'রবেন । আপনাকে প্রতিনিধি ক'রে তাঁর রাজ্য তিনিই চিরদিন রক্ষা ক'রে আসছেন । তাঁকে ডাকুন, তাঁর উপর নির্ভর ক'রুন, তিনিই আপনার হৃদয়ে বল দেবেন—এ ক্ষুদ্র বিষ্ণুপুরের রাজ্যে অবসর দিয়ে তাঁর অনন্ত অক্ষয়ধাম মহাবিষ্ণুপুরে স্থান দেবেন । এ মাটির বিষ্ণুপুরের সঙ্গে, মাটির দেহের ক্ষণিক সম্বন্ধ বৈ ত নয় মহারাজ ।

গীত ।

অনন্ত সম্বল, অন্তরের বদা,
 শতগুণে হে নাথ, সে বল প্রবল হবে ।
 একান্ত অন্তরে, সদা সকাতবে,
 প্রাণভ'রে ডাক, শ্রীবাধা-বল্লভে ॥
 মুক্ত হ'য়ে যদি রাজ্যভার-বহনে,
 শান্তি পাও হে কান্ত এ চিন্তাদাহনে,
 শান্তভাবে দেখে শ্রীমদনমোহনে,
 ত্রিতাপ জুড়াবে শ্রীপদপদ্মবে ॥
 কুমার কৈশোর যৌবন বিগত,
 বার্দ্ধক্যেতে দেহ জরার অনুগত,
 দেখিতে দেখিতে ক্রমে কালাগত
 কতদিন আর রবে ভবে ;—
 ক'রে জয় কত দুর্জয় রিপুরে,
 পেয়েছ রাজ্যপদ ক্ষুদ্র বিষ্ণুপুরে,
 জিন্তে যতন এখন কর ছয় রিপুরে,
 (গিয়ে) মহাবিষ্ণুপুরে পাবে' সে তুল্লভে ॥

{ প্রস্থান ।

একবিংশ দৃশ্য ।

অম্বিকার প্রান্তভাগ

ত্রিশূলহস্তা মুক্তকেশী উন্মাদিনীর প্রবেশ ।

পাগলী । কেন বলা হ'ল না ? সবমের দায়ে ? সরম ? কিসের সরম, কার কাছে সরম ? আমার সরম, ভরম, ধবম, করম, সবই ত সে ; তার কাছে মরমের কথা চেপে রেখেছি । ছি ছি ! আর না—আজ ব'লব ; আমি পাগলী ! তাই পাগলের খেয়ানে ভাবি, সে আমার কাছে নাই । স্বামী দেবতা ! দেবতা আবার ছাড়া কোথায় ! সবই দেবতা—দেব-তাই পতি । ঐ অনন্ত আকাশ—অনন্ত তারা—অনন্ত দেবতা ! আমার অনন্ত পতি । তবে মনের কথা বলবার জন্ত, হাবান পতিকে খুঁজে বেড়াই কেন ? যার একটি পতি, পতিকে যে মানুষ ভাবে, পতিকে যে মানুষের কপ, মানুষের যৌবন, মানুষের স্বভাব দেখে, পতিকে যে বিলাসের সামগ্রী, এই সংসার-ধূলাখেলার ধুলার ঘরের খেলার পুতুল ভাবে, সে আবার সতী কিসের । একটা গান গাই ।

গীত ।

সরমের দায়ে, মরমের কথা, বলি বলি বলা হ'ল না ।

আজ কাল করি, কাল গৌয়াইলু, সে কা'ল আর ত এল না ॥

প্রাণে প্রাণে কত, প্রাণভরা আশা,

কতই সোহাগে, কত ভাগবাসা,

স্বপনে ছলিয়ে, গেল সে চলিয়ে,

রহিল স্মৃতির যাতনা ॥

কোথা সে মন্দারণ, মন্দার বনসম,
 ফুল-ফুল-দল-ভূষণা,—
 আনন্দময় পুরী, যার তবে পরিহরি,
 কাঞ্চালিনী আজ কুদালননা ;—
 সম্পদ স্তূথ সব তেয়াগিয়ে,
 পাগলিনী আমি, যাহাব লাগিয়ে,
 কৈ বিধাতারে, মিলাইলি তারে,
 এ কেমন আশার ছলনা ॥

এক ভাতাবী বুঝি সতী হয় ? এক ভাতারী ক’জন হ’তে পারে ?
 আমার কত শত পতি ! অনল—পতি, অনিল—পতি, চাঁদ—পতি !
 দ্বিষাম্পতি, মেঘ, জল, আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, মর্ত্য সব পতি । আমার
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পতি ! আমি—জগৎ-ভাতারী ! যে জগৎ ভাতারী—সেই
 এক ভাতারী ; এক ভাতারী হ’তে জান্বে তবে জগৎ-ভাতারী হ’তে
 পারে ! যে মানুষ-ভাতারী, মানুষের জড়পিণ্ড যার স্বামীর দেহ,
 মানুষের হাড়-চামড়া, রক্তমাংস দিয়ে ভূতের যোগ বিয়োগের কারীগরীতে
 যে স্বামীর রূপ দেখে, যে, এই এত বড় জগৎখানার জলে, স্থলে, ফলে,
 ফুলে, আকাশে, পাতালে, তরু, লতায়, শাখায়, পাতায়, চাঁদে, নক্ষত্রে,
 সাগরে, মহাক্ষেত্রে সর্বদিকে সর্বত্র প্রেমময় পতির ভুবন-ভরা রূপ
 দেখতে না পায়, সে আবার সতী কিসের ! সে আবার প্রেম-পাগলী—
 ভাতার-সোহাগী কিসের ! আমি কেমন ভাতার-সোহাগী ! প্রেম-পাগলিনী
 হ’য়ে ভুবন-ভরা প্রেমের তুফানে ছলে ছলে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি । হা
 হা হা !—বেশ হ’য়েছে ! মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল ! আবার কত কি
 দেখতে পাচ্ছি, ঐ আবার ঘুচ্ছে, ঐ ঘুচ্ছে ! জল—জল—নদ—নদী—
 আকাশ—পাতাল সব ঘুচ্ছে ! ঐ—জলছে ! হু হু ক’রে জলছে !

মন্দারণেব চারিদিকে আঙনের পাহাড় জ'লছে ! প্রেত, পিশাচ, দৈত্য, দানায় মন্দারণ পোড়াচ্ছে । জ্যান্ত মানুষ পোড়াচ্ছে ! ঐ চীৎকার ! ঐ—হাহাকার ! ঐ অন্তর্ভেদী আর্তনাদ ! গেল—সোণার মন্দারণ !—ইন্দের মন্দারবন পুড়ে গেল ! ঐ—দানব ! ঐ—বিকট পিশাচ ! আমাদের ধ'রতে আসছে । পানাই, না ! না ! পালান না !! আসুক দৈত্য ! আসুক দানব ! মারব ! দৈত্যদলনী রণচণ্ডী আমি । তিষ্ঠ মহানদ ! মহাপাপরূপী মহাপ্রেত তিষ্ঠ !! (ছুরিকা হস্তে) হত্যাং, হত্যা—(দ্রুতগমন, পতন ও মুচ্ছা)

লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । এ কে গো রাজপথে ! এ সোরকের উপর তু কে পড়িয়ে আছিস্ মা ? আহা ! কি কাঁচাসোণার গড়া নিখুঁত ছবি রে ! মাটিতে বুক দিয়ে, ধূলায় পড়িয়ে আছে । মাথার চুলগুলো এলো !—পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত সকল শরীর ঢাকা দিয়েছে । যেন ভাঙ্গা মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ফুটিয়ে বেরাচ্ছে । এ সেই পাগলী ! যেন স্বর্গের পরী পাগলী সেজিয়ে নেমিয়ে এসিয়েছে ! হাঁগা ! তু কে আছিস্ গো মা ?- (কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়ে উচ্চৈঃস্বরে) এ পাগলী মা ! এ স্বর্গ-বাসিনী মা ! উঠ মা ! না, এ চিয়ান যাবেকনি, পাগলীর কলিজায় কি যেন একটা দরদ লেগিয়েছে ।

পাগলী । (উঠিয়া) বড় দরদ মা—বড় দরদ ! মা নাই, বাপ নাই, ভাই হারিয়েছি, স্বামী হারিয়েছি, সোণার সংসার শ্মশান হ'য়েছে । প্রেত-পিশাচের হাতে সোণার সংসার ছারখার হ'য়েছে !

লক্ষ্মী । তু কে আছিস্ পাগলী মা ! সত্তি বলবি ? হামার মাথার কিবে, বুট বলিস্ না । তু কোন্ রাজ-রাজড়ার ঘরের মেইয়ে আছিস্ ।

রাজা-রাজড়ার বহু আছিচ্ছিস্ ? পরাণে যেন কি একটা বড় দরদ পেয়ে এমন ধারা পাগ্‌লী হইয়েছিচ্ছিস্ ! সত্তি কথাটী বল মা ! তু কে আছিচ্ছিস্ ?

পাগ্‌লী । ব'ল্‌ব মা ! আজ না, এক দিন ব'ল্‌ব ; স্বামীর নিষেধ—দেবতার আদেশ ! অমাত্য ক'রতে নাই । যে দিন দেবতার সন্ধান পাব—দেবতার অনুমতি পাব, সেই দিন ব'ল্‌ব ! তুমি কে মা ?

লক্ষ্মী । আমি অধম জাত, ইত্তির জাত আছি । মোর নাম লক্ষ্মী ডোমনী, কালুসর্দাবেব ঘরের নোক ।

পাগ্‌লী । কি—তুমি ? তুমি লক্ষ্মী ! তুমিই সেই কালুবীররূপী কালভৈরবেব রণরঙ্গিনী সঙ্গিনী ! অগ্নিকাব রণচণ্ডিকা রঙ্গিনীদেবীর অংশরূপিনী—দৈত্যনাশিনী রণচণ্ডিকা ? মা ! তুমি ইতর জাতি হ'লেও জগতের জাতিকুলাভিমানিনী, রমণীকুলের শিরোভূষণ ! তোমার স্বামী আদর্শ বীর । বহু শিবব্রতফলে কালুব গ্ৰায় ধর্মবীর, বীরপতি লাভ ক'রেছ ! জন্মায়তি হও—মা ! জন্মায়তি হও ।

লক্ষ্মী । পাগ্‌লী মা ! তোমার কথাগুলি ত বড় মিষ্টি আছে ? এ ত পাগ্‌লীর মত কথা নয়, তবে তোকে পাগ্‌লী বলে কেন ?

পাগ্‌লী । মা ! আমি পাগল নই ! পাগল ছিলাম না, সময়ে সময়ে বেশ থাকি, কেবল একটা পিশাচ মূর্তি মনে হ'লে—একটা দাউ দাউ অগ্নিকাণ্ড মনে হ'লে, মা, বাপ, ভাই, স্বামীর মুখ মনে হ'লে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠে । কেমন যেন পাগলের মত হ'য়ে যাই ! এই—মাথাটা ঘুরে উঠল ! বুঝি আবার—ঐ পিশাচ, ঐ—ঐ পিশাচ ! মা ! মা ! (ভীতভাবে লক্ষ্মীর পার্শ্বে গমন)

লক্ষ্মী । কোথাকার পিশাচ বল ! দে—দেখিয়ে দে । সমতানকে একটা তীরে গেঁথিয়ে লিয়ে তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে দিই ।

পাগলী । না—না—না, মারিসনে মারিসনে ! ছঃশাসন বধে ভীমের প্রতিজ্ঞা ! ছঃশাসনের রক্তপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা ! দ্রৌপদীর মুক্ত কেশবন্ধনে ভীমের প্রতিজ্ঞা ! সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে !

লক্ষ্মী । এ আবার যা তা কি ব'ল্ছিস মা ! আবার পাগল হ'লি না কি ?

পাগলী । না—না !—পাগল নই ! পাগল ব'ল্তে নাই ; পাগল ব'য়ে গ'ল দেওয়া হয় ! আমি তোদের রাজা রানীকে দেখতে এসেছি । দেখাবিনে ?

লক্ষ্মী । কেন দেখাব না । যা, সিদে দেহুরী পার হইয়ে অন্তরে চলিয়ে যা !

পাগলী । না, আমার ভয় করে ; কে কি ব'ল্বে, আমার অলঙ্কার কেড়ে নেবে ।

লক্ষ্মী । তোমার গারে সোণা, রূপো, জহবত কি আছে মা ! কি কেড়িয়ে লেবে রে পাগলী ?

পাগলী । হা হা হাঃ ! বেটী ছোট জাত কিনা ; অলঙ্কারের রাজা হ'য়ে—সাত রাজার জহরৎ মাথার বেঁধে অলঙ্কার চিন্‌লিনে ? (হাতের লোহা দেখাইয়া) এই যে আমার অলঙ্কার ; চল না মা ! তুই আমার সঙ্গে চল ! সেখানে কেউ কিছু ব'ল্বে না ত ?

লক্ষ্মী । কেউ কিছু না ব'ল্বে, তু সিধা ফটক পেরিয়ে চলিয়ে যা ! পাহারাওয়াল, সেনা, আশোয়ার কেউ কিছু বলে ত, এই লক্ষ্মীডোমনীর নাম ক'রিস, দেখবি, গড় করিয়ে,—পায়ে লুটিয়ে প'ড়িয়ে, ফটক ছেড়িয়ে দেবে !

পাগলী । তবে আমি একটা গান করি তুই শোন ।

লক্ষ্মী । কি গীত গাইবি পাগলী মা ?

পাগলী । শুন্বি না ?

লক্ষী । কেন না শুন্ব, তু গাইতে গাইতে চল, আমি শুন্তে শুন্তে বাহির ফটক দিয়ে ঘরকে যাই ।

গীত ।

পাগলী । আমরা একলা সে যে জগৎ জোড়া, সবারই সে সবই তারি ।

তার ভুবন-ভরা রূপে মজে, আমি হয়েছি জগৎ-ভাতারী ॥

[গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান ।

দ্বাবিংশ দৃশ্য ।

অম্বিকার রাজ-অন্তঃপুর

রানী ও প্রভাবতীর প্রবেশ ।

রানী । পাগলী কি কথা ব'লছে, প্রভাত ?

প্রভাতী । কথা তার মাথা—আর মুণ্ড ! কথার ধড়ও নাই—কন্ধও নাই । কেবল ভাতার ভাতার ভাতার ! তার জল ভাতার, স্থল ভাতার, লতা ভাতার, পাতা ভাতার, পাহাড়, পর্বত, টাঁদ, স্থিয়া, মেঘ, আকাশ, আগুন, বাতাস সব ভাতার !

রানী । দেখতে কেমন ? কাল কুৎসিৎ ? কোন ইতর জাতির মেয়ে ব'লে বোধ হ'ল কি ?

প্রভাতী । ইতর জাতি কি মা, মনিষ্যি জাতির মেয়ে ব'লেই বোধ হয় না । স্বর্গের দেবতা জাতির মেয়ে ! রূপের ছবি মা !—রূপের ছবি ! এত যে ধুলো, কাদা, ছাই, ভস্ম মাথা, তবু যেন ছাই ঢাকা আগুনকণার

মত কপ ফুটে বেরুচ্ছে ! দিবিব গান গাইতে পারে, ঐ শোন ঐ বুঝি
গান গাইতে গাইতে আসছে । পোড়ামুখীর চলনে—বলনে—মনে—
প্রাণে—কথায়—গানে, সব ভাতার ! পোড়ামুখী সতাই ভাতার পাগলী !
ঐ শোন !

গান গাহিতে গাহিতে পাগলীর প্রবেশ ।

গীত ।

পাগলী । আমার একলা সে যে জগৎ জোড়া, সবারই সে সবই তারি ।

তার ভুবনভরা রূপে মজে, আমি হয়েছি জগৎ-ভাতারী ॥

আমি পাগলী মা ?

রাণী । কি ছুঃখে পাগল হ'য়েছ মা ? এমন ভুবন-ভরা রূপ নিয়ে,
এমন ধারা অসহায়া—অনাথার মত কেন একাকিনী দেশে দেশে
বেড়াচ্ছ মা ?

পাগলী । তুই ত রাণী রজাবতি ! দূর দূর বুড় ভাতারি ! আমাকে
অনাথা অসহায়া ব'ল্‌লি ! আমার কত স্বামী, কখনও একজন, কখনও
সেই একজন হাজার জন—লক্ষ—অলক্ষ—ত্রৈলোক্য ! সেই একজনই সব
জন ! আমি যে জগৎ-ভাতারী গো ! আমাকে কি সে ঘরের বার হ'তে
দেয় । তার এই ব্রহ্মাণ্ডজোড়া প্রকাণ্ড ঘরখানায় আমি ঘুরে বেড়াই !
যখন যেখানে যাই সে আমার সঙ্গে থাকে । একটা বার চক্ষের আড়
করে না ।

গীত ।

আমার একলা সে যে জগৎ জোড়া, সবারই সে সবই তারি ।

তার ভুবন-ভরা রূপে মজে, আমি হয়েছি জগৎ-ভাতারী ॥

রবিতে তার রূপের রাশি, চাঁদে তার চাঁদমুখের হাসি,
 নীলাকাশে নবধনে ঝরিছে লাবণ্য রাশি ;—
 তার প্রেম সাগরে সদা ভাসি, উঠি ডুবি সঁতারি ॥
 তরুতে ফল নদীতে জল, জুড়াতে দিয়েছে তরু তল,
 তপন-তাপে তাপ্লে তনু, মলয় মাকং করে শীতল,
 আমায় ভালবেসে সব দিয়েছে, তাই আমি তার সে আমারি ॥

রাণী । মা ! তোমার কথাগুলি শুন্তে পাগ্লীর মত, কিন্তু বুঝতে
 গেলে যে, তোকে একটা মহাসাধিকা মহাতপস্বিনী ব'লে বোধ হয় ;
 আগরা অল্পবুদ্ধি, অশিক্ষিতা ! অতদূর তত্ত্ব কথার ভাব বুঝিনে । যে যা
 ভাবে, যে যা চিন্তা করে, সে ব'স্তে শুতে তাই দেখে ।

পাগ্লী । আমি তত্ত্বকথা ফত্ত্বকথা বুঝিনে । পাগ্লী ফাগ্লী মানুষ,
 ভাতার ভাতার ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি । ভাতার ভেবে ভেবে,
 সব ভাতারময় দেখি ।

রাণী । এখানে কি জন্ত এসেছ মা ?

পাগ্লী । ভাতার খুঁজতে ।

রাণী । এমন ঢল ঢলে কান্তি, ভুবনভরা রূপ নিয়ে কি একা বেড়াতে
 আছে মা !

পাগ্লী । ভুবনভরা রূপ নিয়ে কাকে ডালি দেব, তা খুঁজে পাচ্চিনে
 গো—খুঁজে পাচ্চিনে ! তাই ভুবনভরা রূপের ভুবনভরা ভাতার খুঁজে
 বেড়াচ্ছি ! তোর মতন ত বুড়কে বিলিয়ে দিতে পারি নে ।

রাণী । ও কথা ব'লতে নাইরে পাগ্লী ; সতীর চ'ক্ষে পতি কখন
 কুরূপ হয় না । পতি মদীবর্ণ হ'লেও সতীর চ'ক্ষে পূর্ণিমার শশী হ'তেও
 সুন্দর ; অন্ধ হ'লেও পদ্মপলাশলোচন ! গলিত-মাংস, পলিত-কেশ হ'লেও
 নবযুবক ! বিকলাঙ্গ পক্ষু হ'লেও সতীর চ'ক্ষে অনন্তরূপের আধার

মদনমোহন ! বাহিরের স্বর্গের রূপ,—স্বর্গের কান্তি নিয়ে, হৃদয়ে নবক সৃষ্টি ক'র না । যদি নিজের রূপের অধুরূপ পতি না পেয়ে পাগল হ'য়ে থাক, যদি পতিপরিত্যাগিনী স্বেচ্ছাচারিণী হ'য়ে তুচ্ছ রিপুর পীড়নে পাগলিনী হ'য়ে থাক ! তাহ'লে তোমার নারীজন্মকে ধিক্, তোমার রূপ-যৌবনকে ধিক্ ! সাধনার ফলে দেবী-ছর্ভ রূপকান্তি পেয়েছ, কিন্তু বাহুরূপের মত হৃদয়টী কেন সুন্দর হয় নাই ! কেন প্রাণের ভিতর নরকের বীজ রোপণ ক'রেছ ! সে সাধনার ফলে সতী-হৃদয়নন্দন-বনে সতীত্বের মন্দির ফোটে—প্রেমাম্বুজের মন্দির ফোটে—কন্দরে কন্দরে অনন্ত-ব্যাপিনী স্নেহের প্রস্রবণ প্রবাহিত হয় ! সতী-গৌরবের অনন্ত সৌরভ মুহূর্ত্ত স্বভাব মারতে জগৎ ব্যাপ্ত হয়, কেন সে সাধনা শেখ নাই ? যে সাধনার বলে, সাবিত্রী মরা পতির প্রাণ দিয়েছিল—সত্যবতী, ছর্ভয় দশাননকে নিশ্চল পাশাপাশি স্তম্ভিত ক'রেছিল—জানকী জলন্ত পাবকের বক্ষে শান্তিময় শীতল শয্যা পেয়েছিল ! কেন সে যোগ—সে মহাসাধনার মহা-মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও নাই ! যদি সে সাধনা শিখতে, বিন্দুভাত্ত সে সাধনার বল সম্বল রাখতে পারতে, তাহ'লে সর্ব ধর্ম, সর্ব কর্ম, একমাত্র পতিকে অর্পণ ক'রে সেই সাকার ব্রহ্ম পতির সাধনেই জীবন সফল ক'রতে ।

গীত ।

রাখতে যদি সে সাধন বল, দেখতে যদি শিখতে তারে ।
ভাবতে ব্রহ্মজ্যোতির্ময় রূপ, পতি পরম দেবতারে ॥
পতি স্বর্গ পতি ধর্ম, পতি সতীর সাকার ব্রহ্ম,
না জানে যে পতির মর্ম, সেই নরকে পতিতা রে ॥
পতির রূপ নয় পতির দেহে, পতির রূপ সতীর হৃদয়ে
ধূলার ঘরের খেলার পুতুল ভেব না তাহে—

যে পতি সংসারের আধার, সেই পতি পারের কর্ণধার

ষড়-পদ্য তারি আধার, পরমহংস মূলাধারে ॥

পাগলী। দূর দূর বুড় ভাতারি! বেশ, সোজা কথা ব'লতে ব'লতে সব উল্টে ফেল্‌লি! এক পতি বুঝি ব্রহ্ম হয়, ব্রহ্মজ্ঞান হ'লেই জগৎ সংসার ব্রহ্মময় দেখে, পতিতে ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে জগৎ সংসারই যে পতিব্রহ্ম হয়; সাধ ক'রে কি আমি জগৎভাতারী! তুই বুড়ভাতারী আমার পাগলের কথা কি বুঝি? তুই রাজার রানী, আদরিনী, গরবিনী রাই ধনী; দোজবেবে বুড়-ভাতারের মাগ, আদরের ফুটি কাঁকুড়! দোজবেবে ভাতারের মাগ—চতুর্দশীর চৌদশাক! হা হা হা! ঢেলা আড়িতেই ফুটি ফাঁক। (গমনোত্তত)

রানী। যেও না মা দাড়াও! তোমার পাগলামীর মূল্য আছে। তুমি কে পরিচয় না দিলে ত ছেড়ে দেব না।

পাগলী। তোর থোকা দেখাবি?

রানী। দেখাব বৈকি! তোমার মত তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানবতী, মহাভাবের পাগলিনীর পায়ের ধূলা তার সর্ব বিপদরক্ষার অক্ষয় কবচ হবে। যা ত প্রভাতি! তাদের ছুটীকে নিয়ে আয় ত।

[প্রভাতীর প্রস্থান।

পাগলী। (স্বগতঃ) এই আবার চম্ ক'রে মাথাটা ঘুরে যেন কি একটা উড়ে গেল। চ'ক্ষের উপর যেন একটা ঘোলা ঘোলা—ধোঁয়া ধোঁয়া পরদা স'রে গেল! পাগলামীর খেয়ালে বোঁকে বোঁকে ঠিক এসেছি; এসেছিলেম একটীবার দেখতে—একটীবার বুকে ক'র্ত্তে! সেই আজ কতদিনের কথা হ'ল? সেই নদীর ধারে ছর্যোগে প'ড়ে, সেই সন্ন্যাসীর কোলে দিয়েছি, কোলছাড়া ক'রে, উদ্দেশে দেবতার কোলে সপে দিয়েছি; সেই হ'তে আর দেখি নাই—বুকে করি নাই! সন্ন্যাসী

ব'লেছিল, যখন দেখবার জন্ত প্রাণ কেঁদে উঠবে, তখন অম্বিকার রাজ-
অন্তঃপুরে গেলে দেখতে পাবে । সন্ন্যাসীর কথা মিথ্যা হবার নয়, তাই
আজ প্রাণের বড় ব্যাকুলতায় আমার পিতৃকুলের বংশধর—মাতাপিতার
সর্বস্ব ধন—অন্ধকারময় মন্দারগের অমাবস্তার দীপ, আমার প্রাণের ভাই-
টিকে একটীবার দেখতে এসেছি ! দেখব—একবার কোলে ক'রব !
পরিচয় দেব না—চোখে জল ফেলব না—কাউকে জানতে দেব না !
আর যদি এরই মধ্যে বৌক চেপে যায়, পাগলামী ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে পালিয়ে
যাব ।

প্রভাতীর প্রবেশ ।

প্রভাতী । না মা ! তাদের আনতে পারলাম না ।

রাণী । কেন ?

প্রভাতী । কেন তা বুঝতে পারছি না ? তাদের নিত্য যে খেলা,
আজও সেই খেলা, বরং অল্প দিনের চেয়ে আজ আবার জাঁক-জমক
বেশী । অনেক দিনের পর সেই গণংকার আচার্য্য ঠাকুর এসে, তাদের
দলে মিশে, নগরের ইতর ভদ্র সকলের ছেলেগুলো জুটিয়ে নিয়ে, ধ্বজা
পতাকা উড়িয়ে, নগরে ধর্ম-সংকীর্ত্তনে বেরিয়েছে । মহারাজ তাদের
সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়ে ব'সে ব'সে তামাসা দেখছিলেন । তারা শেষে নগর-
কীর্ত্তনে বেরিয়ে গেল । আমি কত ডাকলাম, শুনলে না ; একবার
ফিরেও চাইলে না, ধর্মসংকীর্ত্তনেই উন্নত ! বুঝে স্ববোই ধর্মসেন নাম
রেখেছ, ধর্মদাস ত ধর্মদাসই । এই বয়সেই যেন ধর্মের নামে প্রাণগলা !
যেন একবারে ধর্মের ধামাধরা ! কপালগুণে সঙ্গীটীও জুটেছে বেশ ! সে
আবার ধামাধরার ধামাধরা !

রাণী । আবার সঙ্গী জুটল ?

প্রভাতী। আবার কে ? তোমার ধর্ম পাগুলা কপূরসেন। ঐ যে সব আসছে।

ধর্ম-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে গ্রাম্য-বালকগণ সহ
ধর্মসেন, কপূরসেন ও আচার্য্যের প্রবেশ।

গীত।

গাতি প্রেম-রসে, পরম হরষে, ধরম সঙ্গীত গাও রে ভাই।

সুপ্ত মোহ-ঘোরে, বিলুপ্ত চেতন,

এ জীব-জগৎ জাগাও রে ভাই।

সুদৃশ্ত বিষফল বিষয়-তরুতে, মোহ-মরীচিকা সংসার-মরুতে,

সবে মন ভ্রমে, মৃগসম ভ্রমে, সে ভ্রমের ঘুম ভাঙ্গাও রে ভাই ॥

ধর্মসেন। মা আজ আবার আমরা নগরে ধর্ম-সংকীর্তন ক’রতে গিয়েছিলাম ! বাবা আজ আমাদের নিজ হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন, দেখ দেখি গায়ে কেমন ছাপ দিয়ে দিয়েছেন ? এতে কি লেখা আছে পড় দেখি ?

রাণী। তুমি পড় দেখি ?

ধর্মসেন। ও আমি খুব প’ড়তে পারি ! রাতদিন ঐ কথা মনে করি কিনা ? প’ড়ব দেখবে ? এইটে—যতোধর্ম স্ততো জয়ঃ।

রাণী। এটা ?

ধর্মসেন। ধর্মস্ত সৃষ্টি গতি !

রাণী। আচ্ছা, এইটে কি পড় দেখি ?

ধর্মসেন। “একমেব সূক্ষ্মং ধর্ম” এ সব বেশ কথা ! নয় মা ? এই সব ধর্ম কথা আমাদের ধ্বজা পতাকাতেও লেখা আছে ! বাবা বলেন, এ সব ভাল ক’রে শিখতে হয়।

রাণী । ও ধর্মও শিখতে হয়, সংসার-ধর্মও শিখতে হয় ।

ধর্মসেন । সংসার-ধর্ম কি মা ?

রাণী । সে তোমাকে এক সময় বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেব, তুমি রাজার ছেলে, তোমাকে রাজনীতি, ধর্মনীতি, যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হয় ।

ধর্মসেন । কেন, আমি ত শিখি ?

রাণী । যুদ্ধবিদ্যা শেখ ? কার কাছে ?

ধর্মসেন । কেন, আমার এই গুরুমহাশয়ের কাছে ! এঁকে বুঝি দেখতে পাও নাই ?

আচার্য্যের প্রবেশ ।

রাণী । প্রভু এসেছেন ! আমি দেখতে পাই নাই, অপরাধ নেবেন না ! (প্রণাম করণ)

আচার্য্য । এস মা এস ! ধর্মানুরাগের সহিত দীর্ঘায়ুতী লাভ কর !

রাণী । প্রভু ! আপনি কি আমার ধর্মদাসকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন ?

আচার্য্য । হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মোটামুটি ছ একটা শিখাই বই কি ?

রাণী । আমার কর্পূরসেনকেও শিখান্ ত ?

আচার্য্য । তোমার কর্পূরকে কি আমি পাই ? আছে আছে উপে যায় ! এই আছে—এই নাই ! হাঁরে কর্পূর ! তুই যে সত্য সত্যই কর্পূর হ'লি !

কর্পূর । কেন গুরুমশায় ! আমি সত্যই কর্পূর হ'লাম ?

আচার্য্য । কাজেই ; অমন ধারা উপে যাস্ কেন ? এই আছিস—এই নেই ।

কর্পূর । তা হ'লে গুরুমশায়, তুমিও ত কর্পূর ! তুমিও ত উপে যাচ্ছ !

আচার্য্য । আমি উপে যাচ্ছি ?

কপূর । তুমি উপে না যাও, তোমার কপূর ত উপে যাচ্ছে । এমনি ধারা সবারই কপূর উপে যায় ।

গীত ।

এ ধরায় এমনি ধারা এইরূপে ।

দেয়না সে জান্তে কাহার, স্মৃদ্ধ হাওয়ায়,
ধীরে কপূর যায় গো উপে ॥

দিনে দিনে পলে পলে প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে,
ফাঁকি দিয়ে ফাঁকিয়ে গিয়ে বাতাসে মেশে,
কেউ পায় না দিশে, ফাঁকা শিশে, (হার গো)
শেষে লয় পাঁচ ভূতে লুফে ॥

যারা চতুর বেনে, টেনে টুনে, রেচন পূরণ কুণ্ডকে,
যোগাসনে, অনশনে, ভোকে অভোকে,
কেবল যোগের গোল মবিচের যোগে (হার গো)
তারা ছ-একদিন যা বাথে চেপে ॥

আচার্য্য । এই শুন্লে মা ! ওকে পোষ মানানো আমার কাজ নয় !
তোমাব কপূরের গায়ে মহাভাবের হাওয়া লেগেছে ! ও আব ভাঁড়ে বদ্ধ
থাকবে না !

পাগলী । এ ছেলে দুটী কার মা ?

রানী । এটি আমার সাগর ছেঁচা মাণিক, আর এটি আমার কুড়িয়ে
পাওয়া মাণিক ! দুটীই আমার ধর্মদেবের প্রসাদ ।

পাগলী । এটি কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিলে মা ?

রানী । সে অনেক কথার কথা মা ! সে শুন্তেও কষ্ট, ব'লতেও কষ্ট !
শুন্লে প্রাণে বড় বাথা লাগবে ! কালু আর লক্ষ্মী এই দুটীকে অভেদ-

জ্ঞানে লালন পালন কব্বার জন্য সত্যবদ্ধ ক'রে আমার কোলে তুলে দিয়েছে ।

পাগলী । (স্বগতঃ) ধর্মদেব ! ধর্মদেব ! তুমি আছ—তুমিই থাকবে ! তুমি আছ ব'লেই এখনও সৃষ্টি আছে ! তোমার দয়াতেই এই অসহায় ছুধের শিশুর জীবন রক্ষা হ'য়েছে ! পিতা হারিয়েছি—মাতা হারিয়েছি—শত্রুতে গড় মন্দারগ ছারখার ক'বেছে ! রূপে গুণে দেব-সেনাপতির স্থায় অরিন্দমপতি অরিন্দমকে হারিয়েছি ! তিনি প্রতিহিংসা সাধনে প্রতিজ্ঞা ক'রে আজ দশ বৎসর নিরুদ্দেশ ! আমি হতভাগিনী ! সর্বস্ব হারিয়ে, মন্দাবণের শেষ আশা—পিতা মাতার জল পিণ্ডের স্থল—অঁধার মন্দারগের অমাবস্তার প্রদীপ, একটি ছুধের শিশু কোলে ক'রে, সেই দাউ দাউ অগ্নিকাণ্ডের মাঝ দিয়ে পালিয়ে এসে, শোকে তাপে পাগল হ'য়ে, বনে বনে—শ্মশানে শ্মশানে বেড়াচ্ছিলাম ! শেষে একটি সন্ন্যাসী, শিশুটির জীবন রক্ষার ভাব গ্রহণ ক'রলেন । আহা ! আজ যদি এই শিশুটি আমার সেই সোণার ভাই—মন্দারগের ভবিষ্যতেব আশা, সেই শিশুটি হয় ! তাহ'লে আজ দশ বৎসরের পরে আমার সেই প্রাণের ভাইটিকে দেখলাম ! হে ধর্মদেব ! হে অনন্তকালের সাক্ষী ! তোমার কাজ তুমি কর ! তোমার সৃষ্টি তুমি রক্ষা কর ! যেন তোমার সত্য সনাতন নামে কলঙ্ক না হয় ! যেন সত্যেব পবিত্র পথে পাপকণ্টক তরুর বীজ অঙ্কুরিত না হয় !

কপূর । আকাশ পানে চেয়ে ও কে মা ? পাগলী নাকি ?

পাগলী । হাঁ ভাই ! আমি পাগল ।

কপূর । কেন তুমি পাগল হ'লে ?

পাগলী । মানুষ পাগল হয় কেন, জান কি ?

কপূর । তা জানি না, তুমি কেন পাগলের ওষুধ নাও না ?

পাগলী । ওষুদ খুঁজে বেড়াচ্ছি ভাই !—পাচ্ছি নে । তুমিই আমার

পাগলের ওয়ুদ ! তুমি একবার আমার কোলে এস দেখি । এস না, আমি যে তোমার পাগ্‌লী দিদি ; একবার দিদি ব'লে কোলে এস দেখি !

কপূর । তাহ'লে তোমার পাগ্‌লামী ভাল হবে ?

পাগ্‌লী । হয় ত ভাল হবে নয় ত বাড়বে ! কৈ—একবার কোলে এস দেখি ! (কপূরকে অঙ্কে লইয়া) না—না—হ'লনা ! আরও জ'লে উঠল ! পোড়া পাথর যেমন আগুন হ'তে তুললে, একটু একটু ক'রে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়, আবার সেই পাথরে জল ঢেলে দিলে, সে যেমন টগবগ ক'রে ফুটে উঠে, শেষে গ'লে চূণ হ'য়ে যায় ! এ বুক—এপোড়া পাথরও তেমনি জল পেয়ে আবার জ'লে উঠল ! গ'লে চূণ হ'য়ে গেল ! পালাই—আর না ! ভাই ধর্মসেন ! আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই, তুমি ধর্মের দাস হ'য়ে ধর্মরাজ্য স্থাপন কর ! তোমার ধর্মসেন নাম সার্থক হ'ক । আর এই অনাথ শিশুটি, যে আজ তোমার ভাই হ'য়ে, তোমার জননীর স্নেহের কোলে প্রতিপালিত হ'চ্ছে, এটিকে সহোদরের মত স্নেহের চক্ষে দে'খ ! কাছে কাছে রেখ ! আজ আমি ওর দিদি হ'য়েছি বলে, তোমারও দিদি । তোমার এ পাগ্‌লী দিদির অনুরোধ রেখ । আমি—যাই । আর না ! মাথা ঘুরছে ! (গমনোত্তত)

লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । এ পাগ্‌লী মা ! কোথাকে যাস্‌ গো ?

পাগ্‌লী । কে লক্ষ্মী ? বেশ, বেশ ! জন্ম জন্ম এমনি মনিব পাও । কালুর মত পতি পাও, জন্মায়ুতী হও ! উমা রাণীর আয়ুতী নিয়ে স্বামী সোহাগিনী হও ! এই—আবার মাথা ঘুরছে ! সর—সর পালাই ! মা রক্ষণীর মন্দিরে যাই ! নইলে ধ'র্বে—এখনি ধ'র্বে !

লক্ষ্মী । কে তুহাকে ধ'র্বে পাগ্‌লী মা ? তু দৌড়িয়ে যা, হামি

তুহাকে সাথে করিয়ে লিয়ে যাব ! (রাণীর প্রতি) মা ! না বুঝিয়ে বড় একটা মুক্তি করিয়েছি ! যে সময়তান তুহার ভাই হ'য়ে, তুহার সর্বনাশ ক'রতে ইঁদিয়া গেথরকে অধিকায় পেঠিয়েছিল, তুহার সেই ছদ্মস্ ভাই, দশ বরষ পরে আবার অধিকায় এসিয়েছে । নৈতুন ভোল করিয়ে— সন্ন্যাসী সেজিয়েছে ! জানিনে আবার কি ছদ্মস্ বাদ সাধবে । উহাকে ছেড়িয়ে দিয়ে ভাল কাজ ক'রিস্ নি মা !

রাণী । রাজার ছকুমের উপর আমার কথা বল্‌বার কি আছে লক্ষ্মি ! মহারাজ তার বিচারের ভার কালুর হাতে দিলেন, আর কালু তাকে মুক্ত ক'রে দিলে ।

কালুর প্রবেশ ।

কালু । (অভিবাদন পূর্বক) মা ! লক্ষ্মীর মুখে বোধ হয় সব শুনেছেন ! আমাদের মামাবাহাদুর আজ দশ বৎসরের পর, চারজন জোয়ান খেলোয়ার সঙ্গে ক'রে সন্ন্যাসী সেজে অধিকায় এসেছেন । তিনি রাজসভায় আসছেন, মহারাজকেও সংবাদ দিয়ে এসেছি, তিনিও এলেন ব'লে । আপনারা ঐ পরদার পাশে যান, যে কথা হয় ঐখান থেকে শুন্-বেন, ছেলেদের কাছ ছাড়া ক'রবেন না ।

[রাণী প্রভৃতি সকলের প্রস্থান ।

মল্লগণ, ভগবৎ ও গৈরীক-বাস পরিহিত

মহানদের প্রবেশ ।

মহানদ । মহারাজকে সংবাদ দেওয়া হ'য়েছে কি ? আমি অধিক বিলম্ব ক'রতে পার্‌ব না, একবার সাফাৎ ক'রেই কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা ক'রব । যাও ! একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখ ।

কালু । যে আজ্ঞা হুজুর ।

[প্রস্থান ।

মহানদ । এখানে অপর লোক কেউ নাই ত ?

ভগবৎ । আজ্ঞে না ।

মহানদ । ঐ যে কে বসে আছে নয় ? কে আপনি ?

আচার্য্য । কি ব'লো—লক্ষ্মীকে ? লক্ষ্মীকে আমি খুব চিনি, বেটী বড় ছুঁটু ।

মহানদ । সে কথা বলি নাই, জিজ্ঞাসা করছি—আপনি কে ?

আচার্য্য । অ্যা—তাই বলো অশ্বিকেষ ? অশ্বিকেষ আমি অনেক-বার এসেছি ।

ভগবৎ । ওটা বধির দেখছেন না, সম্পূর্ণ কালা !

মহানদ । কেমন ভগবৎ ! গোড়েধরের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত করবার সঙ্কল্প ক'রেছি, সেইটিই ঠিক ! নয় ?

ভগবৎ । আজ্ঞে, পাকা—বন্দোবস্ত !—পাকা বন্দোবস্ত ।

মহানদ । সন্ধ্যোগ বুঝে রাত্রি মধ্যে অশ্বিকা আক্রমণ ! তার পরেই বিষ্ণুপুর ! ছুই শালাকেই বেড়া আগুনে পোড়ান চাই । আর গোড়ের লক্ষ লক্ষ সেনার মুখে, অশ্বিকা বিষ্ণুপুর ত গরুড়ের মুখে হেলে সাপের ছানা !

ভগবৎ । সে কথা আর ব'লতে, গরুর মুখে ছুর্কবাস ! একে গোড়েধর, তার সঙ্গে আপনি ; ছুই যাঁড়ে যোগ দিয়ে ময়দানে প'ড়লে, ঘাসের শিকড় পর্যন্ত সাবাড় ! দিকি পিট ভ'রে ঘাস খেয়ে, তার পর ছুই যাঁড়ে মনের স্মৃতি চ'ক বুজে জাবর কাটবেন ।

মহানদ । তুমি রসিকতার ভাবে হেঁসে হেঁসে ব'লছ, কিন্তু—

ভগবৎ । হেঁসে হেঁসে কি হুজুর ! একথা আমি করুণা ক'রেও ব'লতে পারি !

মহানদ । কেঁদে বলবারই কথা !—বড় মর্শ্বাস্তিক ! ভগবৎ !—

বড় মর্মান্তিক যাতনা ! বিষ্ণুপুরের বাগদীশালা । আমাকে খুনে আসামীর মত হাতকড়ি দিয়ে অধিকার পাঠিয়ে যে অপমান ক'রেছে, অধিকার ডোমের রাজা সুরসেন শালা ! ডোমের হাতে আমার বিচারের ভার দিয়ে, তার চেয়ে শত সহস্র গুণে বেশী অপমান ক'রেছে ।

ভগবৎ । ডোমের হাতে বিচারের ভার দেওয়া চেয়ে, যমের হাতে ভার দেওয়া ভাল ছিল ! একি কম অনুতাপের কথা ! আপনি হাতে পায়ে শেকল বেঁধে, খুনী আসামীর মত আদব কায়দায়, আগে পাছে সিপাই শাস্তি নিয়ে অধিকার এলেন ; রাজা বেটা বিষ্ণুপুরের রাজার পত্রখানা প'ড়ে, কেলোডোম বেটার হাতে হুজুরের বিচারের ভার দিলে ! আর ডোম বেটারই বা কি আশ্পর্ক ! বেটা আপনার হুকুম না নিয়ে, বেগর হুকুমে,—বিনা অনুমতিতে খপ্ ক'রে আপনার গায়ে হাত দিলে ! হাত পায়ের কড়ি খুলে দিয়ে—সেলাম ক'রে একখানা উচু চেয়ার এনে বসতে দিলে । একি কম অপমানের কথা ! কোথায় আধখানা দেহ মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াবে । তা না হ'য়ে হাত পায়ের কড়ি খুলে দেওয়া ! আবার চেয়ার দেওয়া—তার উপর আবার সেলাম । এ এক রকম কেটে কেটে হুনের ছিটে দেওয়া । এরই নাম মিষ্টি জুত ! যাক্ দাগ তুলবার সময় এসেছে ?

মহানদ । (মদ্যগণের প্রতি) তোমরা আপন আপন কাজে ঠিক আছে ?

মদ্যগণ । হাঁ হুজুর ! জরুর হুকুম তামিল হো যাগা ।

মহানদ । বহৎ আচ্ছা ! খুব হুসিয়ার । মদ্যবৃদ্ধ, কুস্তি, লড়াই শিখাবার ছলায় এখানে থাকবে । তার পরে সুর্যোগ মত একদিন রাত্রে গলা টিপে ছটোকেই এক সঙ্গে—বুঝোছ ! তার পরে নদীর জলে ফেলে দিয়ে—আমার সঙ্গে গিয়ে সাঙ্গাৎ ক'রবে । যেন এক সঙ্গে ছটোকেই—

ভগবৎ । চুপ করুন মহারাজ আসছেন ।

কালুর সহিত রাজার প্রবেশ ।

রাজা । (আচার্য্যের প্রতি) একি ! আপনার আগমন কতক্ষণ দেবতা ? প্রণাম হই ।

আচার্য্য । ধর্মবল প্রবল হোক । জগতে ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে অক্ষয়কীর্তি রেখে যাও ।

রাজা । (মহানদের প্রতি) তবে এত দীর্ঘকালের পর মহাশয়ের আগমন কোথা থেকে ? প্রায় দশ বৎসর গত হ'ল, আর ছোটো বৎসর কাটিয়ে আসতে পারলেই দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের কাজটা মিটে থাকত !

মহানদ । দেখুন মহারাজ ! কতকগুলি কুচক্রী স্বার্থ-পিশাচ কুমন্ত্রির কুট-মন্ত্রণায় মুগ্ধ হ'য়ে ভিত্তিশূন্য অমূলক বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে, বিষ্ণুপুররাজ আমাকে যে রূপ অপমানিত ক'রেছেন—তা আপনার অজানিত নাই । তার পর যদিও মহারাজের ধর্মতঃ বিচারে মুক্তি লাভ ক'রেছি বটে, কিন্তু একদিনের জন্তও মনে শান্তিলাভ ক'রতে পারি নাই !

রাজা । আর সে সব কথা মনে ক'র না ! সত্যই হোক, কল্লিতই হোক, যা হ'য়ে গিয়েছে, তার স্মৃতি বুকে পোষণ ক'রে, অনুতাপে দগ্ধ হওয়া মাত্র । আমাদের ঐ লক্ষ্মীডুমণী বেটী কথায় কথায় বলে “রাখে কৃষ্ণ মারে কে, আর মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?” কথাটা ছোট হ'লেও মূল্যবান, তার জাজ্জল্যমান প্রমাণও দেখ, প্রহ্লাদ আর অভিমুখ্য ! হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিনাশের জন্ত কি—না ক'রেছে ! হাত পা বেঁধে আগুনে ফেলে দিয়েছে—গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছে—বিষ খাইয়েছে—কত বর্শা—ফলা—তলোয়ার—খাঁড়া দিয়ে চুটিয়েছে—খুঁচি-

য়েছে ! তবু সেই পাঁচবছরের শিশুটীকে মারতে পারে নাই ! কৃষ্ণ তাকে রক্ষা ক'রেছেন ! “আর মারে কৃষ্ণ রাখে কে” তার প্রমাণ দেখ অভিমন্যু ! অভিমন্যু নিজে মহা যোদ্ধা, পিতা—জগৎ-বিজয়ী মহারথী অর্জুন ; অধিক কি, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বার মাতুল ! সেও কালচক্রের বশে চক্রব্যূহ মধ্যে প্রাণ হারালে ! এই জন্ত লোকে উদাহরণ দিয়ে ব'লে থাকে “মাতুল যশু গোবিন্দ পিতা যশু ধনঞ্জয়, অভিমন্যু হতা রণে নিয়তী কেন বাধাতে” তা ভাই ! জগৎ নিয়তীর বাধা, মানুষে মানুষের কি ক'রতে পারে ? হৃদয় মধ্যে হিংসার আগুন জ্বলে আপনা আপনি পুরে মরা, আর কেবল পাপের ভরা বোঝাই ক'রে আপনার নৌকা আপনি ডোবানো মাত্র ! সংসারে এসে যদি কিছু সংকার্য্য ক'রে যেতে পার, লোকে কিছুদিন স্মৃশ ক'র্বে, মরণের পরও লোকে কিছুদিন “আহা” ব'ল্বে ! ভগবানের কাছেও পরকালের মঙ্গল প্রার্থনা ক'র্বে ! আর অসংকার্য্য ক'রে মর, পরকালে কি হবে জানি না, কিন্তু লোকে ব'ল্বে বেশ হ'য়েছে—সংসারের পাপ গিয়েছে ! এইটী বুঝে চলো ! আর বেশী কথা কি ব'ল্বে ? সন্ন্যাস আশ্রমই গ্রহণ কর বা বানপ্রস্থীই হও ! ওগুলো বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র । ভিতর পরিষ্কার রাখতে পারা নিয়েই কাজ ! স্বর্গ নরক কেউ দেখে নাই, কিন্তু ইহলোকে স্বর্গ নরক চারিদিকেই জাজ্জল্যমান । উদাসীন সন্ন্যাসী সেজে সাধুতার আবরণে নরকের চিত্র ঢেকে রাখা, নরক হ'তেও মহা . নরকের চিত্র ! “বিস্কৃত পয়োমুখম্” জিনিসটা বড়ই ভয়ানক ! ভাই—বড়ই ভয়ানক ! এগুলি কে ? দেখছি, সবগুলি বীরমূর্তি ।

মহানন্দ । এদের সম্পূর্ণ পরিচয় আমি অবগত নই । তবে গোড়ে-শ্বরের রাজধানীতে, কণাটে, গতিবিধি থাকার জন্ত সেই সেই স্থানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ । মল্লযুদ্ধাদি শিক্ষা দেওয়া এঁদের ব্যবসা, এক্ষণে

ইচ্ছা—বাজ সংসাবে থেকে বাজকুমার ধর্মসেনকে মল্লযুদ্ধাদি শিক্ষা দেন ।

বাজা । তা বেশ বেশ । কালু আছে—বলা আছে—আবও অনেক আছে ! একদিন এদের সঙ্গে লড়া দেখলে হয় না ? আচার্য্য মহাশয় কি বলেন ? আপনিও কুস্তি লড়াই কিছু কিছু জানেন নয় ?

আচার্য্য । হাঁ কিছু কিছু জানা ছিল, তবে অনেক দিন ওটা আলোচনা নাই ।

বাজা । তা কালু । তোমার ত ওটা অভ্যাস আছে, তবে তোমার সঙ্গেই মহলাটা হ'ক না কেন ?

মল্লগণ । নেই হুজুব ! ও নোঠিয়াম ছোট আদমীকা সাং হামলোক নেই লডেগা ।

আচার্য্য । অবশ্য অবশ্য ! ও পাহামারা ডোমের সঙ্গে কি লড়তে আছে ?

বাজা । তবে আপনিই লড়ুন ।

মল্লগণ । নেই ঠাকুবজি ! আপুকা মারফিক দোব্লাকা সাং ক্যা লডেগা ? জিত্নেনেসে খোসনাম নেই, হারনেসে বদনাম ।

আচার্য্য । না না, যাতে বদনাম হবে তা ক'র না । (নেপথ্যাভিমুখে) বাবা ধর্মদাস !

ধর্মসেনের প্রবেশ ।

ধর্মসেন । আপনি আমাকে ডাকছেন ?

আচার্য্য । কুস্তী ল'ড়তে পাব্বে ?

ধর্মসেন । কার সঙ্গে ?

আচার্য্য । এই মল্ল মহাশয়ের সঙ্গে ?

ধর্মসেন । হুঁ, আপনি ব'য়েই পাব্ব !

আচার্য্য । (স্বগত) বেটাব কাজেব বাধুনী দেখ ! আচ্ছা, আমি ব'লছি ; পোষাকটা ছেড়ে প্রস্তুত হ'য়ে এস ।

[ধর্মসেনের প্রস্থান ।

রাজা । এ আপনি কিরূপ আজ্ঞা ক'ব্বলেন ? এই সব যোয়ানেব সঙ্গে এই কচি ছেলে কুস্তী ল'ড়বে ?

আচার্য্য । কেন ল'ড়বে না ? বিষধর সর্প শিশুব বিষদন্তমূলও বিষে পূর্ণ ।

মল্লবেশে ধর্মসেনের প্রবেশ ।

ধর্মসেন । বাবা । কুস্তী ল'ড়ব ?

রাজা । তোমাব গুরুব যখন আদেশ, তখন ল'ড়বে বৈকি ।

ধর্মসেন । (আচার্য্য ও রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি লইয়া) উনি কে বাবা ?

রাজা । উনি তোমার মাতুল, ঔকে প্রণাম কব ।

আচার্য্য । (স্বগত) বাবগেব কালনেমী মামা, দুর্য্যোধনের শকুনি মামা, কৃষ্ণেব কংস মামা, আব তোমার এই মহানদ মামা ! হাড়ঝেড়ে আশীর্ব্বাদ কব্বেন ।

ধর্মসেন । কে কুস্তী ল'ড়বেন মহাশয় !—আপনি ?

মল্লগণ । . কুচ্পবোয়া নেই, যাঁস্তি জোর নেই দেগা ।

ধর্মসেন । তবে আমি ল'ড়ব না !

মল্লগণ । কাহে ?

আচার্য্য । ওগো লডায়ে মশায় । ও দয়া টুকুতে আব কাজ নাই । পেটে যতটুকু জোব আছে খোলসা ক'বে ছেড়ো ! নইলে ও লড়বে না ; শুন্তে পাচ্ছ না ?

মল্লগণ । এ কায়া বাৎ হায় ! বাচ্চা লোকুকা হাড়ী, জোর দেগা
ত লওয়া হাড়ী এক দম চুর হো যাগা ।

আচার্য্য । ভেঙ্গে যায়—গুড়ো হ'য়ে যায়, আমি কুড়িয়ে নিয়ে জলে
ফেলে দিয়ে আসব, তোমার সে ভাবনা নাই ।

মল্লগণ । এয়ায়সা ?

আচার্য্য । হাঁ ওয়সা ! নাও—কোমর ক'সে নাও ! ধূল, কাদা,
গোবর যা মাথবে মেথে নাও ।

মল্লগণ । বহুৎ আচ্ছা ।

ধর্মসেন । খুব জোর দেবেন মশায় ! গায়ে যতটুকু শক্তি আছে সব
টুকু ছেড়ে—(পরম্পর কর মর্দন)

মল্লগণ । বাস্ আউর না ।

ধর্মসেন । দূর্ আর আমি ল'ড়ব না ! (রাজার নিকট গমন)

আচার্য্য । যাক্ আর ল'ড়ে কাজ নাই, মহারাজ এদের একটা বাবস্থা
করুন ।

রাজা । যাও কালু ! এদের রক্ষিণীদেবীর দেউড়ীতে বাসা দাও গে ।

কালু । সেবা হবে কি ঠাকুর ? ছাতু লক্ষা—না আটা ঘিউ !

মল্লগণ । নেই হামলোক ছাতু নেই খাতা ! ঘিউ, আটা, দাল,
সকরা বস্ ।

কালু । আর এক এক থানা খাটিয়া !

মল্লগণ । হাঁ হাঁ খাটিয়া—খাটিয়া ।

[মল্লগণের সহিত কালুর প্রস্থান ।

রাজা । আচার্য্য মহাশয় ! আপনি স্নান আহ্নিক ক'রুন ! এস হে
বন্ধু ! একবার ভাই বোনে দেখাটা ত ক'রতে হয়, এস চা'র চক্ষে মিলন
ক'রে চক্ষু-লজ্জা ভেঙ্গে দিই গে ।

[সকলের প্রস্থান ।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য ।

গৌড়-রাজধানী

গৌড়-রাজকুমার, মহানদ ও ভগবৎসিংহের প্রবেশ ।

রাজকুমার । আর বেশী ব'ল্টে হবে না, ডাও—জালিয়ে ডাও !
পুড়িয়ে ছারখার ক'রে ডাও ! অশ্বিকা পোড়া ঠাই আর বিষ্ণুপুর পোড়া
ঠাই, একটু ক'রে ডারকেশ্বরের বুকে ঢেলে ডাও—ভেসে গিয়ে সাগরের
ডলে মিঠে ডাক ! ডাও— এই আমার অনুমতি পট্ট সেনাপটিকে ডাও গে ।

মহানদ । যে আজ্ঞে আজই দেব !

রাজকুমার । আড ? আড কি, এখনি—এই মুহূর্তে ! ডানো রাগে
আমার নাড়ি ভুঁড়ি পড়ান্ট পুড়ে ডাউটে !

ভগবৎ । আজ্ঞে সে কথা কি একবার ক'রে ! আপনার যেই যথেষ্ট
সহ গুণ ! তাই এখন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধ'রে আছেন । নৈলে নাড়িভুঁড়ি
ছেড়ে পেটের গোঘাসি পর্য্যন্ত পুড়ে যেত !

মহানদ । ঠিক ব'লেছ ভগবৎ ! বিষ্ণুপুরের জায়গীরদার বীরমল্ল,
আপনার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার ক'রেছে, তাতে বিষ্ণুপুর সমভূমি
ক'রলেও তার প্রতিশোধ হয় না ।

রাজকুমার । ঠগোভূমি কি ! এ ঠক কঠা যদি আগে জান্টাম,
টাই'লে দেখতে আমার কি রকম রাগ ! ডানো—রাগলে আমার জ্ঞান
ঠাকে না !

মহানদ । জ্ঞান না থাকবারই ত কথা ! যখন স্বর্গীয় মহারাজ বর্ত্তমান
ছিলেন, সেই সময় আমার কনিষ্ঠা সহোদরা রঞ্জাবতীর সঙ্গে আপনার
বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থিরতর হয় ! আজ সেই পিতৃ মাতৃহীনা বালিকা

ভগিনী যদিও অবস্থা বিপর্যয়ে ভগ্নিপতির অয়ে প্রতিপালিতা, তথাপি আমিই তার একমাত্র অভিভাবক । আমিই উত্তোগী হ'য়ে, স্বর্গীয় গোড়ে প্ররকে অনুন্নয় বিনয় ক'রে আপনার সঙ্গে বিবাহের সমুদয় স্থিরতর ক'রলাম ! কিন্তু বিষ্ণুপুর-রাজ আমার সহিত ণঠতা ক'রে—আমাকে দূরদেশে পাঠিয়ে, ভিতরে ভিতবে অশ্বিকাব জায়গীরদার বৃদ্ধ শূরসেনের সঙ্গে সেই বালিকার বিবাহ দিলেন ।

বাজকুমার । মহাঠয়েব ভগ্নি বুড়ি বড়ই রূপবটা ?

মহানন্দ । সে রূপ বর্ণনার বণ নাই—সে রূপের তুলনা নাই ! সে এ মর্ত্যের মানবীমূর্তি নয়, পাপভ্রষ্টা স্বর্গের দেবী !

রাজকুমার । বটে ! টা—এখন বুড়ি আর বিবাহের কোন উপায় নাই !

মহানন্দ । আব কি উপায় আছে রাজকুমার ! আমরা যে হিন্দু, বিশেষ বজ্রাবতী এখন পুত্রবতী ।

রাজকুমার । সেটো জানি ! ছেলেটার বয়স এখন কি আশ্রাজ ? (ভগবতের প্রতি) হাঁ হে—টুগি জান কি ?

ভগবৎ । বোধ হয় আপনার বয়সই হবে ।

বাজকুমার । টবে বল রণাবতীর বয়স আশ্রা চেয়ে বেঠা ।

ভগবৎ । আজ্ঞে তা—আজ কাল হবে বৈকি ? মেয়ে মানুষ, কুড়ি পেরুলেই বুড়ি ! তবে, যখন বিবাহের সম্বন্ধ হয়, তখন আপনার চেয়ে ঢের ছোট ছিল !

রাজকুমার । টা হ'তে পারে, আমি বেটা ছেলে কিনা, অল্পে অল্পে উপযুক্ত হ'য়েছি ! এখনও কটডিন উপযুক্ত ঠাকব । আর সে মেয়েমানুষ, শীগ্গির শীগ্গির বুড়ো হ'য়ে ডাট্টে । আমি, যে উপযুক্ত, সেই উপযুক্তই ঠাকব !

মহানদ । থাকবেন কি ! এর চেয়ে ক্রমে আরও উপযুক্ত হবেন ।

রাজকুমার । সে টোমাদের আশীর্বাদ !

মহানদ । আশীর্বাদ কি হুজুর ! আপনি রাজকুমার, আরও উপযুক্ত হবেন, তেমন রঞ্জাবতী কত পাবেন ! তবে যে অপমানিত হ'য়েছেন, সেটা আর ফিরে পাবেন না ।

রাজকুমার । ফিরে পাব না ? এর শোট নেব—নেব—নেব ! রঞ্জাবতীকে বিবাহ করার উপায় না থাক্, অধিকা বিষ্ণুপুর ছাবথার ডেবার ট উপায় আছে ! আড রাট্টেই ফৌড টালাও ! আগে অধিকা, টারপর বিষ্ণুপুর ছাবথার ক'রে ডাও ! ঢুলো কাডা উড়িয়ে ডাও ! আমি কিন্তু যুদ্ধ ক'ব্বেটে যাব না ! টোমবা যুদ্ধ ক'ব্বে, আমি হুকুম ডেব—ডেডার হুকুম ডেব ! ডাও—সেনাপটিকে হুকুমনাগা ডাও—ফৌড টালাও—অধিকা বিষ্ণুপুর উড়িয়ে ডাও । [সরোষে প্রস্থান ।

মহানদ । ভগবৎ ! তুমি কোথা থেকে জুটলে বল দেখি ?

ভগবৎ । আজ্ঞে সাপ যেখানে লাজও সেখানে ! আমি আপনার সঙ্গেই আছি । আপনার রমতী যাওয়াও জানি, মাগী বেটীদের চার খাওয়ানও জানি, এখানে আসাও জানি !

মহানদ । আচ্ছা, তুমি গোড়েশ্বরের সেনা-নিবাসের মধ্যে কি মৎলবে ঘুরছিলে বল দেখি ?

ভগবৎ । এই ত হুজুর ! এইটুকু আর বুঝতে পারেন নি ! আমি আপনার জন্তে যমের বাড়ী পর্যন্ত যেতেও ভয় করিনে ।

মহানদ । বেশ বেশ ! ভগবৎ প্রতিজ্ঞা ভুলো না !

ভগবৎ । প্রতিজ্ঞা ! প্রতিজ্ঞার জন্তই আজ আমি—ভগবৎ !

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্বিংশ দৃশ্য ।

স্থান—অধিকার দরবার বাটী

লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । সর্দার মোকে পই পই ক'রে বলিয়ে দিয়েছে, মাম্দো সয়তানের সাথে যে জোয়ান লোক এসিয়েছে, উহাদের উপর খুব কড়াকড় নজর রাখিস্, ওরা ছয়মুনের সাথী, এ কথাটা যেন ভুলিস্ না । আমি ত দিনে ছপুরে, বাতে আধারে, টিকেলে টিকেলে ঘুরি, আড়ি পেতিয়ে উহাদের শলা পরামশা শুনি, কৈ ছয়মুনের সাথী বলিয়ে ত উহাদের ছয়মুন্ মালুম লাগে না । ধরম দাসকে লিয়ে খেলা শিখায়, কোলে পিঠে ক'রে কত আদর করে—কত ভাল ভাল ধরমের কথা শিখায় ! বরষের পর বরষ চলিয়ে যাচ্ছে, একটা দিনের তরে ত উহাদের ছয়মুনী ভাল লজরে লাগল না ! হামার ত মালুম লাগে, উহারা সয়তানের সাথি সয়তান না আছে ! সর্দার সম্জাতে লেবিয়েছে !

কালুর প্রবেশ ।

কালু । সর্দারণি ! একটা কথা শুনিয়েছিস ?

লক্ষ্মী । কি কথা রে সর্দার ?

কালু । মোদের বিষ্ণুপুরের মনীষ বড় বেগার হইয়েছে ! বাঁচে না বাঁচে এমন হাল ! সেই লোগিয়ে মোদের অধিকার মনীষ রাজাকে, রঞ্জারণী মাকে, আর মোদের রাজকুমারকে দেখবার সাধ করিয়ে পত্র দিয়েছে । পত্র লিয়ে সোয়ার লোক এসিয়েছে !

লক্ষ্মী । সে হবে না সর্দার ! মাম্দো সয়তান এসিয়ে সয়তানি ছলা

পেতিয়ে পড়িয়ে আছে ! কালসাপ শিথানে শিথানে ঘূর্ণছে ! ছেলে ছেড়িয়ে দেওয়া হবে না ! রাজা কোথা ?

কালু । এখন অন্তরে, আমাকে তলব করিয়ে পাঠিয়েছিলেন ; ঐ--- মনীব আসছেন !

লক্ষী । আমুক মনীব ! হামি ত ছেলিয়ে ছেড়িয়ে না দিব !

রাজার প্রবেশ ।

রাজা । ধর্মদাসকে বিষ্ণুপুরে পাঠাতে লক্ষী যে ঘোর আপত্য উত্থাপন ক'রবে তা আমি পূর্বেই অনুমান ক'রেছি । কিন্তু লক্ষী ! ধর্মদাস তোমাদের বা আমাদের যেমন হৃদয় ভরা মেহের ধন, সংসারের সার জীবনসর্বস্ব ! বিষ্ণুপুরের রাজারানীরও তাই ; তাঁদেরও ধর্মসেনগতপ্রাণ ! বৃদ্ধ মহারাজ অস্তিম-শযায় পতিত ! ইহ-পরলোকের সন্ধিক্ষেত্রে তাঁর নিতান্ত নিকটবর্তী ! এ অবস্থায় একটীবার তোমাদের ধর্মদাসকে দেখতে ইচ্ছা ক'রেছেন ! আমাদের সঙ্গেও একবার শেষ সাক্ষাৎ ক'রবার তাঁর একান্ত ইচ্ছা ! সুতরাং একবার কি না যাওয়া ভাল দেখায় !

লক্ষী । সেটা হবেকনি মনীব ! লকীর কলিজায় জান্ থাকতে ছেলে ছেড়িয়ে না দিবে ।

রাজা । 'তুমি ছেড়ে না দিলে তোমার উপর আমাদের জোর নাই । কিন্তু লক্ষী ! বৃদ্ধ রাজার আসন্নকাল উপস্থিত ! একটীবার তোমাদের ধর্মদাসকে দেখতে না পেল, আর তোমরা যেতে দাও নাই শুনলে, তাঁর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগবে ! তাঁর সেই অস্তিমের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, আমাদের মঙ্গল-তরুকে সপ্লবে শুষ্ক ক'রে দেবে ! বরং মৃত্যু সময়ে একবার দেখতে পেল, তিনি আশীর্বাদ ক'রবেন—মদনমোহনের নিকট কায়মনে

তোমাদের ধর্মদাসের মঙ্গল কাগনা ক’বেবন ! অথচ তাঁর মৃত্যুতেও একটু সুখ হবে ।

কালু । সেত বুঝান ছজুর ! তবে মায়া-বাহাদুরকে একটু ভয় হয় । যা ভাল বোঝেন করুন, মনীষেব সঙ্গে কথায় কথায় প্রতিবাদ আমাদের মাজে না । ঐ ত কুমারও আসছেন, উহাব মত কি জিজ্ঞাসা করুন ।

ধর্মসেনের প্রবেশ ।

ধর্মসেন ।

মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, স্থাপন, সন্ধান
লক্ষ্যস্থির, লক্ষ্যভেদ, ক্ষেপণ-কৌশল—
শিখালেন যিনি, সেই অস্ত্রগুরু মোর
আগন্তুক আচার্য্যের ইষ্ট উপদেশ
অবিচার্য্যরূপে সদা শিরোধার্য্য মোর !
উপদেশ দিলেন আমারে,
“অনাহুত আগন্তুক আমি
অস্ত্রবিদ্যা শস্ত্রবিদ্যা সমর কৌশল
যাহা কিছু শিখায়েছি অযাচিত ভাবে
এই প্রতিদান প্রার্থী, বিনিময়ে তাব
চিরদিন ধর্মপথে থাকিয়া অটল
করিও ধর্মের সেবা আত্মবিসর্জনে ।”
“ধর্মের বিশাল রাজ্য শাস্তি নিকেতন
কলি কলুষিত ক্রমে ! পাপের কালিমা—
ঢালিছে ধর্মের পথে ধর্মদেবী কলি !
কিন্তু প্রিয়তম !
লোভে স্তোভে প্রলোভনে না করি দৃকপাত্

পাব যদি অটল থাকিতে ধর্মপথে,
তবেই হইবে তব সার্থক শিক্ষার—
তবেই পাইব আমি প্রকৃত দক্ষিণা—
তবেই হইবে ধর্ম-রাজ্য সংস্থাপন—
তবেই হইবে তব ব্রত উদযাপন !
ধর্মরাজ্য সংস্থাপিতে জনম তোমাব
থাকে যেন মনে বৎস কি কহিব আর !”
এই বলি আচার্য্য হ’লেন অন্তর্ধান
বায়বীয় রূপে যেন বায়ুতে মিশাল !

রাজা । ধর্মদাস ! বিষ্ণুপুর যাবে কি ?

ধর্মসেন । (রাজাকে প্রণামপূর্বক) যাবার জন্য প্রস্তুত হ’য়ে
আপনার অমুখতি নিতে এসেছি !

রাজা । লক্ষীর ত কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে দিবাব ইচ্ছা নাই,
কালুও তোমাকে পাঠাতে কিছু কুণ্ঠিত হ’চ্ছে ।

ধর্মসেন । কেন ?

রাজা । অতি শৈশবকাল হ’তেই নাকি তোমার ক্ষুদ্র জীবনের
উপর দিয়ে অনেক বিপদের ঝঞ্ঝাবাত ব’য়ে যাচ্ছে । অনেক আত্মীয়-
বন্ধু-বেগধানী প্রচুর এক তোমার চতুর্দিকে ভ্রমণ ক’রছে । সেই প্রচুর
শত্রুকর্তৃক পথিমধ্যে পাছে কোন বিপদে পতিত হও, এই আশঙ্কাতেই
বিষ্ণুপুর পাঠান সময়ে কালু একটু ইতস্ততঃ ক’রছে ।

ধর্মসেন । এ কেমন কথা সর্দার দাদা ? এতদিন তবে আমাকে কি
শিক্ষা দিলে ? “এক ধর্ম বাতীত জগতে আর কাউকে ভয় ক’র না” এ
কথা না তুমিই গিথিয়ে দিয়েছ ! আমার গুরুদেবেরও ঐ উপদেশ ! ধর্মের
উপর আশ্রয়নির্ভর ক’রে, কর্তব্যের পথে অগ্রসর হ’য়ো ! যদি ধর্মের

উপর বিশ্বাস বন্ধন দৃঢ় রাখতে পার, যদি কর্তব্যের পথ হ’তে পদমাত্র পদস্থলিত না হয়, তাহ’লে দেখবে সহস্র সহস্র বিঘ্ন বাধা—সহস্র সহস্র বিপদের বিভীষিকা, মায়া ভেঙ্কির মত কোথায় মিশিয়ে যাবে ! গুরুদেবের সে কথাগুলি সব স্মরণ ক’রে রেখেছি ; বিশ্বাস ক’রতেও শিখেছি ! আমি অণুই একমাত্র কর্পুরকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুপুর যাত্রা ক’রব ! লোক জন সিপাই শাস্ত্রী নিয়ে পিতা মাতারা বোধ হয় কল্যাই বিষ্ণুপুর যাত্রা ক’রবেন । তোমরা অধিকা রক্ষা ক’র, আমার জন্ত কোন চিন্তা নাই !

। রাজাকে প্রণাম ও সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চ বিংশ দৃশ্য ।

রমণী নগর—বাজপথ পার্শ্বস্থ সরোবর-তীর

ধর্ম্মসেন ও কর্পুরসেনের প্রবেশ ।

ধর্ম্মসেন । দেখ ভাই কর্পুর ! স্থানটী কেমন মনোরম ! কেমন প্রসূরময় বৃক্ষ বেদিকাগুলি ! কেমন কুরুকুরে হাওয়া ! কেমন শীতল ছায়া ! এস, ঐ বকুল বেদিকায় ব’সে একটু বিশ্রাম করি ।

কর্পূর । না দাদা, এখানে থাকা হ’চ্ছে না ! এ শাস্তি’ নিকেতন নয় রমণীনগর ! ভোজের রাজ্য—যাছকরের আড্ডা—ডাকিনী পাড়া ! আর এই সরোবরটী হ’চ্ছে সেই ডাকিনীদের মানুষ মাছ ধরা চারাকাটা ! এই চারকাটিতে মাছ জমেছে দেখলেই তারা টোপ ফেলে, সে এমন টোপ দাদা ! সামনে প’ড়লে ঠোকার দিতেই হবে ! যেই ঠোকার মারা—অমনি বঁড়সী বেঁধা ! তারপর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, শেষে খাবি খেয়ে কাতিয়ে

প'ড়তে হবেই হবে। তাই ব'লছি এখানে ব'সে কাজ নাই। টেনে পাড়ি দাও !

ধর্ম্মসেন । কেন ভয় ক'রছ ভাই ? গৃহস্থ জাগরিত আছে জানতে পারলে কি তার গৃহে চোর প্রবেশ ক'রতে সাহস করে ?

কপূর । যদি ডাকাত হয় ! তাহ'লে ত মেরে ধরে সব কেড়ে নিয়ে যেতেও পারে ।

ধর্ম্মসেন । আর গৃহস্থ যদি শত সহস্র ডাকাত হ'তে বলবান্ হয় এবং সশস্ত্র প্রস্তুত থাকে, তাহ'লে তার হাতে দস্যুই হত হয়। অথচ সে আপন ধন রক্ষা ক'রে, সেই উপলক্ষে অপরাপর গৃহস্থকেও আত্মরক্ষা শিক্ষা দিয়ে থাকে। জগতে গৃহস্থ আছে, ধনও আছে, দস্যু তরুণও আছে ! তবে যারা দুর্বল—অলস—আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ—অতি নিদ্রাতুর তাদেরই যথা সর্বস্ব দস্যু হস্তগত হয়, আত্ম-রক্ষায় সমর্থ, বলবান্ সাহসীর সর্বস্ব দস্যুকর্তৃক অপহৃত হয় না।

কপূর । তুমি টোপ নিলে দেখছি ! ঐ দেখ—ঐ একজন হাত স্নতোয় টোপ গেঁথে এইদিকে আসছে ।

ময়রাণীর প্রবেশ ।

ময়রাণী । (স্বগত) গুণমণি কখনো চুন পুঁটি ধ'রতে যায় না ! চার ফেলে ব'সে থাক'ব, একদিন না একদিন রুই গিরগেল টোপ ধ'বেই ধ'বে। এই ত এতদিন চার ফেলে ব'সেছিলাম, একটা চাঁদা পুঁটিতেও ঠোকরালে না ! তা ব'লে স্নত গুটিয়ে ত ঘরে, যাই নাই ! টোপ ফেলেই ব'সেছিলাম ! আজ শিকার গেঁথেছি ! গেঁথেছি ব'লে গেঁথেছি ! মোটা দাঁও ! বিষ্ণুপুরের রাজমন্ত্রী সন্ন্যাসী সেজে আমার ঘরে এসেছিলেন, রমতীর মধ্যে অনেক বেঞ্জার বাস, আর ধ'রতে গেলে আমিই

তাদের এক রকম মরণ কাটি, জেওন কাটি ! মল্লীমশায় তা জানেন কিনা ! তাই আমাকে এসে ধ'রেছিলেন ; অম্বিকার রাজকুমার আজ এই পথ দিয়ে বিষ্ণুপুর যাবেন, যে তাকে ভুলিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে পারবে, তাকে মোণায় মুড়ে, টাকার পাহাড়ে বসিয়ে রাখবেন ! আমাকে এই কাজের ভার দিয়ে, অঁজুল ভ'রে টাকা দিয়ে গেলেন ! আমিও ছুঁড়িগুলোকে নিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রে রেখেছি । এখন চারে মাছ জম্লে হয় ! দেখি দেখি একটু ঘুরে ফিরে ! ঐ যে—চারে মাছ জম্লে ! এখন গাঁথতে পাব্লে বুঝি ! যাই দেখি কাছপানে, কতদূর কি ক'রতে পারি দেখি ! (নিকটে যাইয়া) আপনারা কে গা মশায় ! এমন নদীর পুতুলের মত কপ নিয়ে কি রোদে বেরুতে আছে ? দেখ দেখ মুখখানি বেগেছে, যেন নদীর পুতুল গ'লে যাচ্ছে ! ব'স একটু বাতাসে বস ! তোমাদের বাড়ী কোথা মশায় ?

ধর্মসেন । আমাদের নিবাস অম্বিকায়, যাব বিষ্ণুপুর ।

ময়রানী । বেশ, বেশ মিষ্টি কথাগুলি ! তোমার নামটা কি ভাই ?

ধর্মসেন । আমার নাম ধর্মসেন ।

ময়রানী । বেশ নামটা, আমি কিন্তু ওনাম ক'রতে পাব না ।

ধর্মসেন । কেন ?

ময়রানী । আমার কর্তার নামে তোমার নাম ! তা ভাই ! ব'লছিলাম কি, এত রোদ্রে কোথায় যাবে ? অনেক পথ এসেছে, বড় কষ্ট হ'য়েছে ! আমার ঘরে চল, আমি তোমাদের সেবা যত্ন ক'রব ! আমাদের দেশের লোক বিদেশী লোক বড় ভালবাসে, অতিথি পথিক পেলে আর ছেড়ে দিতে চায় না ।

ধর্মসেন । আমরা এখানে অতিথি হ'তে আসি নাই, রোদ্রের তাপে তত পরিশ্রান্ত ও নৈ, আমরা এখনি চ'লে যাব !

ময়রাণী । না ভাই ! ও কথাটা ব'ল না ! এ বেলা যাওয়া হবে না, এপথে না আসতে, সে মন বুঝত ! যখন এসেছ তখন কি আর ছেড়েদিতে পারি।

ধর্মসেন । কেন তুমি আমাকে আপন গৃহে নিয়ে যাবার জন্য এত ব্যগ্রতা প্রকাশ ক'রছ ? কে তুমি ?

ময়রাণী । আমি ময়রা বৌ ।

ধর্মসেন । মধবা ?

ময়রাণী । সে ছুঃখের কথা আর ব'ল না ভাই ! সে থাকতেও নাই ।

ধর্মসেন । থাকতেও নাই কি রকম ?

ময়রাণী । ঢাকের বাঁওয়া, আছে বাবমাস, কিন্তু বাজে না ।

ধর্মসেন । এ কথার ভাব ত বুঝতে পারলাম না ।

ময়রাণী । না—বুঝতে পারেন না, তুমি যেন ভাই ছাকা ! তেজব'রে ভাতার ভাই ! তেজব'রে ভাতার ! আমার ঠাকুরদাদার বয়সী—ঘাটের মড়া ।

ধর্মসেন । সংসার চলে কিরূপে ? জাতীয় ব্যবসা আছে ত ?

ময়রাণী । আছে সবই, ভিয়েন করে কে ?

গীত ।

পোড়া কপাল পুড়ে গেছে আমার ভাতার তেজব'রে ।

ঘাটের মড়া আগলে থাকি বিছানার প'ড়ে,

আমি বিছানায় প'ড়ে ॥

গোবর ঘেঁটে শুধু শুধু, গড়িয়ে বেড়ান গুবরে বঁধু,

(আগার) কলি ফেটে বা'রুছে মধু, চায় না সে ফিরে ।

থাকতে ঘরে গুড়ের জালা, বাবমা রাখা হ'ল জালা,

নিতে জানি ভিইয়ে খোলা, যদি দেয় তাড়ু নেড়ে ॥

ময়রাণী । ঐ বুঝি ছুড়িগুলো তোমাদের আস্বার খবর পেয়ে কত আশা ক'রে, কত আছলাদ করতে ক'রতে তোমাকে নিতে আসছে, ছুড়িরে যেন ভালবাসায় মরা ! মনের মতন মানুষ পেলে বুকে ক'রে রাখে ! তোমাকে পেলে কি আর ছেড়ে দেবে বুক চিরে রাখবে !

গণিকাগণের প্রবেশ ।

গীত ।

১ম-গণিকা । পিয়া পরাণ বঁধু, চন্দমুখ মধু,
তুহুঁ বিধু মোরা চকোরিনী,
২য়-গণিকা । তুহুঁ বঁধু সুরজ, মোরা সব সরোজ,
তুহুঁ ঘন মোরা চাতকিনী,
৩য়-গণিকা । আও আও চিতচোরা, হিয়াপর বৈঠহ
পাখালি চরণ দৌহ আঁখি-লোড়ে—
যতনে মুছায়ব নিচোড় আচড়ে ।—
সকলে । চামর ঢুলায়ব এলাইয়ে বেনী,
অঙ্কুর-চন্দন ফুল-হারে সাজায়ী,
পিছে ডালি দিব যৌবনখানি ॥

১ম-গণিকা । আ মরি মরি ! যেন বকুল তলায় টাদের মেলা !
চাঁদ চকোরের প্রেমের খেলা ! চল ভাই ! আমাদের ঘরে চল ! এই
ছপুয়ে রোদে কি ঘরের বার হ'তে আছে ? দেখ দেখি কত ঘেমেছ !
কাঁচা সোণা যেন গ'লে যাচ্ছে ! এস, ঘাম মুছিয়ে দিয়ে একটু বাতাস
করি । (বজ্রদ্বারা ঘাম মার্জন করিতে করিতে)

গীত ।

১ম-গণিকা । কে তুমি হে রসরাজ বিরাজ সরসী-কূলে
আকুল পরাণ তোমা নিরখি বকুল-মূলে ॥
শয়নে স্বপন-ঘোরে, আপনা সাঁপেছি ঘারে,
স্মৃতিপটে ছদ্-মাঝারে রেখেছি যার ছবি তুলে,
তুমি কি সেই প্রাণের ছবি বল বে প্রাণ প্রাণ খুলে ॥

দ্বিঃ-গণিকা । চল না ভাই ! আমরা তোমাকে নিতে এসেছি ।
ছি মণি ! অত আক্লা তচ্ছ কেন ভাই ? পায়ে ধ'রে সেধে না নিয়ে
গেলে যাবে না ? এস পায়ে ধরেই নিয়ে যাই (পদধারণোদ্ধত)

ধর্মসেন । না না পায়ে ধ'রতে হবে না, চল আমরা এমনিই যাচ্ছি ।
নেপথ্যে—কিরণবালাগণ । না—না যেওনা ! যেওনা ! স'রে
যাও—স'রে যাও ! ডাকিনী ! ডাকিনী ! ডাকিনী পাড়ায় যেও না !

গীত ।

সরে যাও সামনে এস না ।
কাঁকে থেকে দেখ চোখে, ভাল বেস না—
ভাল বেস না, ভাল বেস না ॥
রাপের ঠগক্, ভাবের চমক্, দেখে ভুল না
সুধা ব'লে বিষের বাটি মুখে তুলো না,
পরানে আ গুন জেল না ।—
ডাকমারা ডাকিনী পাড়ার কাছে ঘেঁস না ॥

কপূর । দাদা আকাশের দিকে চেয়ে কিছু দেখতে পেলো কি ?
কিছু শুনতে পেলো কি ?

ধর্মসেন । ভাই শুন্ছিও সব দেখছিও সব । তবে ভাই সংযমই সাধনা সিদ্ধির মূল, এই কথাটি এই মূলমন্ত্রটী ভুলি নাই ।

ময়রানী । আর এড়াতে পার্ছ না ভাই । ওরা আর ছাড়বে না ।

ধর্মসেন । এস ভাই কর্পূর ! আমাদের কর্তব্য আতিথ্য গ্রহণ, ওদের কর্তব্য অতিথি সংকার ।

ময়রানী । কি চাঁদ ! তুমি যে কেবল চার ঘুলিয়ে বেড়াচ্ছ ! টোপ নেবে না নাকি ?

কর্পূর । আমি চারও ঘোলাব না—টোপও নেব না ! আমি ইলিশ মাছ ! সোজা উজান ঠেলে চ'লে যাব । দাদা ! আমি চ'ল্লাম ! ঐ ময়দানের গাছ তলায় ব'সে থাকুব, তুমি আজ অতিথি হও গে, কা'ল ফকির হ'য়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'র । (গমনোত্তত)

ধর্মসেন । (বাধা দিয়া) কেন সঙ্কুচিত হচ্ছ ভাই ! আপনাকে সংযত রেখে স্বচ্ছন্দে এস, ভাই ! সাধনার পথ বড়ই কুটিল, যে, সে পথ অতিক্রম ক'রতে পারে তারই সাধনা সফল—সেই সিদ্ধ সাধক ! (কর্পূরের হস্ত ধরিয়া গমনোত্তত)

(নেপথ্য—কিরণবালাগণ) ধর্মসেন—সাবধান ।

ধর্মসেন । আমার গুরুর কৃপা আর আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে, আপনাদের ধর্মদাস কর্তব্যের পথে চিরদিন অচল অটল থাকবে ! (বেশ্যা-দিগের প্রীতি) চলুন, আপনারা অগ্রে অগ্রে চলুন ।

ময়রানী । ছি ভাই ! “আপনি” “মশাই” ব'লে কথা কি ? তুমি আমি কেমন মিষ্টি ! আপনি মশায় কথাটা, যেন পীরিত ফাঁক করে দেয় ! চল আবার মুখখানি ঘেমে উঠেছে, দেলো মুছিয়ে দে ।

[মুখ মুছাইয়া দিয়া বাজন করিতে করিতে লইয়া প্রস্থান ।

ষষ্ঠবিংশ দৃশ্য ।

স্থান—অধিকার রাজধানী

বলা ও দলোর প্রবেশ ।

বলা । আমি নিটু খপর পেয়েছি কাকা, আজ শেষ রাত হইতে বহুৎ ফোজ গাঙ্গনী পার হইতে লেগিয়েছে ।

দলো । এত ফোজ কোথাকে হ'তে কোন্ পথে কোন্ দিকে চলিয়েছে কিছু তল্লাস লিয়েছিন্ কি ?

বলা । সব গোড়ের ফোজ ! হাজার হাজার ফোজ বীর-ভূমের সড়ক ধরিয়ে অধিকার দিকে চলিয়েছে ।

কালুর প্রবেশ ।

কালু । বলা, দলু, তোরা হেথাকে ! আর সব কোথা ? সকলকে ডাক ! ডোমপাড়ার মেয়ে-মরোদ, ছেলে, বুড়ো, ঘোয়ান সবকে ঠিক হইতে বল ! বলাই ! আজ আর অধিকার রাজপাট বজায় রাখতে পার্বিনে ! হাজার হাজার লড়ায়ের পণ্টন গাঙ্গনী পার হ'য়ে অধিকার দিকে ছুটিয়াছে ! আজ, রাজা নাই—রাণী নাই—রাজকুমার নাই ! তাঁরা আমাদের উপর অধিকার ভার দিয়ে, বহুৎ সেপাই-শান্তি সাথে লিয়ে বিষ্ণুপুর গিয়েছেন । এসব সম্মান জেনে—স্বযোগ বুঝে, গোড়ের রাজা অধিকা দখল ক'রতে ফোজ চালান করিয়েছে ! এসব সেই মাম্দো সময়তানের খেলা ।

বলা । যার খেলাই হ'ক, আমাদের লিলে-খেলা ফুরিয়েছে ! এখন মনীষের কাজে, অধিকার অয়ে সঞ্চয় করা রক্ত, অধিকার মাটিতে ঢেলিয়ে

দিয়ে মানুষের সাথে মানুষের খেলা ছেড়িয়ে, দেবতার সাথে ধর্ম্মের খেলা খেলতে ঠিক হও !

দলু । চল্ সকলকে খপর দিয়ে, ডোমপাড়ার আঙা বাচ্চা সব সাথে নিয়ে লড়ায়ে যাই ! দাদা তু ঠিক হইয়ে থাক্ !

[বলা ও দলুর প্রস্থান ।

লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । এই যে সর্দার এসিয়েছিন্ ! জাঙ্গাল-জঙ্গল ভেঙ্গিয়ে ছুটিয়ে ত গেলি, ঠিক খপর কিছু পেইয়েছিন্ কি ?

কালু । হাঁ, ঠিক খপর ! গোড়ের ফোজ অশ্বিকা দখল ক'রতে—রাজ-ভাঙার লুটিয়ে লিতে, হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে ছুটিয়েছে ! আজ অশ্বিকায় রক্তলদী বহিয়ে যাবে ! হয়ত রাজা রাণীর সাথে আমার এই দেখা শেষ দেখা লক্ষ্মি ! তোর সাথেও হয়ত শেষ দেখা !

লক্ষ্মী । ও কেমন কথা হ'ল রে সর্দার ! মরিয়ে গেলেই তোর সাথে মোর দেখা ফুরিয়ে যাবে ! লড়াই বেধিয়ে যায়, যতক্ষণ তীর-কামটা বজায় থাকবে, যতক্ষণ কলিজায় একটা ফোঁটা রক্ত থাকবে, ততক্ষণ লড়াই দিব ! হাজার হাজার ছুয়ুন্ তীরের ডগায় গেঁথিয়ে লিয়ে, জমীনে লুটিয়ে দিব ! ছুয়ুনের রক্তে অশ্বিকার মাটি রঞ্জিয়ে দিয়ে—দাবকা লদীকে রক্তলদী বোনিয়ে দিয়ে, শেষে মনীষের তরে জান্ দিব ! রাজা রাণীর অনের রক্ত, রক্ষিণী-মায়ের চরণে ঢেলিয়ে দিব ! এক সাথে থাকব—এক সাথে লড়াই ক'র্ব—ম'রতে হয় এক সাথে ম'র্ব ! তু লড়ায়েব তরে ঠিক হইয়ে থাক্ !

[প্রস্থান ।

দলুর প্রবেশ ।

(নেপথ্য—কামান-শব্দ)

দলু । দাদা ! হাজার হাজার ফৌজ অস্ত্রিকা যিবেছে ! ডাগর ডাগর কামান দাগতে লেগিয়েছে ! ওই শোন্ আবাব—

(নেপথ্য—কামান-শব্দ)

বেগে বলার প্রবেশ ।

বলা । সেই কথা ঠিক্ হইয়েছে বাবা ! সেনাপতি শালা বড় নিমক-হারামি ক'ব্তে লেগিয়েছে ! মোদের ফৌজ, সিপাই, সব বন্দুক ধরিয়ে—সঙ্গীন চড়িয়ে, বেগর ছকুমে দেড়িয়ে মাঝা যেইতে লেগিয়েছে !

কালু । এখন আমাদের কাজ কি বল দেখি ?

বলা । মনীবের কাজে জান্ দেওয়া !

কালু । তবে যাও—লড়াই দাও—কামান দখল কর !

বলা । তা'হলে ত মনীবের কাজ করা হবে না, শত্রু মেরে ম'ব্তে পাব্বে না, কেবল গোলার মুখে মিছে মিছি জান্ খোয়াব ! বহুৎ ফৌজ ঘাল্ ক'রে, কামান দখল করা দশবিশটা লাঠিয়ালের কাজ নয় ! ফৌজের সাথে লড়াই দেওয়া ফৌজের দরকার ।

কালু । আমাদের লড়াইয়ের ফৌজ কি সব ঘুমিয়ে আছে ?

বলা । তাঁরা বেগর ছকুমে হেতিয়ার চালাবে না ! কিন্তু সেনাপতি ছকুম দিতে চায় না ।

কালু । ডাক্ সেনাপতিকে ।

| বলার প্রস্থান ।

লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । সব গেল—সরদার রে—সব গেল ! ঘরের ভয়ুনে সব

পয়মাল ক'রলে ! সুরজমলসিং সেনাপতি হুকুম দেয় না, সিপাহী লোক সব বেগর হুকুমে দেড়িয়ে দেড়িয়ে মারা যাচ্ছে !

সেনাপতির প্রবেশ ।

সেনাপতি । কালুসদার ! তুমি নাকি আমার উপর হুকুম চালিয়েছ ? বলাকে দিয়ে নাকি ডেকে পাঠিয়েছ ?

কালু । সে কি কথা হ'ল হজুর ! আপনি এ রাজ্যের কর্তা ! এ রাজ্যের মরণ বাঁচন আপনার হাতে ! অম্বিকার রাজপাট আপনার তলোয়ারের আগে ! আমি ছোট জাত, আপনার হুকুমের গোলাম ! কিন্তু নিমক্‌হারামী শিখি নাই । নিমক্‌হারামকে বড় ঘৃণা করি ! নিমক্‌হারামী শিখি নাই ব'লে আজ আপনার বেগর হুকুমে লাঠি হেতিয়ার ধরিয়েছি । অন্তরের ফটক ছেড়ে যেতে পারি নাই ব'লে, আপনার সলাপরামর্শ জানবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি । সে গোস্তাকি মাপ ক'রবেন ! এখন আপনার হুকুম কি বলুন দেখি ? রাজা, রানী, রাজকুমার অম্বিকায় নাই ! বিষ্ণুপুর গিয়েছেন । সোণার রাজ্জি ছা-
থার হয় ! রাজা, রানী, রাজকুমার, এসে কি গাছতলায় দাঁড়াবে ! এই কি আপনার ধরম ! অম্বিকার রাজা রানী পথে পথে ভিক্ষা ক'রে
থাবে ?

সেনাপতি । কি ক'রব, এই মুষ্টিমেয় সৈন্য ল'য়ে গোড়ের অসংখ্য সেনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে যাওয়া, আর অরণ্যবাপী দাবাগির দাঁউ দাঁউ শিখায় পতঙ্গবৎ দগ্ধ হ'তে যাওয়া সমান কথা !

কালু । তা হলেও তোমার পতঙ্গ জন্য সার্থক ! নিমখারাম বেইমান নাম কিনে বেঁচে থাকা—জয়ন্তে নরকভোগ ক'রতে সংসারে থাকা চেয়ে মুনীবের কাজে—প্রতিপালকের কাজে প্রাণ দেওয়াতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা

আছে । বিক্রি করা প্রাণের—উচ্ছুগ্য করা প্রাণের আবার দাম কি !
এতদিন ব'সে ব'সে যার অঙ্গে দেহ ধারণ ক'রলে, যার কাজের জন্তে প্রাণ
বিক্রি ক'রে গর্দান উচ্ছুগ্য ক'রে দিয়েছ, এখনও সেই প্রাণের মায়ী !
কত দিনের জন্ত বাঁচতে এসেছ সেনাপতি ? মুনিবের কাজ কর, নিমক্-
হারামা ছাড় ! কেলোডোম সব বুঝতে পেরেছে ব'লেই আজ একথা
ব'লছে ! আজ হ'ক্, কাল্ হ'ক্ ম'রতে হবে ! মুনিবের দৌলত
রাখবার জন্ত—অধিকার রাজপাট বজায় রাখবার জন্ত যদি ম'রতে হয়,
তাতেও স্বর্গবাস হবে । প্রাণের মায়ায় সময়তানের হাতে মাথা স্থপিয়ে
দিয়ে, হয় ত দু-দিন বাঁচবে ! তার পর ম'রতেই হবে ! শেয়াল কুকুরে
ছিড়ে থাকবে ! শেষে নরকে প'চ্বে ! সেই জন্তে ব'লছি, এখনও ছকুম
দাও নিমক্হারামের মত কাজ ক'র না ।

সেনাপতি । দেখ্ কালু ! ছোটলোকের মুখে ছোট কথাই ভাল
লাগে, বেশী কথা ক'য় না, আপনার ওজন ঠিক রেখে কথা ক'ও ।

কালু । খপরদার নিমক্হারাম্ !

সেনাপতি । যাও—হারাম্জাদ ! (অঙ্গঘাতে উত্তত)

কালু । (ক্ষিপ্ৰহস্তে অঙ্গসহ হস্ত ধারণপূর্বক) বেশী জোর ক'র
না, এখনও বাপের স্পুঞ্জ হ'য়ে হেতিয়ার ছাড় !

(অঙ্গ লইয়া দূরে নিষ্কেপ)

সেনাপতি । এক একটা মুঠাঘাতে সব যমের বাড়ী পাঠাব ।

কালু । আগে এ ডোমের হাতে এড়াও, তার পরে যমের বাড়ী
পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র ।

সেনাপতি । তবে দেখ্—(মুষ্টি উত্তোলন ও কালুকর্তৃক বক্ষমুষ্টি
হস্ত ধারণ)

সেনাপতি । (কালুর বক্ষ লক্ষ্য করিয়া পদাঘাতে উত্তত)

কালু । (ক্ষিপ্রহস্তে পদধারণপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ ও উভয়ের ক্ষণকাল মনঃযুদ্ধ, সেনাপতির নিয়ে পতন ও কালু বক্ষে উপবেশনপূর্বক)
 এখন পান্তা থেকে ডোমের বল বুঝতে পেরেছ সেনাপতি ? (মস্তকের উষ্ণীয় গ্রহণপূর্বক) লক্ষি ! বাগা হাতকড়ি ! (সেনাপতির হস্ত বন্ধন)
 সেনাপতি মশায় ! দয়া ক'রে আপনার পোষাকটা খুলে দেন, আজ আপনি বিগ্রাম ককন, আজ আপনার কাজের ভার আমি নিলাম । হয় অধিকা রক্ষা ক'রব, নয় এত কালের এই পোষা সিপাই ফোজের সঙ্গে এক মাটিতে শুয়ে চিরদিনের মত বিশ্রাম ক'রব ! সেনাপতির পরিচ্ছদ গ্রহণপূর্বক) বা বলা ! সেনাপতিকে একটু ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে বিপক্ষের কামান দখল কর্গে । (বন্ধনগ্রস্ত সেনাপতিকে লইয়া বলায়ের প্রস্থান ও কালুর সেনাপতির পোষাক ধারণ)

লক্ষী । সরদার ! এই বড় আচ্ছা হ'য়ে গেল ! তু ছকুম দে—
 সিপাই ঢালা ! মোরাও লড়াই দি । আমি তোরা সাথে সাথে থাকব,
 ম'রতে হয় এক সাথে ম'রব । (নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ) আর না
 সরদার ! জলদি চলিয়ে আয়, জয় ধরম দেবতার জয় !

। কালু ও লক্ষীর প্রস্থান ।

(কয়েকজন অস্ত্রধারীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে

বলায়ের প্রবেশ ও প্রস্থান)

(কতকগুলি সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে

কালুর প্রবেশ ও প্রস্থান)

রক্তাক্ত কলেবরে কালুর পুনঃ প্রবেশ ।

কালু । না—আর পারি না ! সারাদিন ভোর লড়াই ক'রেছি !
 কলিজা শুকিয়ে গিয়েছে ! যেন কোথা থেকে কালু তৃষ্ণা এসে ছাতি

ফেটিয়ে দিচ্ছে ! এখনও একবিন্দু জল পেলো আরও দু-পাঁচ-শ ফৌজ মেরে মরতে পারি ! কিন্তু কে দেয় !—এ ময়দানের মাঝে এক ফৌটা জল কে দেয় ! উঃ ! বড় পিয়াস ! ছাতি ফেটিয়ে গেল ! (অবসন্ন ভাবে উপবেশন)

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ ।

সৈনিক ! কালুবীর ! জগৎ জুড়ে নাম রাখলি ! বহু সিপাই মারলি ! এখনও হাজার হাজার সিপাই লক্ষ্মীর তীরে উড়ে যাচ্ছে ! বলার লাঠির তোড়ে গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে ! বহু বহু বন্দুকের গুলি লক্ষ্মীর ঢালে ঠেকে ঠিকরে প'ড়ছে ! তুই ব'সে আছিস্ ? এখনও চালা—ছকুম চালা ! তুই হা'ল্ ছেড়ে দিলে সব যাবে ।

কালু । কি ক'র্ব দাদা ! আর উঠবার শক্তি নাই ! শরীরে যতটুকু রক্ত ছিল সব বেরিয়ে গিয়েছে ! কোথা থেকে যেন কাল্ তৃষ্ণা এসে ছাতি ফেটিয়ে দিচ্ছে ! এখনো একবিন্দু জল পেলো, হাজার সিপাই মারবার তাগদ্ পাই ! একটু—জল ! দিতে পার কি দাদা ?

সৈনিক । কি দিবি ?

কালু । কি চাও ভাই ? টাকা, কড়ি, সোণা, জহরৎ যা চাইবে তাই দেব । অম্বিকার রাজভাণ্ডার শত্রুতে লুটে লবে, তার চেয়ে সেই ভাণ্ডারের ধন তোমাকে দিয়ে যদি এক বিন্দু জল পাই—কিছুকালের জন্তু গায়ে একটু বল পাই, তাহ'লে আর কতকগুলো শত্রু মেরে ম'রতে পারি ! সে মরণেও আমার শান্তি ! বল ভাই তুমি কি চাও ?

সৈনিক । আমি অত ধন দৌলত চাই না । কে ওসব ব'য়ে নিয়ে যাবে বাবা ?

কালু । তবে কি চাও ?

সৈনিক । আগে সত্য কর, আমি যা চাইব তাই দেবে ?

কালু । এক বিন্দু জল ! বন্ধু ! এক বিন্দু জল দেবে—আমাকে হাজার শত্রু মারবার বল দেবে ! তার বদলে কি নেবে বল আমি সত্য করছি । তুমি যা চাইবে তাই দেব ! দাঁও ভাই জল দাঁও ! আর বিলম্ব কর না, উঃ ! বড় তৃষ্ণা !

সৈনিক । দেব—জল দেব ! তোকে হাজার হাজার শত্রু মারবার বল দেব ! এক বিন্দু জলের অভাবে এখনি—এই মুহূর্তে বুক ফেটে, যে প্রাণ বেরিয়ে যেত, আমি সেই প্রাণ ক্ষণকাল রক্ষা করব, তার পর আমার দেওয়া প্রাণ আমি নেব, বুঝতে পেরেছ ?

কালু । হাঁ পেরেছি, এক বিন্দু জলের বদলে প্রাণ চাঁও ; তুমি কে ভাই ? দেখছি গায়ে অশ্বিকার সৈনিকেব পোষাক ; অশ্বিকার সৈনিকের মুখে এমন কথা !

সৈনিক । চুপ কর, আশু কথা কও ! আমি অশ্বিকার সৈনিক নই, গোড়ের সেনা, গোড় সৈনিকের সাজ খুলে ফেলে অশ্বিকার একটা মৃত সৈনিকের পোষাক গায়ে দিয়ে এসেছি ! আমি তোমার শত্রু-সেনা ।

কালু । যেই হও—সত্য করছি । এক বিন্দু জল পেলে, তার বদলে প্রাণ দেব । যখন হাজার হাজার গোলাগুলির মুখে, হাজার হাজার সঙ্গী তলোয়ারের মুখে, বুক পেতে দিতে এসেছি, তখন প্রাণের মায়া ত ছেড়ে দিয়ে এসেছি । এখনই পিপাসায় ছাতি ফেটে মরতাম—সব ফুরিয়ে যেত ! তার চেয়ে এক ফোটা জল খেয়ে, গায়ে একটু বল পেয়ে, হাজার হাজার সেনা মেরে, আর মনিবের একটু কাজ করে মরি না কেন ? দাঁও—জল দাঁও ! সত্য করলাম—ধর্ম সাক্ষী করে সত্য করলাম, তোমার একবিন্দু জলের বিনিময়ে নিজ হাতে গর্দান কেটে তোমার হাতে দেব !

সৈনিক । তিন সত্য কর ।

কালু । হাঁ তিন সত্য ক'রলাম ! ধর্ম সাক্ষী, একটু জল দাও !

সৈনিক । একটু অপেক্ষা কর । [প্রস্থান ।

বেগে লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । সব্দাব ! একি তোর আরাম লিবার সময় রে ? অনেক সিপাই মেরিয়েছি, তোর বলাবেটা বড় যব্বর লড়াই দিচ্ছে ! তু উহার সাথে জোগান দে—ছকুম দে ! সেপাই লোক একটা পা হটবে ত জান্ লিবি, এমন কড়া !

কালু । কি ক'র্ব সারদারনি ? উঠ্বার তাগদ্ নাই ! মরণ তৃষ্ণা ! কাল পিপাসায় ধরিয়েছে ! কলিজা ফেটিয়ে যাচ্ছে ।

লক্ষ্মী । বড় পিয়াস লোগিয়েছে ? সব্ব কর, জল এনিয়ে দিচ্ছি !

[প্রস্থান ।

জল লইয়া সৈনিকের প্রবেশ ।

সৈনিক । কালু !

কালু । এসেছিদ্ দাদা ! দে, জল দে—পরাণ ভ'রে জল খেয়ে নিই । (জলপান) আঃ !—এখন গায়ে অনেকটা বল পেয়েছি । (উঠিয়া গমনোত্ত) ,

সৈনিক । চ'লে যে কালু ? এই বুঝি তোমার ধর্ম ? এই বুঝি তোমার সত্য ? এই বুঝি তোমার সপথ ? এই বুঝি তুমি সত্যনিষ্ঠ স্থির-প্রতিজ্ঞ কালুবীর ?

কালু । কালুকে যা ব'লে তোমার ধারণা আছে, ধর্ম যেন তোমার সে ধারণা অটুট রাখেন ! কিন্তু কথা আছে, আমি জল পান ক'রে একটু

বল পেলো যতদূর পারি শত্রুসৈন্য মেরে এসে তোমাকে প্রাণ দেব—হাজার সৈন্য মাঝে ! তুমি আগাব শত্রু সেনা, তুমিও তার মধ্যে একজন—
(প্রহারোত্তত)

সৈনিক । এ্যা বল কি ! তুমি কি স্যায় শাস্ত্রের ফাঁকিতে ফেলে ফাঁকি দিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে এনে আমারই গব্দান নেবে নাকি ? মাথা ঘুবিরেদিলে যে !

কালু । ভয় নাই ! কালু ছোট জাত, কিন্তু তাব হৃদয় ছোট নয়, একটু অপেক্ষা কর, একটু প্রভুর কাজ ক’রে আসি, আর গটাকতক শত্রু মেরে আসি ! এইখানে ঠিক থেক ।

[প্রস্থান ।

রক্তাক্ত কলেবর বলাইকে লইয়া জলপাত্রসহ

লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । লে সর্দার জল লে ! তুই একটু পিয়ে লে, আর তোর বলা বেটার মুখে একটু দে, বেটা তোব বড় লড়িয়েছে ! তোকে ধরি করিয়ে—লক্ষ্মীকে বীর বেটার মা করিয়ে, সব্গের পথে চলিয়েছে ! আজ ছুনিয়ার লোকে দেখুক সোণাকুঁকি লকীর কোঁকে কি সোণার ফল ফলিয়েছে ! কৈ সর্দার ! তোর বলা যে তোকে দেখতে এসিয়েছে ।

কালুর প্রবেশ ।

কালু । ছ তরফের বহুৎ সিপাই মারা গিয়েছে ! ছট কামানও দখল হ’য়েছে ! এখন এস ভাই ! তোমার জলদানের ঋণ শোধ করি ।

লক্ষ্মী । জল চেহিয়ে আবার কোথা গিয়েছিলি সর্দার ? এই লে, জল লিয়ে এসিয়েছি ।

কালু । জল খেয়েছি সব্দারনি ! জল খেয়ে গায়ে একটু বল পেয়েছিলাম, তাই আর গটাকতক সিপাই মেরিয়ে এলাম !

লক্ষ্মী । এদিকে কি হইয়েছে দেখেছি ! তোর বলা বেটা ত সর্গে চ'ল্ল ! দেখ বুক ভবা হেতিয়ারেব দাগ, জাঁঙ্গ্ বিন্ধিয়ে গোলা চলিয়ে গিয়েছে ; বেটার পিঠে একটা দাগ না আছে ।

বলা । মা ! বাবা এসিয়েছে ? বাবা ! চ'ল্লাম ! মা ! চ'ল্লাম ! দে—তোদের পায়ের ধুলো মোর মাথায় তুলিয়ে দে, এই শেষ দেখা !

লক্ষ্মী । কেন শেষ দেখা হবে রে বাপ ! তু হাস্তে হাস্তে সর্গে চলিয়ে যা, এখনও বহুৎ ফোজ আছে, যত পারি মেরিয়ে সামুনা সামুনি লড়ায়ে মবিয়ে মোবাও সর্গে চলিয়ে যাব, সেথাকে গিয়ে তোকে কোলে তুলিয়ে লিব !

কালু । বলাই চ'ল্লি বাপ ! আমারি যে আগে যাবার কথা ছিল রে বলাই !

লক্ষ্মী । ও কি রে সব্দার ! চোকে জল ফেলিসনে । তোর বীর বেটা সর্গে চ'ল্ল, তোর বেটার তরে ঐ আস্মানে সর্গের দুয়ার খোলা রইয়েছে ! হাস্তে হাস্তে পেঠিয়ে দে, ধরম দেবের কাছে উদ্ধার লোগিয়ে আশীষ চেহিয়ে লে ।

বলা । মা—বড় পিয়াস ! একটু জল—

লক্ষ্মী । লে বেটা আশ্ মিটিয়ে জল পিয়ে লে ! আমরা তোর মুখে জল দিলাম, মোদের মুখে জল দিতে যে কেউ থাকলো না রে বলাই ! ধরমদেব ! তুমিই মোদের শেষের পিয়াসে জল দিও (জলদান) বেটা জল খেলে না ! হইয়ে গেল ! বেটা মোর চলিয়ে গেল !

সৈনিক । বলাই জল খেয়ে স্বর্গে চ'লে যাক্, তুমিও কালু ! আমাব জলের দামটা শোধ ক'রে স্বর্গে চ'লে যাও—

কালু । হাঁ, এস ভাই ! আমি ভুলি নাই ।

লক্ষ্মী । জলের দাম কিসের রে সব্দাব ?

কালু । বড পিয়াসে—ছাতি ফাটা পিয়াসে জল চেহিয়েছিলাম !
প্রাণ দিয়ে জলের দাম শোধ ক'ব্ব সত্য ক'রেচি । ইনিই আমাকে সেই
কালতৃণায়—সেই প্রাণ যায় যায় সময় জল দিয়ে বন্ধুব কাজ ক'রেছেন ।

লক্ষ্মী ! পিয়াসকালে জল দিয়েছে—ধবমেব কাজ কবিয়েছে, তাব
আবার দাম কিসের সব্দাব ?

কালু । তাব দাম আগাব—প্রাণ, তৃণার জলের মূল্যস্বরূপ আমার
প্রাণ চেয়েছে, দিতেও স্বীকার ক'বেছি, অঙ্গীকার ক'রেছি ! লক্ষি ! ধম্ম
সাক্ষী ক'বে ণপথ ক'রেছি ।

লক্ষ্মী । তবে তু বঁধু বলিস্ কারে বে সব্দাব ! ওত ছুয়ুন্ আছে,
ওত গোড়ের সিপাহি ছুয়ুন্ ! (সৈনিকের প্রতি) তুহার হেতিয়ার
আছে ?

সৈনিক । না, ধম্মের লড়াইয়ে এসব হেতিয়ার কাজে লাগে না ।

লক্ষ্মী । ছুয়ুন্ সয়তানের সাথে ধরমের কথা ! লকী তা মানে না,
ধব্ হেতিয়ার ! আগে লকীকে মার তারপর সর্দারের জান্ লিবি—

সৈনিক । আমার অস্ত্র নাই ।

লক্ষ্মী । দে—সর্দার ! তুহার হেতিয়ার ছুয়ুন্কে দে । লে হেতিয়ার
লে ! লড়াই দে ! ছুয়ুন্কে গৌথিয়ে লিই সর্দার !

কালু । না লক্ষি ! তা ক'র না, আমার সত্যপালনে বাধা দিও না !
কালতৃণায় তো প্রাণ গিয়েছিল লক্ষি ! যদি তাতেও বাঁচতাম, কিন্তু
লড়ায়ে ত ম'ব্বতে হ'ত ! যদি লড়াই ক'রেও না ম'ব্বতাম, কিন্তু কালের
হাত ত এড়াতে পারতাম না, জন্মালে একদিন না একদিন মরণ নিশ্চিত ;
তবে কেন লক্ষি ! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে চিরদিনের জন্ত নরকে যাব ? ছোট

জাতের ঘরে জন্মেছি, ছোট জাত ব'লে লোকে ঘৃণা করে, কেউ ছোঁয় না,—আমাদের ছোঁয়া জল পর্যন্ত কেউ স্পর্শ কবে না ! এ জন্মের ত এই ফল, এব উপর আবাব ধর্ম হারালে পবজন্মে যে শেয়াল কুকুর হ'য়ে জন্মাতে হবে লক্ষ্মি ! রাজার ধন দৌলত রক্ষার জন্য লড়াই ক'রলাম, নিজের বুকভরা দৌলৎ এমন ঘোমান বেটা বলাইকে লড়াইময়দানে বলি দিলাম ; যা আমাদের প্রাণের জিনিস ছিল ! যার মুখ দেখে সংসারে ছিলাম ! সে ত চ'লে গেল ! তবে আব এ ফাঁকা-প্রাণের এত মায়া কেন লক্ষ্মি ?

সৈনিক । কি কালু ! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের বাকচাতুরি শুন্ব ? সত্যে বদ্ধ হ'য়েছে, ধর্মসাক্ষী ক'রে নপথ ক'রেছ ! কর—সত্য পালন কর, দাও—প্রাণ দাও ; মাথা কাটাকাটির কথা ভুলে গিয়ে শুদ্ধ কথা কাটাকাটিতে ভুলিয়ে রাখতে পারবে না, হয় প্রাণ দাও নয় বল আমি মিথ্যাবাদী অস্থি-প্রতিজ্ঞ, যে ছোট জাত কাজও সেই ছোট জেতের মত !

কালু । ছোট জাত হ'য়েছি সত্য, কিন্তু ততটা ছোট প্রাণ নিয়ে আসি নাই । ধর্মের কাছে সত্যের কাছে প্রাণ ত অতি তুচ্ছ—মলমূত্র হ'তেও তুচ্ছ ! এস—সম্মুখে দাঁড়াও ! সত্যের জন্য গর্দান কেটে তোমার পায়ে লুটিয়ে দি ; যা লক্ষ্মি স'রে যা ! দেখতে না পারিস্ স'রে যা । জয় ধর্মদেব ! (অঙ্গ নিষ্কাশনপূর্বক কণ্ঠছেদনোচ্চত) ওকি ! ওকি ! লক্ষ্মি ! যেও না যেও না—দেখে যাও—ঐ দেখ—ঐ দেখ—ঐ আকাশে—ঐ শূণ্ণে—দূরে বহুদূরে—ঐ দেখ চিন্তে পার কি ? ঐ তুমি আমি বলা কেমন ফুলের মালা ঘেরা সোণার রথে, ফুলের সাজে সেজে কেমন হাসতে হাসতে উপরের দিকে উঠছি ! তুমি আমার বাঁ পাশে তোমার কোলে বলাই ! ঐ—ঐ—ঐ আবার দেখ—ঐ আরও উর্ধ্বে—আবও উর্ধ্ব শূণ্ণে কেমন আমের

শাখায় ফুলের মালায় সাজান ফটকের দুয়ার খুলে গেল ! ঐ দেখ কে এক-জন শান্তকায় মহাপুরুষ যেন আমাদের রথ আগিয়ে নিতে আসছে, লক্ষ্মি ! ঐ স্বর্গ ! ঐ আমাদের শান্তিধাম ! যাই—লক্ষ্মি—যাই, তুমিও এস ! জয় ধরমদেবতা—(কণ্ঠে অঙ্গপ্রদান ও রক্তাক্ত-কদোবরে ভূতলে পতন)

লক্ষ্মী । চলি রে সরদার ! বেটাকে সাথে লিয়ে সরগে চলি ? লক্ষ্মীরে ফেলিয়ে যাস না ! এই ত তু চলিয়ে আয় ব'লে ডেকিয়ে গেছি । যাই—মুন্সীবের কাজ করিয়েছি, দুখ্মুন সব ভেগিয়ে পড়িয়েছে—এখন চল, তুহাব পা-ছুট বুকে ধবিয়ে সরগে চলিয়ে যাই । (কণ্ঠছেদনে উদ্ভত)

সৈনিক । (লক্ষ্মীর হস্তধারণ করিয়া) লক্ষ্মী কর কি ? তোমার স্বামী সত্যের দায়ে প্রাণ দিয়ে স্বর্গে যাচ্ছে, তুমি আত্ম-হত্যা ক'বলে কি সে স্বর্গের পথে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারবে ? আত্ম-হত্যায় যে অনন্ত নরক, তা কি জান না ?

লক্ষ্মী । দেখ, এ সময় আর দুখ্মুনী বাদ সেধিও না, ছেড়িয়ে দাও ! আমি সরগ্ নরকের পথ চিনি, আমার সোয়ামী চলিয়ে গেল, আমাকে ডেকিয়ে গেল, হামি এ মরা দেহ লিয়ে কিসের মায়ায়, কার তবে এ ফাঁকা দুনিয়ায় প'ড়িয়ে থাকব ? আমি সোয়ামীর সহমরণে যাব, সোয়ামীব পা বুকে করিয়ে, এয়োতী লিয়ে, হাঁসতে হাঁসতে সরগে চলিয়ে যাব ! ঐ দেখ—রথ এসিয়েছে !

সৈনিক । এখনও তার বিলম্ব আছে লক্ষ্মি ! এক দিন তোমরা ঐ রথে ঐ ভাবে ঐ স্বর্গের পথে অনন্তধামে চ'লে যাবে, স্বর্গের পথে যা দেখেছ, ও কেবল তারি ভাবি-চিত্র মাত্র । তোমার স্বামী মরে নাই, ধর্ম্মা-শ্রিতের—সত্যশ্রিতের মৃত্যু নাই । ঘূর্ণ্যমান পেষণ-যন্ত্রে নিষ্কিপ্ত হ'লে সমস্ত শস্তই চূর্ণ হয়, কিন্তু যে শস্তটি পেষণ-যন্ত্রের কীলককে আশ্রয় ক'রে থাকে, তাকে যেমন সে পেষণ-যন্ত্রে আর চূর্ণ হ'তে হয় না, তেমনি এই

আবর্ত্তমান সংসারচক্রে জীব মাত্রই নিয়ত পেযিত হ'চ্ছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্মরূপ কীলক্কে আশ্রয় ক'রে থাকে, সে আর সে যন্ত্রে পেযিত হয় না ; এ জটিল কথা বুঝবার তোমার শক্তি আছে, কারণ তুমি মহাশক্তির অংশরূপিণী ! আমি তোমার পতির ধর্ম পরীক্ষার জন্ত, তুমার জলের প্রতিদানে তোমার পতিকে প্রাণদানে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ক'রিয়েছিলাম, তোমার পরিশ্রাস্ত পতির এ তুমিও ধর্মের খেলা ! তোমার পতির বীরত্ব নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তির পরীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে পেয়েছি, এইবার তার স্থির-প্রতিজ্ঞতা, অটল ধর্মনিষ্ঠার পরীক্ষার জন্তই এতদূর ক'বেছি ! আমি সত্যই তোমাদের শত্রুসৈন্য নই ! দেখ দেখি, আমাকে চিন্তে পার কি ? (বেশ পবিবর্ত্তন)

লক্ষ্মী । কে—কে তুমি ? সেই আচাজ্জিঠাকুর আপনি ! তোমাকে প্রণাম করি, এ ছোট জাতের সাথে এ বিপদের সময় এত খেলা কেন ঠাকুর ।

আচার্য্য । বিপদ কিছুই নাই মা ! পরাজিত প্রায় গোড়সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিষ্ণুপুরের দিকে চ'লে গিয়েছে ! সেই অধার্মিক, বিশ্বাস-ঘাতক, স্বার্থপর, প্রতিপালকদ্রোহী, ঘোর হিংস্রক, মহাপাপী মহানদের উদ্ভেজনায়া গোড়ের বর্ত্তমান অযোগ্য নিকোঁধ রাজপুত্রের আদেশে এ যুদ্ধের সূত্রপাত ! বিষ্ণুপুর আক্রমণেও তার আদেশ, সেই জন্তই গোড়-সেনা বিষ্ণুপুরের দিকে ধাবিত হ'য়েছে, তা সে বিষ্ণুপুরের জন্তও কোন চিন্তা নাই, সে বিষ্ণুপুর মদনমোহনের রাজ্য ! মদনমোহনই তার চিন্তা ক'ব্বেন ।

লক্ষ্মী । এখন আমার সোয়ামী পুত্রকে বেঁচিয়ে দিতে পার কি ? পার ত বেঁচিয়ে দাও ! নয় ত লক্ষ্মী এখনই ঐ সাথের সাথী হবে কেউ রাখতে পারবে না ।

আচার্য্য । কৈ দেবতা ! এখনও কি পরীক্ষার শেষ হয় নাই ! আর কেন, এসে পড়—ঐ যে আগমন হ’চ্ছে ।

স্বামিজীর প্রবেশ ।

স্বামিজী । এ কর্ম্মক্ষেত্রে অনেকানেক শিক্ষিত, জ্ঞানী, মহাত্মার পরীক্ষা গ্রহণ ক’রেছি ; কিন্তু এই নিরক্ষর কালুবীরের সর্বতোমুখী ধর্ম্ম পরীক্ষা সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থানীয় । ধর মা লক্ষি ! এই কমণ্ডলুর জল তোমার স্বামী পুত্রের অঙ্গে সেচন কর (হস্তে জলদান) (আচার্য্যের প্রতি) আপনিও মৃত সৈনিকদের অঙ্গে কমণ্ডলুর জল সেচন করুন (কমণ্ডলু দান)

আচার্য্য । হাঁ আমিও মড়া গুলো বাঁচিয়ে আসি । [প্রস্থান ।

লক্ষ্মী । (কালু ও বলাইয়ের অঙ্গে জল সেচনপূর্ব্বক) সর্দার চেয়েছে । কাটা গরদান জোড়া লেগিয়েছে ! বলাই—বাপ ! উঠিয়েছিস্ ? উঠরে—সর্দার ! উঠরে বলা, উঠিয়ে ধরমের খেলা দেখ !

নেপথ্যে । জয় ধর্ম্মের জয় ! জয় ধর্ম্মের জয় !

লক্ষ্মী । মরা সিপাহী সব বেঁচিয়েছে ; ধরি ধর্ম্মদেব ! ধরি তোমার লীলাখেলা !

আচার্য্যের পুনঃ প্রবেশ ।

আচার্য্য । আমিও বলি ধন্য ধর্ম্ম ! ধন্য তোমার লীলা ! সকলে একবার ধর্ম্মের জয় উচ্চারণ কর ! জয় ধর্ম্মের জয় !

(নেপথ্যে সৈন্তদিগের জয়ধ্বনি)

কালু । ও কাদের জয় শব্দ ?

আচার্য্য । অস্বিকার সৈন্তগণের ।

কালু । আমি এখানে কেন ?

আচার্য্য । সত্য প্রতিজ্ঞায় প্রাণ দিয়েছিলেন ! তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সত্য-সেবক, সেইজন্য সত্য-সনাতন ধর্মের রূপায়, পুনর্জীবন লাভ ক'রেছ, প্রাণ পরিত্যাগের সঙ্গে পূর্বস্মৃতি লোপ হ'য়েছে ! এখন ক্রমেই সব স্মরণ হবে, আগাকে চিন্তে পার কি কালু ?

কালু । হাঁ মনে হয়, এই অগ্নিকায় অনেকবাব আপনাকে দেখেছি ! আপনি সেই আচার্য্যঠাকুর নয় ?

লক্ষ্মী । এ আচার্য্যজিঠাকুর মানুষ না আছে, মনে করিয়ে দেখ্ দেখি, লড়াই ক'রতে ক'রতে তুহার বড় পিয়াস লেগিয়েছিল নয় ? আর সেই কালে একটা গোড়ের সিপাহী তোকে একলোটা জল দিয়েছিল, আর সেই জলের বদলে—

কালু । আর ব'লতে হবে না লক্ষ্মী ! এখন আমার সব মনে হ'ল, সে সেপাহী কই ?

লক্ষ্মী । এই তোর সামনে—এই আচার্য্যজিঠাকুরই সেই সেপাহী, সরদার রে ! আজ লড়াইয়ের মুখে বলাইকে হেরিয়েছিলাম, ধর্মের ছলায় তোকে হেরিয়েছিলাম ! নিজেও নিজ হাতে গলা কেটিয়ে ফেলে, তোর সাথে যেতে সেজিয়েছিলাম ! এই আচার্য্যজিঠাকুর—এই তোর গদান্না লেওয়া সেপাই সাজা আচার্য্যজিঠাকুর, মোর হাত ধরিয়ে হেতিয়ার কেড়িয়ে লিয়ে, সেপাহীর সাজ খুলিয়ে ফেলে, আচার্য্যজিঠাকুর হইয়ে, এই মাধু ঠাকুরকে ডাক দিলে ! . জানি না কোথাকে হইতে, যেন আসমান হইতে অগ্নি নেমিয়ে এসে, তোকে, মোর বেটা বলাকে আর সব মরা সিপাহীকে বেঁচিয়ে দিলে ! এ সব কি খেলা—কার খেলা কিছু ত বুঝিনারে সরদার ! ঠাকুর ! তু কে আছিস্ বলিয়ে দে, সরদার ! বলাই ! আয়, ছ ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ি ! ঠাকুর ! মোরা তোদের পায়ে ধরি, তুহারা কে আছিস্ বলিয়ে দে ? (পদধারণ)

কালু ! ঠাকুর ! আমরা ছোট জাত, সাহস ক'রে আপনাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রতে পাবি না, তবে দয়া ক'রে যদি পরিচয় দেন, তাহ'লে আমরা ইতবকুলে জনাকেও স্বার্থক মনে করি ।

স্বামিজী । কালু ! এব পূর্বে কি কখনও আগাকে দেখে নাই, বেশ মনে ক'রে দেখে দেখি ।

কালু । হাঁ মনে হয়, যেন বহুদিন—প্রায় ঘোল সাতের বৎসর পূর্বে, যেদিন আমাদের মহারাজের ছেলে চুরি যায়, সেই দিন সেই ইন্দেমেরকে মেবে, মহারাজের সন্তান উদ্ধারের দিন, শেষ রাত্রে নদীকূলে শশানক্ষেত্রে গাছতলায় আপনাকে দেখেছিলাম ! আপনিই আমাদের কোলে দুধের শিশু কর্পূবসেনকে তুলে দিয়েছিলেন, আপনি সেই তিনিই নয় ?

স্বামিজী । হাঁ কালু সেই আমি ! অত্ৰ পরিচয় পরে জানতে পারবে, এই কক্ষক্ষেত্রে ধর্মলীলা প্রচারের জন্তই তোমাদের জনগ্রহণ ! এক্ষণে পাপীর দমন ক'রে, ধর্মের শান্তি-রাজ্য স্থাপন কর ! ধর্ম-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্ত তোমাদের চির-ব্রত ধর্মের গাজোনোৎসব বিস্তার কর, রাজকুমার ধর্মসেন তোমাদের সহায় হবেন, সময়ে হবিহর নামে আর একটিকে তোমাদের সদানুষ্ঠানের সহযোগী লাভ ক'রবে, আজ তোমার বাহুবলে, আর ধর্মবলে প্রবল শত্রুর হস্তে অধিকারাজ্য রক্ষা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার কীর্তিও অক্ষয় হ'ল !

লক্ষী । ঠাকুর ! বিষ্ণুপুরের দশা হবে কি ? গোড়ের সেপাহী সব বিষ্ণুপুরের দিকে চলিয়েছে, মোদের পুরাণা মুনিব বিষ্ণুপুরের রাজা বুড়া মাহুয়, বাঁচে না বাঁচে এমন হাল হইয়েছে ! কে লড়াই ক'রবে, কে ছকুম দেবে ?

স্বামিজী । বিষ্ণুপুরের জন্ত তোমাদের চিন্তা নাই, তোমাদের অধিকার মহারাজ সেখানে উপস্থিত আছেন, প্রয়োজন হ'লে এঁরাও যুদ্ধ

ক'রবেন, এঁরাই সৈন্য চালানা ক'রবেন, যদি এরাও পরাস্ত হয়, তবে বিষ্ণুপুরের শেষ রক্ষক মদনমোহন আছেন ! মদনমোহনের বিষ্ণুপুর মদনমোহনই বক্ষা ক'রবেন । এক্ষণে আমরা চ'রোম, তোমাদের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিকে সেই বন্দী অবস্থাতেই বাথগে, পরে রাজা, রাজকুমার, অশ্বিকায় এলে, তাঁদের হস্তে বিচারের ভার অর্পণ ক'রো ! আর তোদের রাজা বা রাজকুমারের জন্ত যদি মন বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে থাকে, তাহ'লে যাও ! একবার বিষ্ণুপুরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করগে আব সেই সঙ্গে মদনমোহনের লীলাখেলাটাও দেখ গে । [সকলের প্রস্থান ।

সপ্তবিংশ দৃশ্য ।

স্থান—রমতী-নগর—রাজপথ ।

ধর্মসেন ও কর্পূরসেন ।

ধর্মসেন । প্রিয়তম ! বড়ই অশুভ সংবাদ ।
পিতানাতা বিষ্ণুপুরে—মোরাও অশ্বিকা ছাড়া,
রাজাহীন—নেতাহীন অশ্বিকানগর !
চতু সেনাপতি হস্তে অশ্বিকার ভার,
কিন্তু ভ্রাতঃ ! নহে ইহা রাজ-ধর্ম-নীতি,
পূর্ণভাবে অচ্যুতনে বিশ্বাস স্থাপন ।
রণোন্নত অগণিত গোড়-সেনাসহ
শুনিহু অশ্বিকা-রাজ্য করি অধিকার,
ছুটিয়াছে রণোন্নত বিষ্ণুপুর মুখে !

চল ভাই যাই পুনঃ ফিরে অশ্বিকায়
দেখি গিয়া কি ঘটেছে অশ্বিকার দশা !

কপূরসেন । আর গিয়ে কাজ কি, আর দিনকতক এইখানে অতিথি
হ'য়ে থাক না, এমন টাদের হাট কি ছেড়ে যেতে আছে ?

ধর্মসেন । এ ভ্রমসনা কেন প্রাণাধিক !

সংসারের রীতিনীতি জেনে রাখা ভাল !

জানি সে চরিত্রহীনা কুহকিনীগণে,

জানি ওবা মামাবিনী পিণাচী রাক্ষসী

কোন্ ছলে কি কুহকে ভুলায়ে মানবে,

মোহিয়া মানব-চিত্ত কোন্ মন্ত্রবলে,

ভুলাইয়া ল'য়ে যায় নরকের পথে

দেখাও উচিত সেটা শেখাও উচিত !

চোর, সাধু, ক্রুর, খল, কুচক্রী, উদার,

মিশিবে সবার সঙ্গে নির্লিপ্তভাবেতে,

মানব-চরিত্র মাত্র পরীক্ষা কারণ !

দেখিলাম গুনিলাম শিখিলাম কত,

পরীক্ষা পাইলু কত চক্ষের উপরে !

কিন্তু কারো পাপশয্যা করিনি পরশ,

কৌতুক দেখিতে মাত্র আতিথ্য গ্রহণ !

চল এবে যাই অশ্বিকায় ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

অষ্টাবিংশ দৃশ্য ।

স্থান—রক্ষিণীদেবীর মন্দিরসমীপস্থ সমরক্ষেত্র ।

প্রজ্বলিত বর্তিকাহস্তে বৈষ্ণববেণী মহানদের প্রবেশ ।

মহানদ । হাঃ হাঃ হাঃ, এই ত সব গুটী গুটী ফুটী ফাঁক ! সবই যে দেখছি গোড়ের সেনা ! অধিকার সেনা কি এক বেটাও মরেনি ! আর কেউ না মক্ক কেলোডোম বেটা মরলেও যে হাজার সিপাই মারার কাজ হ'ত ! কৈ এত মড়ার রাশেব মধ্যে সে বেটার লাস ত খুঁজে পেলেন না ! ডোম বেটাকে কি যম বেটাও ভয় করে ! এত যোগাড়-যন্ত্র ক'ল্লেন, বিষ্ণুপুর অধিকা এক সঙ্গে উচ্ছন্ন দেব, এক নড়ীতে সাত সাপ মার্ব মনে ক'রে গোড়েশ্বরের হাজার হাজার সেনা এনে লড়াই বাধালেন, ওদিকে দিবা সাধু-বৈষ্ণব সেজে বিষ্ণুপুরে গিয়ে মদনমোহনের মন্দিরে ঢুকে চরণামৃতের সঙ্গে বুড় রাজাশালার অপমৃত্যুর ওষুধ গুলে দিয়ে এলাম, একা আমি একশটা হ'য়ে কখন সন্ন্যাসী, কখন বৈষ্ণব সেজে বেশ বদলে বদলে ছগাবেশে কতদিকে কত গোড়া কাজের পত্তন ক'রছি, কিন্তু একটারও ত শেষ রক্ষে হ'চ্ছে না ! পাগলীটে ক-দিন ধ'রে রাজবাড়ীতেই ছিল, আমিও খুব সন্মানে সন্মানে ছিলাম, রাজারানী বিষ্ণুপুরে যাবার সময় তাকে অন্তরে রেখে গিয়েছে, তাও আমি জানি, কিন্তু কৈ ? আর যে কোন সন্মান পাচ্চিনে, হয় ত এই গোলমালের সঙ্গে কোনদিকে স'রে প'ড়েছে ! না, এমন ক'রে আর পারি নে ! একা কদিক ঠেকাব । এখন দেখি কেলো বেটা যদি লড়ায়ে ম'রে থাকে তাহ'লেই ত কেহ্না মারদিয়া !

এত গড়া পায়ে ঠেকছে ডোমবেটা ঠেকে না কেন ! আমার স্ত্রীচরণে
ঠেকে উদ্ধার হ'য়ে চ'লে গেল নাকি ! হে ঠাকুর ! পায়ে ঠেক—হে
ঠাকুর পায়ে ঠেক । (ইতস্ততঃ অন্বেষণ)

উন্মাদিনীর প্রবেশ ।

উন্মাদিনী । আকাশে চাঁদ নেই—মেঘও নেই ! কেবল ছোট বড়
নক্ষত্র গুলো চিক্‌মিক্‌ চিক্‌মিক্‌ ক'রচে ! উঠ্‌চে—ফুট্‌চে—ডুব্‌চে—আবার
ভেসে উঠ্‌চে ! রক্ষিণীদেবীর শ্মশানমন্দিরের সামনে ধুধুরে শ্মশানে ওগুলো
চিক্‌মিক্‌ চিক্‌মিক্‌ ক'রচে কি ? মরা সেপাইদের চক্‌মকে হেতিয়ার আর
সেনাপতিদের মাথার হিরেমতি ! ওদিকে ও কি ? আলো জ্বল্‌চে কিসের ?
একটা ভূত নয় ? বুঝি গড়া পুড়িয়ে পাচ্ছে ? রক্ষিণীমায়ের মহাশ্মশানে
ভূতের হাট ! বাই—দেখি গে—কাছে গিয়ে ; দেখি গে ওরা কি ? সবইত
ভূতের মেলা ! ভূতের হাটে, ভূতের খেলা ! ভূতে ভূত খাচ্ছে ! ভূতের
পেটে ভূত যাচ্ছে ; বেশ ! বেশ মা রণরঞ্জিনী রক্ষিণী ! বেশ হাট সাজিয়ে
বনে আছিস ; শ্মশানে ভূতের হাটে, ভূতের নাটে বেশ নাচ্চিস ; ঐ যে
গড়া খেতে খেতে ভূতটা এইদিকেই আস্‌চে ।

মহানদ । কে তুমি ? এ অন্ধকার শ্মশানে একাকিনী ! পিণাটী না
ভৈরবী ?

উন্মাদিনী । হিঃ হিঃ হিঃ ! পিণাটী ভৈরবী নৈ ! আমি মা মৃত্ত-
কেশী রণরঞ্জিনী রক্ষিণী দাসী—কালভৈরবি ! ভূতের গড়া থাওয়া দেখ্‌চি !
এ কি ভূত ? টিকিওয়াল তিলককাটা ভূত । বৈষ্ণব ভূত—হাঃ হাঃ হাঃ
(উচ্চহাস)

মহানদ । এ কি ? বিকট উন্মাদ-হাস্য হ'লেও যে কণ্ঠস্বর বড়ই
মধুর ! কার এ বীণার বাদ্য ! এ গভীর নিশিতে মহাশ্মশানে একাকিনী

কে তুমি ? উন্মাদ হস্ত ! উন্মাদ দৃশ্য ! উন্মাদ গতি ভঙ্গি ! অবৈদ্যসম্বন্ধ আলুলায়িত কেশপাশ আপাদ আলম্বিত ! অনিন্দ্যসুন্দর ভুবনমোহিনী রূপ । এস দেখি সুন্দরি, একটু নিকটে এস দেখি ! হাঁ চিনেছি ! এতদিনে আমার বড় আশার ধন, আমার চির আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠবত্ত তোমাকে পেয়েছি ! জান সুন্দরি, আমি কার জন্ত জলন্ত চিতা বুকে করে, দেশে দেশে, শ্মশানে শ্মশানে বেড়াচ্ছি ! মান্দারণ-রাজকুমারি ! তোমার এ দশা কেন ? কার জন্ত এমন হ'য়েচ রাজকুমারি !

উন্মাদিনী । কার জন্ত এমন হ'য়েচি ? জাননা কার জন্ত এমন হ'য়েচি ? মহানদ ! বহুরূপী তুমি—চিনেচি তোমাকে ! তুমিই আমাকে পাগল ক'রেছ ! মহানদ ! বল দেখি, কোন্ আশায়, কার জন্ত মান্দারণে আগুন জ্বলে দিয়েছ ! কোন্ পাপবাসনায় সোণার মান্দারণ ছারখার ক'রেছ ?

মহানদ । পাপ বাসনায় ? আমার আশা কি পাপ আশা ? তোমাকে পাবার আশা—যে সুখ অমরাবতীর আনন্দময় নন্দন বনে নাই ; যে সুখ বৈকুণ্ঠে নাই, সে সুখের আশা কি পাপাশা ? আমি সেই দেবচূর্ণভ পবিত্র সুখাশা পূরণের জন্ত আশাপূর্ণারূপিনী ! তোমার কৃপাভিখারী হ'য়ে জগতের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি । এখন রণ-উন্মাদিনী মা রক্ষিণী-দেবী, তাঁর সাধের শ্মশানক্ষেত্রে আমাদের আশা পূর্ণ করুন, এই আমার একমাত্র কামনা ।

উন্মাদিনী । মা রণরক্ষিণী রক্ষিণী আমাদের আশা পূর্ণ করুন । তাঁর সাধের শ্মশানক্ষেত্রে আমাদের সাধের বাসর হ'ক্ । তাঁর সাধের পবিত্র শ্মশান আমাদের পবিত্র মহামিলনের পবিত্র পরিণয়ক্ষেত্রে হ'ক্ । হাঃ হাঃ হাঃ ! আজ আমাদের বিয়ে ! ঘটক নাই, পুরোহিত নাই, কণ্ঠাকর্ত্তা নাই, বরযাত্রী নাই, বাসর জাগ্‌বার সখী সঙ্গিনী নাই, তবু আমাদের সুখের

বিয়ে ! না—না—আছে বৈকি ! কাল এ বিবাহের পুরোহিত, নিম্নতী
ঘটকীঠাকুর, ঐ মরা সেপাইগুলো বরযাত্রী, আর ঐ শেয়াল—কুকুর—
শকুনি গৃধ্রীগুলো আমাদের বাসর জাগবার সখা-সখী । দেখ দেখি
মহানদ ! ওরা কত আমোদ ক'রছে । আর কল্যাকর্তা—তা নাই থাক,
আমি যে স্বয়ম্বর ! মা সতীশ্বরী রক্ষিণীদেবি ! তুমি সাক্ষী ! হে
নক্ষত্রসিমন্তিনী মহানিশা ! তুমি সাক্ষী ! আমি স্বয়ম্বর ! আজ আমাদের
মহাশাশানে মহামিলন !

মহানদ । দাস আমি তোমাব ! এ মিলন প্রাণের মিলন, মর্মে মর্মে
মিলন, হৃদয়ের গ্রস্থিতে গ্রস্থিতে মিলন ! এস সুন্দরি ! এস—আমার চির
সাধের ধন, আমাব হৃদয়ে এস । (বক্ষে ধারণোত্তত)

উন্মাদিনী । এস ! এস মহানদ ! জয় মা রণরঞ্জিনী ! জয় সতী-
কুলেশ্বরী উমারানি ! তোমার পবিত্র শাশানক্ষেত্রে—তোমার অনন্ত চক্ষের
উপর আজ আমি স্বয়ম্বর ! জয় মা মহাকালী ! (ছুরিকা উত্তোলন)

ভগবৎ । (নেপথ্যে) উন্মাদিনী—সাবধান ! তোমার পবিত্র হস্ত
কলুষিত ক'র না, প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর ! (বেগে ভগবতের প্রবেশ ও
উন্মাদিনীর হস্ত হইতে ছুরিকা গ্রহণ)

উন্মাদিনী । কে তুমি ? প্রেত পিশাচের অধম—মহাপাপীর সহায়,
মহাপিশাচ !

ভগবৎ । মহাপাপী, মহাপিশাচ না হ'লে কি এতদিন রৌরবের
নরকাগ্নিজালা বৃকে ক'রে, উন্মাদিনী তোমার অন্ত্রের এই বেশে দেশে
দেশে বেড়াতেম ! এখন আমি মন্ত্রীমহারাজ মহানদের ভৃত্য ! নাম—
ভগবৎ সিং ।

মহানদ । ভগবৎ এসেছ ? ভগবানের জোটনটা একবার দেখ !
এ অন্ধকারে একাকী তুমি এ শাশানক্ষেত্রে কেন ?

ভগবৎ । এই উন্মাদিনী'ব অনুসরণক্রমে শ্মশানে এসেছি ।

মহানদ । উন্মাদিনী—যথার্থই উন্মাদিনী ; এমন শিশির ধৌত নির্মল মল্লিকার বুকে এ উন্মাদকীট কে প্রবেশ করালে ভগবৎ !

ভগবৎ । এ উন্মাদকীটের আপনিই সৃষ্টিকর্তা ! উন্মাদপ্রেমের অদম্য বিকারেই প্রেমোন্মাদিনী আজ সতাই উন্মাদিনী ।

মহানদ । উভয়েরি এক দশা ! আমারই বা উন্মাদ হ'তে বাকি কি আছে ভগবৎ !

ভগবৎ । মা রক্ষিণীদেবী প্রসন্ন হন, বোধ হয় প্রেমিক প্রেমিকার সংযোগস্থল শ্মশানক্ষেত্রে, মা রক্ষিণীদেবী'ব সম্মুখে উভয়েরি উন্মাদ-বাধির শান্তি হবে !

মহানদ । শান্তির লক্ষণ ত দেখছি নে, মিলনে উন্মাদের লক্ষণ যেন বৃদ্ধি ব'লেই বোধ হ'চ্ছে, দেখলে না বুকে ছুরি বসাতে এসেছিল । ভাগ্যে তুমি ধ'রলে !

ভগবৎ । ওটাও একরকম প্রণয়েব পরিণাম লক্ষণ ! জানেন না কি, অধিক আনন্দেও লোক আত্মহা'বা হয় ।

মহানদ । সেটাও সম্ভব বটে ! এখন শান্তির উপায় ?

ভগবৎ । রক্ষিণীদেবী'র মন্দিরে চলুন, তাঁর সমক্ষে, তাঁর চক্ষের উপরেই, উভয় পক্ষের শান্তির উপায় ক'ব্ব, চল উন্মাদিনী বিনা বাক্য-ব্যয়ে রক্ষিণীদেবী'র মন্দিরে চল ! মান্দারণ দগ্ধ হ'য়েচে—ছারথার হ'য়ে নির্ঝাঁপ হ'য়েচে ! কিন্তু সে আগুনের শিখা বাড়বাগির মত অন্তের অদৃশ্যে মহাসমুদ্রের বুকে দিনরাত দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ।

উন্মাদিনী । (স্বগতঃ) এ কার কণ্ঠস্বব ! যেন স্বপ্নের শরণের ছায়, কি যেন আমার অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে দিচ্ছে ! যেন সেই পূর্ব্বেশ্রুত বীণার বাজার হৃদয়ের পরতে পরতে অমৃতধারা ঢেলে দিচ্ছে ! মা ! মা !

মা ! করুণাময়ী রণরঞ্জিনী রক্ষিণীদেবি ! সতীর সহায় হ'য়ে। আমার
এ স্মৃতি যেন সত্যে পরিণত হয় ।

[সকলের প্রস্থান ।

উনত্রিংশ দৃশ্য ।

রক্ষিণীদেবীর মন্দির-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

মল্ল চতুষ্টয়ের প্রবেশ ।

১ম মল্ল । মন্ত্রীমহাশয় ! আজ আমাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির দিন, মহাবজ্রে
পূর্ণাছতি দিবস শুভক্ষণ ।

২য় মল্ল । আজ পাপিষ্ঠকে জীবিতে দগ্ধ ক'রে, মহাপাপীর মহাপাপের
প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'রব ।

৩য় মল্ল । সেনাপতি রাজজামাতা মহাবীর অরিন্দমসিংহের আদেশ
মত, তাঁর অস্ত্র আর সামরিক পরিচ্ছদ এবং অতিরিক্ত একখান অস্ত্র
একটা সঁজয়া আনা হ'য়েচে ?

৪র্থ মল্ল । হাঁ চলুন এখন, আমরা ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত
হব । [প্রস্থান ।

মহানদ, ভগবৎ ও উন্মাদিনীর প্রবেশ ।

ভগবৎ । উন্মাদিনি, যাও—ঐ মন্দিরে যাও ! শুভলগ্নে তোমাকে
ডেকে ঐ লগ্নামূর্তি জগন্মাতার সাক্ষাতে মহামিলন কার্য সম্পন্ন ক'রব ।
জগন্মিতা ভগবানের নিয়োগক্রমে আমিই এ মিলনের ঘটক, কেবল
ঘটনাচক্রে কালবিলম্ব হ'য়েচে মাত্র ।

মহানদ । তোমার এ ঘটকালির পুরস্কার কি দেব তা স্থির ক'রতে পারি নাই ! আজ হ'ক্, কাল হ'ক্, একদিন আমি সমস্ত গোড়ের অধীশ্বর হব, একদিন মানভূম বীরভূম সমস্ত আমার অধীন হবে, কিন্তু মান্দারণ সিংহাসন তোমার, তুমিই মান্দারণ-সিংহাসনের ভাবী অধীশ্বর ! আমি তার ধনরত্ন চাইনে, চাই কেবল মান্দারণের অপার্থিব রত্ন—

ভগবৎ । যাক্, এখন বৈষ্ণববেশটা ত্যাগ ক'রে বরসাজে বরমালা গ্রহণ ক'রলে ভাল হয় না ?

মহানদ । এ বৈষ্ণববেশ বড় সহজ নয় ভগবৎ ! এই বৈষ্ণববেশেই বিষ্ণুপুরের সর্বনাশ ক'রেছি ।

ভগবৎ । সে সবই জেনেছি, আপনার সে কাঁচা-পাকায় বানান গোঁপদাড়ি, সে জটাজুট গৈরিকবস্ত্র, সে সন্ন্যাসীর সাজটা কোথায় ?

মহানদ । এই আমার বোণার মধ্যে ।

ভগবৎ । এখনও বৈষ্ণব সাজটা ঐ বোণার মধ্যে রেখে বিবাহের সাজে সজ্জিত হ'ন ।

মহানদ । আর সাজ-সজ্জা কেন ভগবৎ !

ভগবৎ । সে কি কথা ? এমন মারের সম্মুখে, এমন শাসানে সাজসজ্জা না ক'রবেন ত কোথায় ক'রবেন ! এইখানেই ত টরমসজ্জা ! এইখানেই ত শেষ সজ্জা ! দাঁড়ান আমি সাজসজ্জা নিয়ে আসি ।

[প্রস্থান ।

মহানদ । ভগবৎ লোকটা আমার নিতান্তই নিমকের ভৃত্য ! যাক্, লোকটাকে ত রাজ্য দেব, ঐশ্বর্য্য দেব ব'লে হস্তগত রাখি, তারপর অস্তগত ক'রতেই বা কতক্ষণ ! (উন্মাদিনীর প্রতি) মান্দারণ রাজ-কুমারী ! প্রকৃতিস্থা হ'য়ে আমার সঙ্গে ছুটো কথা কও । একবার প্রেমের চক্ষে চাও ! একবার বল এখন তুমি আমার !

উন্মাদিনী । দূর ! নরকেব কীট নরাধম ! তুমি নরকে যাও—

মহানদ । নরক কোথায় সুন্দরী ! আকাশকুসুমের বাগানের মত
নরক ত একটা কল্লনার ক্ষেত্র ! যেখানে তুমি সেইখানেই স্বর্গ, যেখানে
তোমার অভাব, সেই ত নরক ! আজ তোমাকে পেয়ে নরকের পথ
একেবারে বোধ ক'রেছি ।

ভগবৎসিংহ এবং অঙ্গ ও পরিচ্ছদ হস্তে জনৈক মল্লের প্রবেশ ।

ভগবৎ । মহানদ ! বিষ্ণুপুরের সহস্রানীক সেনাপতি ! মহামন্ত্রী—
মহাচক্রী মহানদ ! এই লও ! সামরিক সাজে সজ্জিত হও ! অঙ্গ
গ্রহণ কর ! তুমি অনেক মহাপাপ সংগ্রহ ক'বেছ, স্ত্রীহত্যা শিশুহত্যা
সন্ধোচিত হও নাই ! জগতে এমন কুকার্য—এমন মহাপাপ কিছু নাই,
স্বার্থসিদ্ধির জন্তু যা তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত না হ'য়েছে ! পতিসঙ্গে
সুসুপ্ত গর্ভবতী পত্নীকে, মাতৃ-অঙ্কশায়ি সুসুপ্ত শিশুকে, গতিশক্তিহীন
স্ববীর বৃদ্ধকে নিদ্রিতাবস্থায় অগ্নিদাহে বিনাশ ক'রেছ ! নিশীথ সময়ে
অগ্নিদান ক'রে কত শত নগর পল্লী ভস্মে পরিণত ক'রেছ ! গড় মান্দাবণ
ছারথার ক'রেছ ! বাল, বৃদ্ধ, বণিতার হাহাকারে কর্ণপাতও কর নাই !
কামোন্মাদ পিণ্ডাচের ছায়, কত শত সতীর সর্বনাশ ক'রেছ ! তোমার
পাপের শাস্তি নাই—শেষ নাই ! তথাপি মহানদ ! তোমার কৃতপাপের
কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত জন্তু ভগবানের কাছে কামনা ক'রছি ! যদি অঙ্গ-
ধারণপূর্বক সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যুতে বীবগতি লাভ হওয়া সত্য হয়, তবে
তোমার যেন তাই হয় ! সেই জন্তু অঙ্গ এনেছি—যুদ্ধসজ্জা এনেছি—
যুদ্ধ সজ্জা পর ! অঙ্গ ধর—কামোন্মাদ ব্যাধির যন্ত্রণা, হিংসার বিষময়,
দাহ, স্বার্থের দুর্দম লালসার যাতনা হ'তে মুক্ত হও ! (প্রগত)

মহানদ । হাঃ হাঃ, তুমি বড় উত্তোগী পুরুষ ! মুহূর্ত্তমধ্যে এ সকল কোথায় হ'তে সংগ্রহ ক'রে আন'লে বন দেখি ?

ভগবৎ । সে সব পরে ব'ল'ব, এখন শীঘ্র সাজসজ্জা করুন, লগ্ন ভঙ্গ্য ক'বে'ন না । শুভশ্রু শীঘ্রং ! ওসব বৈষ্ণবের সাজগুলো আমার হাতে দেন, আপনার বোলাব মধ্যে সেই সন্ন্যাসী'র সাজটার সঙ্গে রেখে দিই, বাঃ দিবা চৈতন বানিয়েছেন তো ? (মালা, চৈতন বহির্বাঁসা'দি গ্রহণ ও ঝুলিতে বক্ষাকরণ)

মহানদ । (পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক) এই ঠিক হ'য়েছে ত ? (ভগবতের পরিচ্ছদ ধারণ) ওকি, তুমিও যে, পোষাক প'রছ ! ভাগে বিয়ে ক'বে নাকি ?

ভগবৎ । কত্থা যখন স্বয়ম্বর, তখন ইচ্ছা ক'বে যার গলায় বরমালা দেবে সেই পাবে ! অথবা সর্বসমক্ষে স্বয়ম্বর কত্থাকে বলপূর্বক হরণ ক'বাও বীরধর্ম ; কৃষ্ণ, রুক্মিণীকে স্বয়ম্বরসভা হ'তে বলপূর্বক* হরণ ক'বেছিলেন, অর্জুন, শ্ৰুভদ্রাকে হরণ ক'রেছিলেন, ভীষ্ম কাশীবাজের তিন তিনটে কত্থাকে হরণ ক'বেছিলেন, এত শাস্ত্রসিদ্ধবিধি ! এই শাস্ত্রানুরূপ স্বয়ম্বরসভায় শাস্ত্রানুকালীকার সম্মুখে ঐ উন্মাদিনীর জন্ত উন্মাদে উন্মাদে যুদ্ধ ! তুমি কামোন্মাদ ! আমি রোগোন্মাদ ! বহুদিন হ'তে যে শোণিত পিপাসিত অসি, সময় প্রতীক্ষায় সর্বক্ষে মনোবেদনায় মল ধারণপূর্বক লোহ পিণ্ডবৎ*পতিত ছিল, আজ তার শোণিত পিপাসা শান্তির দিন ! আজ ঐ উন্মাদিনীর জন্ত উন্মাদে উন্মাদে যুদ্ধ ! ধর—অস্ত্র ধর ! হয় ঐ উন্মাদিনী আজ তোমার উপভোগ্য দাসী, নয়—আমার অঙ্কলক্ষী !

মহানদ । এ তুমি কি বকম কথা ব'ল'চ ভগবৎ ! তোমার কথাবার্তা শুনে, তোমার ভাব দেখে বোধ হ'চ্ছে, তুমি যেন সে ভগবৎ নও ! নৈলে নিতান্ত অল্পগত হ'য়ে, চিরদিন ভূত্যাভাবে আত্মানুবর্তী থেকে, আজ কি

সহসা সাহসের সহিত সম্মুখে দাঁড়িয়ে এতদূর দর্পের কথা মুখে আনতে পাবতে ?

ভগবৎ । সে কথা ভুলে যাও মহানদ ! আর আমি তোমার আজ্ঞানু-
বর্তী ভূতা নৈ । মহানদ ! ঐ দেখ ! মহাকালীর পশ্চাতে—মহাকালের
পাদমূলে—তোমার মূর্তিমতী মৃত্যু ! প্রতি অশ্রুসিক্ত পলকে—প্রতি
উত্তপ্ত নিশ্বাসে, তোমার আয়ু হরণ ক'চ্ছে । মহানদ ! তোমার মৃত্যু
আমার অসি মুষ্টির সঙ্গে বদ্ধ থাকনোও কেবল সতীর প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্ত
এতদিন তোমার চাটুকার ভূত্যাভাবে কালষাপন ক'রেছি । মনে ক'রে
দেখ দেখি মহানদ ! যে দিন তুমি কপতৃষ্ণায় মুগ্ধ হ'য়ে কামান্ন পশুর মত
বিবাহিতা মান্দারণ রাজকুমারীকে হরণের জন্ত আমাদের কানীবাঁসকালে
মান্দারণ রাজধানী অবরোধ কর ; বালিকা রাজকুমারীর সর্বনাশের
বাসনায়, অন্তঃপুরের প্রতি প্রকোষ্ঠে—প্রত্যেক লতা-তকমূলে তন্ন তন্ন
অনুসন্ধান কর ; রাজকুমারীকে কোন নিভৃত স্থানে লুকাইত রেখেছে
ভেবে দাস দাসীদের বিবিধ প্রকারে নির্যাতন কর ; এমন কি
অবশেষে মান্দারণের আবাদ-বৃদ্ধ-বণিতাকে অগ্নিদাহে বিনাশ ক'রতেও
কাতর হও নাই ! সেই বাল-বৃদ্ধ-বণিতার মর্গভেদী আর্তনাদ—সেই
গগণভেদী হাহাকার—সেই নগরবাপী ধুধু অগ্নিদাহ একবার স্মরণ ক'রে
দেখ দেখি ? দেখ দেখি, সেই দিনে তোমার জীবন-পথের শেষ সীমায়
স্বহস্তে কি নরক-চিত্র অঙ্কিত ক'বে রেখেছ ! যে উগাদিনীর জন্ত তুমি
পাপিষ্ঠ আজ কামোন্মাদ পশুরও অধম, ঐ সেই উগাদিনী ! আর যার
ভয়ে তুমি একটা দিনের জন্তও মান্দারণের একটা কীট-পতঙ্গের প্রতি
নিগ্রহ-সাধনে সাহসী হ'তে না, যে পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ ক'রতে না পেরে,
অন্তরের পাপাগ্নিতে চিরদিন অন্তবে অন্তরে দগ্ধ হ'তে, যার অনুপস্থিত
কালে সুর্যোগ বুঝে মান্দারণ আক্রমণ ক'রেছিলে, আমিই সেই মান্দারণের

সেনাপতি—আমিই সেই রাজ-জামাতা—অরিন্দম সিংহ ! মান্দাবণ-দাহের পূর্ব হ'তেই আমি তোমার পাপাভিসন্ধির কথা জানি, সেইজন্তই একদিন, তোমার ভয়ে ভীতা ঐ রাজকুমারীর,—ঐ ক্ষিপ্ত-শৃগাল-ভীতা চকিতা কুরঙ্গিনীর সন্মুখে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, “একদিন তোমার সন্মুখে ঐ নরদেহধারী পশুর জীবন্ত-মূর্তি মহানদের পাপ-শোধিতে প্রেত-পিশাচের তর্পণ ক'র্ব্ব !” সেইজন্তই এত বিনম্র—সেই জন্তই—সেই অরিন্দম-সিংহ আজ তোমার অচ্যুত দাস ভগবৎ । উন্মাদিনি ! শৈলজা ! এতদিন তোমাকে পাই নাই ব'লেই প্রতিজ্ঞাপূর্ণ ক'রতে পারি নাই ! এখন দাঁড়াও—হিরচক্ষে দেখ ! তোমার সন্মুখে, আমার বহুদিনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি । মহানদ ! ধর—অঙ্গ ধর ! চিরকাল পশুবৃত্তি ক'রে, মরবার সময় নিতান্ত পশুব মত ম'বো না । অঙ্গ ধর—বীরের মত মর ! মরণান্তে আমি স্বহস্তে তোমাব সদগতি ক'র্ব্ব ! প্রস্তুত হও—(অসিনিক্ষাষণ)

মহানদ । দেখ্ তুই আমার ভূতা ! ভগবৎসিংহ বা অরিন্দমসিংহ যেই হ'ন্ আমার অগ্নে প্রতিপালিত !

ভগবৎ । একদিনের জন্তও তোর পাপ-অগ্ন স্পর্শ করি নাই ! চণ্ডালের উচ্ছিষ্টায় ভোজনেবও প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু তোর অগ্নস্পর্শ দূরে থাক্, তোকে স্পর্শ ক'ব্লেও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই । আজ এই স্পর্শই তোকে প্রথম স্পর্শ, এই স্পর্শই শেষ স্পর্শ ।

মহানদ । তবে দেখ্ তোর মাথাটা উড়িয়ে দিতে পারি কিনা ?
(অঙ্গ গ্রহণ)

ভগবৎ । (বাধা দিয়া অসিসহ হস্তধারণ ও নিজ অসি মহানদের বক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক) উন্মাদিনি ! এই সেই মহানদের পাপ-শোধিত দর্শন কর ।

মহানদ । কে আছ—প্রাণ যায়—রক্ষা কর !

ধর্মসেন ও কর্পূরসেনের প্রবেশ ।

ধর্মসেন । ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও ! মুহূর্তকাল বিলম্ব কর ! (পশ্চাৎ হইতে অসিধাবণপূর্বক বাধা দিয়া) এ পবিত্র স্থানে—এ পবিত্র দেবী-মন্দিরে আপনাদেব এ সমরভিনয় কেন ? কে আপনারা ?

ভগবৎ । আপনি কে ?

ধর্মসেন । আমি অম্বিকার অধীশ্বর মহারাজ কর্পূরসেনের পুত্র । নাম—ধর্মসেন ! ইনি আমার পিতামাতার পালিত পুত্র, আমার সহোদ-বাধিক স্নেহের ভ্রাতা, নাম—কর্পূরসেন ।

ভগবৎ । হাঁ চিনেছি, শুভসম্মিলন বটে ! আমার পরিচয় পরে দিচ্ছি, এক্ষণে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এই মহাবীর মহাত্মাকে চিন্তে পেরেছ কি ? যিনি তোমার জন্মের পবেই তোমাকে বিনাশ কব্বার জন্ত, অম্বিকার অন্তঃপুত্র স্মৃতিকাগ্রহ হ'তে ইঁদে মেথরের দ্বারায় তোমাকে হরণ ক'রে নিয়ে যান, যাঁব প্রেবিত নিধে মেথব অন্তঃপুত্রের প্রান্তভাগে, আর ইঁদে মেথব নদীকূলে লক্ষ্মী ডোমনীর বিযাক্ত তীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয় । লক্ষ্মী ডোমনীর আর কালু ডোমের বাহুবলে আর ধর্মের বলে, যাঁর ঘোর কুটীল চক্রান্ত হ'তে তোমার জীবন রক্ষা হয়, তারপরে তোমার পঞ্চবর্ষ বয়স-কালে যিনি এই ছদ্মবেশী মহাগণকে, প্রকৃত নরহন্তা ভেবে অর্থলোভ দেখিয়ে তোমাকে বিনাশের জন্ত মল্লযুদ্ধ কুস্তি-লড়াই শিক্ষা দেবার ছলা ক'রে, তোমার পিতৃ-অধিকারে রেখেছিলেন । যিনি তোমার পিতামাতার প্রতিপালিত, তোমার সহোদরোপম ভ্রাতার জ্যেষ্ঠা সহোদরা মান্দাবণ রাজকুমারীর সর্বনাশের সংকল্পে, নিশীথসময়ে মান্দারণে অগ্নি প্রদান করেন, সম্প্রতি যিনি বৈষ্ণববেশে বিষ্ণুপুরে মদনমোহনের মন্দিরে প্রবেশ ক'রে, বিষ্ণুপুররাজ্যের নিত্যপানীয় চরণামৃতের সঙ্গে কোশলে বিষমিশ্রিত

ক'রে রেখে এসেছেন, যার প্রদত্ত বিষ-যন্ত্রণায় বৃদ্ধ বাজা আজ মৃত্যুশয্যা-
শায়ী, ইনিই সেই মহাপুরুষ !—ইনিই সেই অম্বিকা ও বিষ্ণুপুররাজের
শ্রালক, তোমার স্নেহময় মাতুল—মহানদ ! আর তোমাব এই ভ্রাতা—
তোমার স্নেহ-পালিত বালক সেই দক্ষ মান্দাবণের ভাস্মাচ্ছাদিত রত্ন,
মান্দাবণরাজকুমার—কর্পূবসেন ! আর ঐ উন্মাদিনী এই মান্দাবণরাজ-
কুমারের জ্যেষ্ঠা সহোদরা, রাজকুমারী—শৈলজা ! ঐ ছদ্মবেশী মহাত্মা
সেই দক্ষমান্দাবণের বৃদ্ধ মহাবাজ ! আর আমিই সেই রাজজামাতা ! সেই
দক্ষমান্দাবণের অযোগ্য সেনাপতি হতভাগ্য—অবিন্দমসিংহ !

উন্মাদিনী । (দেবীমূর্তির পার্শ্ব হইতে উভয় হস্ত উত্তলন করিয়া)
জয় রণরঞ্জিণি ! জয় মা শ্মশানবাসিনী দৈত্যনাশিনী মুক্তকেশি ! দাও—
দাও ! দানবের পাপরক্ত, মা মুক্তকেশীব পায়ে ঢেলে দাও ! আমার
চ'ক্ষেব উপর প্রতিজ্ঞাপূর্ণ কর । আজ হারানধন—উপাস্ত্রদেবতা স্বাগীব
সাক্ষাৎ পেয়েছি, ভাই পেয়েছি, বাপ পেয়েছি ! জয় মা ! জয় মা কালি !
(মান্দাবণরাজকে দেখিয়া) বাবা ! বাবা ! তুমি এখানে ? তোমাব অঙ্গে
এই বেশ ? (দ্রুতপদে প্রথমমস্তকের পদতলে পতন) বাবা ! বাবা গো !
তোমার এই দশা ?

১ম মন্ত । (বেশ পরিবর্তন পূর্বক) মা ! মা ! মা আমার ! তুমি
তেমন সোণার প্রতিমা এমন হ'য়েছ মা ! আমি যে আজ দ্বাদশ বৎসর
তোদের জন্ত সংসারত্যাগী হ'য়ে, তোদের অন্বেষণে ছদ্মবেশে দেশে দেশে
বনে বনে ভ্রমণ ক'রেছি । আজ তোমাকে পেয়েছি, আমার অন্ধকার
আকাশের ঋবতারা, হারানরত্ন পুত্রকে পেয়েছি, আর আমার চিন্তা কি
মা ! রাজ্য গিয়াছে—যাক, সোণার মান্দাবণ ধ্বংস হ'য়েছে—হ'ক, আমি
তোদের নিয়ে যেখানে থাকব, সেইখানে সামান্য মর্ত্যের রাজ্য মান্দাবণ কি
ছার, স্বর্গের মন্দারবনের আনন্দ উপভোগ ক'রব ! উঠ মা ! একবার

তোমাদের বুকে ক'বে আশাব পরিতপ্ত হৃদয়কে শীতল করি ! এস বাপ, তুমিও আশাব কোন্‌ কোন্‌ এস !

উন্মাদিনী । বাবা ! আর যে তোমার স্নেহের কোলে স্থান পাব, সে আশা ছিল না ! মায়ের কাশীধাম নাভের পরে যেমন করে তুমি চ'ফের জলে ধুয়ে, দুধের শিশু আশাব কোলে তুলে দিয়েছিলে, আমিও তেমনি ঐ নরকেব কীট মহানদের ব'ফের শোণিতে তোমার সোণার চাঁদের সোণার দেহের সকল আপদ বানাই ধুয়ে, তোমার কোন্‌ কোন্‌ তুলে দিই ! তারপর তোমার কোলে যাব, ভাই কর্পর ! ভাই ধর্ম্মদাস ! একদিন যে উন্মাদিনী—যে সর্ব্বস্বহারা পাগলিনী তোমাদের ভাই ব'লে কোন্‌ কোন্‌ তুলে নিয়েছিল ! তোমরা একদিন বাক্যে পাগলীদিদি ব'লে ডেকে, পাগল প্রাণ শীতল ক'রেছিলে ! আমি তোমাদের সেই পাগলীদিদি ! তোমার পাগলীদিদির একটী অনুবোধ বেথ ! কর্পর আমার বৃদ্ধ পিতার এক চক্ষুর তারা ! মহাপাপী মহানদের পাপচক্রে পিতা আমার সে চক্ষুটীও হারিয়েছিলেন । রাজরাজেশ্বর পথেব ভিখারী হ'য়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছিলেন, আজ স্বর্গেব মহাদেবী—সতী-রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী তোমার জননী রজাবতীর অসীম দয়ায়, তোমার দেব-হৃদয়ের অনন্তস্নেহে আর অদিনের আশ্রয় ধর্ম্মের বদে, পিতা আমার সে হারান চক্ষুটী পেয়েছেন, আর সেই সঙ্গে বিধাতা তাঁকে একটী দিবা চক্ষু দান ক'রলেন, কর্পর আমার পিতার বাম চক্ষু ! তুমি দক্ষিণ চক্ষু, একবার তোমারা দুই ভাইয়ে আমার সর্ব্বস্বাস্ত্র শোকাক্ত পিতার কোলে উঠ, পিতা আমার জালাযজ্ঞগাময় সংসারে থেকে স্তব্ধ-শান্তিপূর্ণ স্বর্গের শান্তি লাভে সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করুন । আমারও অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত আশা পূর্ণ হ'ক !

মান্দারগরাজ । (ধর্ম্মসেনের প্রতি) বৎস ধর্ম্মসেন ! তুমি আমার বালাসখা অধিকারাজ নয়নসেনের বান্ধিকোর সহল—হৃদয়-ভরা স্নেহের

ধন ! এস বাপ ! তুমিও একবার আমার কোলে এস ! (উভয়কে বক্ষে ধারণ)

দশ্যসেন । মান্দাবণরাজ ! আপনাদের পরিচয় এবং মাতুল মহাশয়ের কৃতকার্যের পূর্বাপর বৃত্তান্ত বিষ্ণুপুরে গিয়ে মাতুল মহাশয়ের সমক্ষেই মহারাজ বীরবল্লভের নিকট প্রকাশ ক'রবেন ! এক্ষণে আমি বড় বিপন্ন অবস্থায় বিষ্ণুপুরের অধিপতি হ'তে প্রত্যাভর্তন ক'রেছি ! শুন্লাম আমার এই মহাচক্রী মাতুল মহাশয়ের কুচক্রে আর কূটযুক্তিতে বাধা হ'য়ে বর্তমান গোড়েশ্বর অধিকা আক্রমণ ক'রেছেন ! এবং কতক সৈন্য বিষ্ণুপুর অধিকার করবার জন্য বগতীর পথে বিষ্ণুপুরাভিমুখে ধাবিত হ'য়েছে ! উপস্থিত অধিকার যে কি দশা হ'য়েছে, তাব কিছুই অবগত নই ! অধিকা প্রবেশের পূর্বে মা রক্ষিণীদেবীকে প্রণাম ক'রতে এসেই আপনাদের এই রঙ্গলীলা, মহাপাপের জীবন্তাবতার মাতুলের এই পৈশাচিক অভিনয় দর্শন ক'রলাম ! এক্ষণে আর আমি অপেক্ষা ক'রতে পাচ্ছি না, অধিকার রাজপুরীর কি যেন একটা শোচনীয় অবস্থা ঘটেছে ভেবে প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে ! আপনারা ঐ প্রতিপালকদ্রোহী মহাচক্রী মহানদকে সেই বৈষ্ণবের বেশে সাজিয়ে নিয়ে বিষ্ণুপুরে চলুন ! আমি অধিকার অবস্থা এইবার স্পষ্টদেখে সজরেই আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব ।

ভগবৎ । রাজকুমার ! অধিকার জন্য আর কোন চিন্তা নাই, মা রক্ষিণীদেবীর কৃপায়, কালু আর লক্ষ্মীর বাহুবলে, গোড়সৈন্য পরাজিত হ'য়ে বিষ্ণুপুরাভিমুখে ধাবিত হ'য়েছে ! তারপর অধিকার যে অভূতপূর্ব দৈব-ঘটনা-সংঘটিত হ'য়েছে, সত্যপ্রতিজ্ঞায় কালুব প্রাণদান, সন্ন্যাসীদত্ত মঙ্গপুত জলে অধিকার মৃত সৈন্যসহ কালুর পুনর্জীবন লাভ, এ সকল অশ্রুতপূর্ব ঘটনা পরে বিস্তারিতরূপে শুন্বেন ! এক্ষণে আমাদের বিষ্ণুপুর গমনই শ্রেয়ঃ ! কিন্তু—

ধর্মসেন । তবে আর কি দ্বন্দ্ব কেন ?

ভগবৎ । আপনার মাতুলকে বিষ্ণুপূবে ঘায়ে ঘাবাব কথা ব'ন্দু-
ছিলেন নয় ?

ধর্মসেন । তাতে আপনার আপত্তি আছে কি ?

ভগবৎ । সম্পূর্ণ !

ধর্মসেন । কেন ?

ভগবৎ । দাঁড়ান, আগে আপনার বহুকণী মাতুলের বৈষ্ণব-সজ্জাটা দেখাই ! এইটি আপনার মাতুলের সেই পবিত্রাজক বেশ ! সে বেশ একদিন নৈশবে অদিকার দেখেছেন, স্মরণ হয় কি ? আর এইটা বৈষ্ণব-সজ্জা ! এখন শুনুন রাজকুমার ! আমার প্রতিজ্ঞা আছে যেদিন আপনার পাণিষ্ঠ মাতুলের ছরভিসন্ধির কথা জানতে পেরেছি, যেদিন এই বালিকা মান্দারণ রাজকুমারীর প্রতি কামুকেব পাপদৃষ্টি পতিত হ'য়েছে ! সেইদিনে ধর্ম সাক্ষী ক'বে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি ! দেবতার সমক্ষে—ঐ মান্দা-রণ রাজকুমারী নৈশজাব সমক্ষে, স্বর্গের অনন্ত-দেবতাকে সাক্ষী ক'বে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি । সম্মুখস্থ পাপিষ্ঠের হৃদয়-বক্তে আমার সংকলিত-যজ্ঞ পূর্ণ ক'ব্ব । আজ আমার সেই সময় উপস্থিত ! সম্মুখে ঐ রণরঙ্গিনী রণচণ্ডিকা বক্ষিণীদেবী ! আকাশে ঐ অনন্ত-দেবগণ সাক্ষী ! আর এই আমার বামপার্শ্বে সেই কিবাতভীতা কুরঙ্গিনী মান্দার রাজকুমারী । আগিও সশস্ত্রে সজ্জিত ! পাণিষ্ঠ মহানদকে অগ্ন দি়েছি—রণসজ্জা দি়েছি ! আমার এ সূযোগে—এ শুভ সংযোগে প্রতিজ্ঞাপূরণে বাধা দি়ে আমারে সত্যভ্রষ্ট ক'রবেন না । পাপীকে প্রায় দানে নিজেও ধম্মত্রতের পবিত্র পস্থা কলঙ্কিত ক'রবেন না । মহানদ । প্রস্তুত হও ! (বক্ষে অসি স্থাপন)

ধর্মসেন । আর না—যথেষ্ট হ'য়েছে ! হৃদপিণ্ড ছিন্ন হ'য়ে শোণিত-

ধারা নিগত হ'চ্ছে ! এই আপনাব প্রতিজ্ঞাপূরণ ! প্রাণ-বিনাশের প্রয়োজন নাই, মব্লেই ত সব ফুরাল ! মহাপাপীর মহাপাপের শাস্তি জগৎকে দেখাবার জন্য মাতুলকে আদর্শ রাখুন ! ভীষণ পাপেব চিতা হৃদয়ের স্তরে স্তরে জ'লতে থাকুক ! চক্ষের উপর নরকের ভীষণ মূর্তি সর্বদা নৃত্য করুক ! মহাপাপেব তুষানলে অন্তবাহ্মা পুড়ে ভস্মে পরিণত হ'ক ! মামা ! এই তোমাব পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ ; দেখ দেখি একদিন আশার ছলনায় দুরাকাঙ্ক্ষার হৃদমণীয় উত্তেজনায় এই সংসারকে কেমন সুন্দর দেখেছিলে ! কুহকিনী আশার কুহক-মন্ড্রে মুগ্ধ হ'য়ে শূন্যমার্গে কেমন সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ ক'রেছিলে ! কত শত সুরবালাগণ তোমার পদসেবিকা দাসী হ'য়ে, তোমার কলিত নন্দনবনেব কেমন শোভাবর্দ্ধন ক'বেছিল ! আজ একবার সেই চক্ষে সংসারের চাবিদিক চেয়ে দেখ দেখি ? সেই সুন্দর সংসারে, তোমাব কলনা-রাজ্যেব সাধেব হাট, কেমন সুন্দর দেখায় ! সংসারচক্রের কর্মপাকে অনেকবার ঘুরে এসে তুল্লভ দেহ, তুল্লভ জন্ম লাভ ক'রেছিলে ! কিন্তু তার কাজ কিছুই ক'বতে পা'রলে না ! কেবল পুতুল সেজে এসে, ধূলাব ঘর বেঁধে পুতুলখেলা ক'বেই চ'ললে । কেবল আশার ছলায় প'ড়ে মাটিধূলা মাখাই সার হ'ল ।

মহানন্দ । হাঃ হাঃ হাঃ । আমার সাধের সংসার ! আমার সাধের হাট রে—সাধের হাট ! আজ ভেসে গেল ! আমার আপন হাতে সাজান বাগান সব শুকিয়ে গেল রে—সব শুকিয়ে গেল ! না না না—আমি যে আজ গোড়ের একচ্ছত্রী রাজা ! মান্দাররাজকুমারী আমার বামে ; হাঃ হাঃ হাঃ—সাধের হাট সাজিয়েছি ! অম্বিকারাজকে নিবংশ ক'রে,—বজ্রার বুক চিরে হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলে,—বিষ্ণুপুর রাজকে বিধ খাইয়ে—আজ আমি বীরভূম মানভূম, সকল ভূমের সার্বভৌম রাজা !

ধর্মসেন । পাপিষ্ঠকে দৃঢ় ক'রে ধ'রে রেখ', নতুবা প্রলাপ অবস্থায়

প'ড়লেই মুচ্ছা যাবে । এক্ষণে ওকে সেই বৈষ্ণবসজ্জায় সজ্জিত ক'বে
বিষ্ণুপুরে ল'য়ে চল ।

মহানন্দ । এঁা ! আমি কোথায় ! আমার সম্মুখে ও কি !
মহাশ্মশান ! এ কোন্ শ্মশান ? -

ধম্মসেন । তোমার এখন সমস্তই শ্মশান ! এখন যে শ্মশানে দাঁড়িয়ে
আছ, এ সেই শ্মশানকালিকা বক্ষ্মিনীদেবীর সম্মুখস্থ মহাশ্মশান ।

মহানন্দ ! শ্মশান ! না ! না ! আমাকে শ্মশানে নিয়ে যেও না !
ওকি ! ধুধু ক'বে আগুন জ'ন্ছে ? চিতার উপর মড়া পুড়ছে । ঐ একটা
নিবন্তুচিতা—একটা কদমী—পাশে একটা ধ্বজা উডছে !—না, না !
ওখানে নিয়ে যেও না ! পুড়ে যাব—পুড়ে যাব !

ধম্মসেন । মাগা, এ তোমার পোড়বার স্থান নয়, এই জুড়াবার
স্থান ! এই জীবের শাস্তিধাম ! এতদিন বরং সংসার-চিতায়, পাপের
আগুনে পুড়েছ, হিংসাকীটে হৃদয়ের পবতে পবতে জর্জরিত ক'রেছে !
শাস্তি পাও নাই ; ছুরাশ্যার বাতাসে চিতা যতই জ'লেছে, ততই মন্থে
মন্থে পুড়েছ ! তোমার মত মহাপাপীর পক্ষে সংসারই শ্মশান—সংসারই
জ্বালান চিতার আগুন ! সে চিতার আগুনে শান্তিলাভ ক'রতে শ্মশান
ভিন্ন জগতে অল্প স্থান নাই ! ঐ দেখ নিরঞ্জন চিতা, ঐ চিতায় কত
আশা পুড়েছে, হিংসা পুড়েছে, মাটির দেহ মাটিতে পরিণত হ'চ্ছে ! তার
উপরে ঐ দেখ—শান্তিকুম্ভ ! মহাশান্তির জল বৃকে ক'রে শান্তির জল
গ্রহণের জন্য সংসার চিতাদন্ধ জীবকে ডাকছে ! তার পাশেই দেখ
কালের বিজয়-ধ্বজা ! ও ধ্বজা চিরকাল উড়ছে, চিরকালই উড়বে ।

গীত ।

চিব-শান্তিময় মহাশ্মশান ।

আশার ছায়া, হিংসার জ্বালা, এই শ্মশানে সব সমাধান ॥

আমিত্ত স্বামিত্ত ভাব, ধনমান অভিমান প্রভাব,
 ঐ শ্মশানে সব তিবোভাব, মধুব সামাভাব ;—
 রাজা-প্রজা দ্বিজ শূদ্র, সুরূপ কুরুপ মহৎ ক্ষুদ্র,
 শান্তির ভাবে সবাই আদ্র, এক শয্যায় সবাই শয়ান ॥
 আশাব ফাঁসি দিয়ে গলে, জ'লুছ এখন হিংসানলে,
 ছুদিন পবে সব জুড়াবে ঐ চিতানলে,—
 শান্তির পথ দেখাতে লোকে, শান্তি-ঘট সম্মুখে রেখে,
 নির্দোষিত চিতাব বুকে, উড্ছে কালের বিজয়-নিশান ॥

[সকলের প্রস্থান ।

ত্রিংশ দৃশ্য ।

স্থান—বিষ্ণুপুর ৬মদনমোহনের মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ
 শয্যাশায়ী বিষ্ণুপুর-রাজ, রাণী, পরিচারিকা,
 মন্ত্রী, অনুচরবর্গ ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । মন্ত্রী ! আমাকে মদনমোহনের মন্দিরে আনা
 হ'য়েচে কি ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে ! আপনাকে ভগবান মদনমোহনের নিকটে আনা
 হ'য়েচে, ঐ সম্মুখেই আপনার উপাস্তদেবতা ৬মদনমোহন ! একবার
 দর্শন করুন ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । মদনমোহন ! মদনমোহন ! আব কেন ? মুক্ত কর !
 এ মায়াকারাগার হ'তে মুক্ত কর ! কৈ বাজি !

রানী । কেন মহারাজ ! দাসী ত কাছেই আছে ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । থাক ! যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ থাক ! উঃ বড় তৃষণ ! একটু মদনমোহনের চরণামৃত আমার মুখে দাও ! (রাজ্ঞী কর্তৃক চরণামৃত দান) মধুহৃদন ! মুক্ত কর ! উঃ, বড় যন্ত্রণা ! দিনে দিনে, পলে পলে, যাতনার বৃদ্ধি ! অসহ্য অন্তর্দাহ ! আর সময়না ! শান্তিময় ! মদনমোহন ! শান্তি দাও !

মন্ত্রী । রাজ-বৈজ্ঞ মহাশয়ও এলেন ব'লে ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । আর বৈজ্ঞ ! তীব্র বিষে অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত জর্জরিত হ'চ্ছে, এ বিষম বিষব্যাধির শান্তি করা অথ বৈজ্ঞের সাধা নয়, এখন ঐ বৈজ্ঞনাথ সাধাধন, মদনমোহন যদি শান্তি দেন, তাহ'লেই ইহ-পরলোকে শান্তিলাভ ক'রতে পারি ! কৈ—সুরসেন বুঝি এলো না, ছেনো ছুটীকেও একবার দেখতে পেলেন না ! মৃত্যুকালে একবার তাদের দেখবার সাধটা বড়ই বলবতী ছিল ! আর কোন সাধ নাই, কেমন ঐ একটা অতৃপ্তবাসনা বুকে ক'রে ম'রতে হ'ল ! যাক, মদনমোহন তাদের সুখী করুন । (মালা যপ)

আলুলায়িতাকেশা রঞ্জাবতীর বেগে প্রবেশ ।

রঞ্জাবতী । (রাজার পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক) মহারাজ ! মহারাজ ! কি দেখতে এলেন মহারাজ ! (পদদ্বয় হৃদয়ে লইয়া পদমূলে উপবেশন)

বিষ্ণুপুর-রাজ । কে ? রঞ্জা ! এসেছ ? দেখ, যা দেখতে এসেছ দেখ । আমি মদনমোহনের কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা ক'রে ব'সে আছি ! তোমারা নাকি আমার এ প্রবাসবাসের বহুদিনের সঙ্গী । স্মরণ্যং এ বিদেশের পরবাসের পরমাশ্রয় ! তাই যাবার সময় একবার তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, শেষ বিদায় নিয়ে স্বদেশে যাবার কামনায় তোমাদের

আনতে পারিয়েছিলাম, আবার তোমাদের আসতে বিলম্ব হওয়ায়, আমারও উত্তরোত্তর ব্যাধির উৎকট যাতনায় উপসর্গের বৃদ্ধি দৃষ্টে, একটু হতাশও হ'য়েছিলাম, কিন্তু বাজ্যকল্লতক মদনমোহন আমার সে বাজ্য পূর্ণ ক'রবেন ! আচ্ছা ! মদনমোহন, তোমার অনন্ত দয়াকে ধন্য ! কৈ সুরসেন কৈ ?

অম্বিকারাজ-সুরসেনের প্রবেশ।

সুরসেন। মহারাজ ! আপনার চিবানুগত দাস, আপনার চরণপ্রান্তে দণ্ডায়মান।

বিষ্ণুপুর-রাজ। এসেছ বন্ধু ! এস, ভাই এস ! ভাই, বড় যাতনা ! যেন সহস্র বৃশ্চিকে একবারে দংশন ক'রচে ! কি যেন একটা বিছাতাশ্মিতে স্নদপিও দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে !

সুরসেন। শুন্লেম, বৈদ্যেবা নাকি স্থির ক'রেছেন, কেন আততায়ী গুপ্তশত্রু কর্তৃক বিষপ্রয়োগই এ প্রাণান্তক যাতনায় বিষব্যাধির মূল কারণ !

বিষ্ণুপুর-রাজ। হাঁ বিষের দক্ষগই ত সব। অস্থি-মজ্জায় পর্য্যন্ত বিষের জ্বালা ! কিন্তু বিষ উদরস্থ হবার কারণ ত কিছুই দেখিনি ! সেই দিব্যঈশভাগে হবিষ্যায় আহার, আর তৎপূর্বে মদনমোহনের কিঞ্চিৎ চরণামৃত পান মাত্র ! সে চরণামৃতও আমার জন্ত পৃথক ভাবে, পৃথক পাত্রে অতি গুপ্ত স্থানে রক্ষিত হ'য়ে থাকে। এক, বিষপ্রয়োগের জন্ত দায়ী, একজন আজন্ম বিশ্বাসী, সদা নিষ্ঠাচারী, অশীতিপর বৃদ্ধ পূজক ব্রাহ্মণ, আর পাচক আমি স্বয়ং ! এতে আততায়ীই বল, গুপ্তশত্রুই বল, এই দুজনের মধ্যে একজন।

সুরসেন। অতঃ কেউ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করে কি না জেনেছেন কি ?

বিষ্ণুপুর-রাজ । তা ত তুমি জান, এক পরিচিত নিষ্ঠাচারী বৈষ্ণব ভিন্ন, কারো শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করবার অধিকার নাই !

সুরসেন । শ্রীমন্দিরের রক্ষক প্রহরীরা বলতে পারে না কি ! আপনি এই বিষয়োগাক্রান্ত হবার অনতিপূর্বে কোন বৈষ্ণব শ্রীমন্দিরে প্রবেশ ক'রেছিল কি না ?

বিষ্ণুপুর-রাজ । হাঁ ! সে অনুসন্ধানও গ্রহণ করা হ'য়েছে, প্রহরীরা বল'লে একটী দিন—যে দিন হ'তে এই বিষয়াধির উৎপত্তি ! সেইদিন একটী মাত্র বৈষ্ণব, বিগ্রহ দর্শনবাসনায় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ ক'রেছিল ।

সুরসেন । আপনার নিত্য নিয়মিত চরণামৃত গ্রহণের পূর্বে কি পরে, একথা জেনেছিলেন কি ?

বিষ্ণুপুর-রাজ । না, পরে নয়, পূর্বে ! কিন্তু তুমি যে সন্দেহ করেছ, সে সন্দেহকে অন্তরে স্থান দিতে পারিনে । কারণ যে স্থানে আমাব জন্ম চরণামৃত রক্ষিত হয়, সে স্থান অতি গোপনীয়, সাধারণের অজ্ঞাত ! বিশেষতঃ নন্দনমোহনের ভক্ত, সত্বগুণাবলম্বী বৈষ্ণবের দ্বারায় এক্রপ কার্য হওয়াও সম্ভবপর নয় ।

সুরসেন । বৈষ্ণববেশধারী হ'লেই যে তাকে সত্বগুণাবলম্বী সত্যনিষ্ঠ বৈষ্ণব মনে ক'রতে হবে, এমন কোন কথা নাই ! বরং ভক্তসাধু-বৈষ্ণব-বেশধারী পাপিষ্ঠদের বাহ্যদৃশ্য যতই আপাতঃ মধুর ! কুসুমস্তপাচ্ছাদিত বিয়ধর সর্পসঙ্কুল কালকীট পূর্ণ কূপেব গায়, অন্তর্দৃশ্য ততই ভয়ঙ্কর—ততই ভীষণ ! সেই সব কপটাচারী বৈষ্ণববেশধারী মহাপাপিষ্ঠদের হ'তেই ত এমন সাধুগমা সনাতন ধর্মপন্থা বিভীষিকাময় হ'য়ে উঠেছে । কোন আততায়ী গুপ্তশত্রু কপট বৈষ্ণববেশে, বৈষ্ণবের জন্ম নিত্য অব্যাহত বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ ক'রে, আপনার নিত্যগ্রহণীয় চরণামৃতের সঙ্গে কোন তীব্রবিষ মিশ্রিত ক'রেছে এই দুই আমার অনুমান ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ মহানদকে লইয়া মল্ল চতুষ্টয়সহ, মান্দারণরাজ-
জামাতা অরিন্দমসিংহের প্রবেশ ।

অরিন্দম । শুদ্ধ অনুমান নয় মহারাজ । যিনি এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়, আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, এই মহান্‌পুরুষ, আপনাদের পালিত হনুমান ! অম্বিকারাজের অনুমানের সত্যতা সপ্রমাণ জন্ত সমস্ত প্রমাণসহ, স্বশরীরে বর্তমান ! এখন একটা মর্তমান দিলে একটু নৃত্যও দেখতে পান ।

অম্বিকারাজ । তুমি কে ?

অরিন্দম । আমি ই হনুমানের বর্তমান ভূতা—জাম্ববান ।

অম্বিকারাজ । এ সময়—এ অবস্থায়, এ রহস্যের কারণ ত কিছুই বুঝতে পারছি নে ! তোমাকে ত দেখছি, বিস্তৃতললাট—বিশালবক্ষ অনিন্দ-সুন্দর একটা বীরপুরুষ ! শৃঙ্খলাবদ্ধ একটা সাধুমূর্তি ! দেখছি, মুণ্ডিত-মস্তকে লম্বিত শিখা ! কণ্ঠে তুলসীমালা, ললাটে, নাশাণে, হরিমূর্তিকার দীর্ঘ তিলক, আবক্ষলম্বিত সুদীর্ঘ শ্মশ্রুগাণি, পরিহিত গৈরিকবাস, স্কন্ধে নাগাবলী ! একরূপ সাধুসজ্জনের প্রতি নির্ঘাতন কেন ?

অরিন্দম । একরূপ সাধুসম্মাসীর সজ্জা সংসার হতে একেবারে অন্তর্হিত না হ'লে, এই—জগৎপ্রজ্ঞাও একদিনে বসাতলগত হবে ! মহাপাপীদের পাপপ্রভাবে একদিন চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত মসীবর্ণ ধারণ ক'রে, অনন্তগগনে বিলীন হবে—এই অনন্ত বিশ্বপ্রজ্ঞাওঁর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হবে ! যাদের সর্ব্বাঙ্গে সাধুবেশ, মুখে সাধুতার পুতঃপ্রস্রবণ, বাহ্যিকে সাধুজনোচিত অমুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা ! সাধুতার স্বর্গীয় আবরণে যাদের নরকময় হৃদয় আবরিত ! বিষপূর্ণ হেমকুণ্ডের গ্রায়,—কুসুমস্তম্ভ আবরিত কুমিকীটসর্প-সঙ্কল, পুতিগন্ধময় নরকের গ্রায়, তাদের কপটমূর্তি ভীষণ হতেও ভীষণ

তর ! এই সকল মহাপাপীদের পশুবৎ বিনাশ করাই মঙ্গলময় বিধাতার আদেশ ! এ মহানারকীদের দর্শনমাত্রই বিনাশ করায়, মহাপুণ্যের সঞ্চার ! তাতেই পুরুষত্ব—তাতেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা ! তাতেই সংসারের শান্তি ! সেইজন্ত—সেই শান্তিসংস্থাপনের জন্ত—বিশ্ববিধাতার সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত—সেই ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্ত, এ পাপমূর্তি—এ মূর্তিমান মহানরক মহারাজের নিকট আনা হ'য়েছে । এ আবরণে ভিতর লুকায়িত মূর্তি, আবরণ উন্মোচন ক'রলেই বোধ হয় মহারাজ সহজেই চিন্তে পারবেন । এই দেখুন নরকের উপর স্বর্গের আবরণ—কুসুমস্তম্ভ আচ্ছাদিত বিবধর সর্প-বৃশ্চিক-সঙ্কুল,—পথিপান্থস্থ ভীষণ কূপ ! এ কূপে পতিত হ'য়ে অনেক নরনারী প্রাণ হারিয়েছে ! কতশত সতীর সর্বনাশ হ'য়েছে ! এ নরকাগ্নিতে কতশত আনন্দের ধাম শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে ! সম্প্রতি এই সাধুমূর্তি হ'তেই বিষ্ণুপুরের সদাশয় মহারাজ বীরবল্লব আজ বিষবিকারে প্রাণ হারাতে ব'সেছেন । (কৃত্রিম শ্বাস, নিখাদি উৎপাটন করিতে করিতে) দেখুন দেখি মহারাজ ! এখন এ মূর্তি চিন্তে পারেন কি না ?

অধিকারাজ । কি সর্বনাশ ! এ যে দেখছি আমাদের মহারথি, মহাত্মা মহানদের মোহনমূর্তি ! মহানদ ! মহাপাপের জীবন্তঅবতার ! এসব কি কাণ্ড !

অরিন্দম । মহারাজ ! আরও কিছু দেখাবার আছে, একটু স্থির হ'য়ে দেখুন ! (ক্রমে ক্রমে বুলি হইতে বাহির করণ) এই দেখুন, তিলক ধারণের হরিমূর্তিকা ! এই দেখুন জপমালা ! এই দেখুন নিত্য হরিপূজার অমুষ্ঠান—কোণাকুণী পুষ্প পত্র, নৈবেদ্যধার ! এই দেখুন শ্বেতচন্দনচর্চিত, নিত্য-পাঠ্যগ্রন্থ গীতা ! এই একদিকে নিতাপূজার ঘটা, একদিকে এই তীর বিষের কোটা !—

সুরসেন । মান্দারগরাজ-জামাতা মহাবীর অরিন্দম ! যথার্থত তুমি একটী কৰ্মবীর মহারথি ! তোমার অসাধারণ অধ্যবসায়বলেই, তুমি আজ প্রতিজ্ঞা পূরণের সঙ্গে প্রতীহিংসা সাধনে পূর্ণমনোরথ ! মহাপাপী মহানদ কর্তৃক মান্দারগরের শোভাসমৃদ্ধি বিধবস্তের পর, স্কুম্ভার শিশু রাজকুমারকে নিয়ে অসুখ্যাম্পাশ্রয়ী রাজবালা শৈলজা, সেই দিগন্তব্যাপী অগ্নিমুখ হ'তে কৌশলে আত্মরক্ষাপূর্বক নিরুদ্দেশ হ'লে, তুমি যে প্রতীহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য, ধৈর্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক ধীরভাবে ক্রোধোন্মত্ত চিত্তকে সংযত ক'রে, পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত আত্মগোপনসহকারে, যোগাযোগের অপেক্ষায়, প্রতিজ্ঞাপূরণের সময় প্রতীক্ষায়, এতদিন এইভাবে, এই বেশে সময়োতিপাত করেছ, তোমার সে ধৈর্যশীলতা সে কার্যাকুশলতা শত-সহস্রগুণে প্রশংসনীয় ! কিন্তু অরিন্দম ! আমার যেন সব স্বপ্নবৎ বোধ হ'চ্ছে ! যে পিতৃমাতৃহীন, সহায়-সম্পদ-চ্যুত মহানদ, একদিন দৈবচক্রে দীনের অধম—নিরন্ন—পথের ভিখারী ছিল ! যার গৃহ, দ্বার, বস্ত্রালঙ্কার, গৃহসজ্জা, পিতৃ-পিতামহাদি সঞ্চিত ধনরাশি এমন কি বাস্তবিকিটে পর্য্যন্ত দামোদরের বিশাল উদরে প্রবেশ ক'লে, যার দাঁড়াবার স্থান পর্য্যন্ত ছিল না ! এই ধর্মনিষ্ঠ সদাশয় মহারাজ বীরবল্লব যে হতভাগ্যকে সমাদরের সহিত স্নগ্ধে রেখে, সহোদরস্নেহে প্রতিপালন ক'রেছেন, সময়ে অতুল সম্মানের সহিত স্বরাজ্যের সর্বসর্বস্বরূপে সমস্ত কার্যভার ন্যস্ত ক'রে প্রাণথুলে বিশ্বাস ক'রেছেন—প্রাণের সহিত ভালবেসেছেন, সেই মহানদ —কি এই ! মহানদ ! এখনও তুমি সূক্ষ্মশরীরে জীবিত আছ ? এখনও তোমার মহাকুষ্ঠ-গলিতমাংস শৃগালকুকুরে ছিঁড়ে খায় নাই ? এখনও সহস্র সহস্র কৃমিকীট তোমার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে নাই ! হা ধর্ম ! তোমার কি অপার মহিমা !

রাণী । মহানদ ! আমি ত আজ যথাসর্বস্ব হারা পথের কাঙ্গালিনী

হ'তে চ'লেম ! কিন্তু তুমি জেন -- যে সংসারে তুমি আছ, যে সংসারে তোমার মত মহানারকীর স্থান আছে, আমি আর সে সংসারে থাকব না ! মহারাজের প্রাণবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রাণ, আমার প্রাণের সর্বস্বাধার ইহপরলোকের পরমদেবতা, প্রাণবল্লব মহারাজ বীরবল্লবের পদসেবার জন্য অনুগমন ক'রবে ! পতিপদ হৃদয়ে ল'য়ে, সীমন্তে অক্ষয়-সিন্দূর ধারণ ক'রে, সতীসিমন্তিনীর শেষসুখশয্যা জলন্ত চিতার বক্ষে পতিপদ পূজা ক'রতে ক'রতে অক্ষয় সতীলোকে চ'লে যাব ! কিন্তু যাবার পূর্বে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না ক'রে যাব না ! আমি স্বামীর বিনা অনুমতিতেই ঐ শয্যাশায়ী পতির পদধূলা মাথায় নিয়ে, সকলের সমক্ষে সেনাপতির প্রতি এই আদেশ ক'রছি, এই পাপীষ্ঠ মহানদকে যেন একটা দিনের জন্যও বিষ্ণুপুরের সীমার বহির্ভূত হ'তে না দেওয়া হয় ! অথচ কেউ আশ্রয়ও না দেয় ! প্রাণান্তক ক্ষুধায় মৃতবৎ হ'লেও কেউ যেন একমুষ্টি অন্ন দিয়ে ওর জীবনরক্ষা না করে ! বরং শঙ্খানচড়ালদের প্রতি এই আজ্ঞা দেওয়া হ'ক্ ক্ষুধাতৃষ্ণায় নিতান্ত কণ্ঠাগত-প্রাণ হ'লে, যেন তাদের পালিত শূকর কুকুরের ভক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টায়ে ওর জীবন রক্ষা করা হয় ! কৈ, --সেনাপতি--কৈ শান্তি-রক্ষক ! সকলে আমার সাক্ষাতে দেবতার নামে ঐপথ ক'রে স্বীকার কর, আমার এ আদেশ প্রতিপালন ক'রবে কি না !

সেনাপতি । আমরা ধর্মসাক্ষী ক'রে, দেবতার নামে ঐপথ ক'রছি মহারাজীর আদেশের একবর্ণও অগ্রথা হবে না ।

রাজী । তবে যাও, পাপিষ্ঠকে বহির্দেশে ল'য়ে যাও ! শান্তিরক্ষার্থে ঐ উন্মাদের সঙ্গে দুজন সৈনিককে সদাসর্বদার জন্য সজ্জিত রাখবে ! যাও--মহাপাপী--যাও নারকী ! আমি তোমার সহোদরা ভগিনী হ'য়ে--সমস্ত স্নেহে--সমস্ত মমতায় জলাঞ্জলি দিয়ে রাক্ষসীমূর্তিতে তোমার পাপের

প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই প্রতিবিধানাজ্ঞা প্রদান ক'ল্লেম ! যাও—আমাদের চক্ষের উপর হ'তে দূর হও ।

মহানদ । (উন্মাদহাস্তসহকারে) হাঃ—হাঃ—হাঃ ! যাব বৈকি ! তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানে যাব ! শত শত সেপাই—শান্তি—লোক—জন সঙ্গে যাবে ! এই দেখ বুক বয়ে রক্ত প'ড়চে !—এই রক্তে তোমার পায়ে আলতা পড়িয়ে দেব ! বল ! বল ! তুমি আমার হবে ? এস—এস রাজকুমারী—এস শৈলজা ! রাজ্যপায়ে—তোমার রাজ্য পায়ে এই রাজ্য রক্তে আলতা পরিয়ে দিই ! (রানীর পদধারণোত্তত)

বানী । দূর হও পাপিষ্ঠ ! এই প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'য়েচে ! শুনেছি মহাপাপ সঙ্কিত না হ'লে উন্মাদ হয় না ! এখনও অনেক বাকি !

সেনাপতি । চ'লে আসুন মদীমহাবাজ !

মহানদ । কৈ—শৈলজা ! রাজকুমারী ! দাড়ি গোপ রেখেচ কেন ? হাঃ হাঃ হাঃ—

(মহানদকে লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান ।

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

গীত ।

কোঠা ভিটা ইমারৎ, ছীবামতি জহরৎ,
ওস্কা সহরৎ ফাঁকা জী ।
ছনিয়া কি বেসাতি, কৈ নেছি সাথী,
আওনে যাওনে একা জী ॥

সুরসেন । শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগ হ'তে সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হ'চ্ছে নয় ? দেখ দেখি কারা গান ক'রচে !

প্রহরী । কতকগুলি দরবেশ মহারাজের বিষব্যাধির কথা শুনে

চিকিৎসাব জন্ত এসেছে, অল্পমতিব অপেক্ষায় শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান ।

সুরসেন । ল'য়ে এস ! যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ ; তারপর মদন-মোহনের মনে যা আছে তাই হবে, যাও সঙ্গে ল'য়ে এস গে !

প্রহরী । যে আজ্ঞে ! [প্রস্থান ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । ভাই সুরসেন ! অতিশয় দাহ ! দারুণ পিপাসা ! একটু জল—

সুরসেন । মহারাজ ! আর একটু মদনমোহনের চরণামৃত পান করুন । (চরণামৃত দান)

বিষ্ণুপুর-রাজ । (চরণামৃত পানপূর্বক) আঃ ! মদনমোহন ! আর কেন, বড় যন্ত্রণা ! মুক্ত কর প্রভো ! এ ভবযন্ত্রণা হ'তে মুক্ত কর ! ভাই সুরসেন ! মহাপাপের মূর্তিমান্ অবতার মহানদের পাঁচরণের কথা সবই শুন্লেম, কিন্তু রাজ্যীর এ কঠোর দণ্ডাজ্ঞা পাপের উপযুক্ত হ'লেও, ওকে ক্ষমাদান করাই কর্তব্য ছিল, ক্ষমাব ছাড়া মহাপুণ্য আব কিছুই নাই । ও কি কারা গান ক'রচে নয় ?

সুরসেন । আজ্ঞে হাঁ ! কতকগুলি সাধু আপনার বিবব্যাধির চিকিৎসাব জন্ত এসেছেন ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । আর চিকিৎসা ! ক্রমেই শরীর অবসন্ন—রসনা জড়িত হ'য়ে আসছে ! সব অন্ধকার ! আবার পিপাসা ! কণ্ঠতালু সব শুষ্ক ! আর একবিন্দু চরণামৃত—বাজি !

রানী । (চরণামৃত দানপূর্বক) অন্তিকাপতি ! দেখুন দেখুন ! ক্রমেই মহারাজের মুখখানি কালিমাময় হ'য়ে আসছে ! চক্ষের ভিতর যেন একটা ঘোলাপর্দা পড়েছে । হায় হায় ! মদনমোহন কি ক'লে ! হা হতভাগ্য সহোদর, বিনাদোষে এমন সর্বনাশ করিলি !

(কালু ও লক্ষ্মীর সহিত গান করিতে করিতে
সন্ন্যাসিবেশধারী দরবেশগণের প্রবেশ ।)

গীত ।

কোঠা ভিটা ইয়াবৎ, হীরামতি জহরৎ,
ওস্কা সহরৎ ফাঁকা জী ।
ছুনিয়া কি বেগতি, কৈ নেহি সাথী,
আওনে যাওনে একা জী ॥
ছায়াবাজী বাজার, আনন্দ গুজার,
রহো তায় মজ্‌গুন্, আবি নেহি গুজার—
(যব্) সব মে তফাৎ করি, নাগাবে হাতকড়ি,
সাম্‌লানে মুসল ঐ ধাক্কা জী ॥

বিষ্ণুপুর-বাজ । আগার উথানশক্তি নাই, অঙ্গসঞ্চালনেবও সাধা নাই,
আগি মনে মনে আপনাদের প্রণাম ক'রছি ! আশীর্বাদ করুন । শীঘ্র
যেন এ যন্ত্রণাময় জীবনের শেষ হয় ।

১ম দরবেশ । মহাবাজ ! আর চিন্তা ক'রবেন না । মদনমোহনের
কৃপায় অচিবেই এ বিষয়গ্রণা হ'তে মুক্তিশ্রান্ত ক'রবেন । মহারাণি ! এই
কমণ্ডলুর জল মহারাজকে পান করান, চক্ষে, কর্ণবিববে, নাসারন্ধ্রে,
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করুন ! (কমণ্ডলু দান)

রানী । মহারাজ ! একটু জল পান ককন ! (রাজার মুখবাদন ও
রাজ্যীকর্তৃক জল দান ও কর্ণে, নাসারন্ধ্রে, চক্ষে জলসেচন)

বিষ্ণুপুর-রাজ । আঃ, জলন্ত-অনলে শীতল জল সিঞ্চিত হ'ল ! সমস্ত
যন্ত্রণা যেন কোথায় চলে গেল ! মদনমোহন ! সব তোমার ইচ্ছা ! কে

আচ্ছ—আমাকে ধর, একটু উঠে বসতে ইচ্ছা হচ্ছে । (সুরসেন ও রাণীকর্তৃক ধারণ ও রাজার শয্যোপরি উপবেশন)

(নেপথ্যে কাম্বোজের শব্দ)

সুরসেন । ও কিসের শব্দ ?

ব্যগ্রভাবে প্রহরীর প্রবেশ ।

প্রহরী । অধিকারাজ ! মহাসঙ্কট উপস্থিত, গোড়ের অগণ্য সেনা বিষ্ণুপুর বেষ্টিত ক'রে, দুর্গদ্বার পর্যন্ত অবরোধ ক'রেছে ।

সুরসেন । সকলদিকেই স্মৃঙ্গল ! যাও, সেনাপতিকে সংবাদ দাও গে ! তারা বোধ হয় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নাই ?

প্রহরী । কেমন ক'রে প্রস্তুত থাকবে মহারাজ ! তারা ত পূর্বে এ সংবাদ পায় নি ! গোড়-সেনাপতি বিষ্ণুপুরের জঙ্গলের মধ্যে সৈন্য সমবেত হ'য়ে, হঠাৎ এসে রাজধানী আক্রমণ ক'রেছে । অধিকার রাজকুমার ধর্ম্মসেন, অধিকা হ'তে ফিরে এসেছেন ! তিনিই সেনাপতিকে সংবাদ দিয়ে, সৈন্যদল সজ্জিত ক'রে, যুদ্ধার্থে অগ্রসর হ'য়েছেন ! এক্ষণে আপনারা সাবধানে মহারাজের শুশ্রূষা করুন । রাজকুমার শীঘ্রই এসে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবেন, সেইজন্তু আমাকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছেন ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । সবই মদনমোহনের ইচ্ছা ! ভাই সুরসেন, এখন আর আমার কাছে অধিক লোক থাকবার প্রয়োজন নাই, অনেকটা স্তব্ধ হ'য়েছি । তোমরা বরং অগ্রসর হ'য়ে, সৈন্যসামন্তদের উৎসাহিত করে, যতদূর সাধ্য বিষ্ণুপুর রক্ষা কর, তারপর মদনমোহনের রাজ্য, তিনি রাখেন—থাকবে, অথবা হস্তে দিয়ে সুখী হন—তাকেই দেবেন ! আমি তাঁর রাজ্যের প্রত্যাশা নৈ, কেবল তাঁর সেবায় নিরত থেকে জীবনের অবশিষ্ট দিনকটা কাটিয়ে যেতে পারি, এইমাত্র প্রার্থনা—এইমাত্রের

প্রত্যাশী ! যাও* ভাই ! সকলকে সঙ্গে নিয়ে তুর্গদ্বারে যাও । (সকলের প্রস্থান) রাজি ! তুমি অন্তঃপুরে যাও ! যাও রজা ! পথশ্রান্ত হ'য়ে এসেছ, একটু বিশ্রাম করগে । (সন্ন্যাসিগণের প্রতি) আমার ত এই অবস্থা, তার উপর এই বিপদ, সেইজন্য আপনাদের শ্রায় সাধুজন-যোগ্য সমাদরের সম্পূর্ণ ক্রটি হ'য়েছে ! আশা করি বিপদের ক্রটি ক্ষমা ক'রবেন ! এক্ষণে আপনারাও এই মদনমোহনের মন্দিরে একটু বিশ্রাম করুন । যথাসাধ্য আপনাদের সেবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হচ্ছে । কালু ! তোমাদের হৃদয় ত চিরদিন সাধু ! তার উপর অজ্ঞাদি ত্যাগ ক'রে সাধু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ ক'রেছ । এ বৈবাহিকের কারণ কি বল দেখি ?

কালু । অণু কারণ আর কিছুই নয় হুজুর ! একে ত নীচ জেতের ঘরে জন্মে, জনমভোর কেবল মারামারি—কাটাকাটি—রক্তপাত—লড়াই দাঙ্গা নিয়েই কাটালাগ ! অনেক নরহত্যা ক'রেছি ! কতগত বৃদ্ধ পিতামাতাকে পুত্রশোক দিয়েছি ! কত সতীসাধ্বীকে বিধবা ক'রেছি । তাদের মর্শের অভিসম্পাতে হয়ত নরকে পচতে হবে, তার উপর আর কেন ! সময় প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে ! এখন দু-জনে কিছুদিন তীর্থ-ভ্রমণ ক'রব খানস ক'রেছি ! ভগবান যথা-সময়ে সাধুসঙ্গ ও মিলিয়ে দিয়েছেন । আপনাদের আশীর্বাদে, এখন বলাইও আমার উপযুক্ত হ'য়েছে ; বাপের বেটা ব'লে পরিচয় দেবার যোগ্য হ'য়েছে । সেইজন্য তার হাতে, দশজন স্বজাতি সাগরেংপত্তরের হাতে অধিকা রক্ষার ভার দিয়ে, নিজের হেতিয়ার, বেটার হাতে তুলে দিয়ে, সাধু সঙ্গে শুভযাত্রা ক'রেছি । প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, এজন্মে আর হেতিয়ারে হাত দেব না, আর লড়াই দাঙ্গায় মেতে নরহত্যা ক'রব না । নতুবা কি অধিকার ঘোরতর বুদ্ধের হতাবশেষ কটা রেজাটে সেনা এসে মহারাজের বিষ্ণুপুর আক্রমণ ক'রেছে চ'ক্ষে দেখে, কেলোডোম এখনো কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকত !

বিষ্ণুপুর-রাজ । ভাল কালু ! আজ নয় তুমি সন্ন্যাসভ্রত গ্রহণ ক'রেছ, নপথ ক'রে অঙ্গত্যাগ ক'রেছ, কিন্তু মদনমোহন না করেন । আজ যদি তোমার চক্ষের উপর বিষ্ণুপুরসেনা পরাস্ত হয়, আর আমি এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ অবস্থায় শত্রুহস্তে বন্দি হই, অন্তঃপুরে হাহাকার উঠে ! তাহ'লে কি তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শোচনীয় দৃশ্য দেখতে পারবে ? বল দেখি তাতে তোমাকে অধিক পাপভাগী হ'তে হবে, না, কর্তব্য-সাধনের জন্ত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ক'রলে অধিক পাপভাগী হ'তে হবে, তুমি কোন্টাকে গুরুতর বিবেচনা কর ?

কালু । আমার বিবেচনায় দুটাই গুরুতর । কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, মদনমোহনের সাধের বিষ্ণুপুর, মদনমোহনই রক্ষা ক'রবেন ! সেজন্ত কেলোডোমকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে পাপভাগী ক'রবেন না । আর আপনাকে বঞ্চিত ক'রে, এরাজ্য যদি অন্তকে অর্পণ করা তাঁর ইচ্ছা হয়, তাহ'লে শতসহস্র কেলোডোম এলেও রক্ষা ক'রতে পারবে না । ভাল দেখি মদনমোহনের মনে কি আছে, (করযোড়ে) প্রভু মদনমোহন ! যদি আমি ঐকান্তিকচিত্তে সংসারাম্রম ত্যাগ ক'রে, তোমার শ্রীমুখ দর্শনার্থে তীর্থভ্রমণে যাত্রা ক'রে থাকি ! যদি ধর্মতঃ নপথ ক'রে, এজন্মের মত অঙ্গত্যাগ ক'রে থাকি, তাহ'লে ধর্মরূপী তুমি—তুমিই আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রবে ! মহারাজ ! অনুমতি হয়ত এখন আমরা একটু বিশ্রাম করি ; দেখি মদনমোহন কি করেন ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । হাঁ ! তোমরা সকলেই বিশ্রাম করগে । রাজ্ঞি ! তুমি লক্ষ্মীকে অন্তঃপুরে লয়ে যাও !

লক্ষ্মী । না রাজা ! সরদারকে ছেড়িয়ে লক্ষ্মী আর অন্তরে যাবে না । সরদার বহুপথ হেঁটিয়ে এসিয়েছে ; গাছতলার বসিরে উহার একটু সেবা করিগে ! সাঁজের বেলা আস্ব, একটু মদনমোহনের পরসাদ

দিস্, তাতেই মোদের ছুজনার প্যাট ভরিয়ে যাবে ; এখন যাই, তুই বসিয়ে বসিয়ে মালা জপ, মন প্রাণ খুলিয়ে মদনমোহনকে ডাক্! সব বিপদ চুকিয়ে যাবে । যদি মদনমোহন তুহার ডাকে কাণ না দেয়, ধরমের রাজ্জি কেড়িয়ে লিয়ে দোসরা রাজাকে দিতে চায়, তা'হলে লক্ষীত তোর বিষ্ণুপুরেই আছে ! লক্ষীত ধরমের কিরে ক'রে তীর কামটা ছাড়েনি ! এখনি তীর কামটা ধ'র'ব এক লহমায় গোড় রাজ্জির লাক্ লাক্ সেনা, ভুঁয়ে লুটিয়ে দেব ! তু ভাবিস্ না রাজা ! গোরা মন্দির বাহিরে গাছতলাকে বসিগে, তু জপে বসিয়ে যা !

[রাজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । রাজ্জি ! তুমি রজ্জাকে নিয়ে অন্তঃপুরে যাও, মাঝে মাঝে তব্ব নিও ! আমি একটু নির্জনে থাকি ! এখন নির্জনেতাই আমার অধিক প্রিয় ।

[রানী ও রজ্জাবতীর প্রস্থান ।

রাজা । মদনমোহন ! তোমার বড় সাধের বিষ্ণুপুর তুমিই রক্ষা ক'র ।

(একান্ত মনে জপ)

নেপথ্যে । শাম লী—হুঁ—উঃ—উঃ—আয় আয় ! ফের কেলী—ফের !

একটী ফুল ও একটী ফলযুক্ত তরুণশাখা

হস্তে জনৈক রাখালের প্রবেশ ।

রাখাল । আশাতন ক'লে মাইরি ! একলা কি এ পাল ঠেকান যায় ! ধলীটে ঠাকুর বাড়ীর দিকে ছুটে এলেন, কৈ এখানেও ত ঢোকেনি ! ওদিকে নড়াই বেধে গিয়েছে, বিষ্ণুপুরের সেনাগুলো ম'রে কুড় হ'চ্ছে, এদিকে নড়ায়ের বাজনা শুনে, পালের গরুগুলো ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়েছে, কোন্‌দিক ঠেকাই ! বাবা ! হাঁপ ধ'রে গিয়েছে !!

বিষ্ণুপুর-রাজ । রাখাল বালকের মুখেই ত মুন্দের গুণভাণ্ডার সংবাদ অনেকটা জানতে পারলাম, (প্রকাণ্ডে) ভাই রাখাল !

রাখাল । বা ! এ বুড়মিন্সের ত হিম্মৎ খুব ! বলি এ নড়াই দাঙ্গার সময় তুমি একলাটি এখানে কি ক'রছ । ঘরে পালোও না ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । আমার ত আর অন্য গৃহাশ্রম নাই দাদা ! এই মদনমোহনের পদাশ্রয়ই আমার আশ্রয়—এই আমার আশ্রম ।

রাখাল । বাড়ী ঘর নেই ? কে তুমি ?

রাজা । আমি এই মদনমোহনের সেবার দাস ! লোকে বলে বিষ্ণু-পুরের রাজা ।

রাখাল । ইস্, তা আর হ'তে হন না, তুমি রাজা হ'লে বুঝি এমনি মাটির পুতুলটির মতন বসে থাকতে পারতে ?

রাজা । কি ক'রব ভাই ! আমার কি আর উত্থানশক্তি আছে ?

রাখাল । কেন এস না—আমি হাত ধ'রে উঠিয়ে দিই ।

রাজা । উঠিয়ে নয় দিলে, যুদ্ধ ক'রব কেমন করে ?

রাখাল । (ভঙ্গিক্রমে ইতস্ততঃ ছুটাছুটিপূর্বক) কেন, কাট্ কাট্ কাট্—মার্ মার্ মার্ ধর্ ধর্ ধর্ এমনি ক'রে ।

রাজা । এ ঘোরতর যুদ্ধের সময়, বালক তুমি—তুমি এখানে কেন ?

রাখাল । পালের গরু যে পালছাড়া হ'য়ে পালিয়ে যাচ্ছে ।

রাজা । ছেলেমানুষ তুমি, এখন কামান বন্দুকের মুখে বেড়িও না, কোন্স্থানে গোলাগুলি লেগে মারা যাবে !

রাখাল । আমি তোমার গোলাগুলিকে ভয় করিনে, গোলা আমার গতরে ফুটবে না, মারাও যাব না ! ওরা যুদ্ধ ক'রছে—ম'রছে—পালাচ্ছে, মরুক—পালুক আমার কি ? আমি ফল তুলছি, ফল ছিঁড়ছি, কতজনকে বিলিয়ে দিচ্ছি !

রাজা । তোমার হাতে ওটা কি ফুল ভাই ?

রাখাল । ইস্ ! তাই তোমাকে বলি আর কি ?

রাজা । কেন ব'লবে না ?

রাখাল । তুমি যদি চেয়ে ব'স !

রাজা । চাই—আমাকেও নয় একটী দেবে !

রাখাল । তুমি ফুল নিয়ে কি ক'রবে ?

রাজা । যদি বেস সুগন্ধ, সুদৃশ্য ফুল হয়, তাহ'লে মদনমোহনের
পাদপদ্মে অর্পণ ক'রব ।

রাখাল । তাহ'লে ত আগেই দিতাম !

রাজা । কেন, সকলকে বিলিয়ে দাও আমাকে দেবে না কেন ?

রাখাল । সে আমার খেয়াল ! গরু চরান রাখালের খেয়াল তুমি
বুঝবে কি রাজা !

গীত ।

গোঁ-রাখা রাখালের খেয়াল বুঝবে বল কে ।

যা খুসি তাই ক'রে বসি, খেয়ালের বোঁকে ॥

জানিনা মোর স্বভাব কেমন, ফুলটি দিতে সরে না মন,

ফলে ফলে যাচে যেজন, ছুই বিলাই তাকে ।

ফল তাজে ফুল যে নেয় চেয়ে, চতুর নাই ভাই তার চেয়ে,

ফুলের গন্ধে মন মাতে যার সেকি আর ফুল দেখে চেয়ে ;

আমি যারে যখন ফুল দিয়েছি,

সে ফুল দিয়ে প্রতিফল পেয়েছি ;

গরল খেয়েছি, অনলে পুড়েছি, পড়েছি সাগর জলে,

বনে বনে খেলি, ক'রেছি রাখালি, ল'য়েছি চঙালে কোলে,

ঐ ফুলের আব্দারে দারী কারো দ্বারে,

কারো বা সারথি সাজি,

যার খুসি যায়, যাতে যে সাজায়, তখনি তাতেই রাজি ।

ফুল চেয়ে ফল ভাল বলি, তুষ্ট যারা মিষ্ট ফলে,

ফলটি পেলেই যায় তারা চলে,—

কেবল ভয় করিবে, ঐ আব্দারে, ফুল চাওয়া লোকে !

রাজা । ভাই রাখাল ! তোমার কথার ভাবে তোমাকে যেন কেমন কেমন ঠেকছে ; সত্য বলা দেখি কে তুমি রাখাল !

রাখাল । সত্যি মিথ্যার ধার ধারিনে, আমি রাখাল ! মা বাপ নেই—তোমার এই বিষ্ণুপুরে থাকি, তোমারই থাই—তোমারই পরি ! তুই রাজা—রাজাই আমার মা বাপ ! তুই আমার ভাইবন্ধু সব ।

রাজা । ভাই ! তোমার মা বাপের—তোমার দাসদাসীর—তোমার—ভাইবন্ধুর সাধের বিষ্ণুপুর যে যায় ভাই ! রক্ষা ক'রতে পারবে কি ?

রাখাল । তুই ভাবচিস্ কেন, মনে প্রাণে এক ক'রে মদনমোহনকে ডাক, মদনমোহনই তোমার বিষ্ণুপুর রক্ষা ক'রবেন ।

জনৈক দূতের প্রবেশ ।

দূত । মহারাজ ! আর বিষ্ণুপুর রক্ষা হয় না ! যায় যায় হ'য়েছে ! এইজন্ত অধিকা-রাজ ব'লে দিলেন, “মহারাজ যেন রাজ্ঞীদের নি'য়ে অতি সাবধানে গুপ্তদ্বার দিয়ে গুপ্তভাবে বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যান, আমরা যতক্ষণ জীবিত থাকব ততক্ষণ যুদ্ধ ক'রব ! কিন্তু এ যুদ্ধে—এত সৈন্তের মুখে আমাদের জীবনের আশা নাই, মৃত্যু অবশ্যস্তাবী । অধিকা-রাজ সুরসেন, তাঁর পুত্র ধর্মসেন, মান্দারণের সেনাপতি অরিন্দমসিংহ প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রছেন, পলাকে পলাকে বহু সৈন্ত সংহার ক'রছেন, কিন্তু

সেভাবে কতক্ষণ যুদ্ধ ক'রতে পারবেন, যত সৈন্য ম'রচে, ততই পঞ্চপালের মত সৈন্য এসে সেস্থান পূর্ণ ক'রচে ! স্মৃতরাং আর জয়লাভের কোন আশা নাই ! এখন যা কর্তব্য হয় করুন ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । ভাল তুমি বাও ! আমি যা কর্তব্য বিবেচনা হয় তাই ক'রব ।

দূত । যে আজ্ঞা !

[প্রস্থান ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । মদনমোহন এই ক'রলে ! অন্তিমদশায় তোমার সেবা পরিত্যাগ ক'রে আগাকে পালাতে হবে ? তা পারব না মদনমোহন ! ম'রতে হয় তোমার সম্মুখে শত্রুর অসি হৃদয় পেতে ধারণ ক'রব ! বন্দি হ'তে হয় তোমার সম্মুখেই এই বৃদ্ধবয়সে সপরিবারে বন্দি হব । পালাতে পারব না । শেষদশায় তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে, কোথায় পালাব মদনমোহন !

রাখাল । না রাজা ! তুই পালাস্নে ! ব'সে ব'সে মালা জপ, আমি মাই গুরু গুলো বুঝি মারা গেল !

[প্রস্থান ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । মদনমোহন তোমার ইচ্ছা ! (মালা জপ)

(নেপথ্যে কামান শব্দ)

জনৈক দূতের প্রবেশ ।

দূত । মহারাজ ! শীঘ্র আসুন—শীঘ্র আসুন ! যষ্টিতে ভর ক'বে আসুন ! অসম্ভব !—অতি অসম্ভব ব্যাপার দেখবেন আসুন ! একটা রাখালবালক, সেই মহাশত্রুর দলমাদল কামান দুই কক্ষে নিয়ে, বিপক্ষ পক্ষ লক্ষ্য ক'রে, অনবরত গোলা বর্ষণ ক'রচে । অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! দেখবেন আসুন !

বিষ্ণুপুর-রাজ । মদনমোহন ! সব তোমার ইচ্ছা ! চল দেখি
বাপারটা কি দেখি গে !

[যষ্টিতে ভর করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান ।

একদল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ধর্ম্মসেনের
প্রবেশ ও প্রস্থান, পরে দ্বিতীয় দলের সহিত যুদ্ধ
করিতে করিতে অরিন্দমসিংহের প্রবেশ ও প্রস্থান;
পরে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের সহিত যুদ্ধ
করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মসেন, অরিন্দম
ও কর্ণসেনের প্রবেশ । (নেপথ্যে ঘন
ঘন কামানের ধ্বনি এবং অম্বিকারাজ,
অরিন্দমসিংহ ও পরে ধর্ম্মসেনের
পতন, ও গোড়সৈন্যের জয়ধ্বনি)

গোড়সৈন্যগণ । জয় গোড়েশ্বরের জয় ।

উভয় কক্ষে দলমাদল গ্রহণপূর্বক রাখালবালকের প্রবেশ
ও ঘন ঘন কামানধ্বনি, এবং গোড়সৈন্যের পতন ও
অবশিষ্ট সৈন্যের পলায়ন, রাখালবালকের পশ্চাৎ-
ধাবন । তৎপরে যষ্টিহস্তে বিষ্ণুপুর-
রাজের প্রবেশ ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । ধন্য মদনমোহন ! ধন্য তোমার লীলা-বৈচিত্র্য !
তোমার লীলা, তোমার খেলা ব্রহ্মাদির জ্ঞানাতীত ! এ ধরাশয়্যায় পতিত

কে, সুরসেন ! ১ মান্দারণরাজ-জামাতা মহাবীর অরিন্দম সিংহ ? কেন ভাই তোমার এমন ধারা পরের জন্ত প্রাণ দিলে ? সুরসেন ! ভাই ! তোমরা জীবিত আছ কি ? না—শত শত জনের জন্ত আগাকে অপরি-শোধনীয় ঋণে বদ্ধ রেখে বীরগতি লাভ ক'রলে ?

অধিকারাজ । মহারাজ ! মৃত্যু হয় নাই, তবে বিষম আগ্নেয়-গোলক উরুদেশ বিদ্ধ ক'রে চলে গিয়েছে ! উত্থানশক্তি নাই !

অরিন্দম । এ হতভাগ্য অরিন্দমসিংহ এখনও জীবিত আছে, তবে বিষম গোলার আঘাতে পঞ্জরাস্থি ভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে, মৃত্যু নিকটবর্তী । হ'ক্—মৃত্যু হ'ক্, তাতে দুঃখিত নৈ, এ শত্রুপদদলিত পরাজিত জীবন যত শীঘ্র বহির্গত হয়, ততই মঙ্গল ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । কি ক'রবে অরিন্দম ! তোমরা উভয়েই অভাবনীয় বীরত্ব দেখিয়েছ, আগার এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তোমারা যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষকে দুর্গ অধিকার ক'রতে দাও নাই, এই তোমাদের বীর-ত্বের পরাকাষ্ঠা ! ওদিকে একটি নবীন যুবক আহত হ'য়ে ধরাশয্যায় পতিত নয় ? এটিকে ত চিন্তে পারলাম না !

সুরসেন । না চিন্তারই সম্ভব, কারণ যাকে অতি নৈশবে দেখেছেন, সে এখন আপনার অমোঘ আশীর্ব্বাদে বহু বিপ্লব বাধায় রক্ষা পেয়ে, যৌবন-সীমায় পদার্পণ ক'রেছে ! সুরতাং না চিন্তারই কথা । ওটা আপনার চিরানুগৃহীত দাস সুরসেনের পুত্র, আপনার দাসানুদাস নাম ধর্মসেন ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । কে, আমার ধর্মদাস ধর্মসেন ! হাঁরে, আমি এই জন্ত তোমাকে বিষ্ণুপুরে আনতে পাঠিয়েছিলাম ? সতী রঞ্জাবতীর ধর্মসাধন ব্রতের কাম্যফল ! এ কি ক'ল্লি বাপ ? হা ধর্ম ! শেষে এই ক'রলে ?

সন্ন্যাসীসহ কালু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী । মহারাজ ! ধর্মরূপী মদনমোহনের লীলাখেলা তুমি আমি কি বুঝে । আপনার ধর্মসেবক ধর্মদাসকে ধর্মই রক্ষা ক'রবেন ! এই নিন—এই সঞ্জীবনীসুধা সকলের ক্ষতস্থানে সেচন করুন ! স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়পক্ষের মৃত সৈনিকদের মুখবিবরে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান ক'রতে দিন, এখনি ক্ষতস্থান যন্ত্রণাশূন্য হ'য়ে পূর্ববৎ হবে, মৃত সৈনিকগণ জীবন-লাভ ক'রবে ।

(রাজাকর্তৃক সকলের ক্ষতস্থানে সঞ্জীবনী সিঞ্চন ও মৃত-সৈনিকগণের মুখবিবরে প্রদান ও সকলের ধর্মের জয়—মদনমোহনের জয় শব্দে গাজোথান)

লক্ষ্মী ; কেমন ? দেখলি রাজা ? ধরমের খেলাটা একবার দেখলি ? যেথাকে ধরম সেথাকে মদনমোহন, যেথাকে মদনমোহন সেথাকে ধরম, দে ধরমদেবতার পূজা দে, এই গোটা ছনিয়াটা জুড়িয়ে ধরমদেবতার পূজা পেরুচার করিয়ে দে । শোন ধরমদাস, লখী তোরে প্যাটে ধরা বেটার লাগাল কাঁকে পিঠে করিয়ে মানুষ করিয়েছে ; তুহার লেগিয়ে লক্কি লক্কি গরদান, লক্ষ্মীর তীরে জমিনে লুটিয়েছে । এখন তুই মানুষ হৈয়েছিস, ধরমের দোওয়া পেরেছিস—ঘোয়ান হৈয়েছিস ! গোরা তুহাকে অম্বিকার রাজার পাটে বসিয়ে চলোম, যাবারকালে একটা কথা বলিয়ে যাই, মনে করিয়ে রাখিস, ইত্তির লোকের কথা বলিয়ে হেলা করিস না ! গেরামে লোরামে, লগরে লগরে, সহরে—চক্রে—ছত্রে যেথা যেথা মানুষ আছে—বসতি আছে, সেথা সেথা ধরমের পূজা ক'রতে ছকুম চালিয়ে দিস, সকল লোককে ধরমের মাহাত্মি সম্বোধে দিস ! ধরমের পায়ে ভক্তি ক'রতে শিথিয়ে দিস ! ধন দিয়ে, মন দিয়ে, গতির দিয়ে, ধরমের পূজা পেরুচার

করিয়ে দিস্—ধরমদাস নাম সার্থক করিস । কেমন বেটা—কথা রাখি ত ?

ধর্মসেন । তোমার কথা—তোমার উপদেশ, যতদিন বাঁচব দেবদেশ ইষ্টবাকা হ'তেও মূল্যবান জ্ঞানে মাথায় ক'রে পালন ক'রব !

লক্ষী । বেঁচিয়ে থাক্ বেটা ! বল—সকলে বল, ধরমরাজের জয় ।

সকলে । জয় ধর্মরাজের জয় ।

লক্ষী । জয় ধরমরূপী মদনমোহন জী কি জয় ।

সকলে । জয় ধর্মরূপী মদনমোহন জী কি জয় ।

সন্ন্যাসী । মহারাজ ! আজ মদনমোহনের কৃপায় আপনি ধন্য হ'লেন, আপনার বিষ্ণুপুর ধন্য হ'লো ! আপনার ধর্মভিত্তি-মূলক পবিত্র কীর্তি-স্তুতি, জগতে অনন্তকালের জন্য অতীতের সাক্ষিস্বরূপ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থেকে, মদনমোহনের লীলানিকেতন বিষ্ণুপুরের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখবে । এক্ষণে মঙ্গলময় মদনমোহনের মঙ্গলারতি—পুনরাভিষেক প্রভৃতির আয়োজন করুন । নগরে হরিনাম সঙ্গীর্জন, শ্রীমন্দিরে নৃত্য, গীত, স্তুতি পাঠাদির ব্যবস্থা করুন ।

৩ মদনমোহনের শ্রীমন্দিরের পরিচারক জনৈক

উৎকলবাসী ব্রাহ্মণের প্রবেশ ।

ব্রাহ্মণ । (যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্বক হস্তোত্তলন করিয়া) মহারাজ ! আশীর্বাদ করি ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । প্রণাম ! সংবাদ কি ?

ব্রাহ্মণ । এ মহারাজা ! বড় খারাপী হৈলা পরা—

বিষ্ণুপুর-রাজ । কি খারাপ হ'লো ঠাকুর ।

ব্রাহ্মণ । মহারাজা ! মোব বক্ষস্থল ধকরো মারচে, ০শরীর শিহরি কঁটা হোচে, বড় অসম্ভব—বড় আশ্চর্য্য হোচে রজা !

বিষ্ণুপুর-রাজ । মদনমোহনের লীলানিকেতন বিষ্ণুপুরে আর অসম্ভব কিছুই নাই । জগতে যা অসম্ভব, বিষ্ণুপুরে তাই সম্ভব হ'চ্ছে । এক্ষণে স্থির হ'য়ে কি ঘটেছে বলুন দেখি ।

ব্রাহ্মণ । সু মে ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তকালে উঠি কিড়ি, হস্ত মুখো পখীলি, পবিত্র নোগাপট্টা ধারণ কবি কিড়ি, প্রভু মদনমোহনের শ্রীমন্দির মার্জনা করিতে যাই কিড়ি, সে প্রভু মন্দিরের দ্বাব উদঘাটনো করি কিড়ি দেখিলা, শ্রীমন্দির মঝারে শোণিত নদী বোচি ! প্রভুর স্বর্ণসিংহাসন শোণিত মথান ! পীতবসন শোণিত মথা । বক্ষস্থল ক্ষত ! দর্ দব্ ধারে শোণিতধারা বোচি ! এ কোড় হৈলা রজা ! হে মদনমোহনো মহাপ্রভু ! এ কোড় লীলা কোচি—

সন্ন্যাসী । এতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করবার কারণ কিছুই নাই, তাঁর লীলা—তাঁর খেলা, সমস্তই অসম্ভব—সমস্তই আশ্চর্য্য—সমস্তই জ্ঞানাতীত—চিন্তাতীত মানববুদ্ধির অগোচব ! এক্ষণে প্রভুর পুনরাভিষেকের প্রয়োজন ! কুলপুরোহিতেব ব্যবস্থা মত তীর্থবারি, পঞ্চগব্যাদি যা যা প্রয়োজন, তাঁর আয়োজন করুন ! আব নগরে হরিনাম কীর্ত্তন, নৃত্যগীত আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করুন । এক্ষণে চলুন দেখি, দেখিগে আপনার লীলারঙ্গ-প্রিয় মদনমোহন কি লীলা বিস্তার ক'রে ব'সেছেন ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । হাঁ চলুন । ভ্রাতঃ স্বরসেন, প্রাণাধিক কুমার ধর্মসেন ! প্রিয়তম অরিন্দম ! লক্ষী, কালু সকলেই চল । মস্ত্রি ! তুমি কুলপুরোহিত মহাশয়কে সংবাদ দিয়ে অভিষেক দ্রব্যাদির আয়োজন, নগরে হরিসঙ্কীর্ত্তন, প্রভুব শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা কর ।

[সকলের প্রস্থান ।

একত্রিংশ দৃশ্য ।

স্থান—রাজপথ

ভগ্ন মৃৎ-পাত্রে কুকুর-উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিতে করিতে
শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্রখণ্ডপরিহিত গলিত কুষ্ঠ-
শ্রুত উন্মাদ মহানদের প্রবেশ ।

মহানদ । (ক্ষতস্থান হইতে সপুষ্ট গলিত মাংস ও কীট বাহির
করিতে করিতে) পোকা ! বড় বড়,—লম্বা লম্বা পোকা ! ঘায়ের ভিতর
কীল্ বীল্ ক'রছে ! হাড়ের ভিতর ঢুকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে ! কট্ কট্
করে কামড়াচ্ছে ! আঃ রে-রে-রে-বে খেয়ে ফেলো—খেয়ে ফেলো ! ম'রে
গেলান—ম'রে গেলান ! আঃ—চ'কের ভেতর ঘা ! দগ্ধগে ঘা ! তার
ভিতর পোকা ! চ'খের তারা ছিঁড়ে খাচ্ছে ! উঃ হুঃ হুঃ গেল—গেল—
গেল ! জ'লে পুড়ে গেল ! (চক্ষু হইতে কীট বাহির করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ
বেটা পোকা যেমন লম্বা তেমনি মোটা ! কেমন বেটা ধ'রেছি ত !
দেখত বেটা তুই আগাকে খাস্ কি আগি তোকে খাই (কীট চর্ষণ
করিতে করিতে) বেশ ! বেশ লাগছে ! আর একটা ধ'রে খাই ! খিদেয়
পেট জ'লছে ! তুমায় ছাতি ফাটছে ! কেউ একমুটো ভাত দেয় না, কেউ
একবিন্দু জল দেয় না ! ছয়ারে গেলেই, নাকে কাপড় দিয়ে দূর্ দূর্ ক'রে
তাড়িয়ে দেয় ! আচ্ছা থাক ! থাক বেটারা ! দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দেও-
য়াব, অম্বিকার বাজা, বিষ্ণুপুরের রাজা, মানভূমের, বীরভূমের, তম্বুলকের
কত মুলুকের রাজা আগি, আগাকে একমুটো ভাত দেও না ? ছাতিফাটা
পিপাসায় এক ফোঁটা জল দাও না রে বেটারা ! থাক্ বেটারা ! সব গর্দান

নেব,—সব কাটব ! আজই ফোজ চালাব ক'ব্ব ! ৩ আগে, ছোটো ভাত খেয়ে নিই ! আর একটু না গেলে শালা কুকুর সব খেয়ে ফেলত ! দৌড়ে গিয়ে কুকুর শালার মুখ থেকে কেড়ে এনেছি ! কুকুরের ভাল ঝোল মাথা ! খেয়ে ফেলি ! বা ! বেশ বাগ্ছে ! অ্যাঃ গিলতে পারছি—পোকা ! মুখেব ভিতর পচা যা, তার সঙ্গে মৌটা মৌটা লম্বা লম্বা পোকা ! খেয়ে ফেলে—খেয়ে ফেলে ! (বিকৃত স্বরে) জিব-টেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে ! অ্যা—র্যা-র্যা-র্যা ! গ্যা-গ্যা-গ্যা গেল ! জ'লে পুড়ে গেল ! থুঃ—থুঃ থুঃ ! অ্যাঃ থকা থকা পোকা ! আর খেতে পারিনে ! এ-কটা ভাত রাখি, শৈলজা খাবে—খুব খুশি হবে ! আগাকে আরও কত ভালবাসবে ! হা হা হা ! “চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে তকলতার বিয়ে ! শৈলজা আমার বিয়ে ক'বেছে—ফুলের মাদ্য দিয়ে ॥” “আগাডুম বাগাডুম ঘোড়াডুম মাজে, ডাল যোগীনী বাজনা বাজে !” আগাব বিয়ে কিনা ! তাই বাজনা বাজ্ছে ; আর—রে—রে—রে অ্যাঃ (উভয় হস্তের মণিবন্ধের দ্বারা মক্ষিকা ধারণপূর্বক মর্দন করিতে করিতে) শালা মাছিতে খেয়ে ফেলে ! আর খাবে শালা ! বেটার শালা মাছি খায়ের সোয়াদ পেয়ে পালে পালে জুটতে লেগেছে ! মর্ শালারা একি ময়বার দোকান ? হা হা হা ঐয়ে আমার শৈলজা আস্ছে ! ফুলের মালা হাতে ক'রে হাসতে হাসতে আমার গলায় পরাতে আস্ছে ! এস—এস—এস শৈলজা ! অগ্নি হাসিভরা মুখে আমার দিকে চাও ! আগাকে নিরাশ ক'রোনা, পাগল হব ! তোমার শারদ-জ্যোৎস্নামাথা রূপে মুগ্ধ হয়ে সুধা পিয়াসে, ক্ষুদ্র পাখী আমি, বহু উর্দ্ধে উঠে ছিলাম ! সুধা পেলেম না, আমার ভাগ্যফলে শারদ চন্দ্রিকা অনলশিখায় পরিণত হলো ! তথাপি শৈলজা ! তোমার আশা ছাড়তে পারিনি—অনলশিখার রূপে মুগ্ধ পতঙ্গ আমি—অনলে পড়ব—পুড়ব, ভস্মে পরিণত হব ! তথাপি শৈল !

তোমার আশা—তোমার ভালবাসা পাবার আশা—সেই দেবতলাভের
আশা ছাড়তে পারব না ! তাই বলি, আর না, আর নিরাশ ক'রো না !
দয়া কর—করণার চক্ষে চাও । নয়নানন্দ নবীননীরদ বক্ষে বজ্রাঘিকে
স্থান দিও না ! হাস—একবার ভালবাসার চক্ষে চাও ! ওকি ও আবার
কি মূর্তি শৈল ! দেখতে দেখতে ও আবার কি !—নৃমুণ্ডমালিনী—
মুক্তকেশী—ভয়ঙ্করী কালিকা মূর্তি ! নয়নত্রেয় কালাগ্নি ধক্ ধক্ জ্বলছে !
বাণাধোর্দ্ধ করযুগলে ত্রিশূল ও করাল কাল বালাবলী গভীর গর্জনে সগর
ফেনবাণি উদগীরণ ক'ব্ধে ! বামেতর করযুগলে শোণিত-রঞ্জিত তীক্ষ্ণ-
ধার অসি, আর সত্ত্বঃ ছিন্নমুণ্ডমালা ? ঐ—ঐ কোটী কোটী কালসর্প
করাল মুখবাদান ক'রে আমাকে গ্রাস ক'রতে আসছে ! না—না
শৈলজা ! আমাকে মের না ! আমায় ক্ষমা কর ! শৈল ! তুমি মানবী
নও—মহাশক্তি ! মহাপাপী আমি, আমি তোমাকে চিন্তে পারিনি !
সতী-কুল-কুসুমরাজ্যের কমলিনী তুমি ! সতীরাজ্যের রাজরাজেশ্বরী
তুমি । আমি ছরাশার ছলনায় ভুলে, রিপূর দাসত্বে অপার্ণিব স্মৃথ মনে
ক'রে, পিণ্ডাচবৃত্তি অবলম্বন ক'রেছি ! আমাকে ক্ষমা ! কি—ক্ষমা
নাই—শাস্তি নাই—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই ! আছে—আছে শৈলজা !
তুমি—তুমি দয়া ক'ব্লেই—তুমি ক্ষমা ক'ব্লেই—তুমি অভয় দিলেই
আমি পাপমুক্ত হব । সতীর কৃপায়, শান্তিলাভ ক'রব । শৈলজা !
আমার মাথায় পা দাও—আমাকে মুক্ত কর । কৈ কোথায় গেল ?
কেউত কোথাও নাই—এইত সেই কুকুর খেগো ভাত ! সেই পোকাপড়া
—গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত আমি ! সর্বদাঙ্গ কুমিকীটে খুলে খাচ্ছে, সর্বদাঙ্গ কটু
কটু—কন্ কন্—ঝন্ ঝন্ এইবার গেলাম ! এইবার মাথার মগজটা কুড়ে
কুড়ে খেয়ে ফেলে ! গেলাম—গেলাম—গেলাম ! র্যা—র্যা—র্যা ।
(মুক্তকধারণ পূর্বক, ভূতলে পতন)

অগ্রে বারিপূর্ণ হেমকুণ্ড কক্ষে রাণী, গন্ধদ্রব্যাদি স্থাপিত,
 পট্টবাসাচ্ছাদিত সুপ্ৰমত্তকে রঞ্জাবতী, শ্বেত চামরহস্তে
 মন্দারণ রাজকুমারী শৈলজা, শঙ্খহস্তে পরিচারিকা-
 দ্বয়, ও পশ্চাতে কঁাসর ঘণ্টাদি হস্তে পুরস্ত্রীগণ,
 এবং তৎপশ্চাতে হরিনামকীর্তন করিতে
 করিতে নাগরিকগণের প্রবেশ ।

মহানদ । (চমকিতভাবে গাভ্রোথানপূর্বক) এই যে বাজনা বেজেছে !
 বেণ ! বেণ ! বেণ ! আর বিয়ে না হ'য়ে যায় কোথা ! এরা কে ?
 হরিনাম ক'রছে ; আর নাচ্ছে ! বেণ !—বেণ নাচে ! আমিও হরি হবি
 বলি আর নাচি ! (উল্লবাহু হইয়া) হরি হরিবোল ! হরি হরিবোল !

জনৈক গায়ক । হরি পাতকীরে দয়া কর ! হরি হরিবোল—

মহানদ । হবি পাতকীরে দয়া কর ! হবি হরিবোল—

গায়কগণ সকলে । হরি পাতকীরে দয়া কর ! হরি হরিবোল—

জনৈক গায়ক । পতিত্ পাবন হে পতিতে তার । হরি হরিবোল ।

মহানদ । পতিত্ পাবন হে পতিতে তার । হরি হরিবোল ।

গায়কগণ সকলে । পতিত্ পাবন হে পতিতে তার । হরি হরিবোল ।

উল্লবাহু হইয়া নৃত্য ও হরি হরি বলিতে বলিতে মহানদের
 অবসন্নভাবে পতন ও সন্ন্যাসীর প্রবেশ ।

“ সন্ন্যাসী । এই যে দয়াময় মদনমোহন, মহাপাপী মহানদকে মহা-
 মুক্তির মহাপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন । পাপের প্রায়শ্চিত্তও যথেষ্ট হ'য়েছে !
 কিন্তু এ সতীর শাপ—কালসাপের বিষ-জর্জরিত বিষম বিষবিকার-গ্রস্ত
 মহানদের মুক্তিলাভের উপায় সেই সতীর কৃপা ভিন্ন আর অন্য কিছুই

নাই ! মহানদ ! তোমার মহাপাপের উপযুক্ত ফলভোগ যথেষ্ট হ'য়েছে । তুমি ক্ষীর সর নবনীতাদি উপাদেয় আহার্যে যে বাসনার তৃপ্তিসাধন ক'রতে, সেই বাসনা আজ, গলিত ক্ষতযুক্ত শত শত কুমিকীটের দংশনে জর্জরিত হ'চ্ছে, দেবভোগ্য দ্রব্যে যার তৃপ্তিসাধন ক'রতে, সে রসনা আজ, শূকর সারমেয়াদির ভুক্তাবশিষ্ট, তাদের স্বক-রসনাদি গলিত ক্লেদ-লালাদিক্রীড় উচ্ছিষ্ট অর্থে পরিতৃপ্ত ! স্বর্ণময় ভোজ্যপাত্রের পরিবর্তে আজ ভগ্ন মৃৎপাত্র, রত্নখচিত কারুকার্যময় পর্যাক্ষস্থিত ছগ্নফেননিভ শয্যা এখন ধূলি বালুকাময় তরুতল, কদাচিত্ ভগ্ন কঙ্করাকীর্ণ প্রেত পিশাচের রঙ্গক্ষেত্র স্থাপদ-সঙ্কুল শ্মশান-ভূমিতে পরিণত । কাল যে অঙ্গে মণিময় পরিচ্ছদ ধারণ ক'রে ঐশ্বর্যোন্মত্ততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ, আজ সেই অঙ্গে শত গ্রন্থিযুক্ত গলিন জীর্ণ-বাসমাত্র সার ক'রেছ । যে ইচ্ছাময় ভোগে পরিপুষ্ট দেহ, শত দাসদাসীসেবিত অগুরুচন্দনাদি বিলেপন সৌরভে সৌরভিত, অশেষ ভোগ-বিন্যাসের আধার ছিল, আজ সেই দেহ গলিত কুষ্ঠক্ষত কুমিকীটের আশ্রয়, ন্যাকারজনক ছর্গক্ষে দশদিক কলুষিত ক'রছে, কুমিকীটাদির দংশন যন্ত্রণায় দিবারাত্রি ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার ক'রছে । এ হ'তে আর তোমার মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত কি হ'তে পারে, যেমন পাপ তেমনি তার দণ্ড, প্রায়শ্চিত্তও যথেষ্ট হ'য়েছে ! এক্ষণে মদনমোহনের কৃপায় স্মৃতি লাভ কর । মহাপাপের মহোষধি হরিনামসুধা পান কর, ঐ মধুর নামে মত্ত হ'য়ে প্রেমানন্দে নৃত্য কর, আর এখনো যদি চৈতন্য হ'য়ে থাকে, সতী-কুলেশ্বরী মহাশক্তির অংশরূপিণী সতী যে কি বস্তু, তা যদি বুঝে থাক, তাহ'লে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে ঐ সতী-ধর্মনিরতা সাধ্বী পতিব্রতা মন্দারণ রাজকুমারীর পদযুগল মস্তকে ধারণপূর্বক মা মা ব'লে ক্ষমা প্রার্থনা করগে, সতীর দয়া হ'লেই সতীশ্বরী ভগবতী তোমাকে ক্ষমা ক'রবেন ! সত্যসনাতন মদনমোহন তোমাকে মুক্তিদান ক'রবেন !

মহানদ । (শৈলজার পদধারণপূর্বক নতজানু হইয়া) মা—মা—
সতীশ্বরী ! আমি নিতান্ত নরাধম, নিতান্ত মহাপাপী ! মা ! তুমি আমায়
ক্ষমা কর, মা ! তোমার দয়া ভিন্ন, আমার আর যন্ত্রণাময় অনন্ত নরক
হতে মুক্তি নাই ! মা ! প্রসন্ন হও ! আমার মাথায় পদধূলা দাও,
সতী পদরজ মাথায় ধারণ ক'রে আমি মহাপাপ হ'তে মুক্তিলাভ
করি !

শৈলজা । মহানদ ! অনাথা অনাশ্রিত অবস্থায় তোমার পাপ চক্ষে
পতিত হ'য়েছিলাম, কিন্তু অনাশ্রিতেব আশ্রয়, অসহায়ের সহায় সতীকুল
সাম্রাজ্ঞী মহাশক্তি ভগবতী আমায় রক্ষা ক'রেছেন ! তুমি কেবল আপনার
পাপে আপনি দগ্ধ হ'য়েছ, ধর্ম্ম তোমার পাপের যথেষ্ট দণ্ড দিয়েছেন,
আমি তার হস্তেই সমস্ত ভার নির্ভর ক'রেছি । মুক্তি দাতা—দণ্ড বিধাতা
একমাত্র তিনিই ! প্রার্থনা করি, জগৎ-বিধাতা ভগবান তোমাকে ক্ষমা
করুন ।

মহানদ । মা ! আর কেন ? যথেষ্ট হ'য়েছে । আমার মত জীবিতে
নরকযন্ত্রণা কেউ কখন পেয়েছে কি না সন্দেহ ! আর কেন মা ! ভগবানের
উপর নির্ভর ক'রছ ! সতী-বাক্য অন্তথা করা ভগবানেরও সাধাতীত ।
মা তুমি একবার বল—একবার সরল প্রাণে বল, হতভাগ্য মহানদ ! আমি
তোকে ক্ষমা ক'রলাম ।

শৈলজা । আমি ক্ষমা ক'রলেই যদি ভগবান তোমাকে ক্ষমা করেন
তাহ'লে আমি তোমাকে ক্ষমা ক'রলেম ।

স্বামীজী । মহানদ ! যখন সতীর প্রসাদ পেয়েছ, তখন জগৎ
তোমাকে ক্ষমা দান ক'রেছে । এক্ষণে এই কমণ্ডলুর জল সর্বদা
লেপনান্তে একবার জগন্মনোমোহন মদনমোহনকে দর্শন ক'রে, মায়ামোহ-
ময় সংসারিশ্রম পরিত্যাগপূর্বক সাধুজনগমা পবিত্রপথের পথিক হও ! এই

লও ! কমণ্ডলুজলে কুগি-কীট-কলুষিত দেহ মার্জনা ক'রে পবিত্র
হরিনামাবলি ধারণপূর্বক প্রভুর শ্রীমন্দিরে চল ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বাত্রিংশ দৃশ্য ।

স্থান—৬ মদনমোহনের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণ

সকলের প্রবেশ ।

স্বাগীজী । আপনার রক্তপ্রিয় মদনমোহনকে প্রাঙ্গণমধ্যে আনয়ন
ক'রতে আদেশ ককন । তীর্থবারি দ্বারা স্নান করান হ'ক, পুরমহিলাগণ
হুলু ধ্বনি প্রদানপূর্বক মঙ্গলগীতি গান ক'রুক ।

বিষ্ণুপুর-রাজ । কৈ আমার মদনমোহনকে একবার এই প্রাঙ্গণে
আনয়ন কর দেখি ।

উঃ-ব্রাহ্মণ । যে-আজ্ঞে ! ধড়—ধড়—এ মথোর, এ কিঞ্চ-রথো
ভাই মবারে পট্টা কসিকিড়ি সাপটী ধর ।

(উড়িয়া ব্রাহ্মণগণের কোমর বন্ধন ও সিংহাসনসহ মদনমোহনকে
প্রাঙ্গণে আনয়ন । ক্ষত-বক্ষ মদনমোহনের বক্ষঃস্থল হইতে শোণিতধারা
পতন)

বিষ্ণুপুর রাজ । এ কি ! একি মদনমোহন ! একি করেছ মদন-
মোহন ! তুচ্ছ রাজ্যরক্ষার জন্ত তোমার অঙ্গে শোণিতপাত ! এ কামনা
ত আমি একদিনের জন্তও করি নাই মদনমোহন !

স্বামীজী । ওকি—মায়ান্ন মহারাজ ! আপনি কার জন্ত আক্ষেপ ক'রছেন । একদিন যিনি পর্বতপ্রমাণ দাবাগ্নি অঞ্জলি দ্বারা গ্রাস ক'বেছেন, একদিন বাসববজ্র যার অঙ্গস্পর্শে নিকর্যাপিত হ'য়ে লৌহপিণ্ডবৎ ভূপৃষ্ঠে লুপ্তিত হ'য়েছে, আজ ক্ষুদ্রজীব মানবের অগ্নিময় লৌহগোলকে তাঁর অঙ্গ ক্ষত ! সেই ক্ষতস্থে শোণিত প্রবাহ ! এ সব তাঁরই মায়ার খেলা, লীলা-চাতুর্য্যব্যতীত আর কি হ'তে পারে ? এতদিন ছায়াবৎ পদাশ্রিত থেকেও লীলা-রঙ্গ-প্রিয় শঠের রঙ্গলীলা বুঝতে পারলেন না !—শান্ত হ'ন, আমার কাছে ওরূপ ক্ষত চিকিৎসার অমোঘ ঔষধ আছে । (কনকলুর জল রাজার হাতে দিয়া) এই নিম্ন, ক্ষতস্থান ধোত ক'রে দিন ।

(রাজাকর্তৃক ক্ষতস্থান ধোত, শোণিতপ্রাব নিবারণ এবং সকলের জয়শব্দ উচ্চারণ, নর্তকীগণের প্রবেশ এবং স্তুতিগীতি, নৃত্য ও সকলের প্রণাম)



সুপ্রসিদ্ধ কবি অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

“অপরাপর চিত্তাকর্ষক গ্রন্থাবলী :—

১। বোধনে বিসর্জন

মূল্য চারি আনা মাত্র।

গ্রন্থকারের গীতাভিনয় সর্বত্র প্রশংসিত, এরূপ পাকা হাতের লেখা
গ্রহণ কত সুন্দর একবার দেখুন।

২। সচিত্র সুরথ-উদ্ধার গীতাভিনয়

(সঁতরা কোং যাত্রায় অভিনীত)

মূল্য ১।।০ দেড় টাকা।

“আপন বুঝে চল এই বেলা” এই গানটী এবং তিনখানি ছবি এই
নাটকে আছে।

আমরাই ইহার একমাত্র বিক্রেতা।

সাবধান ! বিষম জাল হইতেছে ! ! অহিভূষণ বাবুর নাম দেখিয়া
ক্রয় করিবেন। এই সঁতরা কোং যাত্রায় অভিনীত অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য
প্রণীত সুরথ-উদ্ধার গীতাভিনয়খানির বিক্রয়ার্থক্যে অনেক অর্থলুপ্ত পুস্তক-
ব্যবসায়ী এই নামে বাজে লেখকের লেখা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন ;

কিন্তু মূলে তাহাৰ কিছুই নাই। এই সুরথ-উদ্ধার গীতাভিনয় শুদ্ধ পুস্তকের নাম দেখিয়া ক্রয় করিবেন না ; গ্রন্থকারের এবং অভিনীত যাত্রার নাম দেখিয়া পুস্তক ক্রয় করিবেন।

৩। বামনভিক্ষা বা বলিদর্পদলন

হরিভক্তিঅঙ্করদৃশ্য প্রবলপরাক্রান্ত দানবপতি বলিরাজের দমনের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীতে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কশ্যপ ও দিতির পুত্রসেহ, নারদেব হরিভক্তি, দেবরাজের নিগ্রহ, বলিরাজের নিকাম দানলালসা এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের দাতার দানে ব্যাঘাতজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ধর্মনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক বিবিধ লোক-হিতকর উপদেশাবলী উদার ও চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণিত করিয়া কবি অহিভুষণ যাত্রার গীতাভিনয়ে যুগান্তর আনয়ন করিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণ একবার মাত্র এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সম্যক উপলব্ধি করুন, ইহাই প্রার্থনা। ইহাতে যেমন বীররস তেমনই করুণ ও হাস্যরসের অবতারণা করিয়া অভিনয় অতীব হৃদয়গ্রাহী করা হইয়াছে। মূল্য ১।।০ টাকা।

৪। রাই উন্মাদিনী (সচিত্র)

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

এখানো বিষ্ণুভক্তিমূলক পৌরাণিক গীতাভিনয়। যদি পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের নিঃস্বার্থতা শিখিতে চাও, যদি প্রকৃত প্রেম বা আত্মদান শিখিতে চাও, রাই উন্মাদিনী পড়। বিষ্ণুভক্তের অতি আদরের সামগ্রী হইয়াছে—

এই পবিত্র কাহিনী পাঠ করিলে শরীর মন পূত হয়—সংসারসাগরে অনাগাসে পার হওয়া যায়। বঙ্গদেশের সকল নরনারীরই এই গীতাভিনয় পাঠ করা উচিত। এই গীতাভিনয়ে শ্রীমতী রাধিকার প্রেমের একাগ্রতা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। কভারে উন্মাদিনী রাধিকার অতি মনোহর চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া পুস্তকের ভিতরেও অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। মূল্য অতি সুলভ।

৫। - তুলসীলীলা (সচিত্র)

এখানিও বহু যাত্রার দল কর্তৃক অতি প্রতিষ্ঠার সহিত অভিনীত। কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার সহচরী গোপিকা তুলসী শ্রীমতীরই রোষে পতিত হন, ফলে অভিশপ্ত ও স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া সংসারে হরিভক্তি প্রচার করেন। তাঁহার অসীম হরিভক্তির ও মর্ত্যে অশেষ ক্লেশ ভোগের পুরস্কার স্বরূপই তিনি পরিশেষে বিষ্ণুর মস্তকে স্থান প্রাপ্ত হন। ভক্তাধীন ভগবান্ সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় প্রিয়শিষ্যকে সর্বোচ্চ স্থান দান করিয়া হরিভক্তির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেন। পাঠকালে তেমন হৃদয়হীন ব্যক্তিও হরিভক্তিরসে আত্মপূত হইবেন—এমনই হৃদয়গ্রাহী বিষয় ও ভাষা। যিনি উক্ত গ্রন্থকারের একখানি গীতাভিনয় পাঠ করিয়াছেন তিনিই ইহার বিচিত্রতা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট অধিক বলা বাহুল্য। মূল্য ১।০ সিকা।

প্রকাশক :—

ভট্টাচার্য এণ্ড সন্

৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।